

প্রসাহং সংহিতা

মোহং তত্ত্ব, মোহং গীতা ও TRUTH

প্রণেতা

শ্রীমৎ পরমহংস মোহংস্বামী

প্রণীত

প্রকাশক

ই. সুখ্যাকান্ত রুন্দেয়াপাধ্যায়, সি, এল,।

ভাতিসজার, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ।

১৯৫১ কণওয়ার্ডিং ষ্ট্রীট ফালকাতা।

শ্রী দেবকীনন্দন প্রেসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

কঁঠক মুদ্রিত।

১৯১৪ সাল।

নিভজাপান

শাস্ত্র নাগর সুস্থ করিয়া তদ্বায়ত জ্ঞান করা
মহাজ্ঞানাদ্য নহে, এবং তদ্ব্যক্ত গুরু ও অনায়াসলব্ধ
নহে; বাহারা বেদবেদান্ত নিহিত, স্থূলদর্শীর
মনেন্দ্রিয়াতীত, গুঢ়তত্ত্ব অবগত ও ঋষি প্রদর্শিত
মোক্ষপন্থা . অবলম্বনে ত্রিতাপ বিমুক্ত হইতে
আকাঙ্ক্ষা করেন তাহারা শ্রীমৎ সোহংস্বামী
প্রণীত গ্রন্থাবলী পাঠ করুন।

সোহং তত্ত্ব দ্বিতীয় সংস্করণ

৥৭

সোহং গীতা, বক্তৃতা বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

২১

"**TRUTH**" সরল হংরেজী কবিতায় বৈদান্তিক তত্ত্ব ১৥৭

সোহং সংগ্রহিতা

প্রকাশক—

১৮৪ নং কালীঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা,

এন গাঙ্গুলী এণ্ড কোং পুস্তকালয়ে, অথবা

প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

সূচনা ।

বাল্যে মল্লক্রিয়া যন্ত বীরবন্দ্যমহৌজসঃ ।
 লীলাখেলাচ শার্দুলৈ গোবনেহাপায়জ্ঞানান্ ॥
 বিহায় গৃহধন্যাংশ্চ প্রৌঢ়ে ত্রিতাপসংশ্রয়ান্ ।
 "ন্যাস্তিতো জ্ঞানযোগং যো ব্রহ্মানন্দপরীপ্সয়া ॥
 উষিত্বা স্থচিরং কালং বোগভূমিং হিমাচলম্ ।
 অপশ্যদাত্মদেবতাং ব্রহ্মভূতৌ মহাশয়ঃ ॥
 আত্মারামং মহাপ্রাজ্ঞং সোহহংসামীতি বিকৃতযু ।
 তমিগং স্তমহোদয়মাত্মরূপং প্রণৌম্যহম্ ॥
 সত্যানৃতবিবেকেন শাস্ত্রশুদ্ধিং করোত্যশ্রমে !
 অবিদ্যাভয়মসং যোরং বিনাশয়তি যুক্তিতঃ ॥
 কুস্মাতির্নিগড়শ্লিষ্টং লুপ্তিতং দুঃখপল্বলে ।
 জনং জগৎস্থথারাম যুদ্ধারয়তি যত্নতঃ ॥
 অনুসরন্ততং ধীরাঃ , অন্ধাপায়িতচেতসঃ ।
 ত্যক্ত্বা হৃদয়দৌর্বল্যাং দুঃখমেক্ষমভীপ্সবঃ ।
 তৎপ্রণীতাক্ষ সংহিতা নৈবেতকন্দরগিণীন্ ।
 নিঃশ্রেয়সপ্রলিপ্সয়া পঠন্ত পঠয়ন্তঃ ॥

বহুধান্ধং মলপূর্ণত্বাৎ তত্ত্বপ্রায়েহপি 'দুস্তরঃ ।'

'বেদবেদাঙ্গদর্শনস্মৃত্যাদিশাস্ত্রমাধুরঃ ॥):

যংহি 'ঐতিতীর্থবো ধারা বিভ্র/তি চ বিমহন্তি ।'

অথবা পাণ্ডিতস্মৃত্যা, বিবদন্তে . পরাপরং ॥

জিজ্ঞাসুশ্চতুরো দীয়ান্ গৃহীয়াদাবশক্ষিতঃ ।

অমলাং সংহৃতামিমাং কমনৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ॥

নিরঞ্জন ।

প্রকাশকের নিবেদন ।

মোঃ ১১, মোহংগীতী অধ্যয়নে এবং তরিত ৩৩ মননে
যাহাদের মন উন্মেষিত হইয়াছে এই গ্রন্থ তাহাদের জন্তই
উপযোগী ।

যাহাতে জিজ্ঞাসুর পরোক্ষজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে
অপরোক্ষজ্ঞানে পৌঁছিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থ লিখিত
হইয়াছে ।

উপসংহাৰে প্রস্তাবহারী আশঙ্কনের পক্ষা তাতার অন্তরায় ৩৩
তরিরাসুনে উপায় বৈশদভাবে লিপিত হইয়াছে ।

মোঃ মোঃ ১১ জীবনকে পুরুষের হস্তে পড় দর্শনবৎ ইহাতে তিনি
স্বায় অনন্ত স্বরূপ দর্শন করিবেন । অপার সংসার সাগরে নিপতিত
আঁশা নিরাশরূপ উত্তাল তবঙ্গাবাতে প্রব্যথিত জীবের জন্ত এই
গ্রন্থ জীবন-তরি । ইহা শাস্ত্র-কর্তৃক দিক্‌দ্বাষ্ট পথিকের পথ
নির্দেশিকা স্ববতারা, তাহা আব্দারী মাঝেই অস্তিত্ব করিবেন—
অলমতি বিস্তারন ॥

বিবীত

শ্রীমূর্ত্যাকান্ত বন্দোপাধ্যায় বি, এম
তাতিবাজার, ঢাকা

সূচ্যপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ	...
ভূমিকা	...
উপক্রম	...
সংসার ও সাংসারিক সুখ দুঃখাদি বিচার	... ১
বিভিন্নধর্ম্য ঈশ্বর ও পাশ্চাত্য দেবদেবী বিচার	... ৭
সামাজিক রীতি ও বর্ণাশ্রম বিচার	... ১৬
স্বর্গা বিষ্ণু শিবাদি ও নিবাকার ঈশ্বর	... ৪৭
কর্মফল ও জন্ম বৈষম্য বিচার	... ৬৩
জীবন ও জীব ঈশে সম্বন্ধ	... ৬৫
স্তোভ	
ধর্ম্যাদম্ম ও বিজ্ঞান চর্চার ঐহিক ফল বিচার	... ৭০
জিজ্ঞাসা	
স্বিস্বাসাবিস্বাস, শির বাণিজ্যাদি ও	
পার্থিব উন্নতির পরিণাম বিচার ও জিজ্ঞাসা	... ৮২
প্রত্যক্ষ প্রমাণ	
ইন্দ্রিয় দোষজনিত প্রত্যক্ষের স্বাভাবিক ভ্রান্তি	
ও সম্মতিক ভ্রান্তি	...

সূচিপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইন্দ্রিয় বৈচিত্র্যে প্রত্যক্ষ ভেদ, ভাব বৈচিত্র্যে	...
অনুভবের পার্থক্য বিচার	... ১৫
সৃষ্টির অনন্ত ও অজ্ঞেয়ত্ব বিচার	... ৯৭
অনন্ত ও জ্ঞানকালের প্রত্যক্ষ বিচার	... ১০১

শব্দ প্রমাণ

বেদ নিত্য বা অপূরণ্য কি না তাহার বিচার	... ১০৬
বেদমন্ত্রে অবিদ্যা প্রদর্শন	... ১১৫
সত্যযুগে পুণ্য পূর্ণ পাপনাস্তি লক্ষ্যবর্ষ আয়ু বিষয়ক বিচার	... ১২২
স্বপ্ন পশুবধ ও যামিষ ভক্ষণে বৈদিক প্রমাণ	... ১৩০
সায়ণাদির ভাষা বিদ্যাট প্রদর্শন	... ১৩৭
তৎপ্রসঙ্গে পৌরাণিক ও পুরাণ সীমান্তের প্রমাণ	... ১৩৯
শ্রদ্ধা ও যজ্ঞকালে পশুবধ বিষয়ে পুৰাণ ও সংহিতার প্রমাণ	... ১৪৪
নিহত পশুব প্রাণদান বিষয়ে বিচার	... ১৪৬
শব্দ ও যজ্ঞাদি ভিন্ন অগ্নি সময়ে নাংসাহার	...
ও কৈশিকের প্রমাণ	... ১৪৭
অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ ও চিত্তশুদ্ধি বিষয়ক বিচার	... ১৫২
বেদ ও সামাজিক বাস্তব দোষ প্রমাণের কারণ	... ১৬১

শব্দ প্রমাণ বিদ্যাপরীক্ষা

আরম্ভ বা ভেদবাদ	
সৃষ্টিতত্ত্বে বেদ বেদান্তাদি শব্দ প্রমাণ	... ১৭৩
প্রাচীন ও আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত	... ১৭৫

সূচাপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা
শব্দপ্রমাণ পরিণামবাদ	
পরিণামবাদে বৈদিক প্রমাণ	১৮২
পরিণামবাদে বৈদান্তিক প্রমাণ	১৮৩
তদ্বিষয়ক প্রতিমতের তৎপরা বিচার	১৮৮
পরিণামবাদ ও অংশ কল্পনার দোষ বিচার	১৯০
একাত্তর আনন্ত্য বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও বৈদর্ভান্তিক যুক্তি	১৯৪
“হব” শব্দে প্রতিমতের অদ্বৈতবাদে সামঞ্জস্য	১৯৬
অদ্বৈতবাদে বৈদান্তিক সাম্প্রদায়িক মত খণ্ডন	১৯৯
শব্দপ্রমাণ বিনর্ভ দা অদ্বৈতবাদ	
অদ্বৈতবাদে বৈদিক ও বৈদর্ভান্তিক প্রমাণ	২০৮
এই শব্দে মন্ত্র তাজ্জোক্তিত্ব একাদ্বৈতবাদে তাহার বিচার	২১২
অদ্বৈতবাদে বৈদান্তিক প্রমাণ	২১৩
অদ্বৈতবাদে পৌরাণিক প্রমাণ	২১৮
অদ্বৈতবাদে তান্ত্রিক প্রমাণ	২২৩
অদ্বৈতবাদে গীতা ও মঙ্গল প্রমাণ	২২৭
আধুনিক সাম্প্রদায়িকগণের প্রতিমত ব্যাখ্যা	২৩৪
ভক্তি ও অদ্বৈতজ্ঞানের অনুক কিনা	২৪০
শব্দ বাক্য বিচার	২৪৭
শব্দপ্রমাণ ও তৎফল বিচার	২৫৬
অনুমান প্রমাণ	
অনুমান ও তাহার ভিত্তি, বিশ্বাস ও অনুমানের ভেদ বিচার	২৬৭
এই ভিত্তি অনুমান প্রমাণ	২৭১

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
চিন্ময় মূর্ত্তি-বিষয়ক বিচার	২৭৮
ভূতাদিষ্টিত ও দেহাদিষ্টিত চৈতন্য বিচার	২৮৪
স্বাক্ষর ব্যাপ্তি ও গুণাদি বিষয়ে অনুমান প্রমাণ	৩০০
জন্ম বৈষম্যে কর্মফলে অনুমান প্রমাণ	
৩ অনুমানের প্রামাণ্য বিচার	৩০৪

উপসংহাব আশ্রিতত্ব

“অণাত আশ্র জিজ্ঞাসা” শব্দের প্রয়োজন বিচার	৩১৭
শ্রদ্ধাদির অধিকার বিচার	৩২৪
আশ্র জিজ্ঞাসার অধিকারী বিচার	৩২৬
বৈবাগ্য বিচার	৩৩৮
জিজ্ঞাসার প্রয়োজন বিচার	৩৪৩
গুরু বিচার	৩৪২
শ্রবণ মদনাদি কন্ম কিনা তাহার বিচার	৩৪৫
নিদানাননের স্বরূপ বিচার	৩৫০
অজ্ঞ ও আশ্রয়ের ভেদ বিচার	৩৫২
ত্রিতাপ বিচার	৩৫৫
সংসার সুখময় কি দুঃখময় তাহার বিচার	৩৬০
ধর্মজ্ঞ তাপ বিচার	৩৬৩
অনাত ও আশ্র বিবেক	৩৭০
আশ্রের একত্ব বহুত্ব বিচার	৩৮
অটো, মন বিশ্ব বিচক্ষুর ত্রিবিধ সত্তা নিণয়	৩৯০
মায়ী তত্ত্ব বিচার	৩৯৭

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
আত্ম দর্শন, আত্মাত্মভূতি, ক্ষুদ্রের তাৎপর্য	৪০২
আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞের আনন্দ বিচার	৪০৫
পতঙ্গমের যোগ, অভ্যাস ও সাধনের তাৎপর্য বিচার	৪০৭
উত্তমধিকারী ও সমাধিক্রম	৪১১
নিম্নাধিকারীর সমাধি সাধন	৪১৫
সমাধির অন্তরায়	৪২১
সমাধির স্বরূপ বিচার	৪২৬
সমাধির প্রয়োজন	৪৩০
ব্যাক্তানের কারণ বিচার	৪৩০
জীবমুক্তির লক্ষণ	৪৩১
কি বা কে মুক্ত হয় তাহার বিচার	৪৩২
জীবমুক্তি বিচার	৪৩৬
স্বাধীনতা জীবমুক্তির লক্ষণ কিনা	৪৩৭
বহুব্যক্তি বা বিদ্বানের মত জীবমুক্তির প্রমাণ কিনা	৪৪২
শক্তি ও নাদি জীবমুক্তির লক্ষণ কিনা	৪৪৪
জীবমুক্তির ত্রিবিধ অবস্থার বিচার	৪৪৮
সমাধির স্থিতির বিচার	৪৫৬
জীবন মুক্তির কর্তব্য বিচার	৪৬১
শেষ কথা	৪৬৫

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

উৎসর্গ ।

শত শ্রোতঃসিক্তা উর্বরা শীমলা
 কান্তি করি দরশন
 ধন্য বঙ্গমাতা সুখী বঙ্গসুত
 কহিতেছে কত জন ।

কিন্তু বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র
 ভাববন্যা বিপ্লাবিত
 বিবেক বিজ্ঞান শস্য, মূল সুহু
 হইয়াছে উৎপাটিত ।

বন্যাস্রোত সহ মাতৃ অশ্রুধারা
 বহিত্তেছে অবিরত
 করে সন্তরণ সুখে সে প্রবাহে
 প্রমত্ত সন্তান যত ।

দেখি প্রজ্ঞানেত্রে তোমার এ দুঃখ
 কামনা হয়েছে মনে
 দুঃখিনি জননি ! অশ্রুধারা তব
 নিবারিতে সযতনে ।

উৎসর্গ।

সুরীতি কর্ণ কে কুপ্রথা কর্দ্দমে
 কোমলাঙ্গ আবরণ
 করিয়া তোমার, খেলিতেছে ঐদ
 দুর্দান্ত সম্ভানগণ।

ধর্ম্ম আখ্য দৃঢ় বিশ্বাসের পাশ
 বাক্সিয়া তোমার গলে
 অবোধ সম্ভান দেয় করতালী
 নাচে গায় কুতূহলে।

স্মৃতির শৃঙ্খলে হস্ত পদ তব
 বেঁধেছিল কোন জন
 শৃঙ্খলে আরোপি অলঙ্কার আখ্যা
 কবে অস্ত্র আশ্ফালন।

অবিজ্ঞা আঁধারে শৃঙ্খল ছেদনে
 করিয়া প্রযত্ন কেহ
 করিয়াছে হায় ! ছিন্ন ভিন্ন সুধু
 তব কমনীয় দেহ ॥

শত অর্ধপ্রভ যুক্তি-প্রভাকর
 হয়ে ক্রমে সমুদিত
 তীব্র তেজে তার ভাব বস্ত্রাশ্রোত
 হবে শুষ্ক অন্তর্হিত।

উৎসর্গ ।

কিচর সূচ্যগ্রে করিব প্রথমে
 সে কণ্টক উৎসাদন
 বিবেক বারিতে করিব যতনে
 সে কর্দম প্রক্ষালন ।

এমনি কুঠারে করিব ছেদন
 শৃঙ্খল, নিগড় ভার
 প্রজ্ঞান এলোপে শুষ্ক হবে ক্ষত
 থাকিবেনা চিহ্ন তার ।

করিয়া ত্যুয়ার মলিনতা দূর
 বন্ধনাদি বিমোচন
 সাজাইতে শুভ্র শোভন ভূষণে
 করিব গো প্রাণপণ ।

পাখিয়া মালিকা ভাবময় সূত্রে
 করিতা কুহুম দলে
 নাহ গো জননি ! বাগনী আমার
 পরাইতে তব গলে ।

সামান্য সে সূত্র নখর কুহুম
 ক্ষণিক সৌরভ তার
 হ'লেও আপাত নেত্র প্রীতিপ্রদ
 মনোলোভা ফুল হার ।

শাস্ত্র হিতাকর করিয়া মন
 তুলিয়া কৌন্তভ মণি ।
 আনি কোহিনূর করিয়া থামুন
 গভীর বিবেক থনি ।
 পদ পান্না তাতে করিয়া কেজন
 সাজাইয়া স্তরে স্তরে
 প্রথমে হীরক ত্রুৎপরে মাণিক
 পুন হীরা ত্রুৎপরে ।
 অনুভূতি সূত্রে গাঁগিব যতনে
 আনুজ্ঞান রত্ন হায়
 অজ্ঞান হৃদয় হুঁকৈ তিরোহিত
 প্রদীপ্ত প্রভায় তরি ।
 সেই হারে তবে সাজাইয়া তব
 কমনীয় কর্ম দেশ
 অনুদ্রষ্ট সিন্ধু নয়নে, হেরিব
 ভোগীর সে চারু বেশ ।
 তথ আভরণ অদভ্যায় ভারত
 হইবে গো দীপ্তি ময়
 রহিবে না আর মুমুক্ষু জনের
 | পথ বিভ্রান্তির ভয় ॥

উৎসর্গ ।

কিন্তু দৈন্য, দুঃখ তব ভালে, হায় !

• লিখিছে 'দারুণ' বিধি

পারিলে কি তুমি • রক্ষিতে যতনে !

এহার অমূল্য নিধি ?

• বৈদেশ ইহতে আসিবেনা দম্য

ভূষণ • হরণ তরে •

কাদাতে তোমায় অনেক সন্তান

আছে গো তোমার ঘরে

এ দেখ জননি ভাব মদিরায়

• প্রমত্ত সন্তানগণ

আরক্তিম নৈত্রে • কণ্ঠ পঙ্কন

• করিতেছে দরশন ।

বর্ণ মদে মত্ত, দুর্দান্ত সন্তান

কুতর্ক • কুঠার করে •

তব কণ্ঠহার ছেদনের তরে

• আসিতেছে দস্ত , ভরে ।

ধর্ম উপজীকী • সন্তান তোমার •

হয়ে বিদ্রোহের বশ

স্বত্ব মানিক্যের • গ্রাসি নৈপুণ্যের

গাহিতেছে • অপযশ ।

উৎসর্গ।

অবিদ্যা অঁধারে

রত্নহার

করিতেছে কেহ

জ্যোতি নাহি সহ হয়।

দেখি আচম্বিতে

দীপ্তিময়

নেত্র তাবরণ

অধ্যাত্ম রাজ্যের

সেহেতু আখুটি করে

কর ক্ষমাদান

আভাবিক স্নেহ ভরে।

নিশ্চয় এ সকল

অশাস্ত সন্তানে

কিন্তু জননি গো!

আছে তব সুসন্তান

আছে রত্নবিদ

করি ইহা অনুমান।

কবিওনা ভয়

চিনিতে এ রত্ন

হ'লেও তাহারা

করিবে গো প্রাণধান

রক্ষিতে যত্নে

মাতৃকর্ণ

অতুল সংখ্যক

অতুল্য অমূল্য

আভরণ।

কালে শতশত

জনমিবে

হারের প্রভায়

চলিবে আনন্দ ভরে।

স্ববোধ সন্তান

তব ঘরে

উজলিত পথে

ভূমিকা।।

অভ্রভেদী তুঙ্গ শৃঙ্গ , বিস্তারি, অচলরাজ'
 হিমাচল শাস্ত্র সমাহিত
 নাহি স্পন্দন প্রাণন নাহি শক্তি নাহি শব্দ
 যেন গিবি প্রাণ বিরহিত

কিন্তু তার স্নেদ বিন্দু ধায় সদা সিন্ধু পানে
 ধরি নদ নদীর আকার
 নাহে ক্লিষ্ট, নাহি গ্রাণ , কোন কক্ষের এত ধর্ম
 প্রস্রবিত হয় দেহে তার ?

সিন্ধুনার বাষ্পরূপে হইয়া উত্থিত উঠে
 মেঘরূপে করিছে বর্ষণ
 সে সলিল করে সৃষ্টি হিমাদ্রি অঙ্কে অসংখ্য
 নদ নদী হ্রদ প্রস্রবণ ।

হিমাদ্রি হইতে জাত যখন, সরযু গঙ্গা
 দেখিতেছে স্থল দর্শাগণ
 মাস্তূবিক বাষ্প মেঘ নদনদীরূপে, সিন্ধু
 করিতেছে সদা, বিবর্তন ।

ভূমিকা :

ভাষাভাব বিবজ্জিত অক্রিয় অকথা অদি
 হিমালয় 'কভু নাহি জানে ;
 কিংকপে, কখন, কেন, 'হ'য়ে জাত নদ-নদী
 প্রধাবিত হয় সিন্ধু পানে ।

সেই হিমাশ্রিত অক্ষি-নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট যোগী
 আত্মানন্দে সঁদা সমাহিত
 তাকার চিন্তা নিহত জ্ঞান-সুধুনী শ্রোতে
 হুত্বোছে, ভারত বিপ্লাবিত ।

ভেসে যাবে সেই স্রোতে অবিদ্যার আবর্জনা
 অঙ্গজন-হৃদয়ে পুঞ্জিত
 উত্তীর্ণ তরঙ্গাঘাতে বিশ্বাসের বিবরক্ষা
 হতবে সমূলে উৎপাটিত ।

কল্পনা কার খচিত ভাবের প্রাসাদ কত
 হলে, সেই, শ্রোতে উৎসর্গিত
 কুরীতি কুটারসহ সঙ্গীর্ণ সংস্কার পল্লী
 হবে জ্ঞাননীরে নিমজ্জিত ।

দেবদেবী অবতার পড়িয়া জ্ঞান-অবর্তে
 চির-তরে হবে অশুভিত
 প্রচণ্ড প্রজ্ঞা-প্রবাহে স্মৃতির দৃঢ় শৃঙ্খল
 হবে ছিন্ন ভিন্ন বিচূর্ণিত ।

ভূমিকা ।

ভেসেছিল তীরবেগে ভাগীরথি গতিরোধে
 অভিলাষী মন্ত ঐরাবত
 ভেসে যাবে সেধরূপে জ্ঞানবেগে রোধকাঙ্ক্ষী
 ভাবমদেমন্ত জীব যত ।

পঙ্কাস্তরে তুষাভূর ধর্ম্যগয় মরু মাঝে
 পাইয়া সে জ্ঞান গঙ্গাজল
 আনন্দে করিবে পান, শুদ্ধ, তপ্ত-কণ্ঠ, গঙ্গা
 সে মলিলে হ'বে স্মৃতিতলা ।

করিবে সে গঙ্গোদক উর্বরা মানস ভূমি
 বিবেকাখ্য বৃক্ষ উৎপাদন
 হবে বিবশিত তাতে বৈরাগ্য, প্রজ্ঞাপ্রসূন
 সৌরভে ভরিবে ত্রিভুবন ।

প্রদাব্ধে সেই ফুল কালে, কৈবল্যাখ্য ফল
 মুগ্ধুর ছিন্ন শাক্যজ্ঞাত
 জীবের জ্ঞান ক্ষুধা হবে পরিতৃপ্ত তাতে
 ত্রিবিধ সমাপ নিবারিত ।

আহুত করিবে নিন্দা আশ্রিত করিবে শ্রুতি
 তাঁর তরে উভয় সমান
 প্রজ্ঞা প্রবাহ সঞ্চারে কিস্বা তাঁর ফলাফলে
 সে যোগীর নাহি অভিমান ।

সৃষ্টি কত্রী সংহারিণী, অবিদ্যা বিদ্যাকুশিনী
 প্রকৃতির ক্রীড়া, সমুদয়
 ধরে তার বিবর্তনে, সাগর মরুর রূপ
 মরুভূমি হয় জলময় ।

অবিদ্যা রূপিনীমায়া, অজ্ঞান ঘোর আঁধারে
 করে জীবগণে আবরণ
 ধরি পুনঃ বিদ্যাকুপ করে বিশ্ব বিভ্রাময়
 জ্ঞান চোয়াতিঃ করি বিকীরণ ।

মন মানসিক বৃত্তি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপে
 মহামায়া, হয় প্রকটিত
 যোগীর হৃদয় বাজে, ধরি জ্ঞান গঙ্গাকাব
 তইতেছে মায়া, প্রবাহিতা ।

অবিদ্যার আবর্তনে, রোধে যদি প্রজ্ঞাপ্রোত
 ধরি দৃঢ়, ভূধর তৎকার
 কিসা তপ্য ধর্মমরু, কণ্ঠে শুদ্ধ জ্ঞানবারি
 নাহি থাকে, চিহ্ন মাত্র তার ।

হর্বামর্শ কোনি ভাব, হ'বেনা যোগীর চিত্তে
 (তিনি ইষ্টানিষ্ট দ্বন্দ্বাতীত ।

যেইরূপে গঙ্গাপ্রোত, হ'লে রুদ্ধ কিসা শুদ্ধ
 হয় না অচল বিচলিত ।

সঙ্কল্প বিহীন তিমি ইহার নিমিত্ত মাত্র
 যেরূপা নিশ্চল হিমাচল ।
 প্রকৃত প্রেরিত ভাব ভাবা গীত সংহিতাদি
 প্রকৃতিই জানে তার ফল ॥

প্রারম্ভ ।





মোহং সংহিতা ।

উপক্রম ।

বিশেষকী—অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ
চিরদিন চাহে মম মন ।
সকল কামন-মূলে শুভাশুভ সর্বকল্মে
সুখ-আশা জাগে অনুক্ষণ ॥

বাসনা-ভূষিত প্রাণে এই জগমরু মারি
সুখতরে ক্ষমি আজীবন
নাহি জানি কিমৈ সুখ সুখেই আশায় করি
নিভা নব দুঃখে আইরণ ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয় পাবে
করি সদা সুখ আশ্রয়ণ ।
পুণঃপুন উপভোগে না হয় বাসনা তব
বার্থ হয় আশু আকিঞ্চন ॥

দুঃখী হলাহল সহ সুখ পৌষুযের ধারা
 একস্রোতে হয় প্রবাহিত ।
 মিটেনা পিপাসা তাতে করি পান সাগর
 সুখ তৃষা হয় বিবদ্ধিত ॥
 প্রদীপ্ত বা উপেক্ষিত দেখি, সব-অবস্থায়
 সুখ দুঃখ সমভাবে স্থিত ।
 বিচ্ছিন্ন সুখ কিস্বা দুঃখ নাহি কোন স্থানে
 সুখ দুঃখ সদা সংমিশ্রিত ॥
 স্তরাক্ষিত সন্ধ্যোপরে সমুদ্রের ধরাধিপ
 আভ্যাস-ভরে প্রকম্পিত ।
 পান-কৌতুক-ভাষ্যে প্রানীনা প্রাণ-সং
 নিরাতকে সুখে স্থনিদ্রিত ॥
 বিজয়া সাহস-ভোগী প্রজাদোহ-আশঙ্কায়
 শত্রু-ভয়ে, সদা সশঙ্কিত ।
 বিজিত জাতি নাহি রাষ্ট্রবিজয়ের
 শিরঃপাশে শিরে অবস্থিত ॥
 দস্যু তদ্বরেণ ভয়ে অর্গলে নিরোধি
 করে ধনী নিশি, জাগরণ ।
 বৃদ্ধান্ত রাখিয়া দার নিধনী নিদ্রিত শুভে
 নাহি তার ভীতির কারণ ॥

উপক্রম ।

আছে যার অশখাতি, লোকনিন্দা ভয়ে ভীত
পরমুখবলেকী সেইজন ।

অজ্ঞাত নর নর নির্ভয়ে যাবান চিভে
কবিত্তে • নথোচ্ছা বিচরণ ॥

মরনে চির বিরহ, অপোন, উপেক্ষা, ভয়ে,
সমুদ্রপিত দাম্পতীর মন ।

দাম্পত্য ভাবে-বিকৃত পক্ষিনী বান-বিলবা
মোহি জানে বিবহ জনন ॥

পাদিত পশ্চেন ভবে, নিম্না মৃত-পুত্র নোকে
পুত্রের পু করে আত্মকাবে ।

পুন কামনার বক্ষা থাকিলেও কুনা সদা
লোক ভাপি নহি হয় ভাবন

ধন মান ক্ষতিজন • বোষ্ট্র পৃথীর মন
পরাধেনেভ, অজ্ঞাতি উদ্ভিত ।

অনমনে তত্বনে • নির্মল, নির্মল ভিক্ষু
আমৃতপু, পুথে সমাহিত ॥

বপা সুগ তপা ভরণ • বপা ভোগ তপা ভাপ
সমভাবে, সদা সংমিশ্রিত ।

অবিচ্ছিন্ন স্বয়ংগ • কভু কোন অবস্থার
জীব-দাগে, নহে সম্ভাবিত ॥

মোহং সংহিতা ।

সবল সুস্থ শরীর দেখি ব্যাধি পিণ্ডাচিনী
করিছে মত্ব দরশন ।

দেখিয়া রূপ যৌবন ভাষণা জরা ব্রাহ্মসী
করিতেছে বদন ব্যাদন ॥

যুবক বালক শিশু বলবীৰ্য্য স্বা-স্থ্যসহ
হয় কালগ্রাসে নিপতিত ।

নাহি কোন কালাকাল সমতল ব্যাদিত বস্ত্রে
গৃহ দ্বারে কাল অবস্থিত ॥

কিন্ম জন্মাবদি জীব করাল কাল-কবলে
অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে কবলিত ।

নহল ধীর চর্যবগে যৌবন, প্রৌঢ়, বাক্কক
নানারূপ দেহে উপজিত ॥

সুখ প্রাপ্তি লাভসাম তুংগেন নিবৃত্তি তরে
অবস্থা নিমুক্ত জাবগণ ।

বিজ্ঞান শিল্প বৈশিষ্ট্য ধনরত্ন আহরণে
করিতেছে কত আকিঞ্চন ।

জলে, জলচর প্রায় আকাশে খেচর সম
অবাসে করিছে বিচরণ ।

করিয়া বিদ্যাত বশ দেশ দেশান্তর হ'তে
করিতেছে বাজি আহরণ ॥

উপক্রম.

বাস্পীয় শকটে, পোতে 'দূর দূরান্তর' পথ
করিতেছে যুহুতে ভ্রমণ ।

করে, ব্যাবি যত্না ভয়ে বক্রোষণ আবিষ্কার
কত বৈদ্য শাস্ত্র প্রণয়ন ॥

প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্র : কত কূট রাজনীতি
রাজ বিধি করি প্রচলন ।

স্বাধীন দুঃখ নিবৃত্তি নাতি লভে স্থগ শাস্তি
রাজ্যেশ্বর কিম্বা প্রজাগণ ॥

এর, নরহত্যা তরে . মস্তিষ্ক মন্তন করি
করিতেছে শাস্ত্র আবিষ্কার ।

হৃদয় বাগনি বশে . অপারের স্বাধীন
করিতেছে সবলে অধিকার ॥

শাস্ত্র ত্রিহস্ত প্রমাণ ভূমি প্রয়োজন ধার
সেই দিগ্বিজয়ী রাজ্যেশ্বর ।

শাস্ত্রেরা রক্তস্রোতে . করি শাস্ত্রাধিকার
রাজ্যেশ্বর তাই নিরন্তর ॥

গভীর প্রমাণ মাত্র . পর্যাপ্ত বাদে'র তরে
সেই লক্ষ পতি ধনীগণ ।

স্বপ্নরোগী প্রায় . করি রক্তাকর গান
পিপাসায় জ্বলে অনুক্ষণ ॥

পর্বত প্রমাণ ভোগ্য চবা, চোখা, লেহ, পের
 করিয়াছি ক্ষয় , আজীবন ।
 নাহি হয় ক্ষুধিবৃদ্ধি , বসে, রসনার কোভ
 পরিতৃপ্ত না হয় কখন ॥ ৭

বিচিত্র মা-মোহন সৌবন রূপ লাভন
 করি উপভোগ অক্ষয় ।
 ক্ষীণাদ্ধ হৃদয় এবে, অতৃপ্ত বাসনানকে
 তপাগিও অতৃপ্ত মন ।

ভোগ্য বস্তু আচরণে কিহা তার সংরক্ষণে
 করি কত যত্ন আকিঞ্চন ।
 সে দুঃখের দুঃস্বাদ , ভোগের কবিত্ব সুখ
 নমতুল্য নহে কদাচিন ।

অনিহত অপূর্ণ ভোগ্যে তস না বাসনা তৃপ্ত
 অক্লেশে তাহাও লভা নয় ।
 কল্প বহু কৈশিক্যে চিৎ আকীর্ণিত ভোগ্য
 ভাগ্য বশে ভোগ নাহি হয় ॥

দুঃখের নিবৃদ্ধি আর অবিচ্ছিন্ন সুখ আশে
 আদি কাল হ'তে জীবগণ ।
 কবিষাছে করিতেছে বত যত আকিঞ্চন
 না হয় সফল কোন জন ॥

উপক্রমঃ

তে বিমূঢ় মন মম কি হেতু পিণাচ, পায়
: সুখ আশে হও প্রধাবিত ।

ত্রিবিধ সুখ মিশ্রণে বিবিধ দুঃখ তোমাতে
প্রাকৃতিক রূমে সংক্রামিত ॥

সুখ দুঃখ আপেক্ষিক এক বিনা অপরের
অনুভূতি না হয় কখন ।

সুখা সুখ তথা দুঃখ, বিনা সুখ-আশা ভাগ
দুঃখ নাশে সুখা আকিঞ্চন ॥

অনন্ত গতি নথ্যে জড় জীব পরিপূর্ণ
এই বিশ্ব করি দরশন, ।

গ্রহণে অষ্টাঈশ্বর, দায়, ভাব অরূপ
কল্পনা করেছে জীবগণ ॥

সত্ত্ব, রজ, তামস সাকার বা নিরাকার
জগদীশ, হয়েছে কল্পিত ।

সর্বব্যাপী সর্বগত, কিস্বাঙ্গ গোলকাদি
অবস্থান-স্থান, নিরূপিত ॥

কাল, ভোগ, লীলা, ইচ্ছা প্রকৃতি মায়া, বিবর্তিত
স্বপ্ন, তপ, কামনা ঈশ্বর ।

বিভিন্ন “অভ্যাস” শাস্ত্রে ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে
হয় বিশ্ব সৃষ্টির কারণ ॥

সোহং সংহিতা ।

ত্রিবিধ নিত্য পদার্থ জড়, জীব, জগদীশ

কোন শাস্ত্রে হয় অঙ্গীকৃত ।

স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্র ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্বের সত্তা

শাস্ত্রান্তরে হয় নিরূপিত ॥

কোন মতে জগদীশ জড় জীব পরিপূর্ণ

বিশ্বরূপে হয় পরিণত ।

মতান্তরে এই বিশ্ব অসত্য, বিবর্ত মাত্র

স্বপ্ন দৃশ্য মরীচিকা মত ॥ ১ ॥

কোন মতে জীব নিত্য মতান্তরে স্বষ্টিবস্তু

কোন মতে অণু পরিমিত ।

অসুষ্ঠ প্রমাণ জীব, কোন মতে দেহব্যাপী

মতান্তরে সর্বত্র ব্যাপিত ॥

কোন শাস্ত্রে জীবত্রয়ে উপাধির ভেদ মাত্র

পরমার্থে এক-বস্তুদয় ।

পিতা পুত্র, প্রভুদাস পতি পত্নী, কিস্বা সখা

শাস্ত্রান্তরে বারছে নিশ্চয় ॥

সালোক্য সামীপ্য আর সাক্ষ্য সাযুজ্য ভেদে

চতুর্বিধ মুক্তি প্রকল্পিত ।

অনন্ত উন্নতি পথে কাহারো কল্পনা শ্রোত

হইতেছে বেগে প্রবাহিত ॥

উপক্রম ।

কৰ্ম্য, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান, চতুर्विधं भिन्नं पञ्चा
 किम्वा पञ्चा मिश्रणे निश्चित ।
 सकल कामना भेदे - भिन्न धर्म सम्प्रदाये
 भिन्न फल आशे आलम्बित ॥

শ্রম, দঃ উপরতি যোগ ধ্যান জপ তপ
 पूजा व्रत साधन भजन ।
 याहा किछु धर्म आया सकलेंर लक्ष्य एक
 • सुखलाभ • दुःख-निवारण ॥

অনিত্য বিষয়, স্তুত ত্যজি, নিত্য সুখ আশে
 করে ইস্তদেবে আরাধন ।
 বিপদ শোক সন্তাপে, ডাকে জীব ভগদীশে
 যবে ব্যর্থ জৈব আকিঞ্চন ॥

ঐহিক বা আনুগিক দুঃখ নাশ, সুখ আশে
 সৰ্বদঃ কৰ্ম্য, করে জীবগণ ।
 যত কিছু শুভ কৰ্ম্য, কিম্বা অশুভ কৰ্ম্মের
 ভিত্তি, ভয় আর প্রলোভন ॥

সত্যাসিভ্য যত জাতি, আছে এই ধৰ্ম্মধামে,
 করে সবে ধৰ্ম সাধন ।
 উদ্দেশ্যে নাহি বিভেদ, উপায়ে প্রভেদ স্থধু
 তাহে সৰ্ব ধৰ্ম্মে বিলক্ষণ ॥

ধরম, ধর্ম সাধন ক'ভেছে ত্যক্ত গৃহীত
 দেশ কাল ভেদে বিবর্তিত ।
 কিন্তু তার প্রয়োজ্য সর্বদেশে, সর্ববয়সে
 সদা কাল সমভাবে স্থিত ॥

আরবী, রোমান, গ্রীক ছিল আমাদের মত
 অগ্নি, দেবদেবী উপাসক ।
 খৃষ্ট মুসলমান ধর্ম প্রাদুর্ভাবে তাহাদের
 ভাঙ্গিয়াছে কল্লনা কুহক ॥

সূর্য চন্দ্র গ্রহাদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, আহুতি
 বলিদান ধূপাদি প্রদান ।
 করিত আরব বাসী নানা দেবদেবী মূর্তি
 পূজনের আছিল বিধান ॥

আল্লাহ, এল্‌উত্তম উতারেদ, ইয়াগুথ
 এল্ক, সাগা, মাগা, দেবারগ ।
 এইরূপ নামাঙ্কিত শত শত দেবদেব
 পূজিত আসব বাসীগণ ॥

“চুলদী” ভাষা, লিখিত “সেগ্” নামে ধর্মগ্রন্থ
 হ'ত বেদ সম সন্মানিত ।

ভূমাবঙ্গ “আল্লাতাল্লা” “এল্‌ ইলাহাত” দেব
 হইত উভয় উপাসিত ॥

প্রাচীন পারস্যবাসী সাংগিক ব্রাহ্মণ প্রায়
করিতেন আহুতি হবন ।

আধুনিক পার্সী জাতি “জেন্দ” শাস্ত্র অনুসারে
করে সেই ধর্ম আচরণ ॥

রোমান গ্রীকাদিজাতি যজ্ঞ, হোম, বলিদান
শত শত দেবতা পূজন
করিত প্রাচীন কালে, দেবাদেহা দৈববাণী
ভক্তগণ করিত শ্রবণ ॥

মারকারী, নেমিগিস্ ওরেনস্, হেফিস্টাস্
জুপিটার, জোভ, মের্কুরিাস্ ।

নেপচুন, নারকার, ভিনাস্, মারস্, প্ল্যান্
মেটাণ্, এপোলো, এটলাস্ ॥

শিলা বা ধাতব মূর্তি এইরূপ নামাঙ্কিত
দেবতার করিয়া নির্মাণ !
করিত রোমান, গ্রীক নানারূপ উপাসনা
পূজা হোম যজ্ঞ বলিদান ॥

সর্ববিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী এক সরস্বতীমাত্র
করিতেছে পূজা হিন্দুগণ ।

বিভিন্ন বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী নয়টা দেবীর মূর্তি
গ্রীস বাসী করিত পূজন ॥

ইউটাপী, কোলওপী পলিহিমনিয়া, ক্লিও
মেল্লমেনী এরোটো, থেলিয়া ।

টার্পিসকোর, উরেনিয়া, নব সরস্বতী দেবী
গ্রীস্ দেশে ছিল পূজনীয়া ॥

হিন্দুর বাস্তুকি প্রায় গ্রীক দেব “এটলাস”
স্বন্ধে পৃথ্বী করিত ধারণ ।

উভয়ে করি করুণা, বিজ্ঞান, এবে পৃথিবী
করিয়াছে শূন্যে সংস্থাপন ॥

পাশ্চাত্য মানবগণ ছিল আমাদের মত
দেবদেবী ভজনে নিরত ।

ছিল তাহাদের ধর্ম্মে অগ্নিদক্ষা, হোমাহুতি
বলিদান, তীর্থ, পূজা, ত্রত ॥

শুনিত সাধক যদি দেবাদেশ দৈববানী
দেবমুদি করিত দর্শন ।

এরূপ প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম কেন এবে পরিত্যক্ত
উপেক্ষিত দেব-দেবীগণ ?

দেবদেবী জাতি এবে বিজ্ঞানী সমৃদ্ধ জয়ী
ভোগে সুখে রাজ্য রত্নধন ।

নির্ব্বাক, অদৃশ্যভয়ে পাশ্চাত্য দেবতা এবে
কিস্বা মৃত করি অনশন ?

অথবা সে সব দেশে না পাইয়া পূজা ভোগ
 অন্তর্ক্ৰিষ্ট দেব-দেবীগণ ।
 করিয়াছে ছদ্মবেশে ভারতে উপনিবেশ
 হিন্দুর মস্তকে আরোহন ?
 খৃষ্টান মুসলমানের সৃষ্টি ক্রম, স্রষ্টা ঈশ
 বিজ্ঞান বা যুক্তি যুক্ত নয় ।
 বিশ্বাস ভিত্তি তাহার নতে প্রমাণ সংসিদ্ধ
 স্রিচারে অসার সিদ্ধ হয় ॥
 কিন্তু এই ধর্মদ্বয়ে সাধন সাধ্য-সংস্কার
 যদ্যপিও সমীচীন নয় ।
 সামাজিক রীতি নীতি ঐহিক উন্নতি, শিক্ষা
 ভোগ সুখে অনুকূল হয় ॥
 সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞ সোম যজ্ঞ সপ্তবিধ
 পঞ্চ মহা যজ্ঞ প্রাত্যহিক ।
 পাক যজ্ঞ সপ্তবিধ বৌদ্ধ, সংস্কার যজ্ঞ
 সূত্র গাহ ৭ প্রাচীন, বৈদিক ॥
 শত্রুক্ৰয়, আয়ু, স্বাস্থ্য শক্তি, ধন, পুত্র, পুত্র
 নানা ভোগ সুখ উপাদান ।
 পরলোকে স্বর্গ ভোগ দুঃখ নাশ সুখ প্রাপ্তি
 যজ্ঞফল-বৈদিক বিধান ॥

৭ পূর্ব, মীমাংসা সূত্র—

প্রতীকে, দহরাকাশে সন্তুর্ণ উপাসনায়
 নিদ্রিলাভ বেদামুদিত ।
 আধুনিক দেবদেবী কিম্বা অবতার পূজা
 নাই কোন্ বেদে উল্লিখিত ।
 বৈদিক যজ্ঞোপাসনা ঐহিক, পারমার্থিক
 ভোগ, সুখ করিলে প্রদান ।
 কি হেতু ভারতবাসী, ত্যাগেছিল এ সকল
 করেছিল বৈদ প্রত্যাখ্যান ?

কেন লুপ্ত ব্রহ্মচর্যা আশ্রম বিহিত কৰ্ম্ম
 বেদ, ধোস্তাদি অধ্যয়ন ?
 ঐহিক, পারমার্থিকে হয়েছিল বীতর্ক ?
 ছিল নাকি কোন প্রয়োজন ?

যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাচুর্য্যে
 ত্যাগেছিল আর্য্য সুতগণ ।
 অনেকের মত ইহা, কিন্তু এ অপসিদ্ধান্ত
 যুক্তিযুক্ত নহে কদাচন ॥

প্রত্যক্ষ ঐহিক সুখ লভে জীব যাহা হ'তে
 সেই ধর্ম্ম কৰ্ম্ম প্রত্যাখ্যান ।
 করিতে কি পারে জীব ? ঐহিক হইলে লাভ
 পারত্রিকে হস্ত সত্যজ্ঞান ॥

প্রত্যক্ষানুমান সিদ্ধ এইরূপ সত্য ধর্ম্য
 ঋণিত্যাগ, যুক্তি যুক্ত নয় ।
 শত বুদ্ধ শঙ্করের অভ্যুদয়ে, খণ্ডনেও
 থাকে। তাহা অসুগম অব্যয় ॥
 বংশ পবম্পরা ক্রমে করি যজ্ঞ উপাসনা
 ঐতিকে হতাশা জীবগণ ।
 পারত্রিক ফল আশে থাকিবে আশ্রয়, ইহা
 সম্ভাবিত নহে • কদাচন ॥
 দেখি ব্যর্থ কল্যাণার্থিত ভ্রান্ত যজ্ঞ, উপাসনা
 ক্রমশঃ হইয়া নিবর্তিত ।
 বেদান্ত বিজ্ঞান সিদ্ধি জ্ঞানমার্গ বুদ্ধধর্ম্য
 হয়েছিল সাধারণে গৃহীত ॥
 নহে সুকল জ্ঞান মার্গ জীব সাধারণ-তরে
 আসক্তের উপযোগী নয় ।
 অজ্ঞানী শিষ্যের দোষে হইতছিল বুদ্ধমত
 বহুধা, বহুধা বিপর্যয় ॥
 বিপর্যাস্ত বুদ্ধধর্ম্য নিফল যজ্ঞোপাসনা
 যুক্তি বলে করিয়া খণ্ডন ।
 বেদান্ত প্রচার হেতু নাস্তিক, প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ
 শঙ্করে, বলিছে অজ্ঞগণ ॥

বৈদিক যজ্ঞোপাসনা বুদ্ধ, শঙ্করের মত

ক্রমশঃ হইয়া নিরাকৃত ।

আধুনিক হিন্দুধর্ম মূর্তি অবতার পূজা

হইয়াছে ক্রমে প্রচলিত ॥

তুর্বেবাধ্য বৈদিক ভাষা দুজ্জের বেদান্ত ও

দর্শনাদি ত্যজি হিন্দুগণ ।

ধর্মজীবী আত্মণের কলিত, পুরাণ প্রোক্ত

নানা পন্থা করেছে গ্রহণ ॥

পুরাতন শ্রোত, গৃহ ধর্ম-সূত্রাদির মত

নহে এবে সমাজে চলিত ।

মন্বাদি সংহিতা আর রঘু, কাশী, গোপালের

স্মৃতি এবে ভারতে পূজিত ॥

কি কুনেত্রে নারীগণে দেগিত সংহিতা কার

অথবা প্রাক্ষেপকারীগণ ।

কেন রমণীর তরে স্মৃতির কঠোর বিধি

দেখিয়া স্তম্ভিত হয় মন ॥

“নৈতা ক্রপংপরীক্ষন্তে না সাংবয়সি সংস্থিতিঃ”

এরূপ কামুকী নারীগণ ।

“স্ক্রুপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে”

নাহি হয় বিরত কখন ॥

“পৌঃশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ, নৈঃস্নেহাচ্চ স্বভাবতঃ”

এতদূর চিত্তের বিকার ।

ইইলেও পতি গৃহে সতত রক্ষিতা যত্নে

নারীগণ করে ব্যাভিচার ॥

“এবং স্বভাবং জ্ঞানাসাং প্রজাপতি নিসর্গজং”

করিবে নিয়ত ভক্তাগণ ।

যতমে রমণী রক্ষা নতুবা বর্গ সঙ্কর

জনমিবে কুলে অগণন ॥

“শয্যাসন মলক্ষারং কামঃ ক্রোধ মনোজ্জ্বলং”

রমণীর স্বাভাবিক হয় ।

“দ্রোহভাবং কুচর্য্যাদং দ্বীভ্যোগদুরকল্পয়ং”

সংহিতা করিছে সুনিশ্চয় ॥

“নাস্তি জ্ঞানাং ক্রিয়া মত্রেঃ ইতি ধর্ম্মো বাবস্থিতঃ”

নারী করে ধর্ম্ম বর্ম্ম নয় ।

“নিরিন্দ্রিয়া হুমন্ত্রাশ্চ দ্বীয়োহনৃতমিতিস্থিতঃ”

তাহে সদা রক্ষণীয় হয় ॥

এ জঘন্য নারী নিন্দা সময়ে সংহিতা কার

করে নাই ইহাও বিচার ।

রমণী সহ রমণী নাহি করে ব্যাভিচার

পুরুষের প্রয়োজন তার ॥

“পৌঃশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ” , নহে স্তম্ভু নারীগণ
 পুরুষও , হয় বিচলিত ।
 যেখানে পুরুষ ভ্রষ্ট “রমণীও ভ্রষ্টা তথা
 স্বাভাবিক হ’তেছে লক্ষিত ॥

“নৈঃস্নেহাচ্চ স্বভাবতঃ” হইলে রমণীপ্ৰণ
 ক্রুরপে বাচিল শাস্ত্রকার ?
 নাহি ছিল নিন্দাকালে , মাতৃমূর্তি প্রকটিত ,
 কলুষিত হৃদয়ে তাহাব ॥

সংস্কার, জাতকরমে বেদান্ত্যাসে, তত্ত্বজ্ঞানে
 কি হেতু বঞ্চিত নারীগণ ?
 স্মর্য্য দোষে নিন্দে নারী = এরূপ নুচের বিধি
 মুর্থ হিন্দু করিছে পালন ॥

অশীতি বস বয়স্ক স্ত্রবিরের শিশুপত্নী
 স্ত্রুতি গতে দোষাবহ নয় ।
 অবলা বালবিধবা করিছে সংযম শিক্ষা
 ব্রহ্মচর্যা করিয়া আশ্রয় ॥

কি বিবাহ, কিবা পতি , কি গাঠস্থ্য কি বৈধবা
 বালিকার নাহি কোন জ্ঞান ।
 নাহি জানে কি কাম্যে একাদশী দিনে তার
 ক্ষুৎপিপাসানহল দক্ষ প্রাণ ॥

ছিন্ন শক্তিকার মত কর্মনীয় দেহলতা ।

ধরা তলে অবশে লুটায় ।

বারি বিনু পানে তাঁরে নিবারে কঠোর রীতি
পিপাসায় বুক ফেটে যায় ॥

প্রতিবাসী প্রতিবাসী স্তরস বিবিধ ভোজ্য
নিশিদিন করিছে ভোজন ।

দেখিয়া তুষিত নেত্রে করিতেছে অভাগিনী
একাহারে জীবন ধারণ ॥

পতি সোহাগিনী বত বয়স্কা যুবতীগণ
ভোগ স্তম্বে প্রফুল্ল বদন ।

এই বিধবার রূপ বিকশিত, লীন বৃথা
দণ্ডিতের বাসনা যেমন ॥

বন কুসুমের মত আপনি ফুটিয়া ধালা
অনাধার আপনি শুকায় ।

দঙ্গহীনা, একাকিনী মরমে মরমে জ্বলে
মন্মথ-কথা কহিতে না পায় ॥

স্বককারি কুশেন্দ্রিয় বিষয়স্বরূপে সদা
বিধবা করিছে মিথ্যাচার ।

না হয় বিষয় ভোগ নাহি হয় ব্রহ্মচর্য
ইহ পরকাল পণ্ড তার ॥

মৃত স্মৃতিকারগণ করেছে হিন্দুর গৃহ
জ্বলন্ত নরকে পরিণত।

পিতা মাতা ভ্রাতাভগ্নী বাল বিধবার সর্ধ
সে নরকে জ্বলে অবিরত ॥

দেখিয়া হিন্দুর গৃহে জীবন্ত বিধাদ ছবি
সম্ভাপিত বিজাতীয়গণ।

ক্রুরতা ভীকুর ধর্ম স্মৃতিকার স্মার্তগণ
করিয়াছে, করিছে পালন ॥

মহাত্মা রামমোহন জ্বলন্ত শ্মশান হ'তে
সতীগণে করিতে রক্ষণ।

বিমূঢ় অন্ধসমাজে পণ্ডিতাখ্য স্মার্ত হস্তে
সহিয়াছে কত উৎপীড়ন ॥

“মৃত্যু ভগ্নরি যা নারী সমারোহে কুতাসনং”
তার স্বর্গ লোক প্রাপ্তি হয়।

“নাশ্বোদশ্মোহি বিজ্ঞেয়ো মৃত্যু ভগ্নরি কহিচিৎ”
রঘু-স্মৃতি করিছে নিশ্চয় ॥

“তিস্রঃ কোট্যোন্ধিকোটীচ” পতি সহ স্বর্গ বাস
সময় করিয়া নিরূপণ।

অবোধ অবলাগণে করিয়াছে প্রলোভিত
নরাদম স্মৃতিকারগণ ॥

উপক্রম ।

জ্বলন্ত শ্মশান মাঝে - প্রহরেকো ভস্মশেষ
হত সহমৃত্যু স্থারীগণ ।

হইতেছে দক্ষ এবে - অতৃপ্ত বাসনানলে
দুঃখিনী বিধবা , আমরণ ॥

সমাজ বিধিতে হয় - দাম্পত্য সম্বন্ধ যোগ
বিধির বিধান ইহা নয় ।

সমাজ শৃঙ্খলা তরে - সভ্যাসভ্য সম্প্রদায়ে
বিবাহের প্রয়োজন হয় ।

বিধবা বমণীগণ - পুন পরিণয় হেতু
বহুপি অসতী বাচ্য হয় ।

কিহেতু নহে অসৎ - সপত্নীক, মৃতদার
করে যদি পুন পরিণয় ?

বমণীর পাতিলত্যা - হয় যদি শ্রেয়প্রদ
পত্নীতে আসক্ত পতিগণ ।

কেন লভে স্ত্রৈণ আখ্যা ? - পত্ন্যাসক্তি পত্নীসেবা
নহে কেন স্বর্গের কারণ ?

পুরুষের সুখতরে - স্বার্থপর স্মৃতিকার
করেছে এ ধর্ম প্রচলন ।

হ'লে স্মৃতি কত্রী নারী - সতীত্বাদি ধর্মাদর্ম
বিপরীত , হইত তখন ॥

সোহং সংহিতা ।

সদ্বস্ত অর্ঘ্য আত্মা . নহে ইদং জ্ঞানগম্য
 হয় মনঃ ইন্দ্রিয় অতীত ।
 অহং জ্ঞানগম্য তাহা, 'নাহি হরু তারসহ'
 পতিপত্নী সম্বন্ধ স্থাপিত ॥

মাণিক অনিত্য দেখে . 'অসত্য ইন্দ্রিয় মনে
 করিয়া পতিদ্ব আরোপণ ।

অবোধ অকলা জাতি স্বার্থাক স্মার্ত্তথমিত
 মোহ-কূপে হু'তেছে মগন ॥

অসতে আসক্তানারী . নহে কভু সতী সাধ্বী
 তার অভিমান . অকারণ ।

বিনা নিত্য আত্ম-রতি . অসত্য অনাত্মেরতা
 'সতী হ'তে পারে কি কখন ?

স্বায় স্ত্রুথ স্বার্থ তরে . শুদ্ধ শাস্ত্র বন্ধনে
 বান্ধিয়াছে 'হিন্দু' নারীগণে ।

নাহি মোচনের শক্তি, . অশুভ দাম্পত্য গ্রন্থি
 নাহি 'মুক্তি' জীবনে মরণে ॥

বিধবার সম্পূর্ণ দানে . পিতা ভ্রাতা দেবর্বাদি
 যদ্যপিও অধিকারী নয় ।

শাস্ত্রের বিধান মতে . 'করিতে পারে বিধবা
 'পুনরায় বিবাহ . নিশ্চয় ॥

‘নষ্টে মৃত্যে প্রব্রজিতে ক্লীবচে পত্নিতে পত্নে’

এই পক্ষ আপদ সময় ।

‘পতিরন্যো বিধীয়তে’ এই পরাশর মত

বিধবা বিবাহে বিধি হয় ॥

‘কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ’ এই বাক্য এবিধি

করিছে সময় নিরূপণ ।

নহে প্রক্ষিপ্ত এল্লোক করিয়াছে ব্যাখ্যা ইহা

পুরাতন জীমুতবাহন ॥

গাঙ্গর্ব্যো বা স্মৃশ্বরে করিত বয়স্হা কণ্ঠ্য

পতি নির্বচন আত্মদান ।

সেই বিধি অনুসারে ইতে পারে বিধবার

পুনরায় বিবাহ বিধান ॥

হ’লেও স্মৃতি শৃঙ্খলে নিবন্ধা, রক্ষিত্য সদা

সুদৃঢ় সমাজে কারাগারে ।

অসংখ্য বিধবা নারী করিতেছে আত্মদান

অলঙ্ঘ্য প্রকৃতি অনুসারে ॥

প্রকৃতির গতিরোধে প্রয়াসী হিন্দু সমাজ

বলে সেই কন্ঠে ব্যাভিচার ।

কিন্তু নিগর্হিত বিধি পরিপূর্ণ নব্যস্মৃতি

একমাত্র কারণ তাহার ॥

দুর্দশা বাসনা বশে আত্মহত্যা, ক্রুণহত্যা
 করিছে বিধনা 'শত শত ।
 অবোধ অবলা হত্যা ক্রুণ হত্যা তুরে দায়ী
 স্মৃতি কঠা আশ্র স্মৃতি যত ॥

যদি সত্য শাস্ত্রবাক্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ধর্ম্ম ফল
 ফলদাতা সশ সত্য হয় ।
 নরক যন্ত্রণা তনে ভোগিতেছে স্মৃতি বহু
 স্মৃতিগণ ভোগিবে নিশ্চয় ॥

স্বভাবতঃ স্ত্রী, পুরুষ, দেহেন্দ্রিয় মনোরতি
 মতি গতি ভাবে ভিন্ন হয় ।
 পশু পক্ষী প্রহসেও পুরুষ বলিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ
 নারী তার সমকক্ষা 'নয় ॥

করে প্রাকৃতিক ক্রমে দুর্ব্বলে আয়ত্ত সদা
 ধলমদে 'মন্ত - বলকান ।
 কিন্তু নহে সমীচীন কিস্বা শুভ ফলপ্রদ
 তার 'তরে শাস্ত্রের বিধান ॥

জড় জীব ভাবরাজ্য সকল প্রকৃতিজাত
 বিশ্বে কিছু অপ্রাকৃত নয় ।
 দৈহিক মানস কর্ম্ম সঙ্কল্প কামনা-মূলে
 প্রকৃতির লীলা মোহময় ॥

প্রকৃতি সঞ্জাত যদি শ্বাবর জন্ম যত
 জীবের ইন্দ্রিয় দেহ-মন ।
 স্বভাব বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম কিম্বা অপ্রাকৃত কিছু
 সম্ভাবিত নহে কদাচন ॥
 জাগতিক গতি শক্তি) সঙ্কল্প কামনা কৰ্ম্ম
 ত্রিগুণা প্রকৃতি প্রণোদিত ।
 স্বজন, রক্ষণ, ধ্বংস ত্রিবিধ প্রভেদ হেতু
 শুভাশুভ নামে অভিহিত ॥

স্বজন রক্ষণ সুখ- সম্পাদক কৰ্ম্ম যত
 হয় তাহা শুভ নামাঙ্কিত ।
 ধ্বংস দুঃখ তাপপ্রদ জাগতিক সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম
 অশুভ আখ্যায় আখ্যায়িত ॥

অশুভ শুভ সংজ্ঞক প্রাকৃতিক কৰ্ম্মের
 যাহা জীব করে আলম্বন ।
 ভোগে কৰ্ম্ম অনুরূপ অশুভ বা শুভ ফল
 ব্যতিক্রম না হয় কখন ॥

বিকট ব্যাধি রূপিণী নিষ্ঠুরা প্রকৃতি সদা
 ভীম বক্তৃ করিয়া বিস্তার ।
 শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে করে গ্রাস সর্বজীব
 নাহি কোন কালকাল তার ॥

অসতর্ক জীবোপারে গুপ্ত স্বাত্তকের প্রায়
অলক্ষিতে করে বজ্রাঘাত ।

ধরিয়া দুর্ভিক্ষরূপ লক্ষ লক্ষ দারী নরে
চিরকাল করিছে নিপাত ॥

বাঞ্ছা বা প্রাবনরূপে জীবের গৃহসম্পত্তি
করিতেছে সমূলে লুণ্ঠন ।

করিছে প্রকৃতি তাগ বাহ্য করি প্রাণদণ্ড
কারাদণ্ড ভোগে জীবগণ ॥

রোজ বৃষ্টি হিম হ'তে রক্ষা তরে জীবগণ
করিতেছে কত আয়োজন ।

নাহি শঙ্ক, নহে মীন জলমধ্যে
করিছে যথেষ্ট বিচরণ ॥

স্থখ শাস্তা রক্ষা তরে প্রকৃতির গতিবোধ
মানবের প্রয়োজন হয় ।

কিন্তু দেখি দিবা নেত্রে প্রকৃতি রোধক মন
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নয় ॥

নিচুরা প্রকৃতি জাত অন্ধ ঞ্জাদির প্রতি
কেন হয় করুণা সদগার ?

রুগ্ন দীন বলহীনে করিলে পীড়ন কেহ
কেন আমি করি তিরস্কার ?

উপক্রম । .

প্রকৃতি প্রদত্ত দয়া আছে জীবের, করিবারে
 প্রাকৃতিক দুঃখ নিবারণ ।
 দুর্বলে ঝীড়ন করা হইলেও প্রাকৃতিক
 শুভকর্মা নহে কদাচন ॥

অসহায় শিশু তরে মাতৃসুত্ন স্নেহ যত
 করিতেছে প্রকৃতি প্রেরণ ।
 গোহে যত্নে স্তন্যপানে সংরক্ষিত বিবদ্ধিত
 সদাকাল হয় নিশ্চয়গণ ॥

কোমলা অবলাগণে পুরুষ-করে প্রকৃতি
 রক্ষা তরে করেছে অর্পণ ।
 পুরুষের শক্তি-অন শ্রুত ঘাচা, করে যদি
 অবলার মঙ্গল সাধন ॥

স্বীয় সুখ স্বার্থ তরে রমণীর নিপীড়ন
 সদ্যাগিও প্রাকৃতিক হয় ।
 অশুভ কুরম উহা, তারফলে হিন্দু জাতি
 ইহলোকে ভোগিছে নিরয় ॥

বর্ণাশ্রম ধরমের না বুঝিয়া মন্থ, হিন্দু
 করিতেছে বৃথা অভিমান ।
 দেখি জুবিচার নেত্রে বর্ণ আশ্রমাদি ভেদ
 সর্বদেবে অণু আছে বিদ্যমান ॥

বিদ্যা উপার্জন কিম্বা ব্যবসাদি শিক্ষাকালে
 পাশ্চাত্য বিধিানী জীবগণ ।
 রক্ষাকরে ব্রহ্মচর্যা কভু সেই অবস্থায়
 করে না বিবাহ কোন জন ॥

আশ্রমাভিমानी হিন্দু করিতেছে বংশ রক্ষণ
 ন৷ হইতে পাঠ সমাপন ।
 কত শত মৃতদার ধরে ব্রহ্মচারী বেশ
 কিন্তু নাহি করে অধ্যয়ন ॥

ভারতী গিরি উপাধি গানন্দানন্দ নামে, আর
 গৈরিকে সজ্জিত গৃহী হয় ।
 সন্ন্যাসী করে সঞ্চয়, কে কেঁদন আশ্রমে স্থিত
 নির্ণয় সহজ সাধা নয় ॥

শিখা শূত্র করে ত্যাগ আচারে আহারে কিন্তু
 করে বর্ণ 'জাতির' বিচার ।
 অতি বর্ণাশ্রমী বেশে করে মৃত বিচরণ
 থাকে 'মনে' বর্ণাদি সংস্কার ॥

ধর্মোপজীবী ব্রাহ্মণ যুদ্ধোপজীবী ক্রান্ত্রিয়
 বৈশ্য আখ্য ব্যবসায়ীগণ ।
 সেবা উপজীবী শূদ্র সর্ববদেশে সর্বকালে
 আছে, দেখ উন্মিলি নয়ন ॥

শূদ্রবৈশ্য ক্ষত্রিয়ের সুকর্মে ব্রাহ্মণ্য লাভ
ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বে পতন ।

শূদ্রোচ্চিত কৰ্ম্মতরে, ছিল প্রচলিত পূর্বে
আর্ম শাস্ত্র করে নিরূপণ ॥

“কৰ্ম্মন্ধি বর্ণতাংগতঃ” বলিছে মহাভারত
বর্ণভেদ করিতে নির্ণয় ।

“শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং”
মনুষ্মতি করিছে নিশ্চয় ॥

সেই শাস্ত্র অনুরূপ বিদেশীয় বর্ণভেদ
কৰ্ম্মভেদে বর্ণের বিচার ।

নহে বংশগত উহা, কৰ্ম্ম অনুসারে করে
উচ্চ নীচ বর্ণ অধিকার ॥

“জন্মানা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে”
বিপ্র, অথবা বেদাভ্যাসীগণ ।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মজ যিনি, অজ্ঞতা দস্তাদিগুণে
ব্রাহ্মণাখ্য বর্ণজ ব্রাহ্মণ ॥

পতিত হিন্দু সমাজে, নূচ স্মৃতিকার মতে
হইয়াছে বর্ণ বংশগত ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মে কৰ্ম্মাকৰ্ম্মে নাহি হ্রাস বৃদ্ধি, তাহে
অজ্ঞের ব্রাহ্মণ্য অনাহত ॥

নীচ কৰ্ম্ম জীবী মূঢ় বৰ্ণজ বিজ্ঞ এগন
 ব্রাহ্মণাখ্য পূজনীয় হয় ।
 শূদ্ৰাদি গুণসম্পন্ন তদ্বদন্ত তুণ্য বৰ্ণজ
 হীন নীচ বন্দনীয় নয় ॥

অশন শাসন করি 'রক্ষা করে দুৰ্ণ ভেদ'
 বর্ণ ধৰ্ম্ম ভ্রষ্ট ! তিন্দুগণ ।
 ছিল পূৰ্ব্বে প্রচলিত সূত্র সংহিতা সম্মত
 চতুৰ্বর্ণে বিবাহ ভোজন ॥

“শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্তা সাচ স্যাচ বিশঃ স্মৃতে”
 অনুলোম বিবাহ বহন ।
 “তেচ স্যচৈব রাজ্ঞঃস্ত্যঃ তাস্চ স্যাচাগ্র জন্মানঃ”
 করে মনু স্মৃতি নিরূপণ ॥

“ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমসিঃ” এই যজুৰ্বেদ মন্ত্রে
 বিরাট পুরুষ লৃক্ষা হয় ।
 “চন্দ্রমা মনসোজাঃ চক্ষোঃ সূর্য্য অজায়ত
 তস্মাদশাসাবো অজাবয়ঃ ॥”

“ন ভ্যাভাসীদন্তরীক্ষং শীফো দ্যৌঃ সমবভূত”
 পারবর্তী মন্ত্রে দৃষ্ট হয় ।
 “পশ্চ্যাং ভূমিদিশ শোত্রা মুখাদগ্নিরজায়ত”
 শুধু ব্রাহ্মণাদি বর্ণনয় ॥

“পুরুষ এবাদং সর্বং বদভুতং যচ্চ ভাব্যং”
 এই মন্ত্র করি জ্ঞানস্বন ।
 পুরুষে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহা হ'তে সৃষ্টি ক্রম
 রূপকে বর্ণিছে ঋষিগণ ॥

“নং পুরুষং বাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্”
 এই প্রশ্নে হতেছে নিশ্চয় ।
 আত্মজন্তুস্ব পদান্ত, সকল কল্পনা জাত
 পুরুষার্থে কিছু সত্য নয় ॥

মুখাদি অঙ্গ হইতে জাত বর্ণ চতুর্দশ
 ইহা যদি অঙ্গীকৃত হয় ।
 সহস্র শীর্ষা পুরুষ নহে অক্ষয় স্নেহাদির
 বেদ মন্ত্রে হ'তেছে নিশ্চয় ॥

“নাস্তিতু পাকম” বাক্যে করিছে মনুসংহিতা
 স্নেহাদির সত্তা অপ্রমাণ ।
 অথবা শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভূত যবনাদি
 যত জাতি, বিশ্বে বিজ্ঞমান ॥

আছে প্রাকৃতিক ভেদ, ককেসিয়, মঙ্গোলীয়,
 নিগ্রো, এই ত্রিজাতি ভিতরে ।
 দেহ জিন্ন, বর্ণ ভিন্ন অস্থিতে ও আছে ভেদ
 বৈজ্ঞানিক নিরূপণ করে ॥

এই প্রাকৃতিক ভেদ কোন অঙ্গজাত, তাহা
 চতুর্বেদে দৃষ্ট নাহি হয় ।
 ঐজি স্বাভাবিক ভেদ বর্ণ ভেদ বর্ণনায়
 হয় নানা প্রাশ্নের উদয় ॥

এ মন্ত্র-বক্তা ঋষির মঙ্গোলিয়, নিগ্রো জাতি
 সম্বন্ধে ছিল না কোন জ্ঞান ।
 ঋষিদের সর্ববক্তা কেবল ভারত ব্যাপী
 এই মন্ত্র করিছে প্রমাণ ॥

পক্ষান্তরে চতুর্বেদে " প্রাকৃতিক ভেদ চিহ্ন
 কদাপি প্রত্যক্ষ নাহি হয় ।
 ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে বিভেদ জানিতে কি পারে কেহ
 নাদিলে বর্ণের পরিচয় ?

অথ ঐকরস-আত্মা সর্বত্রাবস্থিত, তাতে
 বর্ণভেদ নহে সম্ভাবিত ।
 বর্ণজ ব্রাহ্মণ দেহে কৃত্রিম সূত্রাদি ভিন্ন
 অন্য ভেদ না হয় লক্ষিত ॥

শূদ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণে মানসিক বৃত্তিভেদ
 কোন রূপ দৃষ্ট নাহি হয় ।
 দেহ আত্মা কিম্বা মনে নাহি কোন ভেদ চিহ্ন
 বর্ণ ভেদ করিতে নির্ণয় ॥

হয় লুপ্ত ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ কেহ
খৃষ্টান অথবা মুসলমান ।

তাহাতে তাদৃশ আখ্যা আরোপ করে অপরে
আপনাকে জানে সে খৃষ্টান ॥

অতিবর্ণশ্রমিগণ শিখা সূত্রাদির সহ
করিছে ব্রাহ্মণ্য প্রত্যাখ্যান ।

আত্মা মন কিম্বা দেহে নহে স্থিতি ব্রাহ্মণ হ
ব্রাহ্মণ্যের ভিত্তি, অভিমান ॥

“ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীৎ” এই শ্রুতি রূপকের
অসদর্থ করিয়া গ্রহণ ।

যদি বলি বর্ণভেদ হয় বিধির বিধান
কর্ম জন্ম নহে কদাচন ॥

যশু স্ত্রী পুরুষ জাতি বিধির বিধান, কভু
নাহি হয় কর্মে বিপর্যায় ।

গৌরবর্ণ কৃষ্ণবর্ণে দীর্ঘকায় খর্ব্বাকারে
পরিণতি চেষ্টা সাধ্য নয় ॥

পলাশ অশ্বথ বৃক্ষে কোকিল বায়স রূপে
কভু নাহি পরিণত হয় ।

জৈষ ইচ্ছা যত্নে কর্মে প্রাকৃতিক বিধানের
বিপর্যায় সম্ভাবিত নয় ॥

বর্ণচ্যুতি জাতিপাতে প্রমাণ করে সমাজ
 নহে বর্ণ • বিধি-কিরচিত ।
 বংশগত ব্রাহ্মণ্য অন্যের ব্রাহ্মণ্যে বাধা
 স্বার্থ রক্ষা করে প্রচলিত ॥

“উপোবীৰ্য্য প্রভাবৈশ্ব” • হয় উচ্চ বর্ণ লাভ
 মনুষ্যতা • করে নিরূপণ ।
 “উৎকর্ষধাপকমণ্য মনুষ্যোষিহ জন্মতঃ”
 • পরজন্মে নহে কদাচন ॥

“শমোদমস্তপঃ শৌচং • ক্ষান্তিগ্নার্জবাদি” যদি
 “স্বভাবজ ব্রহ্মকর্ম্ম” হয় ।
 এই নবগুণ হীম • • বর্ণজ নহে ব্রাহ্মণ
 গীতাবাক্য করিছে নিশ্চয় ॥

ব্রাহ্মণের উৎপীড়নে অস্পৃশ্য চণ্ডাল যত্নে
 করে গৃহকর্ম্ম তালম্বন ।
 বিজাতীয় বেশধারী সেই ইদ্র, পিতৃগণে
 নমস্কার করিছে ব্রাহ্মণ ॥

সামান্য সমাজ দোষে • জাতিচ্যুত উৎপীড়িত
 যাহারা হয়েছে মুসলমান ।
 তাহাদের বংশধরে • করে প্রতি নমস্কার
 কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণ সন্তান ॥

ব্রাহ্মণ চরণস্পর্শে নাহি অঙ্গিকার যার।

হইলে সে খৃষ্ট মুসল্মান ।

নিগার, কাফের, আদি সুমধুর সন্তান

করে সমুচিত শিক্ষাদান ॥

কুটিল কালের চক্রে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ সূত্য়

ক্রমশঃ হইয়া সঙ্কুচিত ।

ব্রাহ্মণ্য গুণ বিহীন বর্ণজ মুখ ব্রাহ্মণ

হইয়েছিল ক্রমে বিবর্জিত ॥

স্বার্থাক লোভী ব্রাহ্মণ, হইয়েছিল শাস্ত্রকার

কিন্মা হয়ে স্বার্থ-প্রণোদিত ।

বিগঠিত বিধিপূর্ণ ॥ বিবিধ প্রক্ষিপ্ত বাক্যে

করিয়াছে শাস্ত্র কলুষিত ॥

“যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ”

হস্তী, মৃগ নহে বদাচন ।

তথা অবদত্ত দ্বিজ নামতঃ ব্রাহ্মণ মাত্র

মধু-স্বাতি করে নিরূপণ ॥

“যোহনধীত্য দ্বিজোবেদঃ অশ্রুত কুরুতে শ্রমঃ

স শূদ্রঃ গচ্ছতি সান্নয়ঃ ।”

বলিছে মনুসংহিতা, সেই বিধি অনুসারে

বর্ণজ ব্রাহ্মণ শূদ্র হয় ॥

“অবিদ্বাংসৈচ ব বিদ্বাংস্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ”

ব্রাহ্মণ কদাপি হেয়ঃ নয় ।

“এবং যতঃপশ্যিষ্যে” বর্তমানে সর্ব কৰ্ম্মসু”

তথাপি ব্রাহ্মণ পূজ্য হয় ॥

পরবর্তী এই শ্লোক, পূর্ববর্তী শ্লোকদ্বয়ে
করিতেছে খণ্ডন, বিফল !

বর্ণজ শ্রুতগণের রক্ষিতে প্রাধান্য, পরে
হইয়াছে প্রক্ষিপ্ত ॥ সকল ॥

“সন্ধিং ছিদ্দাতু মে চৌর্য্যং রাত্রৌ কুর্নবস্তি তস্করাঃ”
হস্তদয় করিয়া ছেদন ।

“তীক্ষ্ণশূলে নিবেশ্যেৎ” এইরূপ রাজবিধি
মনু-স্মৃতি করে নিরূপণ ॥

কিন্তু চৌর্য্যতরে দ্বিজ নাহি হবে দণ্ডনীয়
ধন রত্ন করিয়া প্রদান ।

রক্ষিলে সধৰ্ম্মে দ্বিজে তাহার ধৰ্ম্মের অংশী
হবে রাজা, মনুর বিধান ॥

‘মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকোদণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিবীয়তে’
দ্বিজ তরে প্রাণদণ্ড নয় ।

‘ইতরেষাম্ভ বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকোভবেৎ’
এ বিধি কি নিরূপক হয় ?

“ন জাতু ব্রাহ্মণং হত্যাৎ । সর্বং পাপেষুপি স্থিতং”
ধন সহ হবৈ বহিষ্কৃত ।

“ন ব্রাহ্মণবধাভ্যুদয়ান্ অধর্মো বিঘ্নতে ভুবি”
মনুবাচ্যে । ইতিহে নিশ্চিত ॥

হ'লেও বিপন্ন রাজা “ব্রাহ্মণান প্রকৌপয়েৎ”
ব্রহ্মকোপে সবল বাহন ।

হইবে বিনষ্ট রাজ্য, করে কি ব্রাহ্মণে ক্রম
জীবনাশা বরে যেই জন ?

ব্রাহ্মণে পীড়ন যদি অবর বর্জ্য কেহ
কামবশে করে কদাচন ।

হস্ত পদাদি ছেদনে প্রদীনি তশেষ ক্লেশ
তারে রাজা করিবে নিধন ॥

“যেন কেনচিদসেন হিংস্যাচ্ছেচ্ছৃষ্ঠমন্ত্যজঃ”
সেই অঙ্গ করিবে ছেদন ।

“কট্যাং কৃতাক্ষো নির্বাস্তঃ স্ফিকং বাস্তাবকর্ত্তয়েৎ
একাসন কহিলে গ্রহণ ॥

করিবে জিহ্বা ছেদন শূদ্রাদি যদ্যপি কভু
দ্বিজগণে করে তিরস্কার ।

অথবা করিবে দণ্ড প্রজ্জ্বলিত লৌহখণ্ড
প্রক্ষেপ করিয়া মুখে তার ॥

“ধর্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্বতঃ”

তপ্ত তৈল করিয়া গ্রহণ ।

চালিবে শূদ্রের মুখে শ্রবণ বিবরে, ইহা
রাজবিধি, মনুর শাসন ॥

অহো ! কি উদারনীতি ! কি অপূর্ব রাজবিধি
পক্ষপাত-বিহীন শাসন ।

ছিল পূর্বে এ ভারতে, ভোগিত কি সুখ শাস্তি
শূদ্র কিনা প্রজা-সাধারণ ॥

এইরূপ রাজবিধি করিয়াও ব্রাহ্মণের
হয় নাই পারতপ্ত প্রাণ ।
করিয়াছে সেই হেতু শূদ্রের শাসন তরে
হীন জন্ম, নরক বিধান ॥

একবিংশ পাপযোনি ভ্রমে শূদ্র, করে যদি
তৃণ দ্বারা ব্রাহ্মণে তাড়ন ।
করিলে বধ-কামনা করে শূদ্র শত বর্ষ
তমিস্রাক নরকে ভ্রমণ ॥

“জাতিমাত্রোপজীবি বা কামং স্যাৎব্রাহ্মণো জীবঃ”
রাজকার্য্যে হ'বে মনোনীত ।
“তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পক্ষে গৌরিব পশ্চতঃ”
বিজ্ঞ শূদ্র হ'লে নিয়োজিত ॥

“পূর্বোপনিহিতং নিধিঃ রিদ্ধাংস্ত্ব ত্রাক্ষণো দৃষ্ট্বা”

নিজ বোধ করিবে গ্রহণ ।

“যস্তুপশ্চেন্নিধিঃ রাজা পুরাণং নিহিতং ক্রিতৌ”

দ্বিজ্ঞে অর্দ্ধ করিবে অর্পণ ॥

অপর বর্গজ যদি লভে ধাতু, যিধি গুপ্ত

রাজা তার নিবে অর্দ্ধভাগ ।

কি মনোজ্ঞ নিরপেক্ষ বিপ্রে'র বিহিত যিধি

গুপ্ত ধন কুরিতে বিভাগ ॥

সন্ন্যাস গ্রহণ আর বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে

অধিকারী নহে শূদ্রগণ ।

দেখি এই শাস্ত্রবিধি গর্বিত গোণ ত্রাক্ষণ

বর্ণমতে করে আশ্চর্যলন ॥

“শোকেন দ্রবতি” যেই সেই জন শূদ্র বাচ্য

পরিচর্যা হয় তার ।

আসক্ত লুক্র মানব স্বার্থ লাভ, রক্ষা তরে

করে অর্থে স্তুতি নমস্কার ॥

আশয় আসক্তিতেই . অপ্রাপ্তি বা ধ্বংস হৈতু

শোক তাপ সম্ভাবিত নয় ।

সেই বিজ্ঞানী ত্রাক্ষণ নিস্তোত্র নির্মমস্কার

পূজ্য-পূজা-বিসর্জিত হয় ॥

শ্রমাদি শৃংগ-সম্পন্ন যে জীব স্বতঃ সন্ন্যাসী

শূদ্রবর্ণ হ'লেও সেজন ।

শায়ে কি করিতে রোধ তাহার সন্ন্যাস, জ্ঞান

বিধিশাস্ত্র—অজ্ঞের বচন ?

ত্রিগর্ভে ফুৎকারকারী, বর্ণজ ব্রাহ্মণগণে

করি শাস্ত্র বংশদণ্ড দান ।

আশ্রয় আসক্তি শোক নমস্কার স্তুতি হ'তে

শায়ে কি করিতে পরিত্রাণ ?

“জ্ঞান দণ্ডোদ্ধতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে”

কাষ্ঠ-দণ্ডধারী দণ্ডী নয় ।

সর্ববাসী জ্ঞান বর্জিত দণ্ডীয় দণ্ডের তরে

করে শাস্ত্র রৌরব নির্ণয় ॥

বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে, শূদ্রাদি হীন বর্ণের

কি কারণে নাহি অধিকার ?

রাখিলে শূদ্রের অগ্রে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র

বুঝি শূদ্র দেখে অঙ্গকার ?

বেদে অধিকার কার ? বেদবোদ্ধা বিপ্র এবে

কদাপি কখন দেখা যায় ।

অনধীত বর্ণজের “বেদে ব্রাহ্মণাধিকার”

এই বাক্য শুনি হাসি পায় ॥

* কর্ণ, শঙ্খ, চুল্লি ।

বিদ্যা বুদ্ধি দক্ষতায় দ্বিজ সমকক্ষঃশূদ্র
কর্মক্ষেত্রে হ'তেছে প্রমাণ ।

‘কি যুক্তিতে মুখ’ দ্বিজ “হয় বেদে অধিকারী”
বিজ্ঞ শূদ্র নহে স্বরবান ?

রমেশ, মোক্ষ মূলর প্রভৃতির শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা
দেখ এবে করিয়া বিচার ।

শূদ্রবর্ণ ম্লেচ্ছজাতি যেই করে অধ্যয়ন
বেদে তার পূর্ণ অধিকার ॥

“ন শূদ্রায় মতিংদদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতং”
ধর্ম ত্রুত দিবেনা কখন ।

“যোহ'ত্র ধর্ম্মা চা চেষ্টে যশৈশ্বাদিশতি ত্রুতং”
হবে তার নরকে পড়ন ॥

“শূদ্রঃ শিষ্যো গুরুশৈচব' বর্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ”
শূদ্র রাজ্যে করিবেনা বাস ॥

“শূদ্রস্ত কারয়েদাস্যাং ক্রীত মক্রীত মেববা
শূদ্র বিধিকৃত চিরদাস ॥

“বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাৎ দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ”
শূদ্রের নিজস্ব কিছু নয় ।

“শক্তেনাপিহি শূদ্রেণ নকার্যো ধন সঞ্চয়ঃ”
ধন মদে সেতা হীন হয় ॥

নির্জনে নিরীহভাবে সাধন . ভজন তপে
 শূদ্রের ছিলনা অধিকার ।
 'অহো !' কি নৃশংস রীতি বিগর্হিত রাজবিধি
 রামায়ণ কবিছে প্রচার ॥

'ন মিথ্যাং বদেয়ামি' দেবলোক জিগীষয়া"
 করিতেছি তপস্যাচরণ ।
 "গৃহং শম্বুকং মাংনাম" এই কীর্থা শুনি রাম
 কারলেন, মস্তক ছেদন ॥

স্বার্থাক লোভী দ্বিজের রাজবিধি, মন্ত্রণায়
 হইত কিরূপ অত্যাচার ।
 শূদ্র তরে রামরাজ্য ছিল কৃত শাস্তিপ্রদ,
 দেখে এবে করিয়া বিচার ॥

মস্তক হস্তপদাদি নানা অঙ্গ সম্বন্ধে
 জৈবদেহ নিরূপিত হয় ।
 হ'লেও মস্তক শ্রেষ্ঠ হস্ত পদাদি বিহনে
 তার স্থিতি সন্তোষিত, নয় ॥

দর্শন শ্রবণ কিংবা মস্তিস্কের সূক্ষ্ম কৈশ্যে
 হস্ত পদ নহে ক্ষমবান ।
 পক্ষান্তরে গতাগতি গ্রহণ বা আহরণে
 হয়, শির জড়ের সমান ॥

দেহের রক্ষার তরে মস্তিষ্কের কার্য্য বুদ্ধি
জ্ঞানেন্দ্রিয়, হয় প্রয়োজন ।
একের সাহায্য বিনা উভয় হয় বিনষ্ট
রক্ষা নাহি, হয় কদাচন ॥

উন্মাদ রোগ পীড়িত হিন্দু সমাজ-মস্তক
তাহে, অশ্রু অঙ্গে হয় জ্ঞান ।
করি ছিন্ন হস্তপদ যুগে উপেক্ষাদি অশ্রু
স্বীয় মৃত্যু করিছে বিধান ॥

কিন্মা এবে ব্রাহ্মণাখ্য মস্তক মুৎপিণ্ড প্রায়
জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি বিরহিত ।
সমাজের কল্যাণে অবর বর্ণজ তাহে
বিধর্ম্মের গ্রাসে কবলিত ॥

সমাজের মূঢ়তায় তৃতীয়াংশ আর্য্যবৃত্ত
হইয়াছে পূর্ব্বের মুসলমান ।
এবে অবজ্ঞা পীড়নে দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞতা লোভে
হীন বর্ণ হইতেছে খৃষ্টান ॥

দিন দিন হীনবর্ণ হইতেছে ক্ষীণসংখ্য
অচিরে হইবে শূন্যকার ।
ভারত-গৌরব শিখ ব্রাহ্মণের নিপীড়নে
করিছে হিন্দুহ অস্বীকার ॥

বিদেশী গমন হেতু ভারত উজলকারী
মহারত্ন করি পরিহার ।
ব্রাহ্মণাখ্য নিশাচর . তামস হিন্দু সমাজে
করিতেছে যথেষ্ট বিহার ॥

সংস্কার, অজ্ঞতা বশে বিমূঢ় গোণ ব্রাহ্মণ
স্বীয় পাদে হানিছে কুঠার ।
করিছে স্বার্থ লালসে ভরতের সর্বনাশ
পতিত সমাজ ছারখার ॥

মোহ পরিখা বেষ্টিত হিন্দু সমাজে প্রবেশ
করিতে পারেনা কোন জন ।
কিন্তু সদা হিন্দুগণ . পরিখার পুরপারে
চির তরে করিছে গমন ॥

স্বধর্মী বিদেশী সহ . তাদের সহানুভূতি
স্বদেশীকে করে শত্রু জ্ঞান ।
আপন অজ্ঞতা দোষে মিত্রকে করিয়া শত্রু
মুড়তার করি অভিমান ॥

ভবিষ্য ভাবনা হীন . স্বার্থাক গোণ ব্রাহ্মণ
দেখ আজি মেলিয়া নয়ন ।
তোমার মুঢ়তা দোষে . অন্ধক ভারতবাসী
ইহায়াছে বিধর্মী এখন ॥

তপবীৰ্য্য ব্রাহ্মতেজে প্রদীপ্ত ভাস্কর প্রায়
সর্ব পূজ্য আছিল ব্রাহ্মণ ।

শ্লোভ গর্ব অস্ত্রতায় এবে হেয় হান্ধ্যাস্পদ
তাহাদের বংশধরগণ ॥

যে জীবের হস্তপদ শৃঙ্খলে দৃঢ় আবদ্ধ
পারেনা করিতে সন্তুরণ ।

কিন্মা শ্রোত অনুকূলে নাপারে যাইতে ভোস
অবধার্য্য তাহার মরণ ॥

সংস্কার পাশে নিবদ্ধ বিমূঢ় হিন্দু সমাজ
কানোর আবর্তে নিপতিত ।

নাপারে ভাসিতে শ্রোতে নাহি জানে সন্তুরণ
ক্রমশঃ ত'তেছে নিমজ্জিত ॥

ব্রাহ্মণ সম্ভান এবে স্লেচ্ছ বা নীচ বর্ণের
দৃত্য, ভারবাহী, সূপকার ।

অশন শাসন আর উপবীত, অভিমান
ব্রাহ্মণ্যের চিহ্ন মাত্র তার ॥

না হইয়া বংশগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ
হ'লে উহা কস্মিন্ গুণ-গত ।

হইত না কাল বশে ব্রাহ্মণ সম্ভান গণ
এইরূপ ভীন অবনত ॥

ব্রাহ্মণ সন্তান তবে ব্রাহ্মণ্য রক্ষার তরে
জ্ঞান লাভে করিত যতন।

ব্রাহ্মণের, বংশধর • • হইতনা মুর্থ হেয়
বর্তমানে হ'য়েছে যেমন ॥

স্ববর্ণের স্বার্থ রক্ষা • • অগ্রে নির্ধাতন তরে
শাস্ত্র অথবা শস্ত্র খরশান।

আত্মরদশী ব্রাহ্মণ স্বীয় হস্তে স্ক্রকোশলে
করেছিল, যদিও নিশ্চান ॥

সেই শাস্ত্ররূপ শস্ত্রে • • হইয়াছে কাল ক্রমে
ব্রাহ্মণ্যের উচ্ছেদ সাধন।

প্রাকৃতিক রীতি ক্রমে • • নাহি হয় শুভ প্রদ
অপরের বুথা নিপীড়ন ॥

দেশ কাল নির্বিশেষে • • গুণীর মর্যাদা, মায়া
ক'রেছে করিছে সর্বজন।

বিধি শাস্ত্রে রাজদণ্ডে • • সম্মান গুণ হীনের
রক্ষা নাহি হয় • • কদাচন ॥

সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের, • • স্বতন্ত্র কারণ রূপে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রকল্পিত।

কিন্তু পুরাণ কল্পিত • • ত্রিমূর্তি দেবতাত্রয়
প্রতি দর্শনাদি বিগর্হিত ॥

ঈক্ষণ কামনা তপ প্রকৃতি স্বধা মায়াদি
 সৃষ্টিতদে শ্রুতি বাক্য যত ।
 যদিও করণে ভিন্ন কারণ অদ্বয় ব্রহ্মে
 সর্বশ্রুতি হয় একমত ॥

“যতোবাইমানি” মন্ত্রে করে তৈত্তীল্যীয় শ্রুতি
 কর্ম ত্রয় ব্রহ্মে আরোপন ।

“জন্মান্তর যতঃ” সূত্রে বলে বেদান্ত দর্শন
 জগতের ব্রহ্মই কারণ ॥

সাংখ্য বৈশেষিক আদি বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে
 ভিন্ন সৃষ্টি ক্রম প্রকল্পিত ।
 কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিবিধ কর্মের কর্তা
 কোন স্থলে নাহি উল্লিখিত ॥

বীচির কারণ বারি সলিলে সংস্থিত বীচি
 হয় পুন সলিলে বিলয় ।
 বিশ্বের কারণ ষাহা তাহাতেই স্থিত বিশ্ব
 তাহাতেই পুন লীন হয় ॥

“সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম” “তজ্জলান্” শ্রুতিবাক্য
 করে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর ।
 সৃষ্টি, স্থিতি লয়কারী স্কৃত্ত্ব দেব ত্রয়ের
 কল্পনার নাহি অবসর ॥

“তদেবাগ্নি স্তদাদিত্যঃ তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ”
 একের বিভিন্ন সংজ্ঞাহয় ।
 “তদেব শুক্রং তদ্রক্ষা তদাপস্তং প্রজাপতিঃ”
 যজুর্বেদ করিছে নিশ্চয় ॥
 ঐক্ষং হ’য়ে দেবত্রয় হইয়া উদ্ভূত, করে
 বিশ্ব সৃষ্টি রক্ষণ সংহার ।
 নাহি,হেন কোন শ্রুতি দর্শন বৈদান্ত’বেদে
 নাহি দেখি প্রমাণ তাহার ॥

যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হয় প্রকৃতি নিহিত
 সহ রজ তম গুণত্রয় ।
 অচেতন প্রকৃতিয় অন্ধ অবিবেকী গুণ
 উপাস্ত’ নমস্ত্য কভু নয় ॥

প্রকৃতি, প্রকৃতি জাত পদার্থের উপাসক
 অন্ধতমে করিছে প্রবেশ ।
 সমুত্তি বা অসমুত্তি উপাসনা পরিত্যাগ
 শুক্ল যজুর্বেদের’ আদেশ ॥

বৈদিক সৃষ্টি রহস্যে বৈদান্তিক সৃষ্টি ক্রমে
 নাহি হয় দৃষ্ট দেবত্রয় ।
 নহে, প্রকৃতি সঞ্জাত কিম্বা মায়া প্রকল্পিত
 তাহে আপেক্ষিক সত্য নয় ॥

জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি মনের অবস্থা ত্রয়,
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যদি হয় ।
 প্রত্যেক দেবতা তবে জীবের একাংশে স্থিত
 উপাস্য প্রণম্য তার নয় ॥

ব্রহ্মোদ্ভূত যদি শ্রুতি দেবাস্তিত্বোঅনভিষ্ঠ
 ব্রহ্মের জাত্ব স্বপ্ন হয় ।
 হ'লে শ্রুতি ঋষিকৃত অস্ত্র ঋষিদের আখ্যা
 “যজ্ঞ” “আপ্ত” যুক্তি যুক্ত নয় ॥

ধন্য নব্য শাস্ত্রকার ধন্য গুরু পুরোহিত
 ধন্য ধন্য শিষ্য যজ্ঞমান ।
 ব্রহ্মে, ব্রহ্মাবদে বাহা নাহি ছিল কোন কালে
 তোমরা লভেছ সেই জ্ঞান ॥

“নহে যদি আত্মা নিত্য সাধন, ভজন, ধর্ম্যে
 “নানবের কিবা প্রয়োজন ?
 যদি অজ, নিত্য ইহা দেবত্রয় হ'তে তার
 নাহি . হয় - সংহার স্বজন ॥

ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় জড়বস্তু নিয়ামক
 “যদি ইহা করি অঙ্গীকার ।
 “জড়ের উৎপত্তি স্থিতি ধ্বংসাদির ক্রম তবে
 দেখি এবে করিয়া বিচার ॥

স্ববর জন্ম যত না হইতে বিকসিত

বহুসংখ্য বীজে নষ্ট হয় ।

অঙ্কুরে বা ভ্রূণরূপে প্রথম বিকাশকালে

কতশত হ'তেছে বিলয় ॥

সুপ্রাকালে ত্রুষ্ণা-হস্তে নষ্ট হয় কত বস্তু

নহে বুঝি শিল্পী বিচক্ষণ ।

কিন্মা অসম্পূর্ণ শিল্প কেড়ে নিয়ে ভাস্ত্রে শিব

নাহি শক্তি করিতে রক্ষণ ॥

অণু বা জরায়ু মধ্যে কিন্মা সদ্যজাত জীবে

করে ধ্বংস শিব নিরন্তর ।

দেখি রুদ্ধে রোদ্রকর্মে নির্বাক স্তম্ভিত বিষ্ণু

পালনের নাহি অবসর ॥

করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ প্রাণপণে ভাস্ত্রে শিব

নামরূপ করিয়া মর্দন ।

কিন্তু পদার্থের সত্তা থাকে অক্ষুণ্ণ অব্যয়

নাহি হয় ধ্বংস কদাচন ॥

বিষয় বিজ্ঞান চর্চা দার্শনিক তত্ত্ব চিন্তা

বিহীন, বিমূঢ় জীবগণ ।

দেখি বিশ্ব স্থূল নেত্রে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী

দেবত্রয় করেছে সৃজন ॥

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্য হয় কি না হইত বিশ্বে
 অগ্রে জাহ্নবী কর নিরূপণ ।
 হইলে কার্য্য অসিদ্ধ অকৃত কৰ্ম্মের কৰ্ম্ম
 সিদ্ধ নাহি হয় কদাচন ॥

যে কোন দৃশ্য বস্তুর সত্তা অরি নামরূপ
 দেখি করি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ।
 অস্তিত্ব অনাদি সিদ্ধ নাম আর রূপ তার
 করিতেছে সদা বিবৰ্দ্ধন ॥

ধবল তুষার রাশি, জল, বাষ্প, অণু রূপে
 হইলেও সদা বিবৰ্দ্ধিত ।
 অস্তিত্ব স্বাক্ষর তার ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে
 সত্তা তার সমভাবে স্থিত ॥

যেই মনাতীত সত্তা তুষার, সলিল, বাষ্প
 অণু, রূপে হয় নিদর্শিত ।
 কি তাহার সত্য রূপ ? চতুর্বিধ ব্যক্ত দৃশ্যে
 অব্যক্ত স্করূপ আবরিত ॥

অব্যয় বায়ুর সত্তা দেখে পক্ষ প্রাণ রূপে
 কভু তাহা ভীম প্রভঞ্জন ।
 কদাপি শীতল, উষ্ণ, কোনকালে বোধাতীত
 বিকাশে বিভিন্ন সর্বক্ষণ ॥

স্বাবর জন্মে উদ্ভা দাবাগ্নি বা বাড়বাগ্নি
 তড়িতাদি রূপে বিবর্তিত ।
 ইয় যেই ভেজ, তার রূপ গুণ বহুবিধ
 কিন্তু সত্তা সমভারে স্থিত ॥

স্বাবর জন্ম রূপে বিচিত্র ভিন্ন পদার্থ
 যাহা বিশ্লেষে করি দরশন ।
 অস্তিত্বে অক্ষর তাহা, সুধু নাম রূপ তার
 করিতেছে সদা, বিবর্তন ॥

করিলে সূক্ষ্ম বিশ্লেষ, জগৎ জাগতিক বস্তু
 সত্তা তার নিত্যসিদ্ধ হয় ।
 পদার্থের রূপ গুণ হয় সদা বিবর্তিত
 ক্ষণতরে স্থিতিশীল নয় ॥

এক ভূত অপরের হয় বিবর্তের কর্তা
 বিজ্ঞান করিছে নিরূপণ ।
 বস্তু, রূপ, গুণাদির আবির্ভাব তিরোভাবে
 ঐশ শক্তি নহে প্রয়োজন ॥

অব্যক্ত অজ্ঞেয় যাহা দৃশ্যের কারণ রূপে
 তার সৃষ্টি কভু নাহি হয় ।
 দৃশ্যমান সর্বব বস্তু হয় সদা বিবর্তিত
 বিশ্লেষে কিছু স্থিতিশীল নয় ॥

নিয়ত পরিবর্তিত হইলেও রূপ গুণ

সত্তা ধ্বংস না হয় কখন ।

অকৃত কর্মের কণ্টা ব্রহ্মাদি দেব কল্পনী

করিয়াছে স্থূল-দর্শীগণ ॥

বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ব্রহ্মাদি নামে

সর্ব অভিমানী লক্ষ্য হয় ।

মায়াধীশ সে চৈতন্যে করে শ্রুতি আরোপণ,

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ॥

চতুর্বেদবিদ্ বিজ্ঞ যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক

হস্তেন ব্রহ্মা নামাযিত ।

বেদজ্ঞের পরিবর্তে এবে শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদিতে

হয় কুশে ব্রহ্মা বিরচিত ॥

চতুর্বেদ বক্তা ব্রহ্মা চতুর্গুণ, এ কল্পনা

যত্নপিও অসঙ্গত নয় ।

কিন্তু সে বিরাট ব্রহ্মা সহস্র শীর্ষ পুরুষ

বিশ্বমূর্ধা বিশ্বমুখ হয় ॥

ব্যাখ্যার্থ ব্যঞ্জক বিষ্ণু ব্রহ্মের পর্যায়-শব্দ

শ্রুতিতে বহুল প্রচলিত ।

কিন্তু বৈকুণ্ঠাদিবাসী চতুর্ভূজ চক্রধর

মূর্ত্ত বিষ্ণু কবির কল্পিত ॥

“তদ্বিম্বাঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ”

করি এই মন্ত্র আলম্বন ।

যদি বলি ঐ শব্দে বিষ্ণুর চরণ লক্ষ্য

দেখে তাহা সদা সুরগণ ॥

নহে বিষ্ণু একপদ “পদম্” এক বচনে

পদদ্বয় না হয় নির্ণীত ।

“পদম্” পদের অর্থ হবে কি শ্রীপদ তবে ?

সেই পদ হ’তেছে লক্ষিত ?

রাজপদে মন্ত্রীপদে হইলে একরূপ অর্থ

কি বিভ্রাট ঘটবে তখন ।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হ’লে যুবরাজ, রাজা

করিবে কি গমনাগমন ?

সাম আর যজুর্বেদে এ মন্ত্রের পূর্ববর্তী

অন্য এক মন্ত্রে দৃষ্ট হয় ।

* “ত্রীণি পদা বিচক্রে, বিষ্ণু গোপা” চরণার্থে

বিষ্ণুর হইবে পদত্রয় ॥

শিব অর্থে ভূমা আত্মা লোকের পর্যায় শব্দ

বলিতেছে প্রতি অর্থবর্ণন ।

তাহার আবাস, মূর্তি দারা, সূতাদি কল্পনা

করিয়াছে মবা কবিগণ ॥

ত্রীণি পদাণি—আগ্নবায়াদিত্যাখ্যান । গোপাঃ—জগতে

রক্ষকঃ । বিচক্রে—বিক্রান্তবান্ । যজু ৩৪।৪৫।৪৩ মহীশূর ভাষ্য

ব্রহ্ম । বিষ্ণু শিব ব্রহ্ম ভূমা আত্মা নিকরূপক
বৈদিক পর্য্যায় শব্দ হয় ।

ত্রিদেব ত্রিবিধ কৰ্ম্ম মূর্ত্তি স্থানাদি কল্পনা
বেদবাহু যুক্তিযুক্ত নয় ॥

প্রতি কিস্বা যুক্তি বলে মূর্ত্তি, স্থান, গুণ কৰ্ম্ম
সম্প্রমাণ নাহি হয় যার ।

অবিদ্যাক্ত হিন্দুগণ করিতেছে পূজা এবে,
সেই দেবতার অবতার ॥

ব্রহ্ম-শক্তি বা প্রকৃতি অচেতনা অস্বতন্ত্রা
এবে যত অবিবেকীগণ ।

স্বাতন্ত্র্য, চেতনা, দ্বীপ কল্পিয়া আরোপ তাতে
করিতেছে মাতৃ-সম্বোধন ॥

কৈলাশে শিব শিবার প্রগোস্তর ছলে কত
হইয়াছে তত্ত্বের ন্যজন ।

“সাধকানাং হিতার্থায়” কল্পিত, মূর্ত্তি সকল
সত্য, নিত্য, আমে মূঢ়গণ ॥

স্বপ্ন লব্ধ রাজ্যে রাজা না হ'লেও, দেখি এবে
অবিচার লীলা মোহময় ।

মানস কল্পিত মূর্ত্তি সিদ্ধ হয় কোন জন
কেহ তাহা করিছে প্রত্যয় ॥

আছে তুলে নিবেশিত . ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান

। কিন্তু তাহা করে পুরিহার ।

মোহ মুক্ত-ভক্তগণ, ত্যজিয়া অমৃত ফল

খোসা বাজ করিছে আহরে ॥

কত ক্রীড়নক ল'য়ে খেলিছে বালক বালা

করে কত বন্ধন ভোজন ।

কিন্তু জানে খেলা মিথ্যা, হ'য়ে বীত রাগ ক্রমে

করে ক্রীড়নক বিসর্জন ॥

দেহে বদ্ধ, জ্ঞানে শিশু . বাসনায় নব যুবা

অশীতি-স্বনির হিন্দুগণ ।

পুরাণ তত্ত্ব কল্লিত . মূর্ত্তি সহ রাল্য ক্রীড়া

ভ্রান্তি বশে করে আমরণ ॥

বালা হ'তে আমরণ নিকাম নিত্য করমে

চিত্ত . শুদ্ধি . করে কতজন ।

কিন্তু নাহি দেখে চেয়ে . রাগ দ্বেষ মল তাতে

প্রক্ষালিত না হয় কখন ॥

বংশ ক্রমে নিরামিষী . বায়ু পূর্ণ কণভোজী

কাম ক্রোধ মোহে নিমগন

দেখিয়াও অবিবেকী . নিরামিষ, ফল, মূলে

রিপুনাশে করে আকিঞ্চন ॥

একাদশী তিথি ব্রতে বৃথা উপবাস ক্লেশ
 সহিতেছে অঙ্গ জীব যত ।
 রোধি একাদশেন্দ্রিয় হ'লে স্নানাতবেশ্বিত্তি
 তাহা মুখ্য একাদশী ব্রত ॥

সাকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বাহি
 তাহা সূক্ষ্ম মনোগম্য হয় ।
 মনেন্দ্রিয় অগোচর নিরাকার জগদীশ,
 ইদং জ্ঞানে উপলভ্য নয় ॥

নিরাকার ব্যোম গহ্ব হইলেও অনুভূত
 বাস্তবিক মনোগম্য নয় ।
 আকাশের অনুভূতি সাকার বস্তু সাপেক্ষ
 “নাস্তি” জ্ঞানে উপলব্ধি হয় ॥

শ্রম্ভা ঈশ্বরের সত্তা যদ্যপি সৃষ্টি সাপেক্ষ
 নাহি হয় তাহার সাধন ।
 জাগ্রতে দেখে জগৎ জগতের সত্তা লোপে
 ইদং জ্ঞানে “শূন্য” দেখে মন ॥

বলে কেহ, রিশেশ্বর বিশ্বে, বিশ্ব অন্তরালে
 স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ।
 দেখে কিন্তু বিশ্বমাত্র ঈশের মহিমা, সত্তা
 সূক্ষ্ম তার মনঃপ্রকল্পিত ॥

কুন্ত, কুন্তকার চায়ে • সৃষ্টি দর্শনে, অক্ষা
অনুমান করে জীবগণ ।

অক্ষার অক্ষা বিচারে “অনবস্থা” দোষ হেতু
নহে উহা প্রামাণ্য কখন ॥

অপ্রত্যক্ষ পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় তরে
করে জীব নানা অনুমান ।

জনশ্রুতি, শাস্ত্র বাক্য করে “বিশ্বাস” সেজন
বস্তুতদে নাহি যার জ্ঞান ॥

প্রত্যক্ষে ও অনুমানে জ্ঞান ও অন্ধ বিশ্বাসে
বহুল ব্যতায় দুষ্ট হয় ।

বিশ্বাস, সংস্কার, আর অনুমান ভিত্তি যার
সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিহীন নয় ॥

নিরাকার বাদী মত আছে যত, তার ভিত্তি
সংস্কার, বিশ্বাস, অনুমান ।

নাহি ত্বাতে যোগ্য যুক্তি, অথবা শ্রদ্ধার তরে
অনুভূতি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥

শক্তি, জ্ঞান, চায়, দয়া; প্রেমাদি জৈবগুণের
পূর্ণতা, ঈশ্বরে আরোপিত ।

কারণ স্বরূপ ঈশে নহে কেন কাম ক্রোধ
মাৎস্যর্যাদি গুণ সম্ভাবিত ?

কারণ-ঈশের গুণ , জ্ঞান দয়া প্রেম, 'যদি
 কার্যরূপী' জীব প্রাপ্ত হয়। '।
 কিরূপে কাম ক্রোধাদি 'ইহল উৎপন্ন জীবের'
 , যদি , তাহা ঈশগুণ নয় ?
 যদি বলি কাম ক্রোধ 'জীবহে স্বতঃ উৎপন্ন
 নহে, ঈশ কারণ তাহার।
 তবে জ্ঞান দয়া প্রেম হয় জীবের স্বতঃ জাতি
 কেন নাহি করি অঙ্গীকার ?'

জীবের গুণ সমষ্টি 'যদি ঈশগুণ, তবে
 গুণীর সমষ্টি ঈশ হয়।
 ঈশগুণ ব্যাপ্তিরূপে 'স্থিত-যদি জীবের, তবে
 জীব হতে ঈশ ভিন্ন নয় ॥

জীব, জৈব গুণ আর 'ঈশ, ঈশগুণ যদি
 ভিন্ন ভিন্ন করি, অঙ্গীকার।
 নহে তবে সিদ্ধ ঈশে 'সর্ববশক্তি, সর্ববজ্রতা
 অনন্তং লুপ্ত , হয় তার ॥

ইহলেও বহু ব্যাপী 'বহুজ্ঞ, বহুল গুণী
 তাহার নিত্যই সিদ্ধ নয়।
 "যোবৈ ভূমা-তদমৃতং 'বদন্তং তন্মার্জ্যং" শ্রুতি
 বিজ্ঞান, যুক্তিতে স্থির হয় ॥

“যত্র নৃ অশ্রুৎপশ্যতি” অথবা “নাশ্রুচ্ছৃণোতি”
“নাশ্রুদ্বিজানাতি” যে সময় ।

সেই অদ্বিতীয় সত্ত্বা হয় ভূমা ব্রহ্ম বাচ্য
শ্রুতি বাক্যে প্রতিপন্ন হয় ॥

দর্শন অবগ কিম্বা “ দ্বৈত জ্ঞান গম্য যাহা
“তদল্লং তন্মর্ত্যং” যদি হয় ।

অরাধ্য নিয়ন্তা স্রষ্টা জীবিতরাজগদীশ
• “স্বেমহিল্লি” স্থিত ভূমা নয় ॥

আনন্ত্য, ভূমুহ বোধ - নহে জীবে সম্ভাবিত
পরিচ্ছিন্ন মনে গ্রাহ্য নয় ।

সেই হেতু ঈশ্বরের সন্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্ব
দক্ষিণাম বিকল্লিত হয় ॥

নিরাকারে হস্তপদ ব্যাপ্ত ঈশে গতাগতি
স্থান আসনাদি আরোপণ ।

করিলেও মন, বাক্য বিতণ্ডার কালে তিনি
নিরাকার ব্যাপী নিরঞ্জন ॥

জানিতে আমীর দুঃখ জ্ঞান প্রয়োজন তাঁর
তাঁহে ঈশ অন্তর্যামী হয় ।

আমার দুঃখ মোচনে মম পাপ ক্ষমাতরে
জগদীশ হয় দয়াময় ॥

মম কামনা পূরণে অসাধ্য সাধন তরে
 হয় ঈশ, সর্ব শক্তিমান ।
 তাহাকে পাইতে, আমি অক্ষম দূর-গমনে,
 তাহে সর্বব্যাপী ভগবান ॥

অপর পাপী জীবের দিটার, শাস্তির কাছে
 জগদীশ হয় আয়বান ।
 মম তরে দয়া প্রেম পর-তরে আয় দৃগু
 বিপরীত গুণের বিধান ॥

ইহকালে ধনজন যশ মান স্বাস্থ্য শক্তি
 ভোগ সুখ সুদীর্ঘ জীবন ।
 পরলোকে স্বর্গ ভোগ, করিছে কামনা জীব
 দাতারূপে ঈশে প্রয়োজন ॥

মুম্বায় ধাতব মূর্তি গড়িয়া সাকার বাদী
 ফুল ফুলে করিছে অর্চন ।
 গুণ জ্ঞান উপাদানে গড়ি মনোময় মূর্তি
 পূজে নিরাকার বাদীগণ ॥

সাকার বাদীর মতে জড়মূর্তি লিঙ্গ মাত্র
 আরাধ্য চিন্ময় সনাতন ।
 পঞ্চাস্তরে শুনে বানী দেখে হস্তপদ তার
 সদা নিরাকারবাদীগণ ॥

‘বাক্যে “নিরাকার ব্রহ্ম” বলে নিরাকার বাদী

মূরতি কল্পনা করে মন ।

“নিরাকার মনাতীত” বলে, জড়মূর্ত্তি পূজা

করিছে সাকার বাদীগণ ॥

সাকার বা নিরাকার, দ্বৈত জ্ঞানে উপাসনা

করিতেছে বাহা জীবগণ ।

নহে তাহা কভু ব্রহ্ম মনোগম্য বস্তু জড়

জ্ঞাতি, যুক্তি, করে নিরূপণ ॥

“বস্তুমানসা ন মনুতে” তার ধ্যান উপাসনা

আরাধনা সম্ভাবিত নয় ।

বাক্যে যে যাহাই বলে জীবের উপাস্তদেব

জড় রূপে প্রকল্পিত হয় ॥

পরজন্মে, পরকালে কৰ্ম্মফল দেয় ঈশ

অনেকেই করে অঙ্গীকার ।

কিন্তু এ ফল দানের উপকার, প্রয়োজন

নাহি পাই করিয়া বিচার ॥

মানব সম্ভান যদি করে কোন মন্দ কৰ্ম্ম

পিতা তারে উপদেশ করে ।

হইলে তাহা নিষ্ফল অগত্যা করে শাসন

সম্ভানের মঙ্গলের তরে ॥

যে সময়ে দুর্ঘট শিশু করে কোন মন্দ কর্ম
 সে সময়ে না করি শাসন ।
 করে যদি বৎসরান্তে কোন মৃত পিতামাত
 না করিয়া দোষ প্রদর্শন ॥

নাহি হয় উপকার - কিম্বা চরিত্রাশোধিত
 এরূপ শাসনে কদাচন ।
 জানিতে পারেনা শিশু প্রহার বা তিরস্কার
 করিতেছে ভোগ কি কারণ ॥

পক্ষান্তরে পুরস্কার করে যদি বৎসরান্তে
 না করিয়া কারণ তাহার ।
 বুঝিতে কি পারেনা শিশু স্বীয় সুকর্মের ফল
 হয় কি তাহাতে উপকার ?

ঘোটকাদি পশু যদি করে কোন দুর্ঘট কর্ম
 তৎক্ষণাৎ করিলে প্রহার ।
 জানিতে পারে সে পশু স্বীয় কর্ম ফলাফল
 দুর্ঘট কর্ম নাহি করে আর ॥

সেই ক্রমের কালে দুর্ঘট ঘোটকাদি পশু
 নাহি হয় যতপি দণ্ডিত ।
 সপ্তাহ পরে তাহাকে শাসন করিলে কেহ
 সংশোধন নহে সম্ভাবিত ॥

পূর্ব জন্মের স্মৃতি নাহি থাকে পরজন্মে

ঈশ্বর করেন। বাক্য • ব্যয়।

কিরূপে জানিবে জোর • কোন কর্মে হয় সুখ

কি কর্মে কিরূপ তাপ হয় ॥

সে হেতু সৃষ্টি বলে • জন্মিয়া ধনীর গৃহে

করে ব্যয় অপকর্ম তরে।

কেহবা দুষ্কৃতি বশে জন্মিয়া দরিদ্র পুন

• দস্যুৱত্তি, প্রবঞ্চনা করে ॥

ঈশকৃত পুরস্কার • কিম্বা দণ্ড মানবের

নাহি করে মঙ্গল বিধান।

পার্শ্ব পিতা অপেক্ষা বিশ্বপিতা অবিবেকী

কিরূপে করিব অনুমান ॥

জীব ঈশে কি সম্বন্ধ ? কেহ কহে পিতা মাতা

পতি, সুখা, কহে কোন জন। •

দাসত্ব কল্পনা করি হ'তেছে ব্যাকুল কেহ

পরলোকে সেবিত • চরণ ॥

কেহ কহে জীব ব্রহ্মে : উপাধির ভেদ মাত্র

পরমার্থে ভিন্ন বস্তু নয়।

জীবত্ব বন্ধ মোক্ষাদি • অবিদ্যার ভাণ যত

জ্ঞান কালে স্বতঃ লুপ্ত হয় ॥

ঈশ্বর প্রকৃতি জীব বাস্তব স্বতন্ত্র, কিংবা

একের • বিকাশে বস্তু ত্রয় ।

কে করে নির্ণয় তার ? বিভিন্ন বিরুদ্ধ শাস্ত্র

ভিন্ন বাদী করিছে আশ্রয় ॥

উৎপন্ন নশ্বর জীবে অনন্ত স্বর্গ নরক

যুক্তিহীন প্রলাপ বচন ।

অনন্ত অনাদি জীব হয়না প্রমাণ কভু

করিলে জীবহ, বিশ্লেষণ ॥

দেশ কাল পাত্র ভেদে • পদার্থের পরিচ্ছেদ

ত্রিবিধ হ'তেছে নিরূপিত ।

একরূপে পরিচ্ছিন্ন, পদার্থে ত্রিবিধ ভেদ

স্বাভাবিক হ'তেছে ব্যক্তিগত ॥

দেশে সীমাবদ্ধ বস্তু কালে, পাত্রে পরিচ্ছিন্ন,

পাত্রে যাহা পরিচ্ছিন্ন হয় ।

বদ্ধ তাহা দেশে, কালে, কালে পরিচ্ছিন্ন বস্তু

দেশে পাত্রে সসীম নিশ্চয় ॥

দেশে, দেহে সীমাবদ্ধ : জীবের নিত্যতা তাহে

যুক্তি যুক্ত সুসিদ্ধান্ত নয় ।

পাত্রে দেশে ভেদ হেতু ঈশ্বর অনিত্য যদি

জীব, ঈশ, মায়া ভিন্ন হয় ॥

'জীব ঈশ'হ'তে ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতির
 সন্তবেনা নিত্যতা • কখন ।
 প্রকৃতি জীব ঈশ্বর . . 'স্বতন্ত্র পদার্থ ত্রয়
 নহে তবে নিত্য কদাচন ॥

প্রকৃতির জ্ঞানো, সেই • অব্যাকৃত অবস্থায়
 নাহি ছিল সৃষ্টি, দেহ, মন ।
 জীবে জীবে, জীবে ঈশে, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তরে
 কি উপায় আছিল তখন ?

'চিন্ময় জীবে জীবে, জীব ঈশে ভেদতরে
 স্বতন্ত্র • পদার্থ প্রয়োজন ।
 ছিল যদি মন জীবে, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা
 • সিদ্ধ • নাহি হয় কদাচন ॥

নাহি ছিল যদি মন 'কি আশ্রয়ে ছিল জীবে'
 পূর্বকল্পে দ্রুত • কর্মফল ।
 চিচ্ছন্দায় কর্মফল . আকাশের মলিনতা
 বাতুলের প্রলাপ • কেবল ॥

কাল্প মধ্য যথা বহি : . সেরূপে প্রকৃতি জীব
 বলে কেহ-ঈশ্বর ব্যাপিত ।
 নহে বহি সর্বব্যাপী . অশুভ্রুত চতুষ্টয়
 করিছে অনলে পরিমিত ॥

পঞ্চভূত ব্যতিরেকে কাষ্ঠের স্বতন্ত্র সত্তা

অনুভূত হয় না কখন ।

কাষ্ঠ মধ্যে ব্যাপ্ত বহি অথবা অপরভূত

ইহা স্থূল দর্শ্য বচন ॥

যদি পঞ্চভূত প্রায় ঈশ্বর প্রকৃতি ভীষ

ওত প্লুত ভাবে সংমিশ্রিত ।

এরূপ মিশ্রণে হয় নাম রূপাত্মক বস্তু

কার্যরূপে কারণ বিকৃত ॥

অজ্ঞাত কারণ হ'তে পরম্পরা যোগ ক্রমে

পঞ্চ মহা ভূত জাত হয় ।

কারণে একত্র হেতু হয় সংযোগ বিয়োগ

পুন সেই কারণে বিলয় ॥

যদি জীব, মায়া, ঈশো, কার্য ও কারণ, কিস্বা

গুণ গুণী ভাব অস্বীকৃত ।

এরূপ ভিন্ন পদার্থে সংযোগ বা সমবায়

সমস্থিতি , নহে সম্ভাবিত ॥

দেশাদি সীমা বর্জিত ত্রিবিধ স্বতন্ত্র-বস্তু

যুক্তিহীন প্রমাণ বচন ।

দেশাদিতে সীমাবদ্ধ ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব

নিত্য সিদ্ধ না হয় কখন ॥

দেশ কাল পাত্রে বন্ধ বিষয়ে ক্ষরত্ব আর
 অন্তবদ্ধ করি দীর্ঘশন ।
 বিশ্বের কারণ সভা নিত্য, বিভূ, পূর্ণ, ইহা
 অঙ্গীকার করে 'সর্ববর্জন' ॥
 পাত্রে বন্ধ নহে পূর্ণ স্থানে বন্ধ নহে বিভূ
 কালে বন্ধ নিত্যত্ব রহিত ।
 করিলে ভেদ স্বীকার নিত্যত্ব পূর্ণত্ব আর
 বিভূত্ব হয় কি প্রমাণিত ?
 বিশ্বের প্রকৃতি জাবে স্থান, গত বস্তুগত
 স্বতন্ত্রতা করিয়া স্বীকার ।
 করে কোন যুক্তি বলে স্বীকার একই কালে,
 অজহ ও নিত্যত্ব তাহার ?
 মনেন্দ্রিয় গ্রাহ, জড় প্রত্যক্ষ এই ব্রহ্মাণ্ডে
 কহিতেছে কেহবা 'অধ্যাস' ।
 অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম সত্য : দৃশ্যমান বিশ্ব মিথ্যা
 কি যুক্তিতে করিব বিশ্বাস ?
 প্রত্যক্ষ অনাদিসিদ্ধ এই বিশ্ব আন্তি মাত্র
 নাহি পারি, করিতে প্রত্যয় ।
 বিশ্বের অস্তিত্ব হেতু ব্রহ্মের পূর্ণত্ব আর
 ভ্রমত্ব নিত্যত্ব লুপ্ত হয় ॥

নিরাকার জগদীশ সাকার দেব দেবীর

সত্তা সিদ্ধ না হয় যখন ।

কাহাকে করি সাধন ? অনিত্য যদিপি আমি

সাধনের কিবা প্রয়োজন ?

তবে কি নাস্তিক আমি ? কে দিবে উত্তর তার ?

.. জগতে নাস্তিক বহুজন ।

হইলে মতে অনৈক্য নাস্তিক পামণ্ড বনি

পবম্পর কবে সম্বোধন ॥

বৈরাগ্যের প্রতিমুন্দি নির্বাপণ পদে সংস্থিত

বুদ্ধেক নাস্তিক বিবেষণ ।

নাস্তিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, হালঙ্কারে অলঙ্কৃত

করিছে শঙ্করে ভক্তগণ ॥

ভিন্ন গৃহে সম্প্রদায়ে নাস্তিক একে অপরে

করিতেছে সদা নিরূপণ ।

মন্সর, সমস্ত ব্রহ্মে নাস্তিক ভ্রমে নিহত

করেছিল মুসল্মানগণ ॥

হিন্দু, মুসল্মান গণে যবন শ্বেচ্ছাদি বলি

সতত করিছে হেয় জ্ঞান ।

পক্ষান্তরে হিন্দুগণে পাষণ্ড কুফর জ্ঞানে

অবজ্ঞা করিছে মুসল্মান ॥

শত হিন্দু সম্প্রদায়ে এক অপরের মতে

আস্তিক ধার্মিক গণ্য নয় ।

একের ধর্ম সংস্কারে বিরোধী বিরুদ্ধ বাদী

অপর, নাস্তিক বচ্য হয় ॥

অস্তিত্ত্বান থাকা হেতু যদ্যপি আস্তিক আখ্যা

ইহাদের বৃথা অভিমান ।

সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অনুমানে, বলে “অস্তি”

কিন্তু নাহি অপরাধ জ্ঞান ॥

ঐশ্বর্যরূপ, সভা আস্তিক ও নাস্তিকের

মনেন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য নাহি হয় ।

আস্তিক নাস্তিক উভ অজ্ঞাত আঁধার পথে

দিক্‌ভ্রান্ত সহচর হয় ॥

শান্তি শান্তি বলে জীব আছে কি শান্তি জংগতে

সুখ দুঃখ উভয় বিরাম ।

হয় কোন অবস্থায় ? আশয় করম ক্লেশ

বিপাক হয় কি অবমান ?

অপার কর্ম সাগরে সুখ দুঃখ উন্মিষাক্তে

তাড়িত হইয়া অনিবার ।

থর কাল স্রোতসহ কোথায় যেতেছি ভেসে

পরিণাম কি হবে আমার ?

কোথায় উৎপত্তি মম আমার স্বরূপ কিবা
 কি হইবে মম অতঃপর ।
 কি এ দৃশ্যমান বিশ্ব উহার কারণ কিবা
 জানে কেহ ? কে দিবে উত্তর ?

• স্তোভ ।

কে তুমি উদ্ভাস্ত জীব কি জিজ্ঞাস বার বার ।
 জীবের অজ্ঞেয় যাহা কে দিবে উত্তর তার ?
 প্রকৃতির মোহময় যবনিকা স্তম্ভরাতে ।
 গুপ্ত সেই গূঢ় তত্ত্ব নহে ব্যক্ত কোন কালে ॥
 অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই যবনিকা উত্তোলন ।
 করিতে পারেনা জীব, বুঝা কর আকিঞ্চন ॥
 যায় কাল শ্রোতে ভেসে অজ্ঞেয় দেশে যে জন ।
 হুয়ে প্রত্যাগত আর নাহি কহে বিবরণ ॥
 ইহ পরকাল-মধ্যে মহা মোহ পারাবার ।
 করিছে জল্পনা জীব না দেখিয়া পরপার ॥
 কারণ প্রচ্ছন্ন হয় হ'লে কার্য্য প্রকটিত ।
 প্রকট হলে কারণ হয় কার্য্য অস্তহিত ॥
 ধরিলে তুষার রূপ জলত বিলুপ্ত হয় ।
 ধরে যবে ছলাকার তুষারই হয় লয় ॥
 সৃষ্টি অস্তুরালে তিনি ঐহ সৃষ্টি কার্য্য যার ।
 হইলে এ বিশ্ব লুপ্ত দেখিবে স্বরূপ তার ॥

একটা পত্রের গুণ নাহি জানে কোন জন ।
 অনন্ত বিশ্বের ঐক্য কে করিবে নিরূপণ ?
 জীবের স্বভাব কৰ্ম্ম মেহেতু করম্ব করে ।
 ভোগে সদা সুখ দুঃখ শুভাশুভ কৰ্ম্ম তরে ॥
 যাহা শাস্ত তাতে শাস্তি সুখ দুঃখ নাহি তায় ।
 কৰ্ম্মী জীব কৰ্ম্ম ফলে কভু নাহি শাস্তি পায় ॥
 সম্মুখে আছে বিস্তৃত কৰ্ম্মক্ষেত্র-এসংসার ।
 হও কৰ্ম্মে নিয়োজিত না জিহ্বাস প্রশ্ন আর ॥
 কর পিতৃ মাতৃ সেবা ধন মান উপার্জন ।
 স্নেহ প্রেমে পরিবার অপত্য প্রতিপালন ॥
 করিয়া দুর্নীতি দূর কর সমাজ-সংস্কার ।
 কায়, মন, বাক্যে, সদা কর পর-উপকার ॥
 ভ্রমিয়া দেশ, বিদেশ; কর বিদ্যা উপার্জন ।
 বিস্তারি শিল্প বাণিজ্য কর ধন আহরণ ॥
 স্বদেশ প্রেমিক হও স্বজাতি কর উদ্ধার ।
 ইহাই জীবের ধর্ম্ম সংসারে ইহাই সার ॥
 পুত্র পশু আয়ু স্বাস্থ্য শত্রুবধ যশ ধন ।
 করিয়া কামনা সদা ভারত সম্ভান গণ ॥
 অগ্নি বিষ্ণু ইন্দ্রাদির করেছিল স্তুতি কত ।
 করি যজ্ঞে হবি ধ্বংস অগণিত পশু হত ॥

না দেখিয়া ইচ্ছাসিক্তি না লভি ঈপ্সিত ফল ।
 ত্যজ্জিহ্মিল বেদ সহ যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সকল ॥
 দ্বিষো জহি, দেহি যশ দোহ রূপ দেহি জয় ।
 চাহিছে কাতর প্রাণে করিয়া স্তুতি বিনয় ॥
 নাহি শুনে স্তুতি কেহ না দেয় উত্তর তার ।
 তবু দেহি দেহি রবে ডাকে হিন্দু অনিবার ॥
 অতিমনির্ভর-হীন . দুর্বল হৃদয় যার ।
 প্রার্থনা স্তুতি মিনতি হয় স্বাভাবিক তার ॥
 প্রার্থনা ক্রন্দনে হয় জীবের কি উপকার ?
 দেখিলে হিন্দুর দশা থাকিবো ভ্রম আর ॥
 “যামতিঃসা গন্তির্ভবেৎ” • শাস্ত্রের এই বচন •
 করিতেছে হিন্দুগণ যথার্থ প্রতিপাদন ॥ •
 ঈশ প্রভু, জীবদাস, করি চিন্তা অনিবার •
 হয়েছে দাসত্ব পাশ, সুগপ্রদ কণ্ঠহার ॥
 দাসী উপপত্নী সখী আপনাকে করি মনে ।
 সাজিয়া স্ত্রীজনোচিত বসনে রত্ন ভূষণে ॥
 ইয়ে পুরুষত্ব হীন, শৌর্য্য বোধ্য বিরহিত ।
 হইয়াছে হিন্দুগণ নারীধর্ম্মে বিভূষিত ॥
 করিয়া সংসার ত্যাগ • কৰ্ত্তব্য করি বর্জন ।
 হইয়া সাধু সন্ন্যাসী অকর্ম্মণ্য হিন্দুগণ ॥

অজ্ঞকে করি ছলনা জীবিকা অর্জন করে ।
 কেহবা করে সূধন খ-কুসুম প্রাপ্তি করে ॥
 অপর প্রদেশ দেখ করি নেত্র উন্মীলন ।
 হইতেছে অভ্যুদিত কিরূপে মানবগণ ॥
 বিজ্ঞান চর্চার বলে করিতেছে ভূত জয় ।
 যোগৈশ্বর্য্য স্বর্গৈশ্বর্য্য তাদের আয়ত্ন হয় ॥
 পাইত যদিপি স্বর্গে ইন্দ্র এ মোটরকার ।
 ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা করিত সে পরিহার ॥
 শিব করিতেন ত্যাগ মুক্ত বলীবর্দ তার ।
 পাইতেন যদি যান দ্রুতগামী চক্রাকার ॥
 যোগীর আকাশে গতি আকাশ কুসুম মত ।
 ব্যোমযানে শূন্য মার্গে ভ্রমে জীষ কতশত ॥
 কেজানে সত্য কি মিথ্যা যোগীর দূর শ্রবণ ।
 টেলিগ্রাফে টেলিফোনে শুনে দূরে সর্বজন ॥
 কি আছে প্রমাণ বল যোগীর দূর দর্শনে ।
 সুদূরে বীক্ষণ এবে করিছে দূরবীক্ষণে ॥
 করে 'সদা গতাগতি জলে জলচর প্রায়' ।
 মাসেকের দীর্ঘ পথ গ্রহরে চলিয়া যায় ॥
 ঘরে ঘরে দাসীরূপে দামিনী করে ব্যজন ।
 সর্বভূত পরাভূত আজ্ঞাবহ সর্বক্ষণ ॥

'স্তুতি' ইন্দ্রের বজ্র শুনি কামান গর্জ্জন ।
 'করিছে' ভুবন জয় বিদেশী বিজ্ঞানীগণ ॥
 'কিছু' ভোগ্য বিশেষে যাহা সুখ উপাদান ।
 'জীবের' ঈষিত যাহা, দিতেছে এবে বিজ্ঞান ॥
 'যোগজ' সিদ্ধি কল্পনা করিছে হিন্দুর মন ।
 'জাতি' নির্বিশেষে সিদ্ধি ভোগে বৈজ্ঞানিক গণ ॥
 'পতঙ্গ' প্রাপ্ত সিদ্ধি লভিলেও কোন জন ।
 'নাহি' হয় উপকৃত তাতে জীব সাধারণ ॥
 'বংশ' পরম্পরা ক্রমে সর্বজীব করে ভোগ ।
 'বিজ্ঞানীর' যোগ ফল, ধন্য বিজ্ঞানীর যোগ ॥
 'বলে' কেহ, ছিল পূর্বের ভারতে শিল্প বিজ্ঞান ।
 'বিকল' বিতণ্ডা ইহা অহেতুক অভিমান ॥
 'ছিল' যদি গতাগতি, কেন দৃষ্টি প্রচলিত ।
 'ভারতে' ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভাষা বোধাতীত ?
 'পুষ্পক' কল্পনা মাত্র "এক" তার নিদর্শন ।
 'যন্ত্র' আবিষ্কার-শক্তি করে "টেকি" নিরূপণ ॥
 'প্রাত্যহিক' ব্যবহারে যাহা সদা প্রয়োজন
 'তাহার' উচ্ছেদ, লোপ, সম্ভবেনা কদাচন ॥
 'হ'লে' উপাদেয় লাভ হয়ে পরিত্যক্ত হয় ।
 'বুখা' যন্ত্র যান ত্যাগ কদাপি সম্ভব নয় ॥

জাতি বিশেষের যদি কাল বশে ধ্বংস হয় ।
 নাহি হয় তাহাতেও শিল্পের চিহ্ন বিলয় ॥
 কলোসাস, পিরামিড, কারত, করে প্রমাণ ।
 প্রাচীন লুপ্ত জাতির সমৃদ্ধি শিল্প বিজ্ঞান ॥
 কি আছে হিন্দু-শিল্পের 'ইত্যা'কার নিদর্শন ?
 অন্ধবিশ্বাসের বশে করে অজ্ঞ আশ্ফালন ॥
 ছিল ধন ধান্য পূর্ণা রত্না গর্ভা এ ভারত ।
 নাহি ছিল অনাটন পূর্বের একাসের মত ॥
 নাহি ছিল বহিঃশত্রু, চারি দিক্ সুরক্ষিত ।
 বহু ভোগ্যে অল্প ভোক্তা ছিল সদা তৃপ্ত প্রীত ॥
 বিষয়-বিজ্ঞানে কোন নাহি ছিল প্রয়োজন ।
 অধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন থাকিতেই ঋষিগণ ॥
 দর্শন বেদান্ত বেদ সে চিন্তার ফল হয় ।
 বিষয় বিজ্ঞান চর্চা কদাপি প্রামাণ্য নয় ॥
 বারুদ কাগজ আর কাষ্ঠাঙ্করে মুদ্রাক্ষন ।
 করেছিল বহু পূর্বের চীন দেশ বাসীগণ ॥
 এইরূপ শিল্প কার্য কিঙ্ক কোন আবিস্কার ।
 করেছিল পূর্বের হিন্দু ? আছে কি প্রমাণ তার ?
 যাহা কিছু ধর্ম্ম আখ্যা জগতে লক্ষিত হয় ।
 বিশ্বাস তাহার ভিত্তি, সিদ্ধান্ত ধ্রুবনিশ্চয় ॥

বিশ্বাসের ভিত্তি পুন যদ্যপি কর বিচার ।
 বুঝিবে ধর্মের মর্ম থাকিবেনা ভ্রান্তি পার ॥
 ধর্ম প্রবক্তক, সিদ্ধ, মুক্ত, অবতারগণে ।
 করিছে সজ্জিত, সবে অলৌকিক আভরণে ॥
 আশ্চর্য্য কথা কথক অথবা তাহা শ্রবণ ।
 জীবের স্বভাব তাতে সুখা হয় জীবগণ ॥
 প্রাকৃতিক ক্রমে যাহা সদা সজ্জিত হয় ।
 বর্ণন শ্রবণ তার সুখ প্রীতিপ্রদ নয় ॥
 সুখদ অসত্য, জীব সাদরে করে গ্রহণ ।
 সহজ সরল, সত্যে, নাহি হয় প্রীত মন ॥
 “দেখে কেহ, হ’লে তার নেত্ররয় নিম্নীলিত” ।
 এবাক্যে হয় শ্রোতার কৌতূহল উদ্দীপিত ॥
 কিন্তু, “দেখে কোন জন হ’লে নেত্র উন্নীলিত” ।
 এবাক্য প্রলাপ প্রায় হয় সদা উপেক্ষিত ॥
 পদস্পর্শে পাষাণের নারী দেহে বিবর্তন ।
 ভূধর ধারণ করা বিশ্বরূপ প্রদর্শন ॥
 বহ্নিরে শ্রবণ শক্তি অন্ধে দৃষ্টি শক্তি দান ।
 গমনের শক্তি মৃতজনে পুন প্রাণ ॥
 মৃতের সমাধি ত্যজি শূন্য মার্গে আরোহণ ।
 সশরীরে স্বর্গে গতি ঈশ সহ আলাপন ॥

সুক্ষ্মদেহে গতাগতি লিখন পত্র প্রেরণ ।
 সিক্তি মুক্তি ঈশ্বরত্ব করিছে প্রতিপাদন ॥
 সুখদ আশ্চর্য্য বাক্যে বিমুক্ত নহে যে জন ।
 সহজে পারে করিতে সত্যাসত্য নিরূপণ ॥
 স্বাভাবিক ক্রম ক্রিয়া যাহা বিশ্বে দৃষ্ট হয় ।
 প্রাকৃতিক বিধি তাহা কভু লঙ্ঘনীয় নয় ॥
 লজ্জিতে বিধির বিধি যে জন সক্ষম হয় ।
 বিধি হ'তে শক্তি শালী সেই জন নিঃসংশয় ॥
 প্রকৃতি হ'তে নিয়তি আর মন বিবর্তিত ।
 অপ্রাকৃত কোন শক্তি নহে মনে সম্ভাবিত ॥
 হয় যদি ব্যাপ্তি মন সমষ্টি মায়ায় লয় ।
 মায়া শক্তি অতিক্রম তথাপি সম্ভব নয় ॥
 যে “অদ্বুত” দেখি অজ্ঞত বিস্মিত স্তম্ভিত হয় ।
 বিজ্ঞান বিচারে তার অপূর্ব্বতা হয় লয় ॥
 গ্রামোফোন কহে কথা অথবা সঙ্গীত গায় ।
 অনভিজ্ঞ জীব ইহা যদ্যপি শুনিতে পায় ॥
 আছে দেবী লুকাইতা সে যন্ত্রেব অভ্যন্তরে ।
 ভাবিয়া ভবতি ভরে স্তুতি নমস্কার করে ॥
 প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য “আশ্চর্য্যে” সম্ভব নয় ।
 জীবের আশ্চর্য্যে প্রীতি বিশ্বাসের ভিত্তি হয় ॥

আশ্চর্য্য কুর্শ্য অপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা • প্রচার ।
 সূক্ষ্মধিক সন্তাবিত ইহাই সিন্ধাস্ত সার ॥
 দেহ জাগতিক ক্রম করিয়া সূক্ষ্ম বিচার ।
 দুর্বলের স্থান বলী করে সদা • অধিকার ॥
 বলীর পুষ্টির তরে দুর্বল বিনষ্ট হয় ।
 জড রাজ্যে জীব রাজ্যে এই বিম্বি, বিশ্বময় ॥
 দৈহিক • মানস বল যাহাতে বর্দ্ধিত হয় ।
 জাতি নির্বিশেষে তার হয় যাতে সমন্বয় ॥
 তাহাই প্রকৃত ধর্ম্য জীবের মঙ্গল তরে ।
 কর আলম্বন সবে জল্লাহ রক্ষন ক'বে ॥

জিজ্ঞাসা ।

বিশ্বাস তাহার ভিত্তি " যাহা কিছু ধর্ম্ম আখ্য
এজগতে আছে প্রচলিত ।

সেই বিশ্বাসের ভিত্তি অজ্ঞতা, সংস্কার, রুচি,
অনায়াসে হয় অনুমিত ॥ "

মনেন্দ্রিয়-অনুভূত বিজ্ঞাত বস্তু বিষয়ে
জানি, দোখ, বলে জীবগণ ।

মনেন্দ্রিয়-অগোচর অজ্ঞাত, অদৃষ্ট তত্ত্বে
বিশ্বাসের হয় প্রয়োজন ॥

বিশ্বাস করিনা' কভু শিরঃ পীড়া, সুখ, দুঃখ
কিন্তু তাহা করি অনুভব ।

নহে বিশ্বাসের বস্তু দৃশ্য, যাহা দেখি আমি
কিন্মা শুনি'য়েই বাক্য, রব ॥

দৈখি চক্ষে অহরহ হয় কাল-কবলিত
প্রাকৃতিক ক্রমে সর্ব্ব প্রাণী ।

এ নশ্বর দেহ মম হবে কালগ্রাস গত
নিঃসংশয় রূপে আমি জানি ॥

জ্ঞানের গোচর যাহা যাহা দেখি, শুনি, জানি
 কিম্বা যাহা অনুভূত হয় ।
 তাঁর তরে বিশ্বাসের নাহি কোন প্রয়োজন
 এ সিদ্ধান্ত অদ্রান্ত নিশ্চয় ॥

অজ্ঞাত, অপরোক্ষ যাহা নহে মনেন্দ্রিয় গ্রাহ
 কেহ তাহা করিছে বিশ্বাস ।
 অসঙ্গ প্রলাপ বোধে সেই বিশ্বাস্য বিষয়
 করিছে অপরে উপহাস ॥

বিজ্ঞাত বা অপরোক্ষ জ্ঞাতার আয়ত্ততত্ত্বে
 বিশ্বাসের নাহি প্রয়োজন ।
 জীবের অজ্ঞতা মাত্র হয় বিশ্বাসের ভিত্তি
 সেহেতু বিশ্বাসী অঙ্গগণ ॥

আমার অস্তিত্বে যদি নাকরে বিশ্বাস কেহ
 জানেনা যে মম বিবরণ ।
 তাহার সে অবিশ্বাস হইতে কি পারে কভু
 মম দ্বেষ, ক্রোধের কারণ ?

অদৃষ্ট অজ্ঞেয় তত্ত্বে, ∴ মম অবিশ্বাস হেতু
 যদি ঈশ্বরের ক্রোধ হয় ।

আমাপেক্ষা তমগুণী বিমুঢ় বিচার হীন
 হয় সেই ঈশ্বর নিশ্চয় ॥

আমার সম্বন্ধে অজ্ঞ যদি নাহি করে স্তুতি
নাহি করে মম গুণ গান ।

তইকি তাহাতে ক্রুদ্ধ ? ঈশ্বর কি এত মূর্থ
করিবে তাহাতে অভিমান ?

বলে শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র যাঁহাকে ত্রিগুণাভীত
কিব'লে গাহিব তাঁর গুণ ?

নাহি জানি স্তুতি তাঁর সেহেতু ত'ব দগ্ধিত
ঈশ্বর কি এত নিদারুণ ?

নিশিদিন যদি সবে করে মম যশগান
সেই যশ হয় বিষময় ।

অমিশ্রাস্ত যশগানে উথিত এ কলরব
ঈশ্বের কি প্রীতিপ্রদ হয় ?

যথাসাধ্য ভোগ্য বস্তু প্রদান করেছি যারে
সে যদি প্রার্থনা পুন করে ।

তাহার সে আবদার বোধ হয় বিষ তুল্য
হয় ক্রোধ আমার অন্তরে ॥

জীবের জন্মের পূর্বে মাতৃ স্তন্য দুগ্ধ, স্নেহ
যেই জন ক'রেছে বিধান ।

বিচিত্র ভোগ্য পদার্থে করেছে সজ্জিত ধরা
যেই দূরদর্শী ভগবান ॥

দেহি দেহি রবে পুন প্রার্থনা তাঁহার কাছে
করিছে অলস জীবগণ ।

বুঝি প্রার্থনার জ্বলা সহিতে না পারি ঈশ
করিয়াছে দূরে পলায়ন ॥

করি হস্ত মুষ্টি বন্ধ বলি যদি সর্বজনে
“আছে হস্তে অমূল্য রতন” ।

অকিঞ্চাসী পাবে দণ্ড দিব তারে লক্ষ মুদ্রা
বিশ্বাস করিবে যেই জন ॥

সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ বলিবে না দেখি রত্ন
“নাহি পারি করিতে প্রত্যয়” ।

বলিবে ভীকু ও লোভী “ইয়েছে বিশ্বাস মম
লক্ষ মুদ্রা দাও মহাশয়” ॥

ঈশ্বর, যীশু, কৃষ্ণাদি বিশ্বাসে স্বর্গের লোভ
অবিশ্বাসে নরকের ভয় ।

হইতেছে প্রদর্শিত, করে বিশ্বাসাবিশ্বাস
যে জীবের যেরূপ আশয় ॥

ব্যক্তি বা গ্রন্থ বিশেষে হয়, উপাদেয় ব্রোধ
বিশ্বাসের, সংস্কার কারণ ।

রুচি অনুসারে জীব কর্ম ভক্তি যোগ জ্ঞানে
করিতেছে বিশ্বাস স্থাপন ॥

একের অভ্রান্ত শাস্ত্র মুক্ত, অবতারগণে

প্রত্যাখ্যান করে অহু জন ।

সংস্কার রূচি প্রভেদে বিভিন্ন অজ্ঞাত তত্ত্বে

করিছে বিশ্বাস অজ্ঞগণ ॥

যোগ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ আপন বিশ্বাস বশে

করিতেছে যোগী নির্বাচন ।

অন্ধ বিশ্বাসের বশে অজ্ঞানী জীব বিশেষে

করে জ্ঞানী আখ্যা আরোপন ॥

যোগেশ্বর চিনে যোগী জ্ঞানীকে জানে তত্ত্বজ্ঞ

বুধ করে নির্ণয় বিদ্বান ।

যোগী বা জ্ঞানী সঁস্ক্রে কহ্নোর অন্ধ বিশ্বাস

প্রকাশে অজ্ঞতা, অভিমান ॥

দেখি অশ্রু, শ্বেদ, কম্প হয় ভক্ত নিরূপিত

কিন্তু ভক্তি করে কি কারণ ।

ভক্তির ভাজন যিনি অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব তার

কেহ নাহি করে নিরূপণ ॥

ঈদৃশ অজ্ঞাত স্থান স্বর্গ নরকাদি ত্তরে

বিশ্বাসের হয় প্রয়োজন ।

অজ্ঞাত অলঙ্ঘ্য সঁশে করে আরাধনা জীব

করিয়া বিশ্বাস আলম্বন ॥

বিশ্বাস • নৃশংসের ভয়ে বিমুক্ত অন্ধ-বিশ্বাসী
 পরাঙ্মুখ তত্ত্ব নিরূপণে ।
 বিরুদ্ধবাদে বধির করিছে বিশ্বাস দৃঢ়
 অনুকূল শাস্ত্র আলাপনে ॥

ধৃতি • গুরুপুত্রোহিত মুখ শিষ্য যজ্ঞমান
 সার্থ আশে হ'য়ে প্রণোদিত ।
 খেলে অজ্ঞতা গহনে যেই বিশ্বাসের খেলা
 তাহা • বিশ্বে ধর্ম্য নামাঙ্কিত ॥

দুঃখ দূর, সুখলাভ বাসনা বৃক্ষের ফল
 যন্ত্র, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ।
 হয় কি তাতে জীবন বাসনার পরিতৃপ্তি
 চির • সুখ, দুঃখ অবসান ?

জল স্থল অন্তরীক্ষে যন্ত্রযোগে গতাগতি
 দূর শ্রুতি • দূর • দরশন ।
 হ'তেছে বিজ্ঞান বলে কিন্তু তাতে পরিতৃপ্ত
 নাহি হয় বৈজ্ঞানিকগণ ॥

নব আবিষ্কার সহ নিয়ত নব অভ্যাস
 নব আশা হয় সমুদিত ।
 নব যন্ত্রোষধি সহ হয় নব-রোগ সৃষ্টি
 নাহি হয় মৃত্যু নিবারিত ॥

মানব-জীবন প্রায় হয় জাতীয়-জীবন

কালচক্রে সদা বিবর্তিত ।

উন্নতের অবনতি পতিতের সমুখান

চিব কাল হ'তেছে লক্ষিত ॥

অভ্রভেদী গিরিরাজ করাল কালের চক্রে

হইতেছে ধূলি বিলুপ্তিত ।

অগাধি বারিধি বারি হ'য়ে মরু মরীচিকা

করিছে পথিকে বিমোহিত ॥

পিরামিড্ যে জাতির সমৃদ্ধি শক্তি শিল্পের

সাক্ষী রূপে এবে বিদ্যমান ।

রৌড্‌সের কলোসাস্ করিত যাদের শক্তি

শিল্প বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দান ॥

কোথায় সে জাতি এবে ? করাল কাল-কবলে

প্রাকৃতিক ক্রমে কণলিত ।

তাহাদের ধর্ম ভাষা সভ্যতা শিল্প বিজ্ঞান

বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত ॥

নব জাতি নব ভাষা নূতন সভ্যতা শিল্প

নব ধর্ম নীতি, ব্যবহার ।

কালের বিচিত্র চক্রে প্রাচীন লুপ্ত জাতির

করিয়াছে স্থান অধিকার ॥

জরা ব্যাধি মরণের নাহি করে চিন্তা কভু
 শক্তি স্বাস্থ্যে মত্ত যুবাগণ ।
 বিজ্ঞান শিল্প সম্পদ মদে মত্ত যুবাজাতি
 নাহি ভাবে ভাবী, নিপতন ॥

দ্বিত্যমস্থানে, পিতা পিতৃ স্থানে, যথাপুত্র
 অধিষ্ঠিত হয় অনিবার !
 সেইরূপে নবজাতি প্রাচীন জাতির স্থান
 কাল চক্রে করে অধিকার ॥

যথা জন্ম লভি নর খারিক স্থিত কিছু কাল
 হয় কালগ্রাসে নিপাতিত ।
 মানব সমষ্টি-জাতি ইইয়া উদ্ভূত, স্থিত,
 সেই রূপে হয় অন্তহিত ॥

যেই প্রাকৃতিক ক্রমে সূক্ষ্ম তম কীটাত্মক
 ইহতেছে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ।
 সেই অলঙ্ঘ্য বিধানে জড় জীব পরিপূর্ণ
 গ্রহাদিও নিয়মিত হয় ॥

উত্থান গতনশীল বিচিহ্ন সংসার-চক্র
 হ'তেছে ঘূর্ণিত অনিবার ।
 অনিত্য, চঞ্চল, সদা মানব, মানব জাতি
 উন্নতি ও অবনতি তার ॥

মরণের জ্বরে জন্ম জনমের তরে -মৃত্যু
 উত্থানের তরে নিপতন ।
 পতন-তরে উত্থান, জড় জীব ভাব-রাঙো
 সদা কাল করি দরশন ॥

শুভাশুভ করমের সর্বক্ষণে বিনশ্বর
 তাহে কস্মে নাহি আকিঞ্চন ।
 দেশীয়, জাতীয়, স্বীয়, উন্নতি, নতি অমিত্য
 তাতে মুগ্ধ নহে মম মন ॥

কে আগি, কাহার জাতি কাহার বিদেশ, দেশ
 কে করিবে মঙ্গল সাধন ?
 উন্নতি নতির কর্তা অর্গম, বা অপর কিছু
 পারিনা করিতে নিরূপণ ॥

দেশের উদ্ধার কিম্বা জাতীয় উন্নতি তরে
 ক'রেছে যাহারা -প্রাণ পেণ ।
 য'াদের স্বদেশ প্রেম স্বার্থ উৎসর্গের গীতি
 সর্বত্র গাহিছে সর্বজন ॥

দেশের বা সমাজের শুভাশুভ অদৃষ্টের
 নিয়ন্তা যাহারা গণ্য হয় ।
 তাহাদের নিয়তির জন্ম মৃত্যু স্থখাদির
 নিয়ন্তা তাহারা কিন্তু নয় ॥

স্বীয় দেহ নিয়মনে সম্পদে কিম্বা বিপদে
নাহি কোন কর্তৃত্ব-স্বাধার ।
দেখ কিম্বা সমাজের উদ্ধারের কর্তা তিনি
কি যুক্তিতে করি অঙ্গীকার ?

কিরূপে করি করম কিম্বা কর্তব্য নির্ণয়
না হইলে কর্তা নিরূপিত ?
কেমনে হ'বে সাধন কিম্বা সাধ্য নির্বাচিত
বা হইলে সাধক নির্ণীত ?

কে সাধক কেরা কর্তা, তাহার স্বরূপ কিবা
কি তাহার প্রয়োজন হয় ।
না হ'তে সত্য মিত্তান্ত গডডলিকা, স্থায়ে'কর্ম
সাধনাদি সমীচীন নয় ॥

কে আমি কোথায় আমি, আমার স্বরূপ কিবা
নিত্য, আমি, অথবা নশ্বর ।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে করি তাহা নিরূপণ
কর শাস্ত্র উদ্ভাস্ত্র অন্তর ॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।

সে জন প্রমাতা পক্ষেन्द्रিয়'যোগে
এ বিশ্ব প্রত্যক্ষ যার ।
নেত্রাদি'সংযোগে রূপাদি গ্রহণে
পদার্থ প্রমেয় তার ॥

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ পদার্থ নির্ণয়ে
প্রত্যক্ষ "প্রমাণ" হয় ।
সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় প্রমাতার কিন্তু
মেয়ত্ব সম্ভব নয় ॥

লৌকিক বৈদিক সর্বব্যবহার
ভাব বৃত্তি সমুদয় ।
সংস্কার বিশ্বাস বিষয় সংযোগে
জীবে 'সমুদিত' হয় ॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণে হয় প্রস্ফুরিত
বিষয় বিজ্ঞান যত ।
হয় পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষের দোষে
ভ্রম দ্বিগুণ কতশত ॥

দূরত্ব, সামীপ্য সমান্নাভিহার
অভিভব, ব্যবধান ।
ইন্দ্রিয়ের বাধা বস্তুর সূক্ষ্মত্ব
মনের অনুবস্থান ॥

এই স্বর্ক দোষে পদার্থ নিগূহে
জীবের বিভ্রম হয় ।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেই হেতু কঁভু
অমোঘ অশেষ নয় ॥

হয় দৃষ্ট ক্ষুদ্র সূর্য্য, চন্দ্র, তারা
অতি দূরত্বের তরে ।
অরূপ আকাশ, কঁটাহ আকারে
পৃথ্বী আবরণ করে ॥

সামীপ্যের তরে নয়ন অঞ্জন
নেত্রচ্ছদ দৃশ্য নয় ।
অভিভব হেতু কাষ্ঠাদিতে বহি
অভিব্যক্ত নাই হয় ॥

দিনে রবিকরে ইন্দ্রিয়ের বাধে
এহ তারা অলক্ষিত ।
সমান্নাভিহারে স্থপে ক্ষিপ্ত ধাতু
নাই হয় বিকল্পিত ॥

সূক্ষ্মত্বের তরে পরমাণু কভু
 নেত্র গ্রাহ্য নাহি হয় ।
 বাবধানে স্থিত বিষয় সকল
 ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয় ॥
 হ'লে মন ব্যস্ত বিষয় গ্রহণে
 ইন্দ্রিয় সক্ষম নয় ।
 অষ্ট বিধ দোষে বিষয় গ্রহণে
 অষ্টবিধ বিঘ্ন হয় ॥

বলিছে বিজ্ঞান সচলা পৃথিবী
 করে রবি প্রদক্ষিণ ।
 কিন্তু স্থির পৃথ্বী সূর্য্যোদয়, অস্ত
 দেখে জীব প্রতিদিন ॥

বিভাসিত বিধু দরশনে জীব
 হয় সদা পুলকিত ।
 তাহার আভায় নিশাকালে দিশা
 হইতেছে উদ্ভাসিত ॥

কিন্তু চন্দ্রমার নহে সেই জ্যোতি
 যাহা কর দরশন ।
 রবির আভায় শশি বিভাসিত
 বলে বৈজ্ঞানিক গণ ॥

বৈজ্ঞানিক আর জ্যোতির্বিদগণ
যা'রা তত্ত্ব স্ববিদিত।
তা'দের নেত্রেও . . . থকে দৃষ্টি ভ্রম
নাহি হয় অপনীত ॥

নিত্য নৈসর্গিক . . . প্রত্যক্ষের ভ্রম
আছে জীবে বহুতর।
দেখ পুনরায় . . . সাময়িক ভ্রম
হইতেছে নিরন্তর ॥

দেখিছে নয়ন . . . , রজ্জুতে ভুজঙ্গ
মরুভূমি, মাঝে জল।
শুক্লিতে রজত, . . . , স্থাণুতে পুরুষ
অরূপ আকাশে মল ॥

ইন্দ্রিয় বৈচিত্রে . . . প্রমাতা প্রভেদে
মেয়, ভিন্ন রূপ হয়।
দিবাচর আর . . . নিশাচর-নেত্রে
দিবা এক রূপ . . . নয় ॥

জল স্থল ব্যোম . . . , দেখে ভিন্ন ভাবে
জল 'স্থল' ব্যোমচর।
একের বিচারে . . . দুঃখপ্রদ স্থান
অপরের . . . , ঠিককর ॥

সংস্কারানুরূপ হেয় উপাদেয়

গুণ করি নির্বাক্য ।

রূপদেববশে অবিজ্ঞা আধারে

করে দ্বন্দ্ব জীবগণ ॥

জীষ, ঈর্ষ, মায়া কিস্মা ঐশ ইচ্ছা

অপ্রত্যক্ষ অবিষয় ।

পাপ পুণ্যফল স্বর্গ নরকাদি

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ নয় ॥

সালোক্য, সামীপ্য সাক্ষ্য সামুজ্য

সাধকের আকাঙ্ক্ষিত ।

অতীন্দ্রিয় হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণে

নাহি হয় নিরূপিত ॥

মরুভূমি মাঝে বালু কণিকায়

যে কীটগণ অবস্থিত ।

বালুকার সংখ্যা গণনা তাহার

হইলেও সম্ভাবিত ॥

একাক্ষাণ্ড মাঝে আছে কত পৃথ্বী

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণ ।

নাহি মানবের হেন শক্তি, কভু

করে তাহা নিরূপণ ॥

এ সৌর জগতে সূর্য্য চন্দ্র তারা

গাহাঁ কিছ্ দেখা যায় ।

ব্রহ্মাণ্ড মরুতে এক মুষ্টিমোহ

বালু কণিকার প্রায় ॥

জগতের ব্যাপ্তি পরিমাণ করা

কভু সম্ভাবিত নয় ।

দেখিয়া ভূমহ বিজ্ঞান, জ্যোতিষ

বিস্মিত স্তম্ভিত হয় ॥

সৃষ্টির সময় ভিন্ন ভিন্ন কল্পে

করি ভাগ হিন্দুগণ ।

বরাহ কল্পের চতুর্বুন্দাধিক

বর্ষ করে নিরূপণ ॥

ভূতত্ত্ব বিচার করি গবেষণা

বলিতেছে বৈজ্ঞানিক ।

বিজ্ঞাত ভূস্তরে জীব-সৃষ্টি কাল

দশ কোটি বর্ষাধিক ॥

অজ্ঞাত স্তরের কাল নিরূপণ

বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত ।

কে জানে কখন হয়েছে কি বস্তু

বিশ্বরূপে বিবর্তিত ?

• গ্রহ নক্ষত্রের সংখ্যা পরিমাণ
নাহি হয় নিরূপিত।

• ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি স্থিতির সময়
• জৈব অঙ্ক শাস্ত্রাভীত ॥

• কি পদার্থ হ'তে কি শক্তি কৌশলে
কি বস্তু বিকীর্ণ হয়।

• ব্যার পরিণতি অনু তেজঃ বাষ্প
গতি, অনুগমনয় ॥

তারল্য, কাঠিষ্ঠ উদ্ভিদাদি ক্রমে
কি রূপে উৎপন্ন হয়।

• হয় কি কৌশলে, কি রূপে উদ্ভূত
• জৈব দেহ সমুদয় ॥

দেহী স্বয়ম্ভূব কিস্তা চৈতন্যাদি
দেহের ধরম হয়।

বিষয় বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণে
কুদাপি প্রমেয় নয় ॥

জড় ঘেতনের করিছে বিভেদ
স্থূল-দশী জীবগণ।

জড়েও চেতনা করিছে প্রমাণ
এবে বৈজ্ঞানিক গণ ॥

সম্মুখে পশ্চাতে উর্দ্ধ দেশে, বাহা
 শূন্যাকার দৃষ্ট হয় ।
 নহে শূন্য তাহা, দৃষ্টাদৃষ্ট বাহা,
 সকল কীটগু গয় ॥
 নির্মল সলিল সহ কোটী কীট,
 একবারে করে পান ।
 অণুবীক্ষণের নিরীক্ষণ শক্তি
 করে তাতে সাক্ষ্যদান ॥

স্নায়বিক ক্রিয়া, স্পন্দন প্রাণনে
 হইতেছে প্রমাণিত ।
 ধাতু উদ্ভিদাদি সকলই প্রাণী
 নহে বোধ বিরহিত ॥

ক্রমশ বিজ্ঞান প্রকৃষ্ট প্রকারে
 করিতেছে নিরণয় ।
 প্রত্যক্ষ প্রমাণে জীবের ইন্দ্রিয়
 কদাপি বিশ্বাস্ত নয় ॥

সংখ্যা, ব্যাপ্তি, কালে অনন্ত যে কার্য্য ।
 স্বরূপ অজ্ঞেয় যার ।
 পারে কি হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণে
 কারণ নির্ণীত তার ?

যদিও অকাটা এই যুক্তি সমুদয়
তথাপি হৃদয়ে দ্বিধা হয় অনুক্ষণ ।
জনরূবে শাস্ত্রবাক্যে প্রতিপন্ন হয়
সাধন প্রভাবে সাধো দেষে ভুক্তগণ ॥

কেহ সপ্নে কেহ ধ্যানে করে দরশন
দেবী বা দেব মূর্তি আরাধ্য তাহার ।
কেহ বর, স্বস্তি-বাণী করিছে শ্রবণ
ভক্তিতরে ধরে রূপ ব্রহ্ম নিরাকার ॥

সর্ব দেশে কিস্বদন্তি আছে প্রচলিত
কেহ বা বিশ্বাসী কেহ করেনা প্রত্যয় ।
হয় যা'তে দ্বিধা দূর ভ্রম মিবারিত
এরূপ যুক্তিতে তত্ত্ব কর স্থনিশ্চয় ॥

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ প্রত্যক্ষ বিষয়ে
জীবের বিভ্রম হয় ।

কি মুক্তিতে কর মনের কল্পনা
স্বপ্ন, সত্য নিরূপণ ?

স্বপ্ন সময়ে বরাদি শ্রবণ
কিস্বা দেব দরশন ।

বিশ্বাসের পূর্বে, স্বপ্ন অবস্থার
কব তত্ত্ব নিরূপণ ॥

জাগ্রতে প্রত্যক্ষ পদার্থের স্মৃতি
থাকে মনে সঙ্কলিত ।

স্মৃতি সহযোগে স্বপন সময়ে
হয় দৃশ্য প্রকটিত ॥

স্বাপ্নিক স্বাপদ অরণ্য হইতে
নাহি করে আগমন ।

তাহার স্বরূপ গর্ভভ্রম দংশন
গঠন করিছে মন ॥

স্বাপ্নিক দেবতা নহে সেই মত
অর্গ হ'তে সমাগত ।

মনঃ প্রকল্পিত সে দেব মুরতি
বর সস্তিবাণী যত ॥

দেখে চিত্রাদিতে যে ত্রিভঙ্গ রূপ
বর্ণ শ্যাম-নবযবন ।

বাজায় মুরলী, স্বপ্নে কিসাণ্যানে
দেখে তাহা ভক্তগণ ॥

বিলোল রসনা নৃনুগ মালিনী
করে অসি খরশান ।

ভীমা উলঙ্গিনী যে জড় মুরতি
করে জীব নিরমান ॥

সেই মুণ্ডমালা সে লোল রসনা
 দেখে স্বপ্নে জৈষ্মন ।
 কিস্বা ধ্যান কালে সে মূর্তি কল্পনা
 করে আরাধকগণ ॥

রক্ত শীজ লোহ লেহনে রসনা
 হয়েছিল প্রসারিত ।
 যুগ যুগান্তেও সে লোল রসনা
 হইলনা সঙ্কুচিত ॥

সে লোল রসনা বাক্য উচ্চারণে
 ভোজনে সক্ষম নয় ।
 মিথ্যা সন্তিবাণী ভোগাদি প্রদানে
 হয় বৃথা অর্থ ব্যয় ॥

নখর পদার্থ ছিন্ন মুণ্ডমালা
 কভু নিত্য বস্তু নয় ।
 পৃতি পর্য্যুষিত এত দিনে তাহা
 হহয়াছে নিঃসংশয় ॥

দৈববধ তরে যে সংহার মূর্তি
 আয়ুধাদি আয়োজন ।
 এবে সে সকল ভীষণ সজ্জায়
 বল কিবা প্রয়োজন ?

দেবীর মূরতি চিন্ময়া কি জুড় ?

জড়' মূর্তি' নিত্য। নয় ।

হইলে চিন্ময়ী ' সুও মালা অন্দ্রে

কিরূপে সজ্জিত হয় ?

নিত্যা জগন্মূর্তি গায়ার, স্ত্রী রূপ

কবির কল্লিত হয় ।

দেখে স্বপ্নে ধ্যানে ভাবুকের নন

সেইরূপ মনোময় ॥

একাগ্র হৃদয়ে সেই মূর্তি ধ্যান

করে জীব অনিবার্য।

তাঁহার আভাস , হয় কাল ক্রমে

অঙ্কিত মস্তিষ্কে তার ॥

স্বতন্ত্র সে মূর্তি দেখিছে সম্মুখে

হয় এইরূপ ভ্রম ।

সাধক গণের , সাধ্য দর্শনের

ইহাই প্রকৃত ক্রম

স্বপ্নে জাগরণে । দেখে ক'ও বস্তু

জীবগণ আজীবন ।

সাধক ভক্তের মূর্তি দরশনে

কেবা করে নিবারণ ?

কিন্তু দৃশ্য মাত্র পরিচ্ছিন্ন, সাদি
 নশ্বর পদার্থ হয় ।
 মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সর্বব বস্তু, “কার্য্য”
 বিশ্বের কারণ নয় ॥

অতীন্দ্রিয় হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণে
 প্রমাতা প্রমেয় নয় ।
 প্রমেয়-বিষয়ে প্রত্যক্ষের দোষে
 বহুবিধ ভ্রান্তি হয় ॥

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণে
 নাহি হয় নিরূপিত ।
 দেখ সত্যানুত করিয়া বিচার
 হয়ে মোহ বিরহিত ॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে যদি পরমার্থ তত্ত্ব
 নিরূপণ সম্ভাবিত হয় ।
 ঐশ-বাণী বেদমন্ত্র আর্থ বাক্যাদির বলে
 পরিমার্জ কর স্তুতিশ্রয় ॥

শব্দ প্রমাণের বলে সর্ববৈশ্বম্য় সম্প্রদায়
 পরমার্থ করে নিরূপণ ।
 সেই শব্দ আলম্বনে কেমন নাহি হবে মম
 ভ্রম, দ্বিধা, দুঃখ নিবারণ ?

শব্দ প্রমাণ ।

শ্রোত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মোপাসনা বিধায়ক

অবিদ্যা পৰ্ব—

বেদাদি শব্দ প্রমাণে করিতে তত্ত্ব গ্রহণ ।

প্রমাণ প্রামাণ্য কিনা কর অগ্রে নিরূপণ ॥

“তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সৰ্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ।

যজুস্তস্মাদজায়ত তস্মাদ্ ছন্দাংসি জজ্ঞিরে” ॥

এই ঋক্, যজু মন্ত্র করি কেহ আলম্বন ।

ব্রহ্মোদ্ভূত চতুর্বেদ করিয়াছে নিরূপণ ॥

উদ্ভূত পদার্থ কভু নিত্য সিদ্ধ নাহি হয় ।

বেদের নিত্য তাহে কদাপি প্রামাণ্য নয় ॥

“তস্মাদ্যজ্ঞাৎ” এ মন্ত্রের পরমন্ত্রে দৃষ্ট হয় ।

“গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মান্তস্মাজ্জাতা অজাবয়” ॥

যথা গো, অজাদি ব্রহ্ম নাহি করে প্রসবন ।

তথা নহে চতুর্বেদ কদাপি ব্রহ্ম বচন ॥

সৰ্ব্বহুত = সৰ্ব্বহুতয়ে ধাম্বন্ । যজ্ঞাৎ = পূর্ণ পুরুষাৎ । জজ্ঞিরে =
উৎপন্নানি ।

যেই পদম্পরা ক্রমে গো তুজাদি বিকশিত ।
 সেই ক্রম অনুসারে বেদাদিও বিরচিত ॥
 দ্রীপুরুষ সহযোগে হয় জাত জীবগণ ।
 জীব ভাব জৈবভাষা বেদের হয় কারণ ॥
 ব্রহ্মবাণী, আপ্তবাক্য বেদের যে বিশেষণ ।
 জন্মাইতে শ্রদ্ধা, উহা রোচক স্তুতিবচন ॥
 বেদের গ্রন্থার্থ ভ্রজি জ্ঞানার্থ করি গ্রহণ ।
 অপৌরুষেয়াদি আখ্যা কর যদি আরোপণ ॥
 “অজ্ঞান” পুরুষ কৃত কিরূপে কর নির্ণয় ?
 জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞানাজ্ঞান কোথা অবস্থিত হয় ?
 করে ক্রিয়া জ্ঞানাজ্ঞান সদা জ্ঞেয় আলসনে ।
 কোথায় জ্ঞানের ক্রিয়া জ্ঞাতব্য বস্তু বিহনে ?
 জ্ঞাতা, জ্ঞানাজ্ঞান, আর জ্ঞেয় যাহা বিশ্বময় ।
 সকল অপৌরুষেয়, ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় ॥
 জ্ঞাতব্যে জ্ঞাতার “জ্ঞান” বেদ আখ্যা নাহি হয় ।
 বেদ “জ্ঞানময় ব্রহ্ম” যদ্যপি কর নিশ্চয় ॥
 “নাসদাসীলোসদাসীত্তদানীং” ঋক্, বচন ।
 জ্ঞানাজ্ঞান সহ সত্তা করিতেছে নিরাসন ॥
 “অজ্ঞেয়” হইতে জ্ঞান অজ্ঞান উদ্ভূত হয় ।
 পরমার্থে জ্ঞানাজ্ঞান এক বস্তু, মায়াময় ॥

বেদ ত্রৈলোক্যেভ্য ইহা যথাপি স্বাক্ষরিত হয়।
 কোরাণ খোদার কৃত কি হেতু প্রামাণ্য নয়?
 প্রতি বেদ-মন্ত্র বক্তা ভিন্ন ভিন্ন ঋষি হয়।
 বিভিন্ন দেবতা, হ্রদ, একজন বক্তা নয় ॥
 অগ্নি, অত্রি, আত্মা, ইন্দ্র, কণ্ঠ, কলি, গোপা, গয়।
 বিশ্বমনা, বালখিল্য, মাক্ষাতা, দেবজাময় ॥
 আঙ্গরিস, অম্বরীষ, আতকীল, আপ্যাস্তিত্য।
 অনানত, পারুচ্ছেপি, ছ্যাম্মোকো, বন্ধু, অসিত ॥
 অবস্য, আগস্ত্য, বোম, উশনা, বিন্দু, আত্রেয়।
 পুতদক্ষো, কৃতঘ্না, উরুকি, বেন, রাত্রেয় ॥
 অগ্নিস্তাপস, দেবীল, দীর্ঘতমা, মেধাতিথি।
 দৃঢ়সুত, দ্বিতোগপ্য, দৃষ্টলিঙ্গা, দেবতিথি ॥
 দীর্ঘবাল, দেবরাতি, দ্বিসংযব, অজোগতি।
 নারায়ণ, নোপায়না, নোপাতিথি, প্রজাপতি ॥
 বাক্তহব্য, ভরদ্বাজ, ভার্গহতি, বৈশ্বানর।
 ভাবয়ব্য, মধুচ্ছন্দ, মার্তারস্বা, বাজস্তর ॥
 যাজ্ঞবল্ক্য, যৌবনশ্ব, জমদগ্নি, রহুগণ।
 পরমেষ্টি, প্রিয়মেধ, পুরচ্ছেপ, সম্বরণ ॥
 প্রত্নিথ, পুরুরবা, বামদেব, সাবরণ।
 বিশ্বামিত্র, শুকহোত্র, শিখণ্ডিন, বাতায়ণ ॥

সুদেব, স্বয়ম্ভু, ব্রহ্ম, শতশ্রবা, গোপায়ণ ।
 বৃহব্য হিরণ্যগর্ভ বিশ্বকর্মা, অথর্ববণ ॥
 মহর্ষি, দ্বিশতাধিক, এইরূপ নামাঙ্কিত ।
 চতুর্বেদ বক্তা, হয় বেদমন্ত্রে প্রমাণিত ॥

ব্রহ্মবিদ হয় ব্রহ্ম শ্রুতি বাক্যে প্রমাণিত
 যদি বেদ বক্তা ঋষিগণ ।
 ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মরূপ, সেই বেদ ব্রহ্মবাণী
 প্রব সত্য নহে কি কারণ ?

অবিদ্যা, অপরা, পরা, বিদ্যার করি আশ্রয় ।
 অজ্ঞানী, পরোক্ষজ্ঞানী, অপারোক্ষজ্ঞানী হয় ॥
 অবিজ্ঞা, দ্বিবিধ বিদ্যা বেদমন্ত্রে দৃষ্ট হয় ।
 অজ্ঞানী, দ্বিবিধ জ্ঞানী বক্তা ঋষি নিঃসংশয় ॥
 অবিদ্যা মূলক মন্ত্র করি অগ্রে পরিহার ।
 তৎপরে অপরা, পরা, বিদ্যার করি কিচিৎ ॥
 পরমার্থ নিরূপক বেদমন্ত্র নির্বাচন ।
 করিলে, জানিবে তত্ত্ব, সিদ্ধ হবে প্রয়োজন ॥
 নাইলেও ব্রহ্মোদ্ভূত সর্বজন পূজ্য বেদ
 আদি কাল হ'তে সম্মানিত ।
 পূর্ণ জ্ঞানী ঋষি কৃত জ্ঞান-রত্নাকর ইহা
 বেদে ভ্রান্তি নহে সম্ভাবিত ॥

বৈদান্তিক, দার্শনিক পৌরাণিক ঋষি, মুনি
সিদ্ধ, মুক্ত, অবতার গণ ।

সকলেই নতশিরে কবিয়াছে মাগ্য বেদে
এখনো করিছে সর্বজন ॥

নাস্তিক পাষণ্ড আখ্যা লভে বেদ নিন্দাকাঁরা
চার্বাকের এই অভিধান ।

তবমুখে বেদ নিন্দা প্রকাশে ঘোর মূঢ়তা
মোহ, দম্ভ, বৃথা অভিমান ॥

বৈদিক ঋষির সম কিস্বা ততোধিক জ্ঞানী
নাহি এবে বিশ্বে কোন জন ।

বেদের সমালোচনা করে হেন সাধ্য কার
তাজ বৃথা প্রলাপ বচন ॥

হয় নাই নেত্র গ্রাহ্য বেদের বকার যার ।
সেও শুনি বেদ নিন্দা দেখে ক্রোধে অন্ধকার ॥

কোরাণ-নিন্দা শ্রবণে নিরঙ্কর মুগ্ধমান ।
করে ক্রোধে নিকাসন তরবার খরশান ॥

অব্রূষীত অশাস্ত্রজ্ঞ বর্ণজ্ঞান, হীনজন ।
শুনি স্বীয় শাস্ত্র নিন্দা করে ক্রোধে আশ্ফালন ॥

হিন্দুসমাজ, গণ্ডিতে নিবদ্ধ বেদাদি যত ।
নহে বেদ, সার্ববর্তী, সকল বাদী সন্মত ॥

বর্তমানে হিন্দু আখ্য আছে সম্প্রদায় যত ।
 কে আছে তাতে বেদজ্ঞ, বৈদিক ধর্ম্মে নিয়ত ?
 হিন্দুর উপাস্য এবে লিঙ্গ মূর্ত্তি অবতার ।
 কিন্তু নাহি কোন বেদে উল্লেখ বিধান তার ॥
 গৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবদি যত শাখা বিদ্যমান ।
 পুরাণের অনুগত করি বেদ প্রত্যাখ্যান ॥
 বেদাদি “অপরা বিদ্যা” মুণ্ডক শ্রুতি বচন ।
 বেদান্ত শ্রোত কৰ্ম্মাদি করিতেছে নিরাসন ॥
 যোগ শাস্ত্রে, ভক্তি গ্রন্থে শ্রোত কৰ্ম্ম গ্রাহ্য নয় ।
 বলে শ্রুতি জ্ঞানোদয়ে বেদ ও অবেদ হয় ॥
 “অত্র বেদা অবেদাঃ দেব অদেবঃ ভবতি” ।
 এ . অবস্থা নাস্তিকতা অথবা পরমা গতি ?
 “ত্রেণ্ড্য বিষয়া বেদা” করি গীতা নিক্রপণ ।
 তমগুণ বেদ মন্ত্রে করিছে প্রতিপাদন ॥
 গুণত্রয় আছে বেদে আমি ও করি স্বীকার ।
 নহি নিলাকারী, করি বেদের সূক্ষ্ম বিচার ॥
 বেদত্যাগ হেতু যদি নাস্তিক পাষণ্ড হয় !
 আস্তিক, ধার্ম্মিক এবে কাহাকে কর নিশ্চয় ?
 ঋষির অজ্ঞান, জ্ঞান, হয় তব জ্ঞানাভীত ।
 বর্তমান সর্ববজীব নহে তব পরিচিত ॥

“নাহি এরে কোন জীবে ঋষির সমান জ্ঞান ।”
 অন্ধ বিশ্বাসীর কথা, বল কি আছে প্রমাণ ?
 বৈদিক ঋষি অপেক্ষা আধুনিক জীবগণ ।
 বিষয় বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ করিতেছ দরশন ॥
 বিবেকী অধ্যাত্মবিদ্যা নিরত যদিও হয় ।
 তার ঋষি সম জ্ঞান কিহেতু সম্ভব নয় ?
 অদ্বিতীয় ভূমা আত্মা, একত্ব, একজ্ঞান ।
 যখন যে করে লাভ সকল হয় সমান ॥
 আর্থ জ্ঞান লাভ যদি এবে সম্ভাবিত নয় ।
 বেদের কি প্রয়োজন ? বেদ বর্জনীয় হয় ॥
 স্বরূপ বর্ণনা যার “নিন্দা” আখ্যা প্রাপ্ত হয় ।
 বিনা মিথ্যা ব্যাখ্যা তার প্রশংসা সম্ভব নয় ॥
 অতীত বৈদিক মন্ত্র বেদ বক্তা ঋষি মুক্ত
 করিছে বিশ্বাস সর্বজন ।
 আছে ভ্রান্তি বেদমন্ত্রে ঋষি অজ্ঞ, এই কথা
 নাহি পারি করিতে গ্রহণ ॥
 গীতার সংক্ষিপ্ত বাক্য দুর্বোধে ভ্রান্তি বচনে
 নাহি হয় দ্বিধা বিদূরিত ।
 অপর উদ্দেশ্যে কিসা অন্তরূপ অর্থে, ইহা
 সম্ভবতঃ হয়েছে কথিত ॥

কোথায় অবিজ্ঞাবেদে কি অপরা বিদ্যা আখ্য
 কিবা পরা বিদ্যার লক্ষণ ।
 চতুর্বিধ বেদমন্ত্র করিয়া বিশ্লেষ এবে
 তেদত্রয় কর প্রদর্শন ॥

অগ্নিঃ দূতঃ বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্ ।
 দূতং বো বিশ্ব বেদসং হব্যবাহুদন্ত্যম্ ॥
 প্রতিষ্ঠাং চারু মধ্বরং গোপীথায় প্রহুয়সে ।
 যজ্ঞা যজ্ঞারো অগ্নয়ে গিরা গিরাচ দক্ষসে ॥
 অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসা যহী ।
 বৃষণং বা বয়ং বৃশং বৃষণঃ সন্নিধী মহি ॥
 সমৎস্র অগ্নিং অশশে বাজয়ন্তো হবামহে ।
 যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবং দেবং যজামহে ॥

দূতং = দেবানাং দৌত্যে বিনিযুক্তম্ । বৃণীমহে = স্তুতিগ্ৰিহবিভিঃ
 সজ্জামহে । হোতারং = সাধুদেবানাং হোতারং । বিশ্ববেদসম্
 = বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ । হব্যবাহুং = হবিষঃ বোচারম্ ।
 অমর্ত্যং = অমরণ ধর্ম্মানম্ । তাং = তথাবিধং । চারুঃ = অঙ্গ-
 বৈকল্য রহিতঃ । গোপীথায় = সোমপানায় । প্রহুয়সে = প্রকর্ষণ
 ত্বং হুয়মে । যজ্ঞাযজ্ঞ = সর্কেষুষজেষু । দক্ষসে = প্রবুদ্ধায় অগ্নয়ে ।
 গিরাগিরা = স্তুতিরূপায়া বাচা স্তোত্রং কুরুতেতি শেষঃ হে অগ্নে !
 গোমতঃ = বহুভির্গোভিষুক্তশ্চ বাজশ্চ = অনুশ্চ ঈশানঃ = ঈশ্বরস্ত-
 মসি । বৃষণঃ = বৃষণাঃ ঘৃতাঢ্যাহুতীনাং সেক্ষারোবয়ং বৃষণম্

মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে ।
 পুনাতা দক্ষসাঁধনং যথা শর্ধায় বীতয়ে ॥
 বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিক্রতিভঃ ।
 কশ্বংনহা বারবস্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ ॥
 প্রতিবাসূর উদিতে মিত্রং গৃগীষে বরুণম্ ।
 আগ্নে সুরং রয়িভর পৃথং গোমস্ত মশ্বিনম্ ॥
 বায়বিন্দ্রশ্চ শুশ্রিণা সরথং শবস্পীতী ।
 অগ্নিরিন্দ্রায় পবতে দিবি শুক্রো বিরাজতি ॥

সমিধীসহি = সমাগদীপয়ামঃ । সমংসু = সংগ্রামেযু বাজয়ন্তঃ বল-
 মিচ্ছন্তো বয়ম্ অবসে = রক্ষণার্থম্ আগ্নং হবামহে । হে অগ্নে !
 যৎচিৎহি = যদ্যপি । শাস্বতা = শাস্বতেন, নিত্যেন । তনা = বিস্তৃ-
 তেন হবিষা দেবং দেবম্ = অত্মমত্ৰং বরুণেন্দ্রাদি রূপং নানা বিধং
 দেবতা বিশেষং যজামহে ॥

বয়ম্ = অনুষ্ঠাতারঃ সোমপীতয়ে = সোমপানার্থং মিত্রং বরুণং
 চ উভাবাহুয়ামঃ । পুনাতা = পবিত্রেণ । শর্ধায় = বেগার্থং ।
 অয়ং বরুণঃ দেবঃ অস্মাকং প্রাবিতাভুবং = প্রকার্ষণ রক্ষকো
 ভবতু । মিত্রঃ চ বিশ্বাভিঃ উতিভিঃ = সর্বাভিঃ প্রবিতাভুবং ।
 বারবস্তং = বালযুক্তং অশ্বংন = অশ্বমিব নমোভিঃ = স্তুতিভূইবির্ভির্বা ।
 বন্দ্যৈ = বন্দিতুং প্রবৃত্তা । হে মিত্রা বরুণৌ ! মিত্রং স্বাং বরুণং
 চ বাং = সুবাং সুরে = সুর্য্যোদেবে উদিতে সতি প্রাতরিত্যর্থঃ ।
 গৃগীষে = স্তবে । হে অগ্নে ! সুরং = সুলং বৃদ্ধং পৃথং = বিস্তীর্ণং ।
 গোমস্তং = গোভির্ধুক্তম্ । অশ্বিনম্ = অশ্বোপেতম্ (অশ্বাছিরোধিষু

ঐশ্বর্যস্বিধ • শতশত মন্ত্র করি উচ্চারণ ।
 করিত যাঁরা আত্মাতি স্তুতি বদ্ধ আবাহন ॥
 করিত অগ্নি বরুণ বায়ুদির আরাধন ।
 সে সৃকল ঋষি জ্ঞানী নাহি ছিল কদাচন ॥
 বায়ু অগ্নি সলিলাদি জড় ভূত উপাসনা
 করিতনা কভু ঋষিগণ । • •
 ভূতাদিষ্টিত-চৈতন্য করিত সাধন ঋষি
 ভৌত নামে করি সম্বোধন ॥

অদয় ভূমা চৈতন্যে এই বিশ্ব অধ্যাসিত ।
 বিভিন্ন চৈতন্যে নহে ভিন্ন ভূত অধিষ্ঠিত ॥
 স্বতন্ত্র বোধের হেতু বিভিন্ন জড়-সঙ্গতি ।
 “মৃত্যোঃ স মৃত্যুগাপ্নোতি য ইহ নানেন্ব পশ্যতি ॥”
 কারণ-চৈতন্য সত্তা কাষ্য-জড়ে আবাসত ।
 কান্যের বিলোপে হয় সে কারণ প্রকটিত ।

প্রবর্তয় । ৩৫ ঋগ্বেদে ! ৩ম ইন্দ্র-শরসং = বলময় পতী ।
 গুহ্মিনা = বলবন্তো । সরথঃ = সমানমেব রথ • মারুহেতি শেষঃ ।
 অগ্নিঃ যজ্ঞেনু প্রথমঃ প্রণেতা অগ্নিঃ ইন্দ্রায় = ইন্দ্রার্থঃ পবতে =
 অস্মাভির্দত্তেন চক্ষুর্দ্বেন পুরোডাশেন দেবানামধিকঃ ক্ষরতি ।
 অগ্নিঃ গুরুঃ = দাপ্তঃ সন্ । দিবি = অন্তরীক্ষাদি লোকেষু স্থিতেষু
 দেবেষু মধ্যোষু গুরুঃ সন্ বিরাজতি । •

জড় দৃশ্যে মনেন্দ্রিয় মগ্ন, অভিভূত যার ।
 দেখে সে সর্বদা জড়, চৈতন্য কল্পনা তার ॥
 ইদংজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় চৈতন্য দ্রষ্টব্য নয় ।
 তৃত সোপায়ে, ভৌতনামে জড় উপাসিত হয় ॥
 “বায়বিন্দ্রশচ শুষ্কিণা সরথং” সাম বচন ।
 বজ্রহস্ত, বিজহন, ইন্দ্রের এ বিশেষণ ॥
 “অগ্নিং দূতং বৃণীমহে” দৌত্য কৰ্ম্ম আরোপন ।
 ভোগ্য পদার্থ প্রদান প্রণতি স্তুতি হবন ॥
 ঋষির জড় পূজার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয় ।
 চৈতন্যের রথ, অগ্ন, ভোগাদি সম্ভব নয় ॥
 পূজিলে ও বর্জ্যমান জড় মূর্ত্তি মৃণ্ময় ।
 বলে পৌত্তলিক, তার চৈতন্যই লক্ষ হয় ॥
 অলক্ষ্য লক্ষ্য স্থাপন কদাপি সম্ভব নয় ।
 কস্মীং ঋষি, পৌত্তলিক, অজ্ঞ, সহচর দ্বয় ॥
 দেহে, পাপে, গঙ্গাজলে যে চৈতন্য অবস্থিত ।
 না হয় মলিন তাহা, কিম্বা মল্যবিমোচিত ॥
 পাপ প্রক্ষালন তরে করিছে যে গঙ্গাস্নান ।
 সলিল লক্ষ্য তাহার, নাহি চৈতন্যের জ্ঞান ॥
 “দ্রুপদাদিব” এ মন্ত্রে প্রমাণ করিছে বেদ ।
 ঋষির জলের স্তুতি গঙ্গাস্নানে নাহি ভেদ ॥

‘যজ্ঞানসাঁ ন মনুতে’ তাহা চৈতন্যার্থ্য হয় ।
 “যদিদমুপাসিতে” তাহা জড়, ব্রহ্ম নয় ॥
 বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্র করি এবে সঞ্চলন ।
 দেখা’বু কি ভাবে স্তুতি করিতেন ঋষিগণ ॥
 কি প্রকার উপাদান করিতেন ব্যবহার ।
 বুঝিবে তাহাতে তব থাকিবেনা ভ্রম আর ॥
 “তমিन्द्रং বাজয়ামসি মহে ব্রতায়” হস্তবে ।
 পবিতারঃ পুনীতন সোমমিन्द्रায় পাতবে ॥
 জ্ঞায়াহি সুষুমা হি ত ইन्द्र সোমং পিবা ইমম্ ।
 ইদং বসো স্তুতমন্ধঃ পিবা স্পূর্ণমুদরম্ ॥
 ইन्द्रং বয়ং মহাধন ইन्द्रমর্ভে হবামহে ।
 যোগে যোগে তবস্তুরং বাজে বাজে হবামহে ॥
 যইন্দ্র চমসেযা সোমচমুষুতে স্তুতঃ ।
 উত নো গোমণিং ধিয়ং অশ্বসাং বাজসামুত’ ॥

যজ্ঞমানা আহঃ—তম্=পূর্বোক্ত লক্ষণম্ ‘ইন্দ্রম্’ বাজয়া-
 মসি=সোমেন স্তুতির্ভবাজয়ামঃ কিমর্থঃ ? মহে=মহাস্তম্ ব্রতায়=
 ব্রতাস্তুরং হস্তবে=হস্তম্, সোম পানেন মণ্ডঃ স্তুতির্ভবা স্তুতঃ সন্
 ব্রতহত্যায়াঞ্চ বাজয়ামসি=বাজয়ন্তং করোতীত্যর্থঃ । হে পবি-
 তারঃ=সোমস্ত শোধয়িতার ঋত্বিজঃ, সোমং পুনীতন=পাবস্তুত
 দশা পবিত্রেণ শোধয়ত কিমর্থঃ ? ইন্দ্রায় পাতবে=ইন্দ্রস্ত পানায় ।
 হে ইন্দ্র ! ত্বম্ আয়াহি=আগচ্ছ । • বয়ং তে=ভদর্থং সুষুমা হি=

আ দ্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে ।
 তা হি শশস্তু ঈড়ত ইথা বিপ্রাসি উতয়ে ।
 ততো নো অভিযং কুপি যত ইন্দ্র ভয়ামহে ।
 সমংস্তু অগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে ॥
 পিবন্তো মদিরং মধু তত্র শ্রবাসি কৃণুতে ।
 স্তোত্রং রাধানাংপতে গির্দাহো বীব যস্য তে ॥
 পুরুহুতং পুরুফুতং গাথান্যাং সনশ্রুতম্ ।
 আয়াতি স্তমুমাহিত ইন্দ্র সোমং পিব্য ইমম্ ॥

সোমমভিষুতবন্তঃ খলু, তম্ ইমম্ = অভিষুতং সোমং ত্বং পিব ।
 হে বসো = বাসয়িষ্যঃ । ইন্দ্র ! ইমম্ পুরোবর্তমানং সূতম্ অভি-
 ষুতম্ । অন্ধঃ = অন্নম্ সোমলক্ষণম্ পিত্রা = যথা উদবম্ = ত্বদীয়
 কঠরং সুপূর্ণম্ = অতিশয়েন পূর্ণম্ । বয়ম্ = অনুষ্ঠাতারঃ । মহাঃ
 ধনে = প্রভূতধনানিমিত্তম্ ইন্দ্রম্ হবামহে = আহবয়ামঃ । অর্ভে =
 অভ্যেক্ষে স্বল্পেহপি ধনে নিমিত্তভূতে সতি ইন্দ্রং হবামহে । ষোগে
 ষোগে = প্রবেশে প্রবেশে তত্ত্বং কন্মোপক্রমে । বাজেবাজে = কন্ম
 বিঘাতিনি তেজস্বিন্ সংগ্রামে । তবস্তরম্ = অতিশয়েন বলিনম্
 ইন্দ্রম্ । হে ইন্দ্র । তে = ত্বদর্থঃ সূতং অভিষুতো যঃ সোমঃ
 চমসেযু = এতন্নামকেযু পাত্রেযু এথা চমুযু = চমাস্তু । ভক্ষয়ন্ত্যত্রোতি ।

উত = অপিচ হে পুষণ্ ! গোষণিং = গবাংসনিত্রীং দাত্রীং
 অশ্বসাং = অশ্বানাং সনিত্রীং বাজসাং = বাজানামগ্নানাং সনিত্রীম্
 উত * * * সামভাষোসায়ণ ।

দ্বা = দ্বাম্ সহস্র সংখ্যকা হরয় = স্তদীয় অশ্বাঃ তথা শতং = শত
 সংখ্যকাশ্চ তবদীয় অশ্বাঃ । হিরণ্যয়ে = হিরণ্যয়ে রথে যুক্তা =

তুবিশুভ্য তুবিব্রতো শচীবো বিশ্বয়া মতে ।
 ইন্দ্রায় সৌমপাতবে মদায় পারিষিচ্যসে ॥
 করিয়া কল্পনা ইন্দ্র বজ্রহস্ত ব্রহ্মহন ।
 মগ্ধমাংস উপাদানে পূজিত যে ঋষিগণ ॥
 নমস্তে রুদ্রে মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ ।
 অথো যে অশ্ব সহানোহহং তেভ্যোহকরং নমঃ ॥
 এই যজু-মন্ত্রে রুদ্রে করিত যে মমস্কার ।
 রুদ্রের “সহানঃ” অর্থাৎ ভূতা ও নমস্ত যার ॥
 যে অস্তুরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ।
 যেমাম্পসু সদকৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥
 এই মন্ত্রে সর্ববজ্রনে করিত যেন নমস্কার ।
 সে কি অবস্থায় স্থিত করিয়া দেখ বিচার ॥
 দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব ।
 পূতং পবিত্রেণে বাজ্য মাপঃ শুক্লন্তু মৈনসঃ ॥
 সলিলে মনের শুদ্ধি যেই ঋষি আশা করে ।
 অশুদ্ধি, অবিদ্যা, উভ সংস্থিত তার অস্তুরে ॥

সম্বন্ধীঃ । তাহি = তো থলু ইন্দ্রাণী । শব্দন্তঃ = বহবঃ । বিশ্রাসঃ =
 মেধাবিনঃ জনাঃ উতয়ে = রক্ষণায় ইথম = অনেন প্রকারেন ঈরতে =
 স্তবন্তি । হে ইন্দ্র ! যতঃ = হিংসকাৎ ভয়ামহে বয়ং ততঃ নঃ অশ্রুভাঃ
 অভয়ঃ কুধি = কুরু । সমন্তঃ = সংগ্রামেষু বাজয়ন্তঃ = বলমিচ্ছন্তো

অগ্নি বায়ু সলিলাদি জড় ভূত উপাসনা ।
 ইন্দ্র রুদ্র সরস্বতী দেব দেবীর কল্পনা ॥
 ঋষিদের অজ্ঞতার করিতেছে সাক্ষ্য 'দান ।
 দূর্বাদি বলী পূজাও আছে বেদে বিদ্যমান ॥
 কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষস্পারি ।
 এনানো দূর্বৈব প্রতন্তু সহস্রেশ শতেন চ ॥
 যা শতেন প্রতনীয়ি সহস্রেশ বিরোহসি ।
 তস্মাস্তে দেবীযুকে বিধেম হবিষা 'বয়ম্' ॥
 করে যে দূর্বার পূজা সন্ততি লাভের তরে ।
 তারে জ্ঞানবান ঋষি কেহ নাহি মনে করে ॥

বয়ম্ অবসে = রক্ষণার্থং অগ্নিঃ হবামহে । পিবন্তঃ মদিরং =
 মদকরং মধু = সোমং তত্র = তান্মি যজ্ঞে শ্রবাংসি = অভিষাদি
 কস্মাভিঃ প্রশস্তাত্মানি ব্রহ্মতে = কুবন্তি হে ইন্দ্র ! রাধানাং =
 ধনানাং পতে = পালক গিবাহ = গৌভিক্রহমান ! বীর = শৌর্যো-
 পেত ! যস্য তে = তব স্তোত্রং । পুরুহতং = যজ্ঞেযুবহুভিরাহতং
 পুরুষ্টুতং = বহুভিঃ স্তোত্রশ্রদ্ধাদিভিঃ স্তুতমতএব গাথানাং = গান-
 যোগ্যং গাতব্যং সনত্রতম্ = সনাতনয়া প্রসিদ্ধম্ । হে ইন্দ্র !
 স্বম্ আয়ান্হি = অশ্বদ্বজং প্রত্যাগচ্ছ বয়ং তে = তদর্থং অযুমা হি =
 সোমমভিনুতবন্তঃ ইম = অভিষুতং সোমং স্বং পিব ।

হে তুবিশুত ! = প্রভূতবল ! তুবিক্রতো ! = বহুবিচিত্রকর্ষ-
 বন্ অথবা বহুশ্রেষ্ঠ ! সচীবঃ = বহুকর্ম্মোপেত পূজনীয়েন্দ্র !
 'বিশ্বয়া = বিশ্বব্যাঞ্চে ন মতে । 'হে সোম ! স্বং ইন্দ্রায় = ইন্দ্রস্ত

যত্র ব্রহ্মবিদো যাস্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
 অগ্নির্মহা তত্র নয়ত্বগ্নির্মৈধাঃ দধাতু মে ।
 যত্র ব্রহ্মবিদো যাস্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
 বায়ুর্মহা তত্র নয়ত্ব বায়ুঃ প্রাণান্দধাতু মে ।
 যত্র ব্রহ্মবিদো যাস্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
 সূর্য্যোমা তত্র নয়ত্ব চক্ষুঃ সূর্য্যো দধাতু মে ।
 যত্র ব্রহ্মবিদো যাস্তি দীক্ষয়া তপসাসহ
 চান্দ্রোমা তত্র নয়ত্ব মনশ্চান্দ্রো দধাতু মে ॥
 যত্র ব্রহ্মবিদো যাস্তি দীক্ষয়া তাপসা সহ
 ইন্দ্রোমা তত্র নয়ত্ব বলমিন্দ্রো দধাতু মে ।
 যত্র ব্রহ্মবিদো যাস্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
 ব্রহ্মোমা তত্র নয়ত্ব ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে ॥
 এ অথর্বব-মন্ত্র-অর্থ করিবারে নিরূপণ
 দীক্ষা, তপ শব্দ দ্বয় আলোচনা প্রয়োজন ।
 ত্রোতেন দীক্ষা মাপ্নোতি দীক্ষয়োপ্নোতি দক্ষিণাম্
 দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্য মাপ্যতে ।
 এই মন্ত্রে দীক্ষা শব্দ করে কথ্য ষজুর্বেদ
 কর্ণে মন্ত্র দান দীক্ষা এ দীক্ষায় বহুভেদ ॥

পাতবে = পানার্থঃ মদায়চ পরিষিচ্যসে পাত্রেষু সিত্বসে ।
 আপো = জলানি এনসঃ পাপাৎ মা = মাং শুক্লস্ত = পুনস্ত পাপাৎ
 পৃথক্ কুর্কস্ত । তত্র দৃষ্টান্তত্রয়মাহ, দ্রুপদাদিবেতি = পাত্ৰকা

দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্রীয়তে কৰ্ম্যবাসনা
 তস্মাদৌক্ষেতি সাং শ্রোত্ৰা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ।
 এই শ্লোকে গৌতমীয় "তত্ত্ব" কবে, নিরুপণ
 দীক্ষার তাৎপর্য্য নহে হ্রীং ক্লীং মন্ত্রগ্রহণ ;
 তপস্বী তাপসঃ দাস্তো যতিনো মুনি ঋষয়ঃ
 তর্পঃ কুচ্ছাদি কস্মচ করিছে "কোষ" নির্ণয়,
 লভে দীক্ষিত-তাপস-ব্রহ্মবিদ্ যেই স্থান
 তার তরে প্রয়োজন, দীক্ষা তপ, ব্রহ্মজ্ঞান ;
 এমত্রে মুক্তি প্রার্থনা করিত যে ঋষিগণ
 দীক্ষিত, তাপস, জ্ঞানী ছিল না তারা কখন ;
 দীক্ষা তপ ব্রহ্মজ্ঞানে না করিয়া আকিঞ্চন
 অগ্নি বায়ু সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্রে ফরি আবহান
 করে যে প্রার্থনা স্তুতি সেই পদ প্রাপ্তি তরে
 ততোধিক মুচ তারে জ্ঞানবান মনে করে
 অজ্ঞজনে জ্ঞানফল কে পারে করিতে দান ?
 কে কার শুনবে স্তুতি, কে করিবে পরিত্রাণ ?

পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি লক্ষবর্ষ পরমায়ু
 একবিংশ তন্ত্ৰ পরিমাণ

নরদেহ, ইচ্ছা মৃত্যু ছিল সত্য যুগে তার
 বেদ মন্ত্রে আছে কি প্রমাণ ?

‘ভিন্দি’ বিশ্বা অপদ্বিষঃ পরিবোধে মূধঃ জহী
 ‘আসাবি’ সোম উদ্ভতে শবিস্তে ধৃষত্বা গহি ।
 ‘য’ উদ্ভ সোমপাতুমো মদঃ শবিস্তে চেততি
 অস্ত্রাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি ।
 ‘অমিত্র’ সেনাং মধবগ্নস্যাংছত্র যতীমভি
 এবা রাতি স্ত্রবিমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাত্তিঃ ।
 যনু বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশিখা ইব
 অক্ষাঃ অমিত্রা ভবতা শীর্মানোহতয় ইব ।

তস্মান্মুচানঃ = পৃথগ্ভবন্ যথা চ সিন্নঃ = স্বেদযুক্তঃ স্নাতঃ সন্ মলাৎ
 পৃথগ্ভবতি ‘আজ্ঞাশিব’ = যথা পবিত্রেন কশ্বলময়েন পৃতং গালিত-
 মাজ্যং = স্নতং কোটেভ্যঃ পৃথগ্ভবতি, তথাপোমাং শুক্লত্ব ।

হে দূর্বে দূর্বেষ্টকে ! কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ = প্রতিকাণ্ডং প্রকৃষঃ
 প্রকৃষ = প্রতি পকঃ ভূমি সম্বন্ধা সম্বন্ধেভ্যঃ সক্ষ পর্বভ্যঃ সকাশাদযথা
 হং পবি সমস্তাৎ আরোহন্তী = অকুরবতী বর্ষসে হে দূর্বে ! এবং
 স্বাক্ষুর্বাংস্তারবৎ সহস্রেন শতেন চ সহস্রত একাবসংখ্যার্থো
 অসংখ্যে পুত্রপৌত্রপত্ন্যাভিনোহস্মান্ প্রতনু = বিস্তারয় ।

হে বেদি দীপ্যमानে ! হে ইষ্টকে ! যা স্বং শতেন কাণ্ডানাং
 প্রতনোষি = বিস্তারয়সি সহস্রেন চাক্ষুরাণাং বিরোহসি = বিবিধং
 প্রকৃতা ভবসি বয়ং হাবিষা সহ তে স্থানং বিধেম = পরিচরেম ।
 ব্রতে = ব্রত্যাতে বজ্র্যাতে সন্ধতোগোহত্রেতি নিরুক্ত । অক্ষামাপ্রোতি =
 অদিতি সত্যনামশ্রং সত্যং ধীয়তে যস্যা সা অক্ষা = আশুক্যবুজিঃ
 মুনীবেশেষঃ অক্ষয়া সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাপ্যতে ॥

হে ইন্দ্র ! বিশ্বাঃ = সর্বাঃ দ্বিষঃ = দ্বেষ্টাঃ শত্রুসেনাঃ

বিমন্যু মিন্দ্র বৃত্তহনমিত্র স্যাভিদাসভঃ

বিন ইন্দ্র মুধো জহি নীচা যচ্ছ পৃথুশ্রুতঃ ।

পুবাং দর্মে অপামজঃ বৃত্তখাদো বলং রূক্ষঃ

বি রক্ষো বি মুধো জহি বিরূত্রস্য হনু রূক্ষঃ ।

মহো নো রায় আভর গবমান জহী মুধঃ

ভিন্দি বিশ্বা অপদিষঃ পরিবোধো জহী মুধঃ ।

এ সকল মন্ত্র যোগে করি ইন্দ্রে আবহন

শত্রুবধে অনুরোধ করিত যে ঋষিগণ ।

যো অস্মভ্য মরাভায়াদাশ্চ নো দেষতে জনঃ

নিন্দাদ্যো অস্মান্ ধিপ্সাচ্চ সবৎ তং ভাস্মসাকুরু

আরুধ্যদেব উদ্দেশ্যে করি মন্ত্র উচ্চারণ

অন্তর মৃত্যু কামনা করিত যে ঋষিগণ ।

অপভিন্দি বিদারয় ! বাধঃ = হিংসাত্রীঃ মুধঃ = সংগ্রামান্ স্পৃধঃ মুধঃ
ইতি সংগ্রামনামসু পঠিতত্বাৎ পরিজহা = হিংস্যাঃ । হে ইন্দ্র !
তে = তদর্থঃ সোমঃ অসাবি = অভিষুতোহভূৎ । হে শবিষ্ট = অতি-
শয়েন বলবন্ ! অতএব ধ্বংসা = শত্রুগাং ধ্বংসিতঃ । আগহি =
দেবযজনদেশমাগচ্ছ । হে ইন্দ্র ! যঃ ত্বং সোমপাতমঃ = অতিশয়েন
সোমসু পাতা হে শবিষ্ট ! = বলবন্তম্ ! তে ইদৃশেন্দ্র ! তস্মৈ সোম-
পানজানতো যো মদঃ চেতাতি = সমাগু জানাতি বৃত্তবধাদীনি
কার্য্যানি কর্তুন্ম্ । হে ইন্দ্র ! যঃ নঃ অস্মান্ জিহ্বাসতি = হস্ত-
মিচ্ছতি তস্মৈ শত্রবে বধঃ = হননসাধন-মায়ুধম্ অস্তা অসি ক্ষেপ্তা
ভবসি অসু = ক্ষেপণে । অমিত্রসেনাং হে মঘবন্ ! অস্মান্

ছিল তঁহাদের মনে ক্রোধ প্রতিহিংসা দ্বেষ
 বলে অঙ্গ নাহি ছিল সত্য যুগে পাপ লেশ ।
 উত্তীর্ণ ব্রহ্মলক্ষ্মীতে দেবান্যঞ্জন বোধয়
 আয়ুঃ পূজাং পশুন কীর্ত্তিঃ যজমানক বর্দ্ধয় ।
 'এই অল্পবয়স মন্ত্রে হইতেছে প্রমাণিত
 পার্থিব স্বথেরতরে ই'ত কৰ্ম্মে প্রণোদিত ।
 "গচ্ছনু জারো ন যোষিতাম" এই সাম প্রবচন
 তৎকালিক ব্যভিচার করিতেছে নিরূপণ ।
 'বামদেব ঋষিকৃত মিশুনাত্মা উপাসনা
 হিঙ্কার উদগীথ 'আর প্রতিহিংসাদি বর্ণনা
 অশ্লীলতা হেতু হেথা' হইলনা . সঙ্কলিত
 ছান্দোগ্যে ঋষি চরিত্র হইয়াছে উজ্জলিত ।
 মানোবধীঃ পিতরং প্রিয়ান্তমো 'রুদ্র রীরিষঃ
 মান আয়ুযি বীরান গোষু অশ্বেষু রীরিষঃ ।
 প্রিয়া পুত্র পোষ্যাসক্ত . মায়ামোহে মুহমান
 ছিল ঋষি, যজুমন্ত্র করিতেছে সাক্ষ্যদান ।
 যজু ত্রয়োবিশাধায়ে, আছে মন্ত্র ত্রয়োদশ
 করিছে ঘোষণা তাহা ঋষিদের অপযশ ।
 জঘন্য চরিত্র রীতি কবিত্বা ভাষ্যে বর্ণন
 "অশ্লীল" বলিয়া মহী করিয়াছে সমাপন ।

দেখাইয়া দয়ানন্দ , “বেদভাষ্য তুংহিকায়
মহীধর ভাষ্য সত্য নয়
করিয়াছে ভিন্ন ব্যাখ্যা, কি অসত্য কিবা সত্য
কি যুক্তিতে করিব প্রত্যয় ? ”

সমস্ত পোষণ তরে, রক্ষিতে বেদের মান
করিয়াছে দয়ানন্দ সত্য অর্থ প্রত্যাখ্যান ।
কিন্তু তাতে অধীভের ভ্রান্তি সম্ভাবিত নয়
দেখ পুৰাণাদি শাস্ত্র যুচিবে সর্ব সংশয়,
ততঃ সংশ্রপ্য তুরগং বিধিবদ যাজকাস্তদা
উপসং বেষয়ন্ রাজংস্তুতস্তাং দ্রুপদানুজাম ।
পতত্রিণাং তদা সাদ্ধং স্থস্থিতেন চ চেতসা
অবসদ্রজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্ম্য কামায়া ।

শত্রুযতীমভি = অস্মাকুরু অমিতার্থঃ । হে ত্রিবিমষ ! = বহু নাম
বহুধন ইন্দ্র ! বিশ্বোভিঃ = সর্বৈঃ ধাতৃভিঃ কণ্ঠধারকৈঃ যদ্বা রাতি
গবাস্বাদিনাং ধারি । যত্র = সংগ্রামে কুমারা বিশিখা - ব = মুণ্ডিতা
ইব বাণাঃ সম্প্রতি । হে অমিত্রা ! = শত্রবঃ যুয়ম্ অন্না ভবত =
কীদৃশা অন্নাঃ ? অশীর্ষণঃ অহয়, তব = যথা সর্পাঃ শীর্ষচ্ছিন্না
অকিঞ্চিংকরাঃ ভবন্তি তথা ভবত ।

সামভাষ্যে সামগ্ৰাচার্য্য

হে বিজহন্ ইন্দ্র ! অভিদাসতুঃ = অস্মানুপক্ষয়তঃ অমিত্রশু =
শত্রোঃ বিমল্যুঃ = ক্রোধমপি বিনাশয় । হে ইন্দ্র ! নঃ অস্মাকং মৃধঃ ॥

হোতাধ্বৰ্য্য স্তুত্বোদগাতা হয়েন সমযোজয়ন
মহিষাঃ পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতাম্ পরাং তথা ।
অশ্বমেধে এজঘণ্ত রীতি ছিল প্রচলিত
রামায়ণে, ভারতের শ্লোকে হয় প্রমাণিত ।
অশ্বস্যাত্র হি শিস্মন্ত পত্নী গ্রাহং প্রকীর্তিতম্
ভগ্নৈস্তদ্বৎ পরকৈব গ্রাহজাতং প্রকীর্তিতম্
চার্বক্যকের এ নিন্দায় সহজে প্রতীতি হয়
এই বিগত বিধি মহীর কল্পনা নয় ।

সংগ্রামকারিণঃ শত্রুং বিজহি = বিনাশয় । তথা পুত্রতঃ = পুতনাঃ
সেনা আত্মন ইচ্ছতঃ যুযুৎসমানানি নীচ যচ্ছ = নীচীনম্বাঙ্গমুখং
যচ্ছ গময় । মোহয়মিচ্ছতঃ বৃত্তখাদঃ = বৃত্তং খাদতি হিনস্তীতি, বলং
রুজঃ = রুজো ভঙ্গে । অপামজঃ অজ = গতি ক্ষেপণয়ো পুরাং =
শত্রুসম্বন্ধিনাং দশ্মঃ = দারকঃ । হে ইন্দ্র ! রক্ষ = রাক্ষসজাতঃ
বিজহি = বিনাশয় । বৃত্তস্ত আবকাসুরস্ত হনু = কুপোলপ্রাস্তৌ
বিরুজ = বিশেষণেণ ভগ্নৌ কুরু । হে পবমান ! ইন্দ্র সোমঃ নঃ
অস্মাকং মহঃ = মুগাতি রায় = ধনানি আভর = আহব মৃধঃ = হিংস-
কান শত্রুংশ্চ ৗতি = নাবয় । হে ইন্দ্র ! তৎ বিদ্বা = সকাঃ দ্বিষ
= দ্বেষ্টীঃ শত্রুসেনা অপভেদি = বিদারয় । সামভাষ্যে সাযনাচার্য্য ।
যো নয়ঃ অশ্বভ্য অরাতীয়াতি যশ্চ জনো নোহস্মান্ দ্বেষতে
নিন্দতি = বাচা হুংং দদাতি ধিপ্সতি = দস্তিতুমিচ্ছতি, জিঘাংসতি
দস্তেঃ, হে অগ্নে ! তৎ সকাং জনং চতুর্বিধং ভক্ষ্যমাংকুরু । যজু ভাষ্যে
মহীধর ।

অধ্বৰ্য্য হোতার, আর কুলদ্বীর ঐশ্বিকতা
বলে সত্যে শ্রোত যজ্ঞে ছিল কত পবিত্রতা ।
নহে কলিকাল হেতু শ্রোত যজ্ঞ নিবাসিত
জঘন্য রীতির তরে হইয়াছে নিরাকৃত ;
এসকল রীতি যারা 'করেছিল প্রচলন
তাঁহাদের “পাপং নাস্তি” সম্ভবেনা কদাচন ।
তীক্ষ্ণীয়াংসঃ পরশোরগ্নে স্তীক্ষ্ণতরা উত
ইন্দ্রস্য বজ্রাভীক্ষ্ণীয়াংসো যেষামগ্নি পুরোহিতঃ ।
কোন সম্বন্ধগাহক পুণ্য কন্ঠে প্রয়োজন
সুতীক্ষ্ণ পরশু যাহা করে বালু অগবর্ণ ?
“সংমিমীতে ‘দীর্ঘায়ুদ্বয় শত শারদায়’”
অথর্বণে দীর্ঘ আয়ু শত বর্ষ দেখা যায় ।

শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ

শতং হেমন্তাচ্ছতম বসন্তান

“শতমিন্দ্রাগ্নীসবিতা বৃহস্পতিঃ

শতায়ুষা ঈবিষেগং পুনর্হুঃ ।

করিত যজ্ঞোপাসনা শত বর্ষ কামনায়
এইরূপ বহুমন্ত ঋক বেদে দেখা যায় ।
“য এবং বেদ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি”
দেখ এ ছান্দোগ্য মন্ত্রে জ্ঞানীর পার্থিব গতি ।

* যজুর্বেদ ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে '১২ হইতে ৩১ মন্ত্র দেখ ।

শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান বৃগীষ” . এবচন
কশঠকে দীর্ঘ আয়ুর সংখ্যা করে নিরূপণ ।

পশেদেম শরদঃশতং জীবেমঃ শরদঃশতং
শৃণুয়াম শরদঃশতং প্রব্রবাম শরদঃশতং
জিদ্দীনাঃ শরদঃশতং ভুয়শ্চ শরদঃশতং
“ইমং জীবৈভ্যঃ পরিধিঃ শতং জীবন্ত শরদঃ”

কুর্নব্বেবেহ কস্মানি জিজীৱমেষচ্ছতং সমা
এই যজুর্বেদে মন্ত্রে শত বর্ষের কামনা

লক্ষবর্ষ জীবী জীবে কদাপি সম্ভব নয়
অস্ত্রের কল্পনা ইহা অবজ্ঞার যোগ্য হয় ।

ছিল যদি ইচ্ছামুত্থা স্মায়াভ কামনীয়
যজ্ঞ . উপাসনা . কেন চতুর্বেদে দেখা যায় ?

গায় একবিংশ হস্ত . পরিমিত জীবগণ

ছিল সত্যযুগে . ইহা সম্ভবেনা .

আজানুলস্বিত হস্ত কিম্বা আকুঙ্কলস্বিত
ছিল সত্যে, কিসে দেহ হয়েছিল পরিমিত ?

কলির পঞ্জিকাকার নাহি ছিল বিদ্যমান
কার হস্তে একবিংশ হয়েছিল দেহমান ?

প্রসূত শিশুর হস্তে যদি পরিমিত হয়
বর্তমানে নরদেহ তাহা হতে ন্যূন নয় ।

আহো ! - কি সর্ববজ্র আর প্রবুদ্ধ পশুভগণ
নব্য স্মৃতি পাল্লিবলে করিছে বঙ্গ শাসন !
হইলেও ঋষি আখ্য নাহি ছিল সবে জ্ঞানী

নহে , বেদমন্ত্র জ্ঞানময় -

সর্বকালে জৈব মনে আছে, ছিল গুণত্রয়
হইয়াছে আমার প্রত্যয় ।

ক্ষিপ্ত ছিল নিরামিষী ফল মূল ভোজী ঋষি
অনেকের এই অনুমান..

ঋষিকৃত পশুবধে মাংসাহার সোমপানে

বেদমন্ত্রে আছে কি প্রমাণ ?

পঞ্চবাট্ ৫ মে পঞ্চৌ হীচম উক্ষাচ মে বশাচ
ম ঋষভশ্চ মে বেহচ্চ মে অনড্বাশ্চ মে ধেনুশ্চ ।

তাবি গোর্বয়ো দধুঃ দিত্যাবড্ গোর্বয়ো দধুঃ
পঞ্চাবি গোর্বয়ো দধুঃ ত্রিবৎসো গোর্বয়ো দধুঃ

তুর্যাবাড্ গোর্বয়ো দধুঃ পঞ্চবাড্ গোর্বয়ো দধুঃ

অনড্বান গোর্বয়ো দধুঃ ধেনুর্গোৰ্ণ বয়ো দধুঃ

উক্ষার্গোৰ্ণ বয়ো দধুঃ বশাবেহদ্বয়ো দধুঃ

বৃহদৃষভো গোর্বয়ো দধুঃ হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ ॥

পটং = বর্ষচতুষ্কং বহতীতি পটবাট্ তাদৃশী গোঃ পটৌ হী

উক্ষা = সেচনক্রমো বৃষঃ বশা = বক্ষা যুবাবৃষঃ ঋষভঃ বেহদ্বার্জ-

ষাতিনী, অনড্বান্ = শকটবহন ক্রমো বৃষঃ ধেনু = নবপ্রসূতা গোঃ

এতে মম বজ্রেন নিনিতেন করন্ত্যং স্বস্ব ব্যাপারসমর্থ্য ভবন্ত মহমপ

হোতা . যক্ষদগ্নিঃ স্বাহাজ্যস্ত্র স্তো কানাং
 স্বাহা মেদসাং পৃথক্ স্বাহা ছাগ মশ্চিভ্যাং ।
 স্বাহা মেঘঃ সরস্বতৌ স্বাহা ঋষভমিন্দ্রায়
 পরিস্কৃতা . যুতং মধু বান্ধাজ্যস্ত্র হোতর্যজ ।
 এই যজুর্বেদ মন্ত্রে সহজে সিদ্ধান্ত হয়
 ছিল যজ্ঞে পশুবধ প্রচলিত নিঃসংশয়
 গো জ্ঞা মেবাদি পশু ব্যবহারে এইমত
 ঋক্ সাং অথবেও আছে মন্ত্র শত শত ।
 যজ্ঞে দেবতা উদ্দেশ্যে হ'ত পশু ব্যবহৃত
 যদিও এমন্ত্রে দৃষ্ট হয়
 করিয়া পশু নিহত মাংস ব্যবহার বিধি
 এই মন্ত্রে হয় কি নিশ্চয় ।
 ঋগ্বেৎসর্গ শ্রাদ্ধ কালে গো, বুঘাদি দান বিধি
 বর্তমানে করি দর্শন
 কিন্তু নাহি বধ বিধি, শ্রোত যজ্ঞে পশু বধ
 কি উপায়ে কর নিরূপণ ?

ভোগক্ষমা ভবস্তিতার্থঃ দধু = দধতু প্রযজ্ঞন্তু কীদৃশী গোঃ ত্র্যাবিঃ
 ত্র্যয়েত্বয়ো যস্ত স্বার্থবৎসমো গোরিতার্থঃ । দিত্যবাট্ দিত্যং হবির্বহ-
 তীতি পঞ্চাবিঃ = স্বার্থ দ্বিবর্ষঃ ত্রিবৎসো গৌর্বয়ো = ত্রয়োবৎসা চতু-
 বৎসরাবা চতুর্ষং বর্ষং বহতীতি তুধ্যবাট্ গোঃ পষ্টং = ভারং বহতীতি
 পষ্টবাড্ । যজুর্ভাষ্যে মহীধর ।

যক্ষং = যজতু অজ্যস্ত্র = যুতস্ত্র স্তো কানাং = বিপ্রসাং মেদসাং =

ছাগন্ত বপায়া মেদসো জুষতাং হবির্হোতর্যজ
 মেবন্ত বপায়া মেদসো জুষতাং হবির্হোতর্যজ
 ঋষভন্ত বপায়া মেদসো জুষতাং হরির্হোতর্যজ
 স্বাহা লোহিতায় স্বাহা লোমভ্যঃ স্বাহা স্বচেভ্যঃ
 স্বাহা মাংসেভ্যঃ মজ্জভ্যঃ স্বাহা পয়াদে, মেদভ্যঃ
 হোতা যক্ষং সরস্বতীং মেঘন্ত হবিষ আবয়ং
 হোতা যক্ষদ্বন্দ্বমুঘভস্য হবিষ আবয়ং
 অগ্নয়ে অনীকবতে প্রথমজানালভতে
 বসন্তায় কশিষ্ঠলান্ গ্রীণায় কলবিক্ষান
 সোমায় হংসানালভতে ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং ক্রুঞ্চান
 সোমায় লবানালভতে নবরুণায় মহিমান
 রুরু রৌদ্রঃ কয়িঃ কুটকদাতৌ হস্তে বাজিনাং

বপাসম্বন্ধিনাং পৃথক্ স্বাহা = স্বাহাকারেণৈব যজ্ঞঃ সমস্থাপয়ন্তিত্যা-
 হেতি শ্রুতৈঃ সমাপ্তিবচনাঃ স্বাহাকারাঃ ভাষা মহীধর ।

হে হোতাঃ ! স্বঃ যজ । বপায়া = মেদসঃ হবির্জুষতাং = সেবে-
 তাম্ মেদঃ = মিশ্রভাগঃ - হবিষঃ - হবিঃ আবয়ং = অভক্ষয়ং
 অনীকবতে = অনীকুবদগুণাবশিষ্টায়গ্নয়ে । প্রথমজান্ = প্রথমগর্ভে-
 জাতান্ গ্রীণ্ অজান্ । কলবিক্ষান = চটকান্ কুটরূ = কুকুটান্
 অগ্নয়ে লোমভ্যঃ = স্বাহেতি প্রায়শ্চিত্তাহতয়ো দ্বিষদ্বারিংশং লোমাদীন্ত
 দানি লোমভ্যঃ স্বাহা = লোমানি জুহোমীত্যর্থঃ । স্বচেভ্যঃ মাংসেভ্যঃ
 পায়ুর্দম্ ইত্যাদি কয়ি = পক্ষীবিশেষঃ দাতৌহঃ = কলকর্কঃ
 তে ত্রয়ো বাজিনাং দেবানাং । যজুর্ভাষ্যে মহীধর ।

১মরুতাং স্কন্ধা প্রথমা কীকসা বিশ্বেষাং দেবানাং
 ২কুদানাং দ্বিতীয়া তৃতীয়া কীকসাদিত্যানাং
 বায়েঃ পুচ্ছমগ্নীষোময়ো ভাসদৌ ক্রুক্ষৌ

শ্রোগিত্যাং

ইত্যা বৃহস্পতি উরুভাঃ মিত্রা বরুণা বন্বাস্ত্যাং
 “উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ”

“যুতেনান্তৌ পশুংস্ত্রায়েথাম্” ..

“গোভির্বপাবান্নাধীনাসমঞ্জন্”

“গব্যএতদন্নমন্ত দেবাএতদন্ন মন্ধি”

যন্তেগাত্রাদগ্নিনাপচ্যমানাদভিশূলং

নিহতন্তাবধাবতি ।

মাতদ্ ভূম্যামাশ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যঃ .

স্তদুশদভোৱাতমস্ত ।

কীকসং = কুল্যামস্থি কীকসাং শব্দং কবোতি কীকসমস্তি ।
 ভাসদৌ = নিতম্বৌ শ্রোগিত্যাং = দক্ষবামাত্যাং কটিপ্রদেশাভ্যাং
 ক্রুক্ষৌ দেবৌ ত্রীগামি । গোভির্বপাবান্ = পশুসম্বন্ধিনীভির্বপাবান্
 বপাযুক্তঃ মধুনা মধুস্বাদোপেতেন যুতেন সমঞ্জান্ = হবীঃ বা ভক্ষয়ন্ ।
 এতদন্নমন্ত = ভক্ষয়ত এতদন্নমন্ধি = ভক্ষয় । হে অশ্ব ! অগ্নিনা পচ্য-
 মানান্তে = তবগাত্রাৎ = শরীরাতঃ যৎ উদ্রা রসো বা অবধাবতি
 অধস্তাদগচ্ছতি তথা নিহতন্ত = নিঃশেষেণ হতন্ত যৎ অঙ্গং শূলমভি
 অবধাবতি = শূলেণ পাকে ক্রিয়মাণে যন্নির্গচ্ছতি ভূমাং ন্না আশ্রিষৎ
 = ভূম্যাশ্লিষ্টং মাত্বৎ তথা তৃণেষু মাশ্রিষৎ = বিশদীন সময়ে তৃণলগ্নং

যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পকং য ইমাহঃ ।

সুরভি বিহরেতি !

যে চার্বতো মাংসভিক্ষা উপাসত উতো

তেষা মর্ভিগুণিত্ব ইমুতু

ইন্দ্র পীতস্য প্রজাপতি ভক্ষিতস্য মধুনত উপহৃত

উপহৃতস্য ভক্ষয়ামি ।

মধুমন্তুগিন্দু সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি ।

গোভিন সোমমশ্বিনা মাসরেণ পরিশ্রুতা

সমধাতং সরস্বত্যা সাহেন্দ্রে সূতং মধু ।

মাস্তু । কিং তর্হি তৎপতিতং তৃণলগ্নং সন্ধং দেবেভ্যো রাতু =
দন্তমস্ত বা দানে । কীদৃশেভ্যো দেবেভ্যো উশাস্তি = কাময়ন্তে তে
উশস্তঃ তেভ্যো অগ্নৌ = উরুসাক্ষিতাভ্যাম্ । ৬

যে জনাঃ পকং বাজিনং = অশ্বং পরিপশ্যন্তি = অশ্বং পক
ইতি জানান্তি ইত্যাহঃ = এবং কথয়ন্তি কিম্ সুরভিঃ সুরগন্ধঃ পাকো
জাতঃ যেচ জনাঃ অবতোহশ্বশ্চ মাংসভিক্ষামুপাসতে = হত শিষ্ট
মাংসযাচনাং কুবতে, উতো = অপিচ তেযাং অভিশ্রুতিঃ উদ্যমো
নোহস্মানিবতু প্রীণাতু । নিহর দেহীত্যাহঃ । ইন্দ্রপীতশ্চ = ইন্দ্রেণ
পীতোভক্ষিতস্তশ্চ, প্রজাপতিভক্ষিতশ্চ = প্রজাপতিনা ভক্ষিতস্তশ্চ =
মধুনতঃ = মধুরস্বাদোপেতশ্চ, উপহৃতশ্চ = কুতোপ হবশ্চ এবং বিধশ্চ
তবাংশং ভক্ষয়ামীত্যর্থঃ রাজানমিহ = যজ্ঞেহহং ভক্ষয়ামি, কীদৃশং
সোমং মধুমন্তুং = রসবন্তং ইন্দ্রুমাদি পরমৈশ্বর্যাপ্রদম্ । হে অশ্বিনা !
অশ্বিনৌ ! মাসরেণ পরিশ্রুতা = সহ গোভিন = গোপ্রভৃতি পশুভিশ্চ

এই ঋক্, যজু, মন্ত্রে “বপা” “মেদ” “মাংস” যত
করিছে। প্রমাণ যজ্ঞে হইত পশু নিহত।
কাকসা, ভাসদৌ, স্কন্ধ উরু শ্রোণি পুচ্ছমেদ
কিরূপ করে প্রদান না করিয়া পশুচ্ছেদ ?
“নিহতশ্চ” “আলভক্তে” আলম্বাদি” শব্দচয়
বধার্থ জ্ঞাপক, তাতে বধ প্রমাণিত হয়।
“পচ্যমান” “পকং” আদি যতশব্দ বিদ্যমান
মাংস স্নানাদি কর্ষে করিতেছে সাক্ষ্যদান।
“মাংস ভিক্ষা” “ভক্ষয়ামি” “অত্র” “অন্ধি” শব্দচয়
যজ্ঞে মাংস ভক্ষণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়।
ষট্শতানি নিযুজ্যন্তে পশুনাং, মধ্যমেহনি
অশ্বমেধস্য যজ্ঞশ্চ নবভিচ্চাধিকানি, চোতি।
মহীধর ভাষ্যেধৃত এই শাস্ত্র প্রবচন
অশ্বমেধে পশু সংখ্যা করিতেছে নিরূপণ।
সামবেদ হ’তে এবে করিয়া মন্ত্র উদ্ধার
করিলে সোমের ব্যাখ্যা থাকিবেনা দ্বিধা আর,
স্বাদিষ্টম মদিষ্টয়া পবস্ব সোমধারণা
অস্বক্ষত প্রবাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া।

সং নশ্চার্থে স্মৃতং = অভিস্মৃতং সোমং মধুচ হস্তে যুবাং সমধাতং =
আরোপয়ম্। যজুর্ভাষ্যে মহীধর।

হে সোম! স্বাদিষ্টয়া = স্বাদুতময়া, মদিষ্টয়া = অতিশয়েন মাদ-
য়িত্র্যা ধারয়া = পবস্বক্ষর। বার্জিনঃ = বলবন্তঃ সোমাসঃ = সোমাঃ

পবমান। 'অশ্বক্ষত পবিত্র মতি ধারয়া
 অভিদ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্ত ধারয়া ।
 উপোষু জাত মপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিস্কৃতম্
 অভি সোমাস তায়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্
 ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সূতঃ ।
 পবন্ত বাজসাতয়ে পবিত্রে ধারয়া সূতঃ ।
 সন্নিপ্লো 'অরুঘো ভুবঃ সৃপস্বাভির্ন ধেনুভিঃ
 স পবন্ত মদিস্তম গোভিরঞ্জা নো অজুভিঃ
 ইন্দ্রায় সোমপাতবে বৃত্রয়ে পরিষিচ্যাসে
 সং গোভির্বাসয়ামসি যদগোভির্বাসয়িষ্যাসে ।

গব্যায়, 'অশ্বক্ষত' = তদেচ্ছয়া প্র অশ্বক্ষত = প্রামুজ্যন্ত । পবমানাঃ
 = পূষমানাঃ সোমা ধারয়া পবিত্রম্ অভি = অভিভ্য অশ্বক্ষত =
 সূজ্যন্তে । অভি = ক্ষরন্তীতি শেষঃ । কিং প্রাত ? দ্রোণাণি =
 দ্রোণকলশান্ কে বভ্রবঃ = বভ্রবর্ণাঃ সোমাঃ শুক্রাঃ = দীপ্তাঃ কেন
 প্রকারেণ ? ঋতস্ত = অমৃতস্ত ধারয়া = ধারাকারেণ । সূজাতং
 সমাক্ প্রাহুর্ভূতং ভঙ্গং = শত্রুগাস্ত্রজকং গোভিঃ = গোবিকারৈঃ
 পয়োভিঃ পরিস্কৃতং = সংস্কৃতম্ । তায়বঃ = গমনশীলা সোমাঃ মদ্যং
 = মদকরং মদম্ = আত্মীয়ং রসম্ অভিপবন্তে = নির্গময়ন্ত ।
 মদঃ মদকরঃ সূতঃ = অভিযুতঃ সোমঃ 'মরুত্বতে = মরুত্বস্তদ্বতে
 ইন্দ্রায় = ইন্দ্রার্থং পবতে = ক্ষরতি । 'হে সোম ! সূতঃ = অভিযুতঃ
 'স্বম' বাজসাতয়ে = অন্নলাভায় পবিত্রে ধারয়া পবন্ত = ক্ষর হে সোম !
 'স্বং সৃপস্বাভিঃ' শোভনোপস্থানাভিঃ ধেনুভিঃ গোভিঃ গোবিকারৈঃ
 পয়োভিরিত্যর্থঃ সন্নিপ্লো = সন্নিশ্রিতঃ অরুঘভুবঃ = আরোচমানো-

এ স্কল সামমন্নে হইতেছে নীরূপিত
 তরল মাদক সোম হইত দ্রোণে রক্ষিত
 করিত সৃমাংস সোম ঋষিগণ ব্যবহার
 স্মামে পাবমান পর্ব প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার
 হয় রত্নার্থ বাঞ্জক সংস্কৃত শব্দ সমূহ,
 ব্যাকরণ করি আলম্বন
 প্রতিপন্ন বিভিন্ন অর্থ করিতেছে ভিন্নবাদী
 ভিন্ন ভাষ্যে করি দরশন ।

কে অভ্রান্ত কেবা ভ্রান্ত কি অসত্য কিবা সত্য
 কি প্রমাণে করিব নিশ্চয় ?
 ছিল যস্তে পশু বধ মদ্য মাংস প্রচলিত
 কি মুক্তিতে করিব প্রত্যয় ?

তরল মাদক সোম প্রমাণ করিছে বেদ
 সায়ণ, মহীৰ, ভাষ্যে নাহি তাতে মতভেদ ।
 ছাগাদির ব্যবহাবে যদিও অমত নাই
 ধেনু, গৌ, শব্দের ভাষ্যে অমতি দেখিতে পাই

ভব । তে মদিস্তম ! মাদয়িত্তম ! সোম ! অকুভিঃ = অজ্ঞান
 সাধনভূতৈঃ গোভিঃ = গোবিকাটৈঃ পয়োভিঃ অজ্ঞানঃ = অজ্ঞানানঃ
 স স্বং পবস্ব = ক্ষরত । হে সোম ! বৃদ্ধয়ে = বৃদ্ধস্ত হস্তে ইজ্ঞায়
 পরিতঃ পাত্রেষু সিচ্যাসে ॥

“ধেনুভিঃ গোভিঃ গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ” এই ছলে
 ধেনু শব্দে দুগ্ধ অর্থ আচার্য্য সাযন বলে ।
 সাযন, গোশব্দে অর্থ করিয়াছে “গোবিকার”
 ঋষভ বৃষভ শব্দে বিপরীত ভাষা তার ।
 প্রার্থনা দক্ষিণাকালে “সাযনের” ধেনুগণ
 চতুষ্পদ পশুরূপে করিত তৃণ ভোজন ।
 কিন্তু তাতে স্পর্শ মাত্র বধার্থক শব্দ যত
 হইয়াছে ধেনুজব, গোবিকারে পরিণত ।
 স্কন্ধ, ক্ষীর, সর্পি, পয়, নাহি হয় গোবিকার
 গোমূত্র গোময় কেন করে নাই অর্থ তার ?
 পাবমানী যো অধ্যোত্যাষিভিঃ সংভূতং রসম্
 তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পি মধূদকম্ ।
 এইরূপ সাম্মমন্ত্রে করিতেছি দরশন
 ক্ষীর, সর্পি, দুগ্ধ শব্দ আছে বেদে অগণন ।
 অস্ত্র প্রভ্রামনুদ্যতং শুক্রং দুদুহে অহুয়
 পয়ঃ সহস্রসান্নমিষি, মন্ত্রে “পয়”* দৃষ্ট হয়
 ক্ষীর, সর্পি, পয়, শব্দ ছিল পূর্বের প্রচলিত
 দুগ্ধ তরে ধেনু শব্দ কেন হবে ব্যবহৃত ?
 ধেনু গো যতপি বেদে দুগ্ধার্থ ব্যঞ্জক হয়
 পয়, ক্ষীরাদিও তবে গোবাচক নিঃসংশয় ।

সায়নের ভাষা যদি সমাজে হয় গৃহীত
 এইরূপ নবভাষা হবে তবে প্রচলিত,
 “অবিন্ধিত . উষ্ণ . ধেনু গরু বলপ্রদ হয়
 করিতেছে হাস্য রব দুষ্ক . ক্ষীর . সর্পি পয়।”
 যজুর্বেদ*

নবীন সংস্কারে বদ্ধ নবা ভাষাকারগণ
 বৈদিক বহু অনর্থ করিয়াছে সঙ্ঘটন
 বৈদিক বহু শব্দের হয় না অর্থ উদ্ধার
 নিরুক্ত ও বহুস্থলে দেখিতেছে অন্ধকার॥
 বেদের প্রাচীন ভাষা . নাহি কিছু বদমায়ে .
 . সায়নাদি আধুনিক হয়
 দুর্বোধ্য বৈদিক ভাষা, . কি অবিশি কিবা বিধি
 কি উপায়ে করিব নির্ণয় ?

যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া ছিল যবে প্রচলিত
 কি অর্থে এ’সব শব্দ” সেকালে হ’ত গৃহীত
 কি বিধি কি রীতি ক্রমে হ’ত যজ্ঞ সম্পাদিত
 দেখ ভারতাদি গ্রন্থে, হবে দ্বিধা বিদূরিত ।
 “ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথা . শাস্ত্রং মনীষিভিঃ
 তং তং দেবং সমুদ্दिष्टं পশ্বিণঃ . পশবশ্চযে ।

ঋষভাঃ শাস্ত্র পঠিতা স্তুত্বা জলচ্চরাশচযে
 সৰ্ববাং স্তানভ্য যুজ্ঞংস্তে তত্রাশিচয় কশ্মদি
 যুপেষু নিয়তাচাসীৎ পশুনাং ত্রিশতী তথা
 অশ্বরত্নোত্তরা যজ্ঞে কোন্তুয়ন্ত মহান্ননঃ

* * * * *

অপয়িত্বা পশুনন্তান্ বিধিবদ্ভিজসন্ত্বা
 তং তুরঙ্গং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ ।
 কলাভিস্তিসৃজিঃ রাজন্ যথা বিধি মনস্বিনীম্
 উদ্ধৃতা তু বপাং তন্তু যথা শাস্ত্রং দ্বিজাতয়ঃ ।

অপয়ামানুরব্যাং বিধিবদ্ভরতর্ষভ
 তং বপাদুমগন্ধং তু ধর্ম্মরাজঃ সহানুজৈঃ
 উপাজিহ্রদ্ যথাশাস্ত্রং সর্ববপাপাপহং তদা ।
 শিষ্টান্নান্নানি যান্নাসংস্তন্ত্যশ্বন্ত নরাধিপ
 তান্নাগ্নৌ জুহুবুধীরাঃ সমস্তাঃ ষোড়শত্বিজঃ
 ব্যাসঃ সশিষ্যো ভগবান্ বর্দ্ধয়ামাস তং নৃপম্ ॥
 কি বিধিতে অশ্বমেধ হয়েছিল সম্পাদিত
 ভারতের এই শ্লোকে হয় তাহা নিক্রপিত ।
 সশিষ্য বেদজ্ঞ ব্যাস ছিল যজ্ঞে বিরাজিত
 বেদার্থ ব্যাখ্যায় তথা নাহি হয় সম্ভাবিত ॥

নিযুক্তান্ত্র পশবস্তন্তুদিশ্য দৈবতম্
 উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ।
 শার্মিত্রেতু হযস্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে
 ঋক্ণিগ্ভিঃ সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতন্তুদা ।
 পশূনাং ত্রিশতং তত্র যুপেষু নিয়তং তদা
 অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ ।
 কেশল্যা তং হযং তত্র পরিচর্যা সমস্ততঃ
 কৃপাণৈর্বিবশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ।
 হযস্ত যানি চান্দ্রানি তানি সর্বানি ত্রাক্ষণাঃ
 অগ্নৌ প্রাস্তম্ভি বিধিবৎ সমস্তাঃ যোড়শর্বিজঃ ।
 করেছিল দশরথ যজ্ঞে পুত্র লাভ করে
 এইরূপে পশু বধ বাণ্যীকি বর্ণন করে ।
 পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দেখ করি সুবিচার
 বৈদিক শব্দের অর্থ থাকিবে না ভ্রম আর ।
 এবং বভূব যজ্ঞঃ স ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ
 কহব্রধনরত্নোঘঃ সুরামৈরেয়সাগরঃ ।

সর্পিঃপক্ষাহুদা • যত্র বভূবুচ্চানপর্বতাঃ
 রসালাকর্দমানদ্যো বভূবুর্ভরতর্ভত ।

ভক্ষ্যাংথাণ্ডবরাগানাং ক্রিয়তাং ভূজ্যতাং তথা
 পশূনাং বধ্যতাং চৈব নান্তুঃ দদৃশিরে জনাঃ ।

মন্ত-শ্রমন্ত-মুদিতং সুপ্রীত-যুবতী-জন্ম
 মদঙ্গশঙ্খনাদৈশ্চ " মনোরম মভিস্তদা !
 যজ্ঞশেষে নানাবিধ "মকারের" আয়োজন
 ভারতের এই শ্লোক করিছে প্রতিপাদন ॥
 পৌরাণিক বর্ণনায় নহে যদি তৃপ্ত মন
 দেখ "কস্ম মামাংসায়" কি করে প্রতিপাদন ।
 দার্শনিক যুগে যজ্ঞকস্ম ছিল প্রচলিত
 জৈমিনী বেদানভিজ্ঞ, নহে ইহা সম্ভাবিত ।
 "পশৌচ লিঙ্গদর্শনাৎ" "ছাগোবা মন্তবর্ণাৎ"
 পশোরেক হবিষ্ঠং সমস্ত চোদিতহাৎ
 পশৌতু চোদনৈকহান্ত্রস্য বিপ্রকর্মঃ স্যাৎ
 পশুঃ পুরোডাশ বিকারঃশ্রাদ্ধেবতা সামান্ঠাৎ
 তৎপ্রবৃষ্টির্গণেষু স্যাৎ প্রতি পশু যৎপ দর্শনাৎ
 তুল্য সর্বেষাং পশুবিধিঃ প্রকরণা বিশেষাৎ
 একধেত্যেক সংযোগাদভ্যাসেনাভিধানংশ্রাৎ
 একত্বাদ্বৈকভাগঃস্যান্ধাগস্যশ্রুতি ভূতহাৎ
 মাংস পাকো বিহিত প্রতিষেধঃ আল্হতি যোগাৎ
 "লিঙ্গদর্শনাচ্চ" ত্র্যঙ্গৈর্বা শরবদ্বিকারঃ স্যাৎ ।
 "তথায়ূপস্যবেদিঃ", "ন চাঙ্গবিধি রণঙ্গেস্যাৎ
 পশুং প্রত্যাহতা সা কুর্যাৎ বিদ্যমানহাৎ

বসিষ্ট ' সংনিধানাদুরূকেণ বপ্ণাভিধানম্
 পশাবনালস্ত্রাহিতশঃ ক্রতোরকস্মহম্ ।
 একেতু শ্রুতি ভূতত্বাৎ গবাং লিঙ্গ বিশেষণ
 অশ্বস্য চতুস্ত্রিংশতস্য • বচন্যদ্বৈশেষিকম্,
 "গবাস্য চ তদাদিষু" • "অব্যক্তাস্থতু সোমস্য"
 শামিত্রে চ পশু পুরোডাশো ন স্যাদিতরশ্চ
 অভক্ষ্য বা কস্ম ভেদান্তস্যাঃ সর্বপ্রদানত্বাৎ
 বচনং বাহজ্যে ভক্ষ্যস্য প্রকৃতৌ স্যাদ ভাগিত্বাৎ
 শশৌচ পুরোডাশে সমান, তন্ত্রং ভবেৎ
 এক পাত্রে ত্রুমাৎ অধ্বযুঃ পূর্বেবা ভক্ষয়েৎ
 অপ্রাকৃতত্বাৎ মৈত্রো বরুনস্য অভক্ষ ইম্
 "পাম ব্যাপচ্চতদ্বৎ" বচনাদনুজ্ঞাত ভক্ষনম্
 "বষট্ কারচ্চ ভক্ষয়েৎ" "অবিভাগাচ্চ শেষস্য"
 লিঙ্গ সমাখ্যানাত্যাং ভক্ষার্থতাহনুবাকস্ম্য ॥
 এইরূপ শত শত সূত্র করি প্রণয়ন
 করেছে • জৈমিনী মুনি • কস্ম বিধি নিরূপণ ।
 পূর্বব্রহ্মাংসার সূত্র করিতেছে • সাক্ষ্য দান
 ছিল যজ্ঞে পশুবধ, 'মাংসাহার, সোমপান,
 প্রাচীন শবর ভাষ্য দেখ করি অধ্যয়ন
 মাধবের নব্য ভাষ্যে তাতে কত বিলক্ষণ

নবীন সংস্কারে বদ্ধ নব্য ভাষ্যকার গণ
সূত্রার্থ ব্যত্যয় তরে করিয়াছে প্রাণপণ ।
করেছে যে ভাষ্যারম্ভে গজাননে নমস্কার
কেমনে গোহৃত্য বিধি লিখিবে লেখনী তার ?

বৈদিক যজ্ঞাদিকর্মে হইত পশু নিহত
ছিল এই প্রথা প্রচলিত
শ্রাদ্ধাদি অপর কর্মে হইত কি পশু-বধ ?
শাস্ত্র বাক্যে হয় কি নির্ণীত ? -

হবিষ্য মংস্যা মাংসৈস্ত শশস্য শকুনস্য চ
শৌকর চ্ছাগলৈরৈণৈ - রৌরবৈর্গবয়েন চ ।
ঔরভ্র গুবৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধাঃ পিতামহাঃ
প্রযান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্ত নিত্যং বাপ্রীণসামিষৈঃ ।
এইরূপে বহু শ্লোকে করিছে বিস্ময় পুরাণ
শ্রাদ্ধ কার্যে নানাবিধ পশুবধে বিধিদান ।
“যজ্ঞায় জগ্নিস্থাংসস্যেত্যেষ দৈবোবিধিঃস্মৃতঃ”
বলে মনু যজ্ঞে মাংস ভোজন বেদ - বিহিত ।
মধু পর্কে অভ্যাগতে গবাদি মাংস প্রদান
ছিল প্রচলিত পূর্বের সংহিতা করে প্রমাণ ।
তিলৈ ব্রীহি যবৈশ্চাষৈ রস্তু মূল ফলেন বা
দন্তেন মাংসৈ প্রীয়ন্তে বিধিবৎ পিতরো নৃণাং ।

দ্বৌমাসৌ মৎস্য মাংসেন ত্রীন্মাসান্ হরিণেন তু
ঔশ্বভ্রেনাশ্বৈঃ পঞ্চবৈ ।

ষষ্ঠ্যাসান্ ছা ন নবৈব তু
দশ মাসাংস্তু হিষামিষৈঃ ।

শৃশকুর্গয়োঃ মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু
সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ ।

বান্ধোনাস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী
কালীশাবৎ মহাশব্কাঃ গড়গ লোহামিষং মধু
অ্যানন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মূন্যন্নানি চ সর্ববিশঃ
মরিয়াও নাহি ভুলে মানব মাংসের রস ! !

এইরূপে মনুস্মৃতি করিয়াছে নিরূপণ
শ্রাদ্ধে মাংস বিধি, তাতে হয় তৃপ্ত পিতৃগণ ।

“শাঞ্ছেন গোমাংস ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত মান্নাতং”
তন্মধুপর্কাক্ষিকা শ্রাদ্ধেভ্যো অন্তত জ্ঞেয়ম্ ।

মনুতে গোমাংস বিধি শাস্ত্রশাস্ত্রে পাপ ভয়
এইরূপে , মেধাতিথি করিয়াছে সমন্বয় ।

শ্রোত ষজ্জে, শ্রাদ্ধ কশ্ম্যে, মধুপর্কে, মাংসদান
করিছে প্রমাণ বেদ, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ ॥

মাংসন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জলথেচরভূচরং
ত্রিবিধং মাংসং সংপ্রোক্তং দেবতা প্রীতি কারকং ।

মৎস্যস্তু ত্রিবিধং দেবি উত্তমাদম, 'মধ্যমং ।
 উত্তমং ত্রিবিধং দেবি শালপাঠীন 'রোহিতং ।
 প্রবীণং কণ্টকৈর্হীনং 'গৈলাক্লং বন্ধনৈর্যুতং
 দেব্যাঃ প্রীতিকরঞ্চৈব মধ্যমস্তু 'চতুর্বিবিধং ।
 গোমেঘাশ্বলুলাপোহথ গোধাজোষ্ট্র মৃগোন্তবং
 'মহামাংসাফকং প্রোক্তং দেবতা প্রীতি কারকং ।
 এইরূপে দেবোদ্দেশ্যে মৎস্য মাংসাদি বিচার
 করিয়াছে, দেবী প্রতি শিববাক্যে, তন্ত্রসার ॥
 করিয়া পশু হনন হবনাদি যজ্ঞকর্ম,
 পুনরায় জীবন " প্রদান
 করিতেন ঋষিগণ, . তুর্ক স্থলে বলে কেহ
 বেদে তার আছে কি প্রমাণ ?

যজ্ঞে হত পশু পক্ষী হইত পক্ষ ভক্ষিত
 শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্মসূত্রে হইতেছে প্রমাণিত ।
 বলে শাস্ত্র হতপশু করে স্বর্গে আরোহণ
 তবে তার প্রাণ দান সম্ভবে না কদাচন
 পশুশ্চেরিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিঃস্থোমে গমিষ্যতি
 স্বপিতা যজমানেন 'তত্র কস্মিন্ন হিংস্যাতে ?
 এইরূপ রুক্ষ বাক্যে চার্বাক উত্তর তার
 করিয়াছে পূর্বে, এবে দ্বিরুক্তি সেই বিচার ।

ভক্ষিত পশু পক্ষীর দেহাদি করি গঠন
 পুন্মরায় • প্রাণ দানে ক্ষমবান যেই জন
 দেবেদেদে, পশুবধ স্তুতি নতি আবাহন
 অপর • যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে তার কিবা প্রয়োজন ?
 স্ত্রী 'পুরুষ' সহযোগে পশুদেহ জাত হয়
 প্রকৃতির এই বিধি কভু লঙ্ঘনীয় নয় ।
 হলে ঋষি ব্রহ্মভূত, প্রকৃতি, প্রকৃতি তার
 প্রকৃতি বিরোধী কার্য্যে নাহি থাকে রুচি আর ।
 কিন্তু প্রাকৃতিক ক্রমে সে পশুর দেহ, মন,
 হ'য়ে ক্রমে বিবর্তিত লভে নবীন জীবন ।
 শোণিত শুক্র সংযোগে পুন নবদেহ হয়
 অন্ত ভাবে পুনর্জন্ম কদাপি সম্ভব নয় ।
 শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে, মধুপর্কে, ছিল মাংসাহার বিধি
 শাস্ত্র বাক্যে হয় প্রমাণিত
 কিন্তু অপর সময়ে . পশুবধ মাংসাহার
 ছিল নাকি সমাজে চলিত ?
 "মধু পর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃ দৈবত কৰ্ম্মণি
 অত্রৈব পশবো হিংস্যা নাশত্রেত্যবলীক্ষ্যন্তুঃ"
 মধু পর্কে বিপ্রগণ হ'ত সদা সম্মানিত
 শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্মে ব্রাহ্মণ হ'ত সদা নিমন্ত্রিত ।

যজ্ঞাদিতে কৰ্ম্মকৰ্ত্তা হইত ঋত্বিকগণ
 উদর করি পূরণ করিত মাংস ভোজন ।
 দেখিলে অন্যত্র মাংস পক্কিত কিম্বা ভক্ষিত
 ঝরিত জিহ্বার জল হ'ত মন প্রলোভিত ।
 মাংস লোভে এই বিধি করিয়াছে স্মৃতিকার
 কিন্তু সৰ্ব্বসন্মানিত নাহি ছিল মত তার
 বিনা ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম হ'ত পশ্বাদি পক্ক ভক্ষিত
 শত শত শাস্ত্র বাক্যে হয় ইহা প্রমাণিত ।

“রুক্রং কৃষ্ণমগাংশৈচ মেধ্যাংশ্চান্যান্ বনে চরান্
 ব্রাহ্মণানাং নিবেছ্যামভূঞ্জন্ পুরুষৰ্ষভাঃ ।
 ভূজানা মুনি ভোজ্যানি রসবন্তি ফলানিচ
 শুদ্ধবানহতানাক্ষ যুগানাং পিশিতান্যপি ॥”

যজ্ঞাদি বিনা বিপ্রাদি করিত মাংস আহার
 ভারতের এই শ্লোক প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার ।
 দেখ বনবাস কালে কিরূপে পাণ্ডব গণ
 মাংস বহু ফলাহারে করিত প্রাণ ধারণ ॥

“পাছুং প্রতিগৃহাণেদমাসিনঞ্চ নৃপাত্ত্ব
 যুগান্ পঞ্চশতৈকেব প্রাতরাশং দদানিতে ।
 ঐনেয়ান্ পৃষতাস্কুন্ হরিগান্ শরভান্ শশান্
 ঋক্ষান্ রুক্রান্শম্বরাংশ্চ গবয়াংশ্চ যুগান্ বহুন্ ॥

বরাহান্ মহিষাংশৈশ্চ বাশ্চাত্তা যুগজাতয়ঃ
 জ্ঞাদাস্যতি স্বয়ং তুভ্যং কুন্তি পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 যবে রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ করে
 ছিল এই আয়োজন আতিথ্যে তাহার তরে ॥
 সাক্ষাতে রম্ভিদেবস্য যাং রাত্রিমতিথিবসেৎ
 অলভ্যন্ত তদাগাবঃ সহস্রান্যেকবিংশতিম্ ।
 নারদের প্রমুখাং ভারত করে বর্ণন
 রম্ভিদেব গৃহে এই আতিথ্যের আয়োজন ॥
 'অদদদ্রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশাম্পতে
 বহু প্রকারান্ সুসাদূন ভক্ষ্য ভোজ্যান্ পর্বতান্
 রাজা মাক্রাতার গৃহে বিপ্রের মৎস্য ভোজন
 নারদের এই বাক্যে ভারত করে বর্ণন ।
 উচ্চাবচান্ যুগান্ জগ্মুর্মেধ্যাংশ্চ শতশঃ পশূন্
 সুরা মৈরেয় পানানি প্রভূতান্যুপহারয়ন্ ।
 উত্তরা বিবাহকালে, বিরাট, এ আয়োজনে
 করেছিল' আপ্যায়িত শ্রীকৃষ্ণে, পাণ্ডবগণে ।
 ততো ভোজ্যং '৮ ভক্ষ্যং ৯ পেয়ং চাক্ষক বৃক্ষয়ঃ
 বহু নানাবিধং চক্রে মর্দ্যং মাংসমনেকশঃ ।
 প্রভাস তীর্থ যাত্রায় রাম শ্রীকৃষ্ণাদি যত
 পাথেয় ভোজ্য সংগ্রহ করেছিল এই মত ।

মৈরেয় 'মৎস্য মাংসানি পানকানি' মধুনিচ
 চিত্রান্ ভক্ষ্য বিকরাংশ্চ চক্রুস্তস্য যথাপুরা।
 ভারত যুদ্ধের পরে এইরূপে প্রতাপালন
 করেছিল 'স্বতরাষ্ট্রে' সময়ে পাণ্ডব 'গণা'
 এই শ্লোকে তাত্‌কালিক প্রাত্যহিক খাদ্য যত
 আশ্রমবাসিক পর্বের বর্ণিছে মহাভারত ॥
 “মৃগং হস্তানয় ক্ষিপ্ৰাংলক্ষনেহ শুভক্ষণে”
 “বহুন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হস্তা চেরতুৰ্যমুনাবনে”
 “সলক্ষণঃ কৃষ্ণমৃগং হস্তা মেধ্যং প্রতাপবান্”
 এই গত রহ শ্লোক রামায়ণে বিদ্যমান।
 আগমিষ্যতি মে 'ভদ্রা' ধন্যমাদায় পুঙ্কলম্
 রুরূপ গোধান্ বরাহাংশ্চ হস্তা দায়ামিহং বহু।
 এই বাক্যে 'সীতাদেবী' করেছিল আবাহন
 যবে, লাক্ষণের বেশে কুটীরে আসে রাবণ।
 তাজৈশ্চাবিক বারাহৈর্নিষ্ঠান রস সঞ্চয়ৈঃ
 ফল নিযু্যহ সংসিদ্ধৈঃ সুপৈর্গন্ধ সঁসান্ধিতৈঃ
 বাপ্য মৈরেয় পূর্নাংশ্চ স্বর্ষমাংসচয়ৈর্বতাঃ
 প্রতপ্ত পৈঠৈর্লেক্ষ্যাপি 'মার্গ' মায়ুর কৌকুটৈঃ।
 এইরূপ ভাযোজন তাত্‌থ্যে ভারত তরে
 করেছিল 'ভরদ্বাজ', 'বাল্মীকি' বর্ণন করে।

কুশাস্তরণং সংস্কীর্ণে রামঃ সন্নিসসাদহ
 সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরৈয়কং শুচি
 পায়য়ামাস • কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ
 মীংসানিচ • সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানিচ ।
 করিতেন রাম, সীতা মদ্য মাংস ব্যবহার
 উত্তর কাণ্ডে এ শ্লোক প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার
 সে কাণ্ডে দ্বিজাতি ত্রয় করিত মাংস ভোজন
 বহু শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছে রামায়ণ ।
 “মাংসদোদনং পাচয়িত্ব সর্পির্গন্তু মশীয়াতাং
 ঈশ্বরৌ জনয়িত্বা উষ্ণেণ, ঋষভেন বা ” ।
 চতুর্বেদী পুত্রতরে গোমাংসের প্রচলন
 বৃহদারণ্যক শ্রুতি করিছে প্রতিপাদন ।
 শত শত শাস্ত্র বাক্যে হইতেছে প্রমাণিত
 বিনা শ্রাদ্ধ যজ্ঞ ছিল মাংসাহার প্রচলিত ।
 নব্যভাষ্যকার, নব ধর্ম্ম প্রবক্তক গণ
 করিয়াছে, করিতেছে, সত্য সত্য গোপন ॥
 বৈদিক যজ্ঞাদি, কর্ম্ম, পশুবধ, সোম পান
 স্বর্গপ্রদ বলি যা'রা করিয়াছে বিধি দান ।
 ইন্দ্র রুদ্র বরুণাদি ঋক্সাদের প্রকল্পিত
 অশ্বমেধে বিগর্হিত বিধি যার বিরচিত ।

করিত 'যজ্ঞাদি' কৰ্ম্ম যে ঋত্বিক, যজমান
 ছিল তারা লোভী অজ্ঞ শাস্ত্রই করে প্রমাণ
 দক্ষিণা লোভী ঋত্বিক, স্বর্গ লোভী যজমান
 বার্থ, লোভ, অজ্ঞতার, করিতেছে সাক্ষ্য দান।
 এখনও ধর্ম্ম কৰ্ম্মে যজমান 'পুরোহিত'
 স্বর্গ, দক্ষিণার লোভে হয় কৰ্ম্মে প্রণোদিত।
 বর্তমান পুরোহিত, কৰ্ম্মীর করি' বিচার
 দেখ মনোনেত্রে কৰ্ম্মী ঋষিদের ব্যবহার।
 ধর্ম্ম কৰ্ম্মাদিবিষয়ে অজ্ঞানীর বুদ্ধি ভেদ
 'করিবে না কভু, জ্ঞানীগণ
 করি কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কৰ্ম্মমার্গে অজ্ঞ জনে
 রাখিবে নিযুক্ত সর্ববক্ষণ।
 অজ্ঞে বা অর্দ্ধ প্রবুদ্ধে "সর্বব ব্রহ্মময়" এই
 উপদেশ দেয় যেই জন
 সেই প্রজ্ঞা বিহীনের, ভীষণ নিরয় জালে
 পতনের হয় সে কারণ।
 এই নীতি অনুসারে, অজ্ঞগণে কৰ্ম্মমার্গে
 রাখিতেন লিপ্ত জ্ঞানীগণ
 শাস্ত্রোক্ত বিধান ইহা, কিহেতু তাদের প্রতি
 করিতেছ দোষ আরোপণ ?

“নবুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্ম” সঙ্গিনাম্
যোজয়েৎ সৰ্বকৰ্ম্মানি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ।
অজ্ঞস্যাক্ষঃ প্রবুদ্ধস্য সৰ্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ ।”

তাৎপর্য্যঃ শ্লোক দ্বয়ের সম্যক করি বিচার
দেখ কি উদ্দেশ্যে ইহা রচিয়াছে শাস্ত্রকার ।
স্থপ্তিঃ প্রায় মোহাবস্থা প্রকৃত “অজ্ঞান” হয়
শাস্ত্রে “অজ্ঞ” “অপ্রবুদ্ধ” বাক্যে তাহা লক্ষ্য নয় ।
স্বরূপের বোধাভাবে একে ‘অজ্ঞ জ্ঞান হয়
সেই জ্ঞান, “অজ্ঞান” বা ভ্রান্তি আখ্যা নিঃসংশয় ।
এরূপ অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, হৃদয়ে নিহিত যার
অজ্ঞানী বা ভ্রান্ত আখ্যা হয় উপযোগী তার ।
করে যে কৰ্ম্ম স্বর্গাদি কিস্বা চিত্তশুদ্ধি তরে
তাহাকে ভ্রান্ত অজ্ঞানী, এ শ্লোক প্রমাণ করে ।
যাহা ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম আখ্যা, তাহা শ্রেয়প্রদ নয়
সে হেঁতু শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম যজ্ঞাদি অবিদ্যাময় ।
“ইষ্টাপূৰ্ণং মন্যমানা” মুণ্ডক শ্রুতি বচন
স্মৃতির এই সিদ্ধান্ত করিতেছে সমর্থন ।
“সৰ্বং ব্রহ্মেতি” ইহা নাহি জানে যেই জন
তারে অজ্ঞ অপ্রবুদ্ধ করে শ্লোক নিরূপণ ।

জীব ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান কর্মের কারণ হয়
 অবিद्या কর্মের ভিত্তি প্রভৃতি করে নিশ্চয় ।
 অবিद्या-স্বরূপ কর্মে জীবের অবিद्या ক্ষয়
 চিত্ত শুদ্ধি আদি ফল কদাপি সম্ভব নয় ।
 কর্মে শুদ্ধি হয়, কি, না, করিতে অবধারণ
 অশুদ্ধি শুদ্ধির তত্ত্ব জানা তব প্রয়োজন ।
 “মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধকামশুদ্ধমেব
 অশুদ্ধকামসঙ্কলং শুদ্ধকাম বিবজ্জিতম ।”
 আসক্তি বাসনা কিস্মা সঙ্কল কামাদি যত
 হয় চিত্তমল আখ্যা, শ্রুতির “এ অভিমত ।
 কিন্তু সঙ্কল কামনা বিহনে জীবের মন
 হয় শান্ত, ক্রিয়া হীন, সুষুপ্তিতে নিমগন ।
 যদি বল, “সচ্ছক্লে মনের শুদ্ধতা হয়
 অসৎ, সঙ্কলে মন হয় মলিনতা ময় ।”
 যেরূপ সঙ্কল যার সেরূপ করম করে
 প্রথমে হয় সঙ্কল কর্ম করে তার পরে ।
 প্রথমে চৌর্য্য সঙ্কল, পরে চুরি হয় কৃত
 অগ্রে চুরি, পরে ইচ্ছা, নহে কভু সম্ভাবিত ।
 সেইরূপ, শুদ্ধ মন ধর্ম্য কর্মে ব্রতী হয়
 কর্ম হ’তে শুভেচ্ছার উৎপত্তি সম্ভব নয় ।

আপেক্ষিক শুদ্ধ-সত্ত্ব অজ্ঞ, চিত্ত শুদ্ধি তরে
 নিত্য নৈমিত্তিক আদি নানা ধর্ম্য কর্ম্ম করে ।
 মনের ভিন্ন সঙ্কল্প, কারণ কার্য্যাদি তার
 কারণ শুদ্ধাশুদ্ধির, না করিয়্য সুবিচার,
 জড় বস্ত্তাদির ন্যায় যে জন কর্ম্মে নিরত
 থাকে তার মন ম্লান, ধোত অঙ্গারের মত ।
 পুনঃ পুন করি চুরি, পুনঃ পুন কারাগার
 ভোগিলেও কোন জীব, যায় না স্বভাব তার ।
 কেহ একবার মাত্র ভোগি দণ্ড চৌর্য্য তরে
 দেখি তার ফলাফল চৌর্য্য কর্ম্ম তাগ করে ।
 উভয়ের এ অবস্থা করি কেহ দরশন
 হয় সংযমিত, চুরি নাহি করে কদাচন ।
 কেহ নিত্য কর্ম্মে ধোত করিতেছে চিত্তমল
 কেহ করে পরিত্যাগ না লভি অভিষ্ট ফল ।
 উভয়ের কার্য্য দেখি, সম্যক করি বিচার
 বিবেকী না করি কর্ম্ম ণ্ডে সদ্য ফল তার ।
 মলিন বসন যদি পঙ্ক মধ্যে ধোত হয়
 হয় মালিন্য বর্দ্ধিত ইহাতে নাহি সংশয় ।
 নিকাম করম পক্ষে করি ধোত আমরণ
 কর্ম্মার চিত্ত মালিন্য নাহি যায় কদাচন ।

দেখে ব্যবহার ক্ষেত্রে ধর্ম্য কর্ম্মে হিন্দুগণ
 বিরূপ ঐহিক সুখ করিছে ভোগ এখন।
 করি সন্ধ্যা বন্দনাদি নিষ্কাম করম যত
 থাকে হিন্দু আমরণ আসক্ত, বাসনা রত।
 দেহি, দেহি বলি বিশ্বে কেহ কিছু নাহি পায়
 বাহা “কর্ম্ম যোগ” আখ্য ফল প্রাপ্তি হয় তায়।
 লভে কি বিদ্যার্থী বিদ্যা করিয়া দেবী পূজন ?
 শ্রমবলে বিদ্যালাভ করিছে বিধর্ম্মী গণ
 পূজি লক্ষ্মী ঘরে ঘরে দীন হীন হিন্দুগণ
 বিধর্ম্মী শিল্প বাণিজ্য করে, ধন আহরণ।
 করে হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্ম যে স্বর্গীয় সুখ তরে
 বিধর্ম্মী বুদ্ধি বিজ্ঞানে এবে তাহা ভোগ করে
 হিন্দুর স্বর্গীয় সুখ আকাশ কুসুম প্রায়
 ত্যজিছে প্রত্যক্ষ সুখ কাল্পনিক সুখাশায়।
 ভোগের সরল পথ করি হিন্দু প্রত্যাখ্যান
 করিছে বৃথা জল্পনা, আকাশে লক্ষ প্রদান।
 সত্ত্ব গুণে জ্ঞান বুদ্ধি হয় দীপ্ত প্রকাশিত
 মোহময় তম গুণে হয় বুদ্ধি আবরিত।
 কীর্ত্তন ক্রন্দন নতি প্রার্থনা স্তুতি বিনয়
 নাহি দেয়, বুদ্ধি জ্ঞান, বিজ্ঞানের পরিচয়।

ইহাতেছে সত্ত্ব আখ্য তামস সংস্কার যত
 সত্ত্ব তমে, তম সত্ত্বে ইহা আছে পরিণত ।
 তমগুণে অবিভূত ধর্ম্মাঙ্ক হিন্দুর মন
 বিধর্ম্মীর সত্ত্বগুণ নাহি করে দরশন
 নাহি জানে কর্ম্মযোগ অথবা কর্ম্ম কোশল
 বৃথা দম্ভ অভিমানে ভোগিছে নরক ফল ।
 বিষয় ভোগ বাসনা হৃদয়ে প্রবল যার
 ভোগ্য আহরণ চেষ্টা স্বাভাবিক ধর্ম্ম তার ।
 সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ এবে অপর জাতি সকল
 বিজ্ঞান বাণিজ্য শিল্প রাজ্য ধন তার ফল ।
 স্বাভাবিক ধর্ম্মচ্যুত সংস্কারাঙ্ক হিন্দুগণ
 হীনতা দীনতা ভীতি দারিদ্র্য দুঃখে মগন ।
 যেই প্রাকৃতিক ক্রমে হয় কালে ধ্বংসগত
 ভোগিয়া বার্কক্য ব্যাধি মানবের দেহ যত ।
 দীর্ঘশ্বাস উর্দ্ধ নেত্র স্বাভাবিক ক্রমে হয়
 হয় সে লক্ষণ যোগে মৃত্যুকাল নিরণয় ।
 সেই প্রাকৃতিক ক্রমে হয় ধ্বংস জৈব মন
 বিবেক বৈরাগ্য সেই ধ্বংসের পূর্ব লক্ষণ ।
 যেইরূপে কোন জন করি দেহ লক্ষমান
 দীর্ঘশ্বাস, উর্দ্ধনেত্রে করিলে মৃত্যুর ভাগ ।

তাহার সে প্রক্রিয়ায় মরণ সম্ভব নয়
করিয়া বৃথা প্রয়াস শুধু হাশ্বাস্পদ হয় ।
সেইরূপ ভোগাসক্ত বিষয়ী মানব গণ
করি বৃথা যোগ যাগ সাধনাদি আলম্বন
করিয়া নিষ্ফল কর্মে অমূল্য সময় ক্ষয়
ইহ পরকাল পণ্ড, বৃথা হাশ্বাস্পদ হয় ।

“দুঃখাদুঃখং জলাভিষেকবনজাড্য বিমোহঃ”
“কাম্যেহকাম্যেহপি সাধ্যত্বা বিশেষাৎ”

করিছে প্রমাণ পুন সাংখ্যের এ সূত্র দ্বয়
কাম্যাকাম্য সর্বব কর্ম দুঃখের কারণ হয় ।
বিষয়ী জীবের তরে ধর্ম কর্মের বিধান
জাড্যে জলসেক, করে সমধিক দুঃখ দান ।
সংসারের গুরুভারে সদা জীব নিপীড়িত
তদুপরি ধর্মকর্মে হয় হিন্দু নিষ্পেষিত ।
নাকরি নিষ্ফল কর্মে অমূল্য সময় ক্ষয়
বিজ্ঞান শিল্প চর্চায়, হয় কত ফলোদয় ।

এরূপ নিষ্ফল কর্মে অজেত যে যোজনা করে
নহে সে-হীতার্থী জ্ঞানী তার যুক্তি স্বার্থ তরে

নাহি ছিল পূর্বের, নাহি বর্তমানে পুরোহিত
বিনা দক্ষিণাদি স্বার্থ হয় কর্মে প্রণোদিত ।

করিত ' যজ্ঞাদি কস্মৈ অধ্বৰ্য্য ঋত্বিকগণ
 দক্ষিণা বিভাগে দ্বন্দ্ব করে, শাস্ত্র নিরূপণ ।
 লভিতে বিদ্বান ঋগ্ভি দক্ষিণা-স্বার্থ সহিত
 নিশ্চয় এ শ্লোক দ্বয় ব্যবসায়ী বিরচিত ।
 অজ্ঞ বা অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ উপদেশ প্রার্থী হয়
 "সর্বং ব্রহ্ম" বাক্যে যদি তা'দের হয় নিরয়ণ
 তদ্বজ্ঞ পূর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়াছে "যেইজন
 তার এই উপদেশে বল কিবা প্রয়োজন ?
 "সর্বং ব্রহ্ম" উপদেশ কর্তব্য কাহাকে দান
 স্বার্থাক্ত শ্লোক প্রণেতা করে নাই প্রণিধান ।
 আসক্ত বাসন্যুরত মোহমুগ্ধ হিন্দুগণ
 ব্রাহ্মণাখ্য নিষাদের বাগুরা করি ছেদন ।
 বিজ্ঞান বাণিজ্য বলে করি ভোগ্য আহরণ
 ভোগ তৃষ্ণা শাস্ত্র তরে করে যদি আকিঞ্চন ।
 সম্ভোগে, বিচার বলে, বাসনা হইলে ক্ষয়
 বিবেক বৈরাগ্য যদি হৃদয়ে উদ্ভিত হয় ।
 শমাদি গুণ সম্পন্ন যদি কেহ 'হ'তে পারে
 শ্রোত্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ গুরু উপদেশ দেয় তারে ।
 বৈরাগ্য প্রসাদে যার হয় দূর চিন্ত মল
 ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশে লভ্য সেই সত্ত্ব ফল ।

বিস্তারি গোণ ব্রাহ্মণ ধর্ম আখ্য কস্মিজাল
 করিয়াছে ভারতের পণ্ড ইহ পাকাল!
 ঋষি আখ্য সকলেই নাহি ছিল জ্ঞানবান
 বৈদিক সময়ে ছিল জঘন্য কত বিধান।
 ছিল মকারের বশ নৈদিক ব্রাহ্মণ গণ
 শতশত বেদমন্ত্র করিতেছে নিরুপণ।
 করিয়াছে গুপ্তহত্যা ভারতের অবতার
 পরকীয়া প্রেমলীলা ভাষান্তরে ব্যভিচার।
 স্বভাব্যা দ্যুত ত্রীড়ায় যেই জন করে পণ
 “ধর্মপুত্র, ধর্মরাজ” ছিল তার বিশেষণ।
 বিদুরাদি জ্ঞানী, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ মহাবল
 ভারত সাম্রাজ্য সভা করিত, যবে উজ্জ্বল
 সভামধ্যে রজস্বলা বধুর কেশাকর্ষণ
 উলঙ্গ করিতে চেষ্টি করেছিল দুঃশাসন
 দেখেছে নিশ্চেষ্ট ভাবে যাহারা এ অত্যাচার
 তাহারা যদ্যপি বীর, কাপুরুষ কেবা, আর ?
 পাপ পূর্ণ বলি এবে বলিছে ব্রাহ্মণ গণ
 এরূপ নৃশংস কস্মি কর কোথা দরশন ?
 পৌরাণিক ইতিবৃত্ত করিয়া দেখ বিচার
 ঘুচিবে সর্ব সন্দেহ থাকিবেনা ভ্রম আর।

ছিল পূর্বের পুণ্যময় এখন পাপ প্রবল
 একপ কল্পনা স্বধু অন্ধ সংস্কারের ফল
 ত্যজি বৃথা দম্ভ, দ্বেষ, মত ভেদ, মনাস্তর
 সময়ের শ্রোত সহ হও 'সবে' অগ্রসর।

কিহেতু কর বেদের, পূর্ববর্তন পুরুষের,
 ঋষিদের দোষ প্রদর্শন ?

সামাজিক ধর্ম কর্ম, রীতি নীতি সংস্কারাদি
 'খণ্ডনের কিবা প্রয়োজন ?

চির পূজ্য ব্রাহ্মণের করিতেছ অপবাদ
 হইয়াও 'আপনি ব্রাহ্মণ !

বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ করি উন্মূলন বল
 করিবে কি মঙ্গল সাধন ?

কেন কর শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র বাক্যে
 প্রতিপন্ন আমিষ আহার ?

হইবে বিদ্বস্ত ধর্ম সামাজিক ভেদাভেদ
 ওব মত হইলে প্রচার।

কেন তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ করিতেছ বরিষণ
 নাহি তব অপमानে ভয় ?

অশ্লকে কাঁহলে কটু প্রত্যুত্তরে কটু কথা
 কটু বক্তা শুনিবে নিশ্চয়।

লিখিয়া ঐরূপ গ্রন্থ স্বীয়, কিম্বা সমাজের
 করিছ কি মঙ্গল সাধন ? “
 তোমার গুঢ় উদ্দেশ্য করিয়া প্রকাশ এবে
 কর মম দ্বিধা নিবারণ ।

“আমার পূর্ব পুরুষ ছিল জ্ঞানী, বীর্যবান”
 ভীরু, অজ্ঞ, দীন হিন্দু করে এই অভিমান ।
 নাহি শারীরিক শক্তি নাহি মানসিক বল
 এই বুঝা অভিমানে হয় বল কোন ফল ?
 ছিল “বিদ্যারত্ন” মম পিতামহ মহাশয়
 এবাক্যে, নিরেটমূর্থ অধু হান্ত্যাস্পদ হয় ।
 নাহি যাহাদের কিছু করিতে এ অভিমান
 লভিতেছে তাহারাই সাম্রাজ্য শক্তি বিজ্ঞান ।
 পূর্ব সমৃদ্ধির গর্বে না করিয়া আশ্ফালন
 কিবা সত্য কিবা মিথ্যা জানা তব প্রয়োজন ।
 কোন্ দোষে হিন্দু জাতি হইয়াছে নিপতিত
 না জানিলে পুনোন্নতি নহে কভু সম্ভাবিত ।
 সতত পশ্চাৎ দিকে হিন্দু দরশন করে
 কি করিত পূর্বকালে কেবল ভাবে অস্তুরে ।
 সম্মুখে গন্তব্য পন্থা যে না করে দরশন ।
 নিশ্চয় হয় পতিত সেই মন্দ বুদ্ধি-জন ॥

করিয়াছি : বহুশাস্ত্রে সত্যের অনুসন্ধান
 কিন্তু নহি সুপণ্ডিত, নাহি গাণ্ডিত্যাভিমান ।
 আছি এবে, এতীয়ারতে সুপণ্ডিত অগণন
 শাস্ত্র বাক্যে, যুক্তি বলে কর ভ্রম প্রদর্শন ।
 হয় ভ্রান্তি নিরাকৃত, সত্যের হয় প্রচার
 ইহাই গ্রন্থের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইহা আমার ।
 নাই হুব ক্ষুণ্ণ, কেহ করিলে গ্রন্থ খণ্ডন
 যে ঘূর্ণাবে ভ্রম, মম নমস্য গুরু সেজন ।
 ধর্মাশ্রম ধরমের উদ্দেশ্য হয়ে বিশ্বৃত
 রথা দস্ত অভিমানে হ'তেছে বর্ণজ স্ফীত ।
 রীতি নীতি শিক্ষা দীক্ষা সকল শ্রেষ্ঠ তোমার
 তবে কেন দাস তুমি, বহিছ নিগড় ভার ?
 দেখ আপনার দশা করি নৈত্র উন্মীলন
 তবসম হীন, হয় আছে বিশ্বে কোনজন ?
 হ'য়েছ অমৃত রীতি, অভিনব ধর্ম্য রত
 নেটিভ, নিগার, হিন্দু, অন্ধ সত্যে পরিণত ॥
 আছে কি বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কস্মি এখন
 অগ্নিরক্ষা ব্রহ্মচর্য্য বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ?
 আছে কি বিবাহ প্রথা চতুর্বর্ণে প্রচলিত ?
 দ্বিজাতিত্রয়ে একত্রে হয় কি অন্ন ভক্ষিত ?

আছেকি ক্ষেত্রজ পুত্র, আছেকি দেবর, পতি ?
 ব্রহ্মচার্য্য বিদ্যাভলে শূদ্রের ব্রাহ্মণ্যে গতি ?
 আছেকি গান্ধর্ব আর 'স্বয়ম্বর' প্রচলিত ?
 মধুপর্কে, শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে গোবধ স্বেদবিহিত ?
 আছেকি শূদ্রের প্রতি মনুপ্রোক্ত অত্যাচার ?
 আছেকি সহমরণ, অহো ! বালবিধবার ?
 ছিল কি পুতুল পূজা, নাম জপ সঙ্কীর্তন ?
 কালী দুর্গা রাধা কৃষ্ণ কোথায় ছিল তখন ?
 হরি নামে সদ্য মুক্তি সহজে লভে এখন !
 জানিত কি, এই পন্থা অস্ত্র মূনি, ঋষিগণ ?
 ছিলকি চলিত পূর্বের অথবা কোন বিধান ?
 ত্রত নিয়মাদি যাহা দেখি এবে বিদ্যমান ?
 ছিল কি রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিকাদি ব্যবচ্ছেদ ?
 কুলীন, বংশজ, কাপ, তাহাতেও নানা ভেদ ।
 ছিল কি অষ্টমবার্ষ্য গোরীদান প্রচলিত ?
 কন্যাপণ পুত্রপণ 'যা'তে সবে নিপীড়িত ।
 ছিল কি বিধবা তরে অস্মুহীন উপাস ?
 নাকরিলে যাহা, হয় এবে জাতি ধর্ম্ম নাশ ॥
 ধর্ম্ম, রীতি, পূর্বাপর করিয়া দেখ বিচার
 ক্রিপে পরিবর্তিত হয় সর্বব্যবহার ।

জড় জীব ভাব বৃত্তি হয় সদা • বিবর্তিত
 তৎ ধর্ম, রীতি, নীতি, নহে, ইহা সম্ভাবিত ।
 শ্রীলিকা বিবাহ পাপ মানিত খৃষ্টান যত
 সমাজে বিধিতে তাহা দেখে এবে, পরিণত ॥
 সর্বদেশে রীতি, নীতি, হ'তেছে পরিবর্তিত
 মানব সমাজ ক্রমে হইতেছে অভ্যাদিত ।
 কুরীতি, অন্ধ বিশ্বাস,—বিষয় অগণন
 হিন্দু সমাজের অঙ্গ করিয়াছে আবরণ ।
 স্পর্শ মাত্র হয় ভীত চমকিত হিন্দুগণ
 কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসার হইয়াছে প্রয়োজন ।
 দূরদর্শী চিন্তাশীল, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ গণ
 দেখি সময়ের গতি করিলে পরিবর্তন ।
 হ'য়ে অন্তরায় দূর • জাতীয় • উন্নতি হয়
 দেখ বিদেশীয় রীতি তাহাদের অভ্যাদয় ।
 অজ্ঞাতে সংস্কার, রীতি, হয় যার বিবর্তিত
 অলক্ষ্যে • ধর্ম বিশ্বাস হয় যা'তে সংক্রামিত ।
 সে জাতির অধোগতি স্বাভাবিক সুনিশ্চিত
 করিয়া দেখে বিচার, হবে ভ্রম তিরোহিত ॥
 দৃষ্টমান সর্ববস্তু, জীবের, শরীর, মন
 প্রভাবতঃ কাল ক্রমে করিতেছে বিবর্তন ।

সেই ক্রমে সমাজাদি হ'তেছে পরিবর্তিত
 জাগ্রত উদ্ভিত হয় সুপ্ত হয় নিপতিত ।
 কিন্তু পতনের তব নিম্নে আর নাহি স্থান
 তবে নিষ্পেষিত, মৃত, না করিলে ভাষ্যস্থান ॥
 বদ জননীর জীর্ণ মলিন সমাজ নামে
 ঘোড়া, তালি, রফু-কর্ষ করিয়া বহু আয়াসে ।
 সমাজ, ধর্ম, সংস্কারে প্রয়াসী হিতার্থী যত
 করিয়াছে কদাকার কষ্ট রূপে পরিণত
 বহিতে পারেনা মাতা সে কষ্টার গুরুভার
 সহিতে পারেনা আর বিজ্ঞান নিন্দা দিক্কার ।
 ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ কষ্টা করি এবে উন্মোচন
 বড় সাধ পরাইতে নূতন শুভ্র বসন ।
 তব, গীতা সংহিতাদি সে বস্ত্রের সূত্র প্রায়
 নবীন বসন কালে নিশ্চিত হইবে তায় ॥
 সম্রাট, রাজপুরুষ, লক্ষপতি ধনিগণ
 সাহসী, সুবীর, শিল্পী, রাজ নীতি বিচক্ষণ ।
 বিদ্বান, বিজ্ঞানী, কিস্তা যেইজন বুদ্ধিমান
 বিবেক বৈরাগ্য বলে ল'ভেছে যে তত্ত্বজ্ঞান ।
 মানব সমাজে "তারা শ্রেষ্ঠ গণ্য মান্য হয় ।
 এই রীতি স্বাভাবিক সার্বভৌম বিশ্বময় ।

গুণের বিচার কিন্তু নাহি করে, হিন্দুগণ
 দেখে শুধু কোনজন কিবন্তু করে ভোজন ।
 হয় সিন্ধু মুক্ত গণ্য করে যদি উপবাস
 সাধকাথ্য, খায় যদি ফলমূল পত্র ঘাস ।
 নিরামিষে দুগ্ধ পানে কিঞ্চিৎ পায় সম্মান
 আমিষীকে অনেকেই করে নরাধম জ্ঞান ।
 কার স্পৃষ্ট অন্ন আর কি বস্তু করে আহার
 তাহা আলম্বনে হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব করে বিচার ।
 গোভোজী বিদ্বান, বীর, রিক্তজানীর তুলনায়
 বহু নিরামিষা, হিন্দু হীন, পশুদির প্রায় ।
 দেখিয়াও কভু ইহা নাহি দেখে, হিন্দুগণ
 সঙ্কীর্ণ সংস্কারে নেত্র রাখে, করি আবরণ ।
 কিচক্ষে দেখে ইহার, অজ্ঞ ভীকু হিন্দুগণে
 আহার-গর্বে গর্বিত হিন্দু নাহি ভাবে মনে ।
 নিরামিষাহারে কান্ শক্তি জ্ঞান প্রয়োজন ?
 করে কোন অভিমানে নিরামিষী আশ্ফালন ?
 নিরামিষী আমিষীকে সদা স্বর্ণা নিন্দা করে
 তমোময় দম্ভ, দ্বেষ নিহিত তার অন্তরে ।
 আমিষী নিরামিষীকে নাহি করে আক্রমণ
 কি আহার তমোময় বিচার কর এখন ।

দন্ত, দ্বেষ-হীন শাস্ত্র আমিষ আহারী, 'হায়!
 করি মৎস্য মাংস ত্যাগ দেখে ধরা সরা প্রায়।
 আহার্যের গুণ যদি মনে সংক্রামিত হয়
 নিরামিষে হয় জাত দন্ত, দ্বেষ তুমোন্ময়।
 সতত বিদ্বেষ-বুদ্ধি পোষণ করে অশুভে,
 গোভোজী মানবগণ অস্পৃশ্য হিন্দুর তরে।
 অজ্ঞতা অন্ধতা বশে জ্বালিছে বিদ্বেষানল
 হ'তেছে গৃহ বিবাদ একমাত্র তার ফল।
 গোবধ, গোমাংসাহার করিতেন ঋষিগণ
 দর্শন, বেদান্ত, বেদ করিতেছে নিরূপণ।
 মধুপর্কে শ্রাদ্ধাদিতে গবাদি মাংস প্রদান
 কারছে প্রমাণ যত সংহিতা, তন্ত্র, পুরাণ।
 যে কৰ্ম্ম করিত পূজ্য পূর্ব ঋষি মুনিগণ
 তার তরে অগ্নে দ্বগা কর এবে কি কারণ?
 ঋষির রক্ত প্রবাহ, যদ্যপি দেহে তোমার
 কি যুক্তিতে গোভোজীর স্পর্শে হয় তর্নাচার?
 গোভোজী বর্শিষ্ঠ যদি আসে এবে গৃহদ্বারে
 করিবেকি আবাহন, স্পর্শকি করিবে তারে?
 বিষম-ভোজ্য ও পৃথ্য সৃষ্টি সবলের তরে
 রোগে, অগ্নিমান্দ্যে জীবভোজ্যের বিচার করে।

“খাদ্য পদার্থের গুণ মনে সংক্রামিত হয়
 আমিষ আহারে বৃদ্ধি হয়, তম গুণচয়” ।
 বলিয়া, ধর্ম্মাভিমानी করি মাংস প্রত্যাখ্যান
 আপন তমগুণের করিতেছে ‘সাক্ষ্যদান’ ।
 তবু গড়লিকা ন্যায়ে অবিবেকী জীবগণ
 ভাবে, নিরামিষাহার ধর্ম্মের মুখ্য লক্ষণ ।
 বংশ পরম্পরাগত ভোজ্য বস্তু প্রত্যাখ্যান
 মানসিক অন্তঃস্থতা করিছে স্পষ্ট প্রমাণ ।
 ত্যজিয়া সংস্কার কর সোহংগীতা অধ্যয়ন
 বুঝিবে আহার তত্ত্ব-বিচারের প্রয়োজন ॥
 সত্যপ্রিয় বিজ্ঞান স্পষ্টবাক্যে তুষ্ট হয়
 যদিও সে সত্যকথা প্রতি সুখকর নয় ।
 চতুরের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হয় মুর্থ গণ
 নিঃস্বার্থ নহে স্তাবক শুভাখী নহে কখন ।
 দেখিয়া দেশের দশা কাঁদিছে আমার মন
 মনো দুঃখে রুদ্ধ বাক্য করিতেছি বরিষণ ।
 হয় নাই আমিদানী, বিদেশ হইতে মম
 দিতে মুক্তি হিন্দুগণে বুঝাইতে মুক্তিক্রম ।
 জানিনা ভূতের গল্প তুমিতে বালকগণে
 অজ্ঞতার, মূঢ়তার করিব স্তুতি কেমনে ?

নাহি শক্তি করি সৃষ্টি নিত্য নব, অবতার
করিতে হিন্দু জাতির সদেহে সত্তা উদ্ধার ।
যাহা জানি যাহা বুঝি করি যাহা সত্যজ্ঞান
কহিব প্রমুক্ত প্রাণে সাধিতে তব কল্যাণ ।
কুরে নিন্দা, কহে কটু যদি কেহ প্রত্যাশের
তাহাতে সম্ভাপ কভু হবেনা গম অন্তরে ।
নিন্দা ভয়ে ভীত আর যশ লুকু য়েইঅন
এরূপ অপ্রিয় গ্রন্থ লিখে কি সে কদাচন ?
সত্যং ক্রিয়াং প্রিয়ং ক্রিয়াং নক্রিয়াং সত্যমপ্রিয়ম্
এরূপ নীতি পালনে চিত্তার্থী হয় অক্ষম ।

প্রবল অবিদ্যানলে হিন্দুর সৌভাগ্য গৃহ
হহঃশব্দে জ্বলিতেছে হায় !
দারিদ্র, দাসত্ব, দন্দ সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস
সে অনলে দীপ্ত শিখা প্রায় ।

জ্বলন্ত গৃহে শায়িত সুপ্ত জীবে জাগাইতে
তুষ্টি রুষ্টি কেবা লক্ষ্য করে ?
বুঝিয়াছি, কেন তুমি না কহি মধুর বাণী
ডাকিতেছ তাঁর রুদ্ধ স্বরে ।

বুঝিয়াছি, মূর্তি পূজা হোঁম, পশু বলিদান
 'যেইরূপে সম্পাদিত' হয়
 শ্রৌত যজ্ঞাদিও পূর্বে . ইহঁত কৃত সেভাবে
 উদ্দেশ্যে বা ফলে ভিন্ন নয় ।

ইহঁলে পুত্র পীড়িত পুরোহিত বৈদ্যাগৃহে
 দ্রুত পদে করেন গমন ।
 ই'লৈ, রুগ্ন যজমান করেন শাস্ত্র বিধান
 চণ্ডী পাঠ, পূজা, স্বস্ত্যয়ণ ।

দিগা পূজোপাদানে করিতেছে অর্থব্যয়
 যজমান স্বর্গলাভাশায় ।
 পুরোহিত মন্ত্রবলে পদানি ঐঙ্গিত ফল
 লাভিতৈছে জীবন উপায় ।

যজমান-আকাঙ্ক্ষিত আত্মীয়িক ফললাভ
 ধর্ম 'কর্ম্মে' হয় বা নাহয় ।
 প্রত্যক্ষ ঐহিক ফল পুরোহিত-ব্রাহ্মণের
 সদ্য লাভ হ'তেছে নিশ্চয় ।

বর্তমান পুরোহিত পূর্বের ঋত্বিক, ঋষি
 এক ছাঁচে ঢালা মূর্তি দ্বয়
 ছিল ঋষিদের মধ্যে অবিদ্বান, স্বার্থপর
 এবে মম হ'তেছে প্রতীয় ।

শব্দ প্রমাণ ।

অপর। ও পরাভেদে বিদ্যাপর্ব, ভেদবাদ

আয়ুর্বেদ জ্যোতির্বেদ ধনুর্বেদ ভূবিজ্ঞান
সাহিত্য গণিত আদি লভে বিদ্যা অভিধান ।

কিন্তু এসকল বিদ্যা স্থূল, একদেশী হয়
বিদ্যাপর্বের বিদ্যা শব্দে সেই বিদ্যা লক্ষ্য নয় ।

কি এ দৃশ্যমান, বিশ্ব কিবা তার উপাদান
দ্রষ্টা “আমি” কি পদার্থ ? করি যেন অভিমান ।

দ্রষ্টা দৃশ্যে কি সম্বন্ধ, কিরূপে সংযোগ হয়
উভয়ের আদি কোথা, কোথায় হয় বিলয় ।

দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনের আছে কি কোন কারণ
থাকিলে কারণ, তার স্বরূপাদি বিবরণ ।

যাতে এ সকল তত্ত্ব হয় জীব সুবিদিত
হইল এ বিদ্যাপর্বের তাহা বিদ্যা নামাঙ্কিত ।

কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নির্ণয় তরে
ভিন্ন শ্রুতি ভিন্ন তত্ত্ব ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে ।

“তস্মাদ্ভাঃ এতস্মাদাত্মান আকাশঃ সম্বৃতঃ” ইয়
 এই ক্রমে “তৈত্তিরীয়” করে সৃষ্টি নির্ণয় ।
 “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততোবৈ সদজায়ত”
 তৈত্তিরীয়ে । মন্ত্রদ্বয়ে বিরুদ্ধ দ্বিবিধ মত ।
 “যথোর্নানাভিঃ সজাতে গৃহতেচ” সেই মত
 কিম্বা “সুদীপ্তাং পাবকাদিস্ফুলিঙ্গাঃ” শত শত ।
 সেরূপ “অক্ষর” হ’তে বিশ্ব জাত ধ্বংস হয়
 এই মন্ত্রে সৃষ্টিক্রম মুণ্ডক করে নির্ণয় ।
 “সদেব ইদমগ্র আসীদেক মেবাহদিতীয়ম্”
 এভাবে ছান্দোগ্যশ্রুতি বর্ণিয়াছে সৃষ্টিক্রম ।
 “নৈবেহ কিঞ্চন অগ্রে” আরণ্যকে এবচন
 “মৃত্যু” হ’তে সৃষ্টিক্রম করিয়াছে নিরূপণ ।
 ষত্রাদিত্যাশ্চ । রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতা
 যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং যশ্চাধিষ্ঠতি ।
 এইরূপ বহুমন্ত্রে বলে শ্রুতি অথর্ববর্ণ
 দৃশ্যমান এ বিশ্বের ব্রহ্মই হয় কারণ ।
 “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ” কল্পনা করি কারণ
 তাহা হ’তে সৃষ্টি ক্রম করে যজু নিরূপণ ।
 প্রভবঃ সর্বং ভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ
 সর্বং জনয়তি প্রাগশ্চেতোং শূন পুরুষঃ পৃথক্ ।

বিভূতিং প্রসবং হ্যে মন্যন্তে সৃষ্টি চিন্তকাঃ
 স্বপ্ন মায়া স্বরূপেতি সৃষ্টিরীয়ে বিকল্পিতা ॥
 ইচ্ছা মাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টি রিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ
 কালং প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কাল চিন্তকাঃ ।
 ভোগার্থং সৃষ্টি রিত্যন্তে ত্রীড়ার্থ মিতি চাপরে
 দেবশৈবশঙ্করভাবোহয় মাপ্ত কামস্য কা স্পৃহা ?
 এক্রপে মাণ্ডুক্য ক্রমে করিয়াছে নিরূপণ
 কারণ, করণভিন্ন ভিন্ন বিধ প্রয়োজন ।
 বিভিন্ন তন্ত্র পুরাণে সৃষ্টিক্রম এক নয়
 বিচিত্র করণ, ক্রম, কড়াও বিভিন্ন হয় ।
 বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে সৃষ্টির ভিন্ন কল্পনা
 প্রকৃতি, মায়া, অণুাদি কারণ, করণ নানা ।
 ঈশের ইচ্ছায় বিশ্ব ছয় দিনে বিরচিত
 হ'য়েছে কোরাণে আর বাইবেলে নিরূপিত ।
 সদাসদক্ষর, ব্রহ্ম, আত্মা মৃত্যু শব্দচয়
 ভিন্নার্থ জ্ঞাপক কিম্বা একার্থ বাচক হয় ?
 সৎ, অসৎ বিপরীত ভিন্নার্থ জ্ঞাপন করে
 কিহবে উপায় বল শ্রুতি সমন্বয় তরে ?
 “নাসদাসীন্মোসদাসীন্মদানীং” ঋক্ বচন
 সদসৎ উভ কল্পনা করিতেছে নিরাসন ।

“নমুত্য়াসীদমৃতং ন তর্হি” ঋক্ বচন
মর্ত্যামর্ত্য দ্বন্দ্ব হীন তত্ত্ব করে নিরূপণ ।

“কো অন্ধাবেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা”
বলে এই মন্ত্বে ঋক্ অজ্ঞেয় বিশ্ব বিধাতা ।

অজ্ঞেয় অব্যক্ত তত্ত্বে জ্ঞেয়ত্ব করি কল্পনা
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাদি শ্রুত্যাদি করে বর্ণনা ।

বিভিন্ন ঋষির উক্ত বিরুদ্ধ শ্রুতি বচন
কিরূপে করিবে তার সত্যাসত্য নিরূপণ ।

রুচি অনুরূপ শ্রুতি করি জীব তালম্বন
করিছে শব্দ প্রমাণে স্বীয় মত সমর্থন ।

কেহ মানে কোন শ্রুতি স্বমত পোষণ তরে
কেহ মানে পুরাণাদি শ্রুতি প্রত্যাখ্যান করে ।

শব্দই শব্দ প্রমাণ করিয়া ব্যর্থ খণ্ডন
আপনার অপ্রামাণ্য করিতেছে নিরূপণ ।

বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টিক্রম
বিচিত্র বিরুদ্ধ দৃষ্ট হয়

রূপকে স্বরূপ শৃণু পৌরাণিক কল্পনায়
বিবেকীর হয় না প্রত্যয় ।

আছে জ্ঞানী সর্ববদেশে ভারতে নহে নিবদ্ধ
 তাহারা কি করে নিরূপণ ?
 করিয়া বিজ্ঞান চর্চা . . সৃষ্টি শ্রম্ভা, সৃষ্টিক্রম
 কি জানিছে বৈজ্ঞানিক গণ ?

থেইলস্ , এনেক্জিমেণ্ডার, থিওফ্রেস্টাস্
 এরিস্টটোল্, পিথেগোরাস্ ডিমোক্রিটাস্ ।
 হিরেক্লিটাস্ এপিক্যুরাস্, এনেক্জা গোরাস্
 পার্মেনাইডস্, জেবার, কোপার্নিকাস্ ।
 এম্পিডোক্লিস্, লেসিপ্পাস্, . . ডিমস্বেনিস্
 লুক্রেসিয়াস্, সফ্রেটাস্, প্লেটো, জিনোফেনিস্
 খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী এ সকল জ্ঞানীগণ
 ছিল কেহ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কোনজন ।
 জানিতে সৃষ্টি রহস্য করি বহু গবেষণা
 বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাবে করেছে সৃষ্টি বর্ণনা ।
 কেহবা চিহ্নজড় বাদী জড় বাদী কোন জন
 বুদ্ধি অনুশারে তত্ত্ব করিয়াছে নিরূপণ ।

যেবার্, বেকন্, হার্ভি, গেলিলিও লিনেয়াস্
 ডিকার্টিস্, মেগেলেন্, লক্, হেলি, নিকোলাস্ ।
 হিউম্, কেপ্লার্, ব্রুগো, ডারুইন্, রিউটন্
 স্পেন্জেল, স্মিথ্, কেন্ট, এভিছেন্না, ডেলটন্ ।

খৃষ্টাব্দে এই সকল বিজ্ঞানী মনোযৌগণ
 পাশ্চাত্য নানা পদেপে করিয়া জন্ম গ্রহণ।
 করিয়াছে বৈজ্ঞানিক নানা তত্ত্ব আবিষ্কার
 সুচিয়াছে তাতে কত ভ্রম, মোহ, অন্ধকার,
 কিন্তু সৃষ্টি, সৃষ্টিক্রম অথবা তার কারণ
 করিতে নির্ণয় কভু পারে নাই কোন জন।
 রাসেল, ওয়ালেইস্, টিন্ডেল, স্পেন্সার
 লুব্‌ক, হাক্সলী, মিল, বেইটস্, প্রোক্তার।
 লায়েল, হগিন্স্, ব্রড্, ডারুইন্, ডেল্টন্
 ইমার্সন্, গেটে আদি নবীন মনোযৌগণ।
 করিয়া, বিজ্ঞান চর্চা দার্শনিক গবেষণা
 করিয়াছে আবিষ্কার নব নব তত্ত্ব নানা।
 কিন্তু এ বিশ্বের ব্যাপ্তি, কালাদির নিরূপণ
 জড় চৈতন্যের তত্ত্ব, কারণাদি বিশ্লেষণ।
 করিতে বিজ্ঞানী আর দার্শনিক শক্তি নয়
 ভ্রমই সূক্ষ্মত্ব দেখি বিজ্ঞান স্তম্ভিত হয়।
 তবু করি সৃষ্টি চর্চা বলে বৈজ্ঞানিক গণ
 জড় জৈব চৈতন্যের একই হয় কারণ।
 দৃশ্যমান কার্য্য হতে কারণ বিভিন্ন নয়
 পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী তাতে হইয়াছে নিঃসংশয়।

জড় জীব ভেদ যাহা স্থূল চক্ষে দৃষ্ট হয়
 সজীব নিজীব যাহা ইন্দ্রিয় করে নির্ণয় ।
 সকল সজীব বিশেষ, 'ভ্রান্তি' মাত্র ভেদজ্ঞান
 যন্ত্র যোগে এবে ইহা বিজ্ঞান করে প্রমাণ ।
 'তুমি' 'যাহা' ভাব জড় তাহা কিন্তু জড় নয়
 সর্বত্র সংস্থিত জীব, এবিষয় চেষ্টনা ময় ।
 নহে বিশ্ব 'এককালে' আচক্ষিতে 'নির্মিত'
 সূক্ষ্ম 'হ'তে ক্রমে স্থলে তইয়াছে বিবর্তিত ।
 'অজ্ঞেয়' অজ্ঞাত তাহা বিশ্বের যাহা কারণ
 সে কারণ নাম 'কপে' কবে সূদা বিবদন ।
 বৈজ্ঞানিক এই 'বাক্যে' কুনিতেছে 'সমর্থন'
 "বতো বাচো নিবহন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি বচন ॥

পুরাতন দার্শনিক বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত
 তত্ত্ব রূপ ভিত্তির উপরে .
 গড়িয়া সোপান রাজি হইতেছে সমুখিত
 'পাশ্চাত্য মানব' স্তরে স্তরে ।

নহে অতীত-আদর্শ চিন্তা-নির্মীলিত-নেত্র
 পাশ্চাত্য সুসভ্য জীবগণ ।
 'দেখে উন্মীলিত নেত্রে ' কি অবস্থা বর্তমানে
 ভবিষ্যতে কিবা প্রয়োজন ।

পশ্চাতে রাগি “অতীত” হ’য়ে “বর্তমানে” স্থিত
 “ভবিষ্যত” ভাবে নিরন্তর
 লভি নিত্য নবতত্ত্ব ইহিতেছে কালশ্রোতে
 উন্নতির পথে অগ্রসর ।
 পতিত হিন্দু জাতির সতত “অতীতে” দৃষ্টি
 কল্পনার রাজ্যে অবস্থান
 অজ্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস অন্ধকারে আবরিত
 ভবিষ্যত আর বর্তমান ।

অতীতে পুনরাবর্তন নহে কভু সম্ভাবিত
 প্রকৃতির নহে এ বিধান
 নব পস্থা নব তত্ত্বে দেখে বিভীষিকা হিন্দু
 কাল ত্রয়ে নাহি তার স্থান ।

ছিল অদ্বিতীয় সত্ত্বা জড় জীব সৃষ্টি তরে
 নাহি ছিল অন্য উপাদান
 নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ তাহা
 শ্রুতি বাক্য করিছে প্রমাণ ।

উপাদান হ’তে ভিন্ন নাহি হয় কভু কার্য্য
 স্রষ্টা সৃষ্টি তবে ভিন্ন নয়
 তরঙ্গ, বদ্বন্দ; জলে ভেদ মাত্র নাম রূপে
 পরমার্থে এক বস্তুত্রয় ।

দৃষ্টমান্ স্থিতি হ'তে স্রষ্টার স্বতন্ত্র সত্তা
 প্রমাণিত নাহয় যখন
 শব্দ প্রমাণের বলে, 'কর অভেদ নির্ণয়
 শাস্ত্র সিদ্ধু করিয়া মন্দন ।

শব্দ প্রমাণ ।

অপরাধ পরাভেদে বিদ্যাপর্ব পরিণাম বাদ

চতুর্বেদ—ঋক যজু সাম আর অথর্বণ
বিভিন্ন বেদান্ত গ্রন্থে করিতেছি দরশন।

স্বধু ভেদবাদময় সর্ববশ্রুতি মন্ত্ৰ "নয়
অভিন্নত্ব নিরূপক বল মন্ত্ৰ দৃষ্ট হয়।

"পরো দিবাঃ + পৃথিব্যাঃ + দেবেতিরন্তরৈর্ষদস্তি
এক এব তং সম্প্রশনং ভুবনা যন্তি অগ্না
ন তং বিদাথ য় ন। অদ্বৈতাকমন্তরং বভূব।

আত্মা দেবানাং ভুবনস্ত গর্ভে দেব এষঃ।

পুরুষ এবৈদং সর্বং যদুতং যচ্চ ভবাম্
উতামৃততম্বেশানো যদগ্নে নাতি রোহতি" ॥

এইরূপে বহুমন্ত্রে করে ঋক নিরূপণ
জীব, ব্রহ্ম, সৃষ্টি, স্রষ্টা, নহে ভিন্ন 'কদাচন।

এষোহর্দেবঃ প্রদিশোহনু সর্বাঃ

পূর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহ জাতঃ সউগর্ভে অন্তঃ ।

স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ

প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সর্ববতো মুখঃ ।

তদেবাণি স্তদাদিত্য স্তদায়ু স্তদুচ্চন্দ্রমাঃ
 অদব শুক্রং তদ্রূক্ষ তা আশঃ স প্রজাপতিঃ ।
 প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে অন্তর জায়মানো
 বহুধা বিজাতয়ে ।
 তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা স্তস্মিন্ হ তস্মু
 ভুবনানি বিশ্বা ।

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান
 পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ ।
 উপস্থায় প্রথমজা মৃতস্য
 আত্মনা ত্মান মতি সংবিশেষ ।
 পরিদ্যাভা পৃথিবা সদ্য ইদা
 পরি লোকান পরি দিশঃ পরিষ্বঃ ।
 ঋতস্য তস্মুং বিততং বিচত্য
 তদপশ্যন্তদভবন্তদাসীৎ ।

বেনস্তৎ পশ্যন্তিহিতং গুহ্য
 সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্ ।
 তস্মিন্নিদং সংচ বিচৈত্ৰি সর্বং
 স ওতঃপ্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাত্ম ।

“কার্য্য কারণ রূপেণ” বিবিধ, যা দৃষ্ট হয়
 তাহার সমষ্টি “বিভূ” করিছে “মহী” নিশ্চয় ।

বহু যজুর্বেদ' মন্ত্র করিতেছে, 'নিরূপণ
অভিন্ন জীব শরম অথবা কার্য্য' কারণ।

* বেনস্তৎ। পশুৎ, পরমং গুহা

যদ্যত্র, বিশং ভুবত্যেক রূপম্

পরি বিশ্বা ভুবনান্যয়ম্

ঋতশ্চ তস্তুং বিততং দূশেকম্।

প্রজাপতি' শ্চরতি গর্ভে+বহুধা বিজায়তে

পশুস্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ।

ঋং স্ত্রী ঋং পুমানসি ঋং কুমার উত বা কুমারী

ঋং জীর্নো দণ্ডেন বধসি ঋং জাতো ভবসি।

ব্রহ্মণা ভূমির্বিহিতা ব্রহ্মদ্যৌরুত্তরা স্থিতা

ব্রহ্মেদ মূর্ধ্বং তির্থক্ চাস্তুরীকং ব্যচোহিতম্।

পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভিগুণেভি রাবৃতম্

তস্মিন্মদ্যক্ষ মাত্মশ্বতদৈ ব্রহ্ম বিদো বিদুঃ।

এইরূপ বহু মন্ত্রে করিতেছে অথর্ববর্ণ

সৃষ্টি স্রষ্টা জীব ব্রহ্মে অভিন্ন সংস্থাপন।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশুতাৎ স পুরস্তাৎ

স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বকং।

* বেনঃ = পণ্ডিতো বিদিত এবদান্ত রহস্তঃ মহোদর।

এরূপে ছান্দোগ্য শ্রুতি করিতেছে নিরণয়
 ষাহা কিছু দৃশ্যমান সর্ববস্তু ব্রহ্মময় ।
 য' ভূতানি ন • বিহু যন্ত' ভূতানি শরীরং
 এষত • আত্মাস্তুর্যাম্যমৃত 'ইত্যাদি ভূতঃ ।

যো • মনসিত্তষ্টম্মনসোহস্তুরো যং মনো ন বেদ
 যন্ত মনঃ শরীরং এষতঃ আত্মাস্তুর্যাম্যমৃতঃ ।

অদৃষ্টোন্নম্যাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মস্তা, + বিজ্ঞাতা ।
 ন অন্মো অন্তোহস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মস্তা, নান্মোহতোহস্তি

বিজ্ঞাতেষত আত্মাস্তুর্যাম্যমৃতোহতোহন্যদাৰ্ভং ।

কতম আয়েতি ? যোহয়ং হৃদ্যস্তুর্যোতি পুরুষঃ ।

অথো ঋত্বাহঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুশাপ্নোতি যইহ নানৈব পশ্যতি ।

জীব ব্রহ্ম, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, নহে ভিন্ন কদাচিত

এবস্থিধ বহু মন্ত্রে আরণ্যকে নিরূপিত ।

“ঈশাবাস্তু মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ”

“যন্ত সর্বানি ভূতান্যাত্মনোবানু পশ্যতি ।”

“যস্মিন সর্বানি ভূতান্যাত্মৈবাবু দ্বিজানতঃ

তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একহ মনুপশ্যতঃ ।”

এই ভাবে “কেন” “ঈশ”, উপনিষদ বচন
 জড়জীব ব্রহ্মে ভেদ করিতেছে • নিরাসন ।

“শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদার্চোহর্বাচম্
যশ্মনসা ন মনুতে যেনাহ্মনো “মতহ্”
ইত্যাকার নান। মন্ত্রে করিছে তলবকার
জীব ও পরগাছার অভিন্নতা অঙ্গীকার ।

“কোহয়মাত্তেতি বয়মুপাস্মাহে কতরঃ স আত্মা”

“যেন বা রূপং পশ্যতি যেনবা শব্দং শৃণোতি”

“এষ ব্রহ্ম ইন্দ্র + প্রজাপতি রেতে সর্বেষদেবা”

ইমানিচ পঞ্চভূতানি পৃথিবী “ বায়ু ।

বীজানীতরাণি চাণ্ডজানিচ জারু জানিচ ।

পুরুষা হস্তি নো যৎ কিঞ্চিদং প্রাণি জঙ্গমংচ ।

সর্বং তৎপ্রজ্ঞানেনং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং

প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥”

দৃশ্যমান ধর্মবস্তু, ঐতরেয় প্রবচন

প্রজ্ঞাময় ব্রহ্মরূপ, করিতেছে নিরূপণ ।

সোহকাময়ত । বহুশ্রাং প্রজায়েয়েতি ।

যদিদং কিঞ্চ । তৎসংযত্ । তদেবানুপ্রাবিশৎ ।

তদন্য প্রবিষ্ট । সিচ্চত্যচ্চাভবৎ । নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ

“যদাহে বৈষএতস্মিন্নুদর মন্তরং অথ তস্ম ভয়ং ভবতি ।”

এই রূপে বহু বিধ তৈত্তিরীয় প্রবচন

জীব ব্রহ্মে ভেদ বাদ করিতেছে নিরাসন ।

“ত্রৈলোক্যৈবৈদ্যমুতং পুরস্তাদ্রক্ষ্য পশ্চাদ্রক্ষ্য +
অধঃশ্চোদ্রক্ষ্য প্রসূতং ত্রৈলোক্যৈবৈদং বিশ্বমিদং +
এমল্লৈ মৃণ্ডক শ্রুতি কীর্তিতেছে নিরণয়
সর্ববদিকে। সর্ব রূপে সর্ববস্তু ’ ব্রহ্মময় ।

অগ্নিযথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।

এক স্তথা সর্ব ভূতান্সুরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভিষ্চ ।

একো বশী সর্বভূতান্সুবাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ কুরোতি

তমাত্মসং যেনুপশ্চ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখংশাস্বত নেতরেষাং

কাঠকের এই মন্ত্র • করিছে স্পর্শ প্রমাণ
বিচিত্র বিভিন্ন রূপে এক আত্মা বিদ্যমান ।
করি বহু শ্রুতি মল্লৈ ভেদ বাদ নিরাসন
বিরাট রূপ কল্পনা ’ করিয়াছে ঋষিগণ ।

“বিশ্বত শ্চক্ষুরত বিশ্বতো মুখো ’ বিশ্বতস্পাৎ”
“সংরত ত্রৈলোকা ভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ”

“নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষঃ শীর্ষো দ্যৌঃ সমবর্তত
পদ্ম্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাস্তথা লোক অকল্পয়ন্”

“সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাঙ্গঃ সহস্র পাৎ
 সভূমিঃ সর্বতঃ স্পৃহাত্যতিষ্ঠদশাকুলম্”
 “ব্রহ্মণা ভূমি বিহিতা ব্রহ্মদ্যৌরুত্তরাশ্চিতা
 ব্রহ্মেদমূর্দ্ধা তির্ঘক্ চাস্তরীক্ষং ব্যচোস্থিতম্”
 এইরূপ বহুমন্ত্রে ঋক্, যজু, অংকবৎ
 করিয়াছে কারণের বিরাট রূপ বর্ণন ।
 অগ্নিস্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে
 বায়ুর্ভূতাশ্চ বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্তু
 পদ্ভ্যাং পৃথিবী হেয সর্ব ভূতাস্তরাহ্মা ।
 দিব্যো হুমুর্ধঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যস্তরো হজঃ ।
 সর্বতঃ পানি পাদন্তঃ সর্বতৌহক্ষি শিরোমুখম্
 সর্বতঃ শ্রুতি'মল্লোকে সর্ব ঋত্ব্য তিষ্ঠতি ।
 বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভূজো বিশ্ব পাদাক্ষি নাসিকঃ
 একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথা স্তথম্ ।
 “যন্তাগ্নিরাস্তং ছৌ মূর্দ্ধা খংনাভি চরণৌ ক্ষিতিঃ
 সূর্য্যশ্চক্ষু দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাঙ্গানে নমঃ”
 নানা মন্ত্রে নানা ভাবে উপনিষৎ শাস্ত্র যত
 বিরাট রূপ বর্ণনা করিয়াছে এই মত ।
 বেদ বেদান্তাদি, মন্ত্রে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়
 সৃষ্টি স্রষ্টা এক বস্তু, কদাপি বিভিন্ন হয় ।

‘সর্বগতঃ সর্বব্যাপী,’ ভূমা, বিভু, অাদি শব্দ
 যত্নপি ও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়
 বলিতেছে ভেদবাদী, . . . স্ত্যর্থ ব্যঞ্জক তাহা
 বাস্তবিক সর্বগত নয়।

“ব্রাহ্মণ পাড়া” নামক পল্লিতে অগ্র বর্ণজ
 করেনা কি কভু অবস্থান ?
 ‘নেত্র, কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও’ জীবগণ
 লভে গৌরবর্ণ অভিধান ।

“অধিকেন ব্যাপদেশা ভবন্তি” গ্রায়ে ব্রহ্মের
 ভূমা বিভু আখ্যা শ্রুত হয়
 ব্রহ্ম বহু ব্যাপী হেতু বলে শাস্ত্র সর্বব্যাপী
 . . . পরমার্থে সর্বগত নয় ।

যদি “ভূমা” “সর্বব্যাপী” বহু-বাচক হয়
 অগ্র বিশেষণ তা’তে দেখ করি সমন্বয় ।
 নিত্যের দীর্ঘায়ু অর্থ হয় যদি অঙ্গীকৃত
 কালে পল্লিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম হয়ে’ছে, বা হবে মৃত ।

যত্নপি সর্বগত শব্দ বহুত জ্ঞাপক হয়
 জ্ঞানময়ে অজ্ঞানতা আছে কিছু নিঃসংশয় ।

“সর্বের” বহু অর্থ কর, যদি অঙ্গীকার
 নহে সর্বশক্তিমান, সীমা বদ্ধ শক্তি তাঁর ।

অতীন্দ্রিয়, সত্তা হ'তে হয় জাত • বাষ্পদ্বয়
 তাহা জল, তুষারাদি রূপে বিবর্তিত হয় ।
 কঠিন তুষার, দ্রব জল হ'তে ভিন্ন নয়
 উৎকর্গামী বাষ্প, জল অভিন্ন বস্তু নিশ্চয় ।
 হইলেও অতীন্দ্রিয়, বাষ্পের গাহা কারণ
 এইরূপে বাষ্প হ'তে নহে ভিন্ন কদাচন ।
 স্থূল, তুষারের সেই সূক্ষ্ম কারণের মত
 সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্থূল বিশ্বে হইয়াছে পরিণত ॥

অতীন্দ্রিয় মনানীত শাস্ত্রত ব্রহ্ম বদ্যপি
 জড় বিশ্বে পরিণত, হয়
 জীব রূপে জরা মৃত্যু ত্রিতাপ বন্ধন, শোক
 তবে ব্রহ্ম ভোগিছে নিশ্চয় ।

পরিবর্তনীয় বস্তু হয় ধ্বংস পরিণামে
 সদাকালে করি দরশন •
 পরিবর্তনের হেতু হয় ব্রহ্ম ধ্বংসশীল
 নহে নিত্য জগত কারণ ।

এই পরিণাম • দোষ করিবারে নিরাসন
 ব্রহ্মের সত্তা বিভাগ করিয়াছে ঋষিগণ ।

“এতাবানস্য মহিমাতে • জ্যায়ীশ্চ • পুরুষঃ
 পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্য মৃতংদ্বিবি

ব্রহ্মের চতুর্থ ভাগ বিশ্বে পরিণত, ইয়
 এই মন্ত্রে ঋক্, যজু করিয়াছে নিরূপণ।
 “অর্দ্ধেন বিশ্বং ভবনং” জজান যদন্ত অর্দ্ধং
 পশ্যন্তি সর্বৈব চক্ষুষা ন সর্বৈব মনসা বিদুঃ।
 দ্বিভাগে ব্রহ্মে বিভক্ত করি বেদ অথর্বণ
 অর্দ্ধ ভাগ মাত্র বিশ্ব করিয়াছে নিরূপণ।
 “ত্রকাংশেন স্থিতো জগৎ” বাক্যে সমর্থন তার
 করিয়াছে কৃষ্ণ মুখে ব্যাসদেব গীতাকার ॥

অজ্ঞেয় অব্যক্ত ব্রহ্ম মনেন্দ্রিয় বাক্যাতীত
 শ্রুতি স্মৃতি করে নিরূপণ
 তাহা চতুর্থাংশে কিস্ম অর্দ্ধাংশে খণ্ড, বিভক্ত
 কীরূপে করিল ঋষিগণ ?

অনন্তের অংশ ভাগ নহে কভু সম্ভাবিত
 সসীমের অংশ ভাগ হয়।
 হইলে ও বিভজ্জিত ব্রহ্মের জড়াংশ যাহা
 তাহা কভু নিত্য বস্তু নয় ॥

তুরীয়, জাগ্রত, স্বপ্ন, সূপ্তি, ভাগ চতুষ্টয়ে
 তুরীয়ে ব্রহ্মাণ্ড হয় লয়
 জাগরণে থাকে বিশ্ব, কিন্তু স্বপ্ন বা সূক্ষ্মপ্তি
 অমৃত বা দিবি বাচ্য নয়।

অনন্ত ব্রহ্ম, চৈতন্যে অথবা জীব চৈতন্যে
এ বিভাগ না হয় যখন
কি যুক্তিতে প্রতি মন্ত্র অথবা গীতার শ্লোক
• করিব অভ্রান্ত নিরূপণ ?
• ঋক্, যজু, অথর্বণ বেদেও দ্বিবিধ মত
চতুর্থাংশ আর অর্দ্ধ, ভাগ
উভয়ের বক্তা ঋষি কাহাকে করি বিশ্বাস
• কাহাকে বা করি পরিত্যাগ ?

অনন্ত ব্রহ্মের ব্যাপ্তি কভু পরিমেয় নয়
অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশ ঋষির কল্পনা হয় ।
“বিশ্বাপেক্ষা ব্রহ্ম • বহু ব্যাপ্ত বৃহত্তর হয়”
মন্ত্রের এরূপ অর্থ করে ভাষ্য নিরণয় ।
ব্রহ্ম শব্দে বিশ্বতর, বস্তু করি নিরূপণ
করিছে ব্যাপ্তি আরোপ অজ্ঞ ভাষ্যকারগণ ॥
ব্রহ্মাণ্ডেব সৃষ্টিক্রম দেখ করি বিশ্লেষণ
আছে তাতে জড় ভূত চিন্ময় জীবগণ ।
জড়াংশ, চেতন-অংশ সৃষ্টি মধ্যে দৃষ্ট হয়
কিন্তু তার পরিমাণ কদাপি সম্ভব নয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অনন্ত, জীব সংস্থিত
জড়েও, বলে বিজ্ঞান, সে চৈতন্য বিরাজিত ।

চিদাংশ - অমৃত, দিবি, নিত্য স্বপ্ৰকাশ হয়
 জড়াংশ বিশ্ব এ অর্থে হয় অতি সমন্বয় ।
 অথবা দ্রষ্টা “অমৃত, ‘দিবি’ শব্দে নির্দেশিত
 দৃশ্যমান সর্ব বস্তু “বিশ্ব”, ভূত নামাঙ্কিত ।
 “ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত” ইহা তদ্ব, গীতা, টীকা, গ্রন্থে
 করিয়াছ তুমি অঙ্গীকার
 “অনন্ত ঈশ্বর হ’তে অনন্ত বিশ্ব বিয়োগে”
 লিখিয়াছ গীতায় তোমার ।

ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তত্বে যুক্তি বা প্রমাণ কোন
 কিছু তাতে নাহি, উল্লিখিত
 বল কোন যুক্তি কিম্বা প্রমাণের বলে হয়
 বিশ্বের আনন্ত্য নিরূপিত ?

যে সৌর জগৎ এই পৃথ্বী হ’তে দেখা যায়
 ব্রহ্মাণ্ড মরুতে তাহা মুষ্টিমেয় বালু প্রায় ।
 গ্রহাদি সহ গোলক নেত্র যা দর্শন করে
 একটী তরঙ্গ তাহা অনন্ত বিশ্ব সাগরে ।
 ব্রহ্মাণ্ডের ‘অন্ত জীব নাহি করে দরশন
 কল্পনা করিতে তাহা নাহি পারে জৈব মন ।
 জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ভয়ে বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়
 কিরূপে করিবে বল বিশ্বের সীমা নির্ণয় ?

জীবের জ্ঞান বিজ্ঞান নাহি পায় সীমা যার
 কি যুক্তি প্রমাণে অন্ত কবি তার অঙ্গীকার ?
 পক্ষান্তরে, সূর্য্য চন্দ্র পৃথ্বী তারা গ্রহগণ
 ঘুলিছে বিজ্ঞান, একে করে অণ্ডে আকর্ষণ ।
 সেই আকর্ষণ বশে হয় সবে নিয়মিত
 নহে স্থিতিশীল কেহ হ'তেছে সদা ঘূর্ণিত
 অণ্ড গ্রহগণ পৃথ্বী না করিলে আকর্ষণ
 সূর্য্য প্রদক্ষিণ করা সম্ভবেনা কদাচন ।
 সেই গ্রহগণে পুন অণ্ডে আকর্ষণ করে
 আছে অণ্ড গ্রহ পুন তাকে আকর্ষণ তরে !
 দূর হ'তে দূরে যেই গ্রহ করে অবস্থান
 তাঁকে আকর্ষণ তরে আছে অণ্ড বিদ্যমান ।
 অন্তদেশে যদি কোন গ্রন্থ হয় প্রকল্পিত
 দূরস্থ গ্রহের দ্বারা নহে যাহা আকর্ষিত
 তাহার স্বতন্ত্র স্থিতি, গতি, সম্ভাবিত নয়
 নিকটস্থ গ্রহে তাহা পতিত হয় নিশ্চয় ।
 পরবর্তী গ্রহে তাহা হয় পুন আকর্ষিত
 এইরূপে সর্ব গ্রহ ক্রমশঃ হয় পিণ্ডিত
 কিম্বা যদি অকস্মাৎ আকর্ষণ ছিন্ন হয়
 গ্রহাদি হয়ে চূর্ণিত হয় ব্রহ্মাণ্ডের লয় ।

এই আকর্ষণ শক্তি আনন্ত্য প্রমাণ। 'করে
 নাহি কোন যোগ্য যুক্তি অস্ত কল্পনার তরে।
 সসীম জৈব ইন্দ্রিয় সীমা বন্ধ জৈব মন
 ভরি অস্তে এ বিশ্বের অস্ত করে 'দর্শন।'
 বেদান্তের গূঢ় তত্ত্ব করিলে পর্যালোচনা
 থাকিবে না অবকাশ করিতে অস্ত কল্পনা।
 রজ্জুতে ভুজঙ্গ যবে করে জীব 'দর্শন
 রজ্জু হতে ক্ষুদ্র অহি নাহি দেখে কদাচন।
 স্থূলত্বে দীর্ঘত্বে সর্প রজ্জুর হয় সমান
 নতুবা নবো সস্তব রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভাগ।
 সেরূপ 'অনন্ত ত্রঙ্গে হয় বিশ্ব অধ্যাসিত
 বিশ্ব ও গনন্ত তাহে হইতেছে প্রমাণিত ॥

বুঝিলাম ব্রহ্মাণ্ডের আনন্ত্য করে প্রমাণ
 "বেদান্ত ও পাশ্চাত্য 'বিজ্ঞান
 পারে না জীবের মন ' করিতে অস্ত কল্পনা
 'কিন্মা সীমা করিতে প্রমাণ

কিন্তু যদি পরিণত ' হয় বিশ্বরূপে ব্রহ্ম
 পরিণামী বস্তু নিত্য নয়
 জীব রূপী ব্রহ্ম তবে, ভোগে শোক জরা মৃত্যু
 "ত্রিতাপে সতত তপ্ত হয়

অর্ক কিম্বা চতুর্থাংশ যদি বিধে' পরিণত
 সেই অংশ হয় তাপাশ্রিত
 শুদ্ধ মপাপ বিদ্ধম্, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম
 কিরূপে হইবে প্রমাণিত ?

কি যুক্তিতে কর দূর পরিণাম কল্পনার
 স্বতঃসিদ্ধ এই দোষ দ্বয় ?
 যোগ্য শ্রুতি বাক্য বলে করিয়া দোষ খণ্ডন
 কর মম ভ্রম দ্বিধা ক্ষয়।

জ্ঞানী, অজ্ঞানীর বানী দেখি চতুর্বেদ ময়
 আছে ভ্রাস্তি শাস্ত্র বাক্যে হয়েছে তব প্রত্যয়।
 আরম্ভ ও পরিণাম এই দুই বাদ দ্বয়
 যদিও শ্রুতিমস্মত কিম্বা যুক্তি যুক্ত নয়।
 করিব খণ্ডন ইহা, অপর শ্রুতি বচনে
 হইবে তাৎপর্য বোধ থাকিবেনা দ্বিধা মনে।
 “যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরং + পশ্চতি”
 যত্র বা অস্য সর্ববমানৈধাভূতৎকেন কংপশ্যেৎ”
 করিতেছে এই রূপে শ্রুতি মন্ত্র সুনিশ্চয়
 অদ্বয় পরমার্থতঃ দ্বৈত “ইব” দৃষ্ট হয়।
 “স সমানঃ সন্নভৌ লোকাবশু সঞ্চরতি”
 ধ্যায়তীব লেলায়তীব” মন্ত্রে বলিছে শ্রুতি।

পরমার্থে ব্রহ্ম, বিশ্বে নাহি হয় পরিণত
 যেন তিনি পরিণত হয় তান এই মত ।
 “ইব” শব্দ সর্বত্র প্রতি করিতেছে সমন্বয়
 মুক্তা শক্তি মধ্যে এই “ইব” মুক্তা দীপ্তি ময় ।
 “অশরীরং শরীরেন ন বস্থেন বস্থিতম্”
 এইরূপ বল মন্ত্র করে দূর দ্বৈত ভ্রম ।
 অশরীরী বিভূ আত্মা মহাস্ত সর্বত্র ব্যাপিত
 দৃষ্ট হয় যেন তাহা দেহ মধ্যে অর্ধস্থিত ।
 স্বাপ্নিক সর্বত্র পদার্থ হইলোও মনোময়
 মন কভু দৃশ্য রূপে পরিণত নাহি হয় ।
 যেন দেখি যেন শুনি, স্বপ্ন কালে বোধ হয়
 স্বপ্নদৃশ্য “সত্যইব” বাস্তবিক সত্য নয় ।
 সেইরূপ জাগরণে দৃশ্য এই বিশ্বধাম
 মায়ায় বিবর্তিত মাত্র নহে ব্রহ্ম পরিণাম ।
 সর্প রূপে রজ্জ্ব কভু নাহি হয় পরিণত
 তবু তাহা “সর্পইব” লক্ষিত হয় সতত ।
 সেই রূপ চিচ্ছবায় ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ হয়
 ঐক্য পদার্থ ইহা, ব্রহ্ম পরিণাম নয় ।
 “প্রপঞ্চো যদি বিদ্যোত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ”
 মায়া মাত্র মিদং দ্বৈত মদ্বৈতং পরমার্থতঃ ।

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতে যদি কেনচিৎ
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং নবিদ্যতে ।
দ্বিতীয় কারণাভাবাদনুৎপন্ন মিদং জগৎ
যথৈ বেদং নভঃ শূণ্যং জগচ্ছূণ্যং তথৈবহি ।
ইদং প্রপঞ্চঃ যৎ কিঞ্চিদ্যদ্যজ্জগতি বীক্ষ্যতে
দৃষ্টরূপকং দৃষ্ট্রপং সর্বং শশবিষাণবৎ ।
ইদং প্রপঞ্চং নাস্ত্যেব নোৎপন্নং নো দ্বিতং জগৎ
চিন্তং প্রপঞ্চ মিত্যাভীর্ণাস্তি নাস্ত্যেব সর্বদা ।
—মায়া কার্যাদিকং নাস্তি মায়া নাস্তি বয়ং নহি
পরং ব্রহ্মাহমস্মীতি স্মরণশ্চ মনো নহি ।
বক্ষ্যা কুমার মচনে ভীতিশ্চৈদন্তীদং জগৎ
শশ শৃঙ্গেণ নাগেন্দ্রে মৃতশ্চৈজ্জগদাস্তিসং ।
মৃগতৃক্ষা-জলং পিহ্ন তৃণশ্চৈজ্জগদাস্তিসং
গন্ধব নগরে সত্যে জগদ্ব্যবতি সর্বদা ।”
এতশত শাস্ত্র বাক্য একুপে করে প্রমাণ
নহে ব্রহ্ম পরিণত, নহি বিশ্ব বিদ্যমান ।
“যতোবা ইমানি” মন্ত্র, “তজ্জলানি” আদি শ্রুতি
সৃষ্টি সত্তা করে নিরূপণ
সেই শ্রুতি আলম্বনে , করিয়াছে ব্যাসদেব
“জন্মাদ্যস্ত” সূত্র প্রণয়ন ।

“সর্ব্ব” ধর্মোপপাদ্যন্ত ইত্যাদি রত্নমূল সূত্রে
 করিয়াছে পরে নিরণয়
 নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ ভ্রম
 সৃষ্টি, অস্বাভাবিক ভিন্ন বস্তু নয় ।

আপন ভাষ্যে শঙ্কর শ্রুতি মন্ত্রে যুক্তি বলে
 মায়া বাদ করেছে স্থাপন
 কিন্তু করি নিন বাখ্যা রামানুজ নিম্নকাদি
 ভিন্ন মত করেছে গ্রহণ ।

মায়াবাদ মসচ্ছাত্রঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মেঘ
 পদ্মপুরাণের এইমত
 নাস্তিকতা জানে ইহা করেতেছে প্রত্যাখ্যান
 ‘বৈষ্ণববাদি’ দ্বৈত বাদী যত ।

অদ্বৈত বা মায়া বাদ শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত
 অনেকের এই অনুমান
 মায়া বাদ পুরাতন বৈদিক ঋষি সম্মত
 আর্ষশাস্ত্রে আছে কি প্রমাণ ?

তত্ত্বং যথার্থ মাকর্গ্য মন্দঃ প্রাপ্নোতি মুঢ় তাম্
 অথবা যাতি সঙ্কোচম্ মুঢ়ঃ কোহপি বিমুঢ়বৎ ।
 যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণে হয় মুঢ় বিমোহিত
 কেহবা মুঢ়ের মত হয় মুগ্ধ সঙ্কোচিত ।

'ইন্দ্রিয়' প্রত্যক্ষ বিশ্ব মিথ্যা' কিস্বা 'মায়াময়
 'এবাক্য প্রলাপ প্রায় অজ্ঞের অগ্রাহ্য হয়।
 'সেই হেতু সৃষ্টি' সত্তা করি অগ্রে অঙ্গীকার
 করিয়াছে ঋষিগণ কারণ কার্য্য বিচার।
 দার্শনিক সূত্র কিস্বা বেদান্ত বেদ-বচন
 'অধ্যারোপ অপবাদে' করে তত্ত্ব নিরূপণ।
 যথী, রজ্জু সর্প ভ্রম করিতে 'অপনোদন
 প্রথমেই "সর্পো নাস্তি" না করিয়া উচ্চারণ।
 শির ফনা স্পন্দনের অভাব করি নির্ণয়
 ভুজঙ্গ নিরাসনে, রজ্জু লক্ষিত হয়।
 সেইরূপে ঋষিগণ করি বিশ্ব অঙ্গীকার,
 তার সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস সম্যক করি বিচার।
 করিয়াছে প্রদর্শন বেদান্তে পক্ষীকরণে
 "কাল ত্রয়েপি নাস্ত্যেব ময়ি বিশ্বং সনাতনে"।
 চতুর্বেদ-মন্ত্রে এবে করিতেছি প্রদর্শন
 বেদের সংহিতা ভাগ করে মায়া সমর্থন।
 "নতা মিয়ন্তি মিনন্তি মায়িনো ন বীরা ব্রতা"
 "প্র মায়াভি মায়িনা ভূতমত্র নরা গুতু"
 "ঋং মায়াভি রন বদ্য, মায়িনং শ্রবস্যাভা"
 "মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ"

এইরূপ 'বহু বাক্য ঋক্বেদে দৃষ্ট', ইয়
 মায়াবাদ শব্দের কপোল-কল্পিত নথ
 "আত্মরৌ মায়া স্বধয়া কৃৎসি পৃথ্বী স্বস্তয়"
 এইরূপ বহু মন্ত্র যজুর্বেদে দৃষ্ট হয় ।

"ন তস্য মায়া চ ন রিপু রীশীত 'মূর্ত্য'"
 "মায়া বি নো মসিরে অস্য মায়া নৃচক্ষসঃ"
 "বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্" ইত্যাকার
 সামমন্ত্র, মায়াবাদ করিতেছে অঙ্গীকার ।
 "মায়াহ যজ্ঞে মায়া মায়া মালতী পরি"
 "অব্যচসশ্চ ব্যচসশ্চ বিলং বিশ্বামি মায়া"
 "অপাংহা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তন্মায়াহিতম্"
 অথর্ববেদে এইরূপ আছে মন্ত্র অগণন ।

বেদ বেদান্তাদি মন্ত্রে হইতেছে প্রমাণিত
 মায়া শব্দ পুরাতন নহে শঙ্কর-কল্পিত ।
 "মীযন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেহনয়া পদার্থাঃ" বচন
 নিরুক্তে, বৈদিক মায়া-অর্থ করে ঐনরূপণ ।

দেখি ঐতি অন্ত্রে মায়া 'সর্ব স্বৃতিকারগণ
 পুরাণ, তন্ত্র, গীতায় করে তাহা সমর্থন ।

ঐতির বিরোধী স্বৃতি কদাপি প্রামাণ্য নয়
 সকল বাদী সম্মত 'এসিদ্ধান্ত নিঃসংশয় ।

“এক ঙ্গে প্রথমতো দ্বিধা ভূপো বহুঃ সঃ”
 একান্তী বিষ্ণু মায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভূঃ ।
 “প্রত্যেকং মায়ায়া সংখ্যা পুরা ডিম্বাশ্চাপ্যভবন্”
 এইরূপে “পঞ্চরাত্র” করে মায়া সমর্থন ।
 “অদ্বৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ
 ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ।
 তস্মান্ন হ্যাত্মনোহশ্চস্মাদন্যোভাবো নিরূপিতঃ
 নিরূপিতেহয়ং ত্রিবিধা নিশ্চূলা ভাতি রাত্ননি ।
 ইদং গুণ ময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়ায়া কৃতম্”
 “মন্বয়া রচনা মেতাং বিজ্ঞায়োপশং ব্রজ !
 এইরূপ বহু শ্লোক ভাগবতে নিবেশিত
 নাই দেখে নেত্র যার রাস-রসে নিমীলিত ॥
 “যদা পশ্চাস্তু চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ
 মায়া মাত্র মিদং দ্বৈতং তদা ভবতি ‘নিবৃত্তঃ’” ।
 ভারতে বহুল শ্লোক রহিয়াছে ইত্যাকার
 করিছে মত স্ব নির্ণয় মায়া বাদ অঙ্গীকার ।
 “দৈবী হ্রেষা গুণ ময়ী মগ, মায়া দূরত্যা
 মামেব যে প্রপদ্যন্তে ‘মায়ামেতাং তরন্তিতে ।
 ‘নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য ‘যোগ ময়া সমাবৃত্তঃ
 মুচোহয়ং নাভি জানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্

ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূত্রে স্ফুটচর্য্যচরম্
 হেতু নানেন কোশ্চেষু জগদ্বি পরিবর্ত্তে ।
 কৃষ্ণ মুখে গীতাকার করে মায়া অঙ্গীকার
 স্থূল বুদ্ধি মূঢ় গণ নাহি বুঝে মৰ্ম্ম তার ।
 “তচ্ছক্তি স্মায়া জড় সামান্যং” সূত্র প্রণয়ন
 করিয়া শাণ্ডিল্য, করে মায়াবাদ সমর্থন ।
 “ও কস্তুরতি মায়াং” এইরূপ প্রশ্নোত্তরে
 স্পর্শতঃ নারদ সূত্র মায়া অঙ্গীকার করে ।
 “আত্মমায়া ময়ীং দিব্যাং যোগ নিদ্রাং সমাস্থিতং
 ইত্যেযা প্রকৃতিঃ সৰ্ব্বা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিনী ।
 “প্রকৃতিৰ্ধা মায়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিনী
 পুরুষশ্চাপ্য ভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি”
 জ্ঞান স্বরূপ মতাস্তু নির্মূলং পরমার্থতঃ
 তমেবার্থ স্বরূপেণ ভ্রাস্তি দর্শনতঃ স্থিতম্ ।
 অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধান মুষি সত্তমৈঃ
 প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদনন্দাত্মকং ।”
 এবম্বিধ বহু শ্লোকে, নানাবিধ উপাখ্যানে
 প্রকৃতি বা মায়াতত্ত্ব বিবৃত বিষ্ণু পুরাণে ।
 “তস্মা শক্তিঃ পরা বিষ্ণো জগৎ কার্য্য পরিশ্রয়া
 ভাবাভাব স্বরূপা সা বিদ্যা বিদ্যোতি গীয়তে ।

যদা' রিশং! মহা বিষ্ণো'র্ভিন্নেন' প্রতীয়তে
 তদা' হাবিদ্যা সংসিক্তা তদা দুঃখস্য সাধনী ।
 জ্ঞাত্ জ্ঞেয়াদ্যুপাধিস্ত' যদা নশ্যতি' সত্তমাঃ
 সর্বৈবক জ্ঞাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে ।
 এবং মায়া' মহাবিষ্ণো'র্ভিন্না সংসার দায়িনী
 অভেদ বুদ্ধ্যা দৃষ্টাচেৎ সংসার ক্ষয় কারিনী ।
 মায়ার' স্বরূপ শক্তি ক্রিয়াদির' সমাধান
 করিতেছে এইরূপে বৃহন্নারদ পুরাণ ॥

স্বীয় প্রামাণিক গ্রন্থে মায়াবাদ বিদ্যমান
 দেখিয়াও নাহি দেখে ইহাই মায়া'র ভাণ ।
 মায়াবাদ বৌদ্ধ মত বলিছে যেই পুরাণ
 মহে পুরাতন' তাহা বাক্যই করে প্রমাণ
 বুদ্ধ, শঙ্করের, পরে হইয়াছে বিরচিত
 কিন্ম পরে এই শ্লোক হইয়াছে প্রক্ষেপিত ।
 “মায়াবাদ মসচ্ছাত্রং” যদি অঙ্গীকৃত হয়
 অসত্য বেদ বেদান্ত আৰ্য শাস্ত্র নিঃসংশয় ।
 অসচ্ছাত্র গীতা তন্ত্র সংহিতা' স্মৃতি পুরাণ
 সচ্ছাত্র “পদ্মে” কেবল আছে তত্ত্ব বিদ্যমান ।
 সেই হেতু লীলা রসে 'মত্ত ভক্ত' ভৃঙ্গগণ
 নব পদ্ম-মকরন্দ পানে সদা নিমগণ ।

“অধ্যায়্যাপ অণ্যাদ” ঋষির উদ্দেশ্য নয়
 “আরম্ভ ও পরিণাম” আর্য মত নিঃসংশয় ।
 একরূপ বিতণ্ডা যদি ‘হয়’ পুন, উত্থাপিত
 ঋষির জ্ঞান বিভাগে হইবে তাহা, খণ্ডিত ।
 স্থূলদর্শী অবিবেকী ঋষি আখ্য, জীবগণ
 করিয়াছে সৃষ্টি দেখি সতন্ত্র স্রষ্টা স্বজন ।
 চিন্তাশীল ঋষিগণ করিয়া সূক্ষ্ম বিচার
 অভিন্ন কার্য্য, কারণ, করিয়াছে অঙ্গীকার ।
 মায়ার বিবর্ত, দেখি পরাজ্ঞানী ঋষিগণ
 আত্মা সত্য জগন্নিখ্যা করিয়াছে নিরূপণ ।
 “তুমি, “তিনি” সর্বনামে করে যে ব্রহ্মে নির্দেশ
 তাহার পরোক্ষজ্ঞান, নহে জ্ঞান-নির্বিশেষ ।
 দ্বৈত জ্ঞানে চিচ্ছতার অনুভূতি নাহি হয়
 উদ্দেশ্যে “হং “তৎ” বলে সত্তা অনুভব্য নয় ।
 অহং বাক্যে ব্রহ্মে লক্ষ্য করিয়াছে যেই জন
 তার অপরোক্ষজ্ঞান করে শাস্ত্র নিরূপণ ।
 পরোক্ষ চাপরোক্ষেন্তি বিদ্যা দেখা বিচারজ্ঞা
 তত্রা পরোক্ষ বিদ্যাপ্তৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ।
 ‘অস্তি ব্রহ্মেন্তি’ চেৎবেদ ‘পরোক্ষ জ্ঞান মেবতৎ
 অহং ব্রহ্মেন্তি চেৎবেদ ‘সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে ॥

পরা জ্ঞান স্বাধীন অপরোক্ষ জ্ঞান বলে
 . . . করেছে কি তত্ত্ব নিরূপণ
 তৎ'ত্বং, অহং নির্দিষ্ট পদার্থ প্রিতয়ে হয়
 কিরূপে একত্ব দরশন ?

শব্দ প্রমাণ ।

বৈবর্ত বা অদ্বৈত বাদ ।

ঘটাকাশ, মহাকাশ, ঘটযোগে ভিন্ন হয়
ঘটাব্যবহায়ে ব্যোম সম্ভা ভিন্ন কিস্মা বহু নয় ।
সেই রূপ দেহ যোগে আগ্না ভিন্ন প্রকল্পিত
দেহাধ্যাস অপগমে আগ্না বিভূ ভেদাতীত
পরমাগ্না, জীবান্নায় করে ভেদ অস্ত গণ
জানে জ্ঞানী এক আগ্না ভূমা ব্রহ্ম সনাতন ।
“আকাশোহবৈ নামরূপয়ো নির্বিহিতা তে
যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তৎ অন্ততং স আগ্না ।”
“ইদং সর্বং যদয়মাগ্না” চিদেকরসোহায়মাগ্না
“অনুজ্ঞৈক রসোহায়মাগ্না” অবিকলোহয়মাগ্না ।
“অথৈকরসোহায়মাগ্না” অতোহয়মাগ্না
“নিগুণঃ সাক্ষিভূতো নিষ্ক্রিয়ো নিরবয়ব আগ্না”
বিরজঃ পর আকাশাদজ আগ্না মহান্ ধ্রুবঃ
একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ় সর্বভূতান্ত রাগ্না ।
‘সকলে নিষ্কলে ভাবে সর্বত্রাগ্না ব্যবস্থিতঃ
সর্বদা সর্বকৃৎসর্বঃ ‘ পরমাত্মত্বদাহতঃ ।

নিত্যঃ সর্গতোহায়া কূটস্থো^১ দোষ বর্জিতঃ

সর্বকারণ কার্যাত্মা কার্য কারণ বর্জিতঃ ।

মুক্তামুক্ত স্বরূপাত্মা মুক্তামুক্ত বিবজ্জিতঃ

ঈশ্বরলিঙ্গং প্রপঞ্চং বা ত্রৈলোক্যাত্মা ন সংশয়ঃ

আত্মা দেবানাং ভুবনস্ত গর্ভো + চরতি দেব এষঃ

এই মন্ত্রে বলে শ্রুতি আত্মা ভূমা নির্বিশেষ ।

আত্মা ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব ইত্যাকার সংস্কা যত

একার্থ জ্ঞাপক ইহা সর্বশ্রুতি—অভিमत ।

ইহ সংস্কা ব্যবস্খত অন্ত্রে উপদেশ তরে
কিন্তু অহং জ্ঞানে যোগী সত্তা জন্মভব কবে ।

সমাধি বা অপরোক্ষ জ্ঞান বলে ঋষিগণ

অহং জ্ঞান গম্য ভূমা আত্মা কবি দরশন ।

অহংকারাদেশ-ক্রমে “করিয়াছে” উচ্চারণ

যেই বেদ মন্ত্র তাতে করিব দ্বিধা ব্যরণ ।

“অহং ওবদৌবহং বিশেষু ভুবনেশ্বন্তঃ

অহং প্রজ্ঞ অজনয়ং পৃথিব্যামহং জনিত্যে ।

অহং রুদ্রেভির্বশুভি শচরুমাহমাদিত্যৈঃ

অহং মিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্যহ মিত্রাগ্নী ।

অহং রাষ্ট্রে। সঙ্গমনো বসুনাং চিকিতুষী

অহমেব স্বয়মিদং + জুষ্টং দেবেভি + নানুষেভি ।

অহং । কৃণোম্যহং দ্যাৱা পৃথিবী । আবিবেষ
অহং । সুবে পিতরমশ্রু মুধন্নম + সমুদ্ভে ।

অহমেব বাতইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা
পরোদিবোপরএনা পৃথিব্যোতাবতো মহিনাসম্ভূব ।

অহং ভুৱং বহুনঃ পূৰ্ব্যাস্পতিঃ
অহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ ।
মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তুৰং ।
অহং দাস্তুষে বিভজ্যামি ভোজনম্ ॥

এইরূপে ঋক্বেদ করিতেছে নিরূপণ
অহং গ্রহ আত্মা ভূমা সৰ্বদব্যাপী সনাতন ॥

“অহমাক্ষ পিতৃস্পরি মেধা মৃতশ্র জগ্রহ
অহং সূর্য্যইবাজনি” আত্মা সামে অহংগ্রহ ।

যো ভূতানামধিপতি ষস্মিংশ্লোকা অধিশ্রিতাঃ
য জশে মহতো মহীন্তেন গৃহ্যামি ত্বা মহং
ময়িগৃহ্যামি ত্বামহং ।

“অহং । পরস্তাদহমবস্তাৎ বদন্তরীক্ষম”
“যোহসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোহসাবহম্ ।”

এইরূপে যজুৰ্বেদ করিতেছে নিরূপণ
জীব আত্মা পরমাত্মা নহে ভিন্ন কদাচন ॥

“যং না ॥ বিশ্বস্ত ভূতস্তাত্মস্মি ॥ যশস্তমঃ
মহং দেবা উত বিশ্বো দেবঃ সবিতা অচোধ্যাৎ

“অহং বিবেচ পৃথিবী মৃতদ্যামহং
ঋতু রজনয়ং সপ্ত সাকম্ ।

অহং সত্য মমৃতং যদ্বদামি
অহং দেবীং পরিবাচং বিশ্বশচ ।”

“অহং জজান পৃথিবী মৃতদ্যামহং
ঋতু রজনয়ং সপ্ত সিন্ধুন ।

অহং সত্যমমৃতং যদ্বদামি যো
অগ্নীষোমা বজ্রুষে সখায়া ॥”

যথা দৌশ্চ পৃথিবীচ ন বিভীতো ন রিম্যতঃ
যথাহশ্চ রাত্রীচ ন বিভীতো ন রিম্যতঃ

যথা সূর্য্যশ্চ ওন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিম্যতঃ

যথা ব্রহ্মশ্চ ক্ষত্রংচ ন বিভীতো ন রিম্যতঃ

যথা সত্যং চানৃতংচ ন বিভীতো ন রিম্যতঃ

যথা ভূতংচ ভব্যংচ ন বিভীতো ন রিম্যতঃ

এবা মে প্রাণ মা নিভেঃ ।

এইরূপে নানা ভাবে নানা মন্ত্রে অথর্ববর্গ
আত্মার প্রতীক অহং করিয়াছে নিরূপণ ।

বেদের সংহিতা ভাগে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়
 আত্মজ্ঞে অহং বাক্যে ব্যক্তি আধুনিক নয়।
 অহংকারাদেশ বাক্যে চতুর্বেদ 'হ'তে তুমি
 করিয়াছ যে মন্ত্র উদ্ধার
 সে সকল ব্রহ্ম বাক্য আপন বিভূত্ব ব্রহ্ম
 বেদ মন্ত্রে করিছে প্রচার।

“জীবকৃত চতুর্বেদ” তোমার পূর্ব সিদ্ধান্তে
 হইতেছে ভ্রান্তি প্রমাণিত।
 কর যোগ্য যুক্তি বলে সত্যার্থ প্রতিপাদন
 হয় যাতে দ্বিধা তিরোহিত

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি” শ্রুতি বচন
 করে ব্রহ্ম বিদে ব্রহ্মে একই প্রতিপাদন।
 না হইয়া ব্রহ্ম, কেহ ব্রহ্মে কভু নাই জানে
 উপাস্য, জ্ঞাতব্য, ব্রহ্ম এক মাত্র অহংজ্ঞানে।
 এ সকল মন্ত্র বাক্য সেই ব্রহ্মবিদ গণ
 নহে মিথ্যা, যদি বল এ'মন্ত্র ব্রহ্ম বচন।
 কিন্তু ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণাদি উপাসনা
 পুত্র পশু ধন তরে মিনতি স্তুতি প্রার্থনা।
 শত্রু বধ তরে ইন্দ্রে অনুরোধ, আবাহন
 যজু ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে অশ্লীল যজু বচন।

সেই শব্দ/ ব্রহ্ম বাক্য কর যদি অঙ্গীকার
 অহো! কি ব্রহ্ম ব্রহ্ম করেছে তাতে প্রচার ।
 জ্ঞানী, অজ্ঞানীর, ব্যাক্য পণ্ডিতের সঙ্কলিত
 হইয়াছে চতুর্ভাগে বেদ নামে প্রচারিত ।
 কেহ বা ছিল তদ্বজ্ঞ কেহ জ্ঞান বিরহিত
 সেই হেতু বেদমন্ত্র সত্যানৃত সংমিশ্রিত ।

অনুভব করিয়া ত্যাগ করিতে সত্য গ্রহণ
 অক্ষম, অন্ধ বিশ্বাসী অবিবেকী অজ্ঞগণ ।
 স্করিয়। সংস্কার ত্যাগ সম্যক কর বিচার
 হইবে সত্যে সংস্থিত থাকিবে না ভ্রান্তি আর ॥

বেদের সংহিতা ভাগ সহ বেদান্ত শাস্ত্রের

হয় কি জ্ঞানার্থে সমন্বয় ?

বেদান্ত মন্ত্রে তাহার করিয়া সত্য সিদ্ধান্ত
 কর মম ভ্রম দিখা ক্ষর ।

“স বা অয়মাংগা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ”

“আত্মাং চেৎ বিজানীয়াদয়মস্মীত পুরুষঃ”

‘সর্বোহহমস্মীতি মৃত্যতে, সোহস্য পরমোলোকঃ’

যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ভক্ষ য আত্মা সর্ব

অন্তরন্তঃমেব্যাক্ষেপ্যেত্যতঃ আত্মা সর্বাস্তরঃ ।

স যোহয়মাত্তোদময়তমিদং ব্রহ্মেদং সর্বং ॥

ইদং ব্রহ্মদং ক্ষত্রমিমে লোকাইম দেবী,
ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদহমাত্মা ।

অথ যে ইহাং দেবতামুপাস্তেহহোহসাবস্তে।
অহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং ।

অদৈতং পশুয়ুর্ষির্বাম দেবঃ প্রতিপদেহং মনুরভবৎ
যএবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি ।

“অহং ব্রহ্মাস্মীতি” তস্মাদ্ভং সর্বং মভবৎ”

“আত্মোত্যেবোপাসীতাত্র হোতে সর্বত্রকং ভবন্তি” ।

এইরূপে নানা ভাবে আরাধ্যক প্রবচন
অপরোক্ষ আত্মতত্ত্ব করিতেছে নিরূপণ ।

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা কীৰ্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব
উর্দ্ধং পবিত্রো বিজিনীব স্বমৃতমগ্নি ।

অহমহ্ন-মহমহ্ন-মহমহ্ন-মহমহ্নাদো

অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ

অহমগ্নি প্রথমজা স্বতাস্য । পূর্বং দেবেভাঃ
অমৃতস্য নাভায়ি । অহং নিশং ভুবন মগ্ন্যভবাং ।

এইরূপে তৈত্তিরীয় করিতেছে নিরূপণ
অহংজ্ঞানগম্য আত্মা পরমাত্মা সনাতন ।

“আকাশোবৈ নাম নামরূপয়ো নির্বিবহিতা ।
তে যদন্তরা তদব্রহ্ম শুদমৃতং ত স আত্মা ।”

“এহিহমেবাবস্তা-দহ-মুপরিষত-দহঃ

শুচাদইঃ” পুরস্তাদহমেবেদং ‘সর্বমিতি ।”

“এষ” ম আত্মানুর্দ্ধয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ”

য এষ আদিতো পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি

য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি ।

য এষ বিদ্যাতি পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি ।”

বলিছে ছান্দোগ্য শ্রুতি, অহং আত্মা, সনাতন

বাহ্যভ্যন্তরে সর্বত্র সর্বব্যাপী নিরঞ্জন ।

“জ্ঞান নেত্রং সমাদায় চরেদ্রছি মতঃ পরম্

নিকলং নির্মলং শান্তং তদ্রূপাহমিতি স্মৃতম্ ।

অগোরনীযানহমেব, মহান ” বিশ্বমহং

পুরাণেহহং পুরুষোহহম্মাশো শিবরূপমস্মি ।

ত্রিষুধামশু মল্লোগ্যং ভোগকং যন্তবেৎ

তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোহহং সদাশিবঃ ।

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্

ময়ি সর্বং লয়ং বাতি, তদ্রূপাদয়মস্মাহম্ ।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে

তদ্রূপাহ মিতি জ্ঞাত্বা, সর্ব বন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ।

“অজরোহমৃতঃ স্বয়ংপ্রভঃ, সর্বগতোহহমব্যঃ”

“সর্বগতঃ সুপূর্ণ ভূম্বাহমিতীহ, ভাবয় ।”

“অহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোহমোক্ষারো বহুট্কারেহং
স্বাহাহং স্বধাহং ধাতাহং বিধাতাহং ত্বষ্টাহং ।

তৎশাস্ত্রচলমদ্বয়ানন্দ চিদ্বয়ন এবাশ্মি
তৎ পূর্ণানন্দৈক বোধ স্তদ্ব্যক্তৈবাহমস্মি ।

“সোহহমর্কঃ পরংজ্যোতিরর্ক জ্যোতিরহংশিবঃ”

“শুদ্ধবোধ স্বরূপোহহং কেবলোহহং সদাশিবঃ ।”

সত্যং জ্ঞানমনস্ত যৎ পরং ব্রহ্মাহমেবতৎ নিদ্বয়
অদ্বয়ানন্দ বিজ্ঞানঘনোহস্ম্যক্ত-মবিক্রিয়ঃ ।

অস্তুর্যাম্যহমগ্রাহোহ-নির্দেশোহহমলক্ষণঃ

আত্ম চৈতন্য রূপোহহমতমানন্দ চিদ্বয়নঃ ।

নিশ্চলো নিবিবকল্লোহহং নিরাখ্যাতোহস্মিনিশ্চলঃ

নিরিন্দ্রিয়ো নিয়ন্তাহং নিরপেক্ষোহস্মি নিফলঃ

একধা চিস্ত্যমানোহহং দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণঃ

নিতোহহং নিরবতোহহং নিষ্ক্রিয়োহস্মি নিরঞ্জনঃ

আত্মজ্যোতিরহংশুক্রঃ সর্বজ্যোতিরসাবহম্

পুরুষঃ পরমাত্মাহং পুরাণঃ পরমোহস্ম্যাহম্ ।

নির্বাণোহস্মি নিরাহোহস্মি নিবংশোহস্মিনিরীপ্সিতঃ

অহং সকৃদ্বিভাতোহস্মি স্বেমহিষ্মি সদাপ্স্থিতঃ

অদ্বৈতোহহমপুরাণোহহ-মবাহোহহমস্তুরঃ

প্রজ্ঞাতোহহং প্রজ্ঞাস্তোহহং প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ ।

তদ্যোহং / সোহসৌ যোহসৌ সোহহম্
 ৷ রূপং নীহং ৷ নামনাহং ন কস্মি ত্র্যক্ষৈ বাহম্ ।
 ত্রৈতা দ্বৈত বিহীনোহস্মি দ্বন্দ্বহীনোহস্মি সোহস্মাহম্
 সদসদ্বৈদহীনোহস্মি সঙ্কল্প রহিতোহস্মাহম্ ।
 বন্ধ মোক্ষ বিহীনোহস্মি শুদ্ধং ব্রহ্মাস্মি সোহস্মাহম্
 সাত্ত্বমান ৷ বিহীনোহস্মি মেয়হীনঃ শিবোহস্মাহম্ ।
 দেশ কাল বিমুক্তোহস্মি দিগম্বরঃ সুখোহস্মাহম্
 অহমেবাংকরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্য মদয়ম্ ।
 কেবলং জ্ঞানরূপোহং কেবলং পরমোহস্মাহম্
 কেবলং শাস্ত্র রূপোহং কেবলং চিন্ময়োহস্মাহম্
 কেবলং নিত্যরূপোহং কেবলং শীঘ্রতোহস্মাহম্
 কেবলং তুর্য্য রূপোহস্মি তুস্যাভীতোহস্মি কেবলম্
 অহং কালত্রয়াভীতো হহং বৈদৈরূপাসিতঃ
 অহং শাস্ত্রেণ নির্ণীত অহং চিন্তে ব্যবস্থিতঃ
 একমেবাদ্বিতীয়ং সদ্ব্রহ্মৈ বাহং ন সংশয়ঃ
 তুর্য্যা তুর্য্য প্রকাশোহস্মি তুর্য্যাতুর্য্যাতি বর্জিতঃ
 অহংকারাদেশ বাক্যে অপারোক্ষ জ্ঞানী যত
 একাত্মা বিজ্ঞান ব্যক্ত করিয়াছে এই মত ।
 শত শত উপনিষৎ ৷ মন্ত্রে প্রমাণিত হয় ৷
 অহং গ্রহ ভূমা তাজ্জা ৷ সর্ববগত সর্ববময় ।

সংহিতার কৰ্ম্মকাণ্ড বেদান্ত কণ্ঠে থাউন
 কিন্তু এক পরমার্থ তত্ত্ব করে নিরূপণ।
 নির্বিবকল্প সমাধিতে করি আত্ম অনুভূতি
 অপারোক্ষ জ্ঞানী ঋষিগণ
 করেছে ব্যুত্থান কালে এই অহঙ্কারাদেশে
 আত্ম তত্ত্ব বাক্যে প্রকটন।”

বেদ বেদান্ত সম্মত এই একাত্ম বিজ্ঞান
 পুরাণ কি করে অঙ্গীকার ?
 পুরাণ, তত্ত্ব প্রণেতা জানিত কি এই তত্ত্ব
 আছে কি প্রমাণ কিছু তার ?

উপন্যাস, ইতিহাস, কাব্যাদি সন্দর্ভ যত
 হইয়াছে “পুরাণাগ্য” ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিণত।

ঋষি সত্য হয় গণ্য কাহিনী কল্পনা ময়
 কিন্তু পরমার্থ তত্ত্ব তাহাতেও দৃষ্ট হয়।

“এবং যঃ সর্ববভূতেষু আত্মান মনুষ্পশুতি
 অন্ত্রাত্মাত্ময়ুস্তেযু কিং স শোচেত্তত্ পরম্।

যদা সৌ সর্ববভূতানাং ন জ্ঞাত্যতি ন কাঙ্ক্ষতি
 কৰ্ম্মনা * মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।

আত্মা ক্ষেত্রজ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈত্তৈঃ
 তৈরেবতু , বিনিমুক্তঃ পরমায়েত্বদাহতঃ।

এক। সর্বৈষু ভূতেষু গুচ্চচরতি সংবৃতঃ
দৃশ্যতে হৈত্রিয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া তদ্বদর্শিভিঃ ॥
তদ্বদা যঃ প্রাকৃতং কৰ্ম নিত্যমাত্মার'তস্মু'নিঃ
সর্বভূতাত্মা ভূতাত্মা সগচ্ছেদ্রুদ্ভমাং গতিম্ ।
আত্মবুদ্ধ্যা সমাস্থায় শাস্তিভূতো নিরাময়ঃ
অমৃতঃ " বিরজঃ শুদ্ধমাত্মানং প্রতিপদ্যতে ।
সহি সর্বৈষু ভূতেষু জঙ্গমেষু ধ্রুবেষু চ
বসত্যেকো মহাত্মনা যেন সর্ব মিদং ততম্ ।
সর্বভূতেষু আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
যদা পশ্যন্তি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ।
নৈব স্ত্রী ন পুমান্নেতরৈব বেদ' মপুংসকম্
অদ্বৈতং মসুখং ব্রহ্ম ভূতভব্য ভবাত্মকম্
আত্ম জ্ঞান মিদং গুহ্যং সর্ব গুহ্যতমং মহৎ
অত্রৈবং যদহং তাত আত্ম সাক্ষিকমঞ্জসা
ততোহস্মি বহুৰূপাস্থ স্থিতো মূৰ্ত্তিষ মূৰ্ত্তিমান
অমূৰ্ত্তশাশ্বি মূৰ্ত্তাত্মা মমহেন প্রধর্ষিতঃ ।
জ্যোতিরাত্মনি নান্যত্র সর্বজস্যু তৎ সমম্
স্বয়ং শক্যতে দ্রষ্টুং সুসমাহিত চেতসা ।
'অহমেতানি বৈ সর্বং " মযোঅনীন্দ্রিয়ানিহ
নিরিন্দ্রিয়োহি ময়তে ভগবানস্মি নিব্রণঃ ।"

নহে সুধু বাক্য মুখে. আত্মতর্ক এই প্রকৃত
 অপরের প্রমুখাৎ বর্ণিছে মহা ভারত.॥
 “সর্ব ভূতেষু চাত্মানং সর্ব ভূতানি চাত্মনি
 ঈক্ষেতানন্তভাবেন ভূতোষ্বৈব তদাত্মতাম্ ।
 পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পরে সদসত্ত্বোহব্যয়ে
 আত্মানঞ্চ পরংব্রহ্ম সর্বত্র সদস্মদে ।
 স্তুতিপ্রবোধয়োঃ সন্ধাবাত্মনো গতি মচছাদৃক
 পশুন্ বন্ধঞ্চ মোক্ষঞ্চ মায়া মাত্রং ন বস্তুতঃ ।
 মামাত্মানং স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্বভূত গুহ্যশয়ম্
 আত্মন্যে বাত্মনান্মীক্ষণ বিশোকোহভয় যচ্ছসি ।
 “অহং সর্বেষু ভূতেষু, ভূতাত্মাহবাস্তিতঃ সদা
 তমবজ্জায় মাং মদ্যং কুরুতেহর্চা বিভ্রমণম্ ।
 যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মানমাশ্রম
 হিত্বাচর্চাং ভজতে মোঢ়্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহতিসঃ ।
 অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্মা ভূত ভাবনঃ
 এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ ।
 “অহং ব্রহ্ম পরংধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্
 এবং সমীক্ষ্য চাত্মান মাত্মধ্যানায় নিকলে
 দশমুং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাগনৈঃ
 ন ব্রহ্মাদি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ”

“অহমাত্মাস্তরোবাহোহনারূতঃ সর্বদেহিনাম্
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ।”
কপিল নারদ শুক কৃষ্ণ-মুখে এই মত
একাত্ম বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছে ভাগবত ।
“যোগাভ্যাস রতং চিন্তমেব মাত্মান মাৰিণং
সর্বেষু প্রাণীজাতেষু হহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।
তমজ্জারা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈক ভেদৈর্দ্রব্যোর্মৈবাস্ততোষণম্ ।”
কৌশল্যা দেবীর প্রতি রামের এই বচনে
একাত্ম বিজ্ঞান স্পষ্ট অঙ্গীকৃত রামায়ণে ।
“সর্বগদ্বাদনন্তস্ত স এবাহমবস্থিতঃ
মন্তঃ সর্বম মতং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে ।
অহমেবান্ধয়ো নিত্যঃ পরমাত্মা ন সংশয়
অঙ্গ সংজ্ঞাহহমেবাগ্রে তথাস্তেচ পরঃ পুমান্ ।”
“ভক্ত” প্রহ্লাদের মুখে একপে অদ্বৈত জ্ঞান
অহঙ্কারাদেশ বাক্যে বর্ণিছে বিষ্ণুপুরাণ ॥
আত্মা শুদ্ধোহক্ষয় শাস্তো নিগূঢ়ঃ প্রকৃতেঃপরঃ
প্রবক্ষ্যামি চৈবোদাস্য একম্যাখিল যন্তুম্ ।
সিতনীলাদি ভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ
ভ্রাস্ত দৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈবঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্ ।

তস্মায় পরদেহেষু সতোহপ্যেক ময়ং "হি" যৎ
 বিজ্ঞানী পরমার্থোহসৌ দৈতিনোহতদ্বদর্শিনঃ।
 "নাহং ইহামি শিবিকাং শিবিকা ন ময়ি স্থিতা
 শরীরমশ্বদস্মন্তো যেনেয়ং শিবিকাস্থিতা।"

অহং হরিঃ সর্বমিদং জনাদ্দর্শনো
 নান্যন্ততঃ কারণ কার্য্য জাতম্।
 ঈদৃঙ্মনো यस্য ন তস্ম ভূয়ো
 ভবোদ্ববা দ্বন্দ্বগতা ভবান্তি।
 একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
 তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোহন্যৎ
 সোহহংসচত্বং স চ সর্ব মেতৎ
 আত্ম স্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্।

নিদাঘ, জড়ভরত, নানাবিধ উপাখ্যানে
 অহংগ্রাহ আত্মতত্ত্ব বিবৃত যস্ম পুরাণে।

"যদা পশ্যন্তি চাত্তানং কেবলং পরমার্থতঃ
 মায়া মাত্র মিদং দ্বৈতং তদা ভবতি নির্বৃতঃ।"

জ্ঞানীর দ্বৈত দর্শনে নাহি থাকে অবসর
 করিছে প্রতিপাদন মহামুনি পরাশর।

"ব্রহ্ম সর্ব" শরীরেষু বাহ্যং চাত্তান্তরে স্থিতম্
 আকাশমিব ভূতেষু বুদ্ধাবাত্মা ন চাত্তথা।

এবং সতি যয়াবুদ্ধ্যা দেহোহহমিতি । মন্যতে
অনাভ্যুত্থাত্মতা ভ্রান্ত্যা সা স্যাৎ সংসার ঐক্যনী ।”

একাত্মা পরমার্থতঃ ভ্রান্তি মাত্র ভেদ জ্ঞান
এইরূপে নিরূপণ করিছে ব্রহ্মপুরাণ ।

“শিবমাত্মনি পশুন্তি প্রতিমাশ্চ ন যোগিনঃ
আত্মাশ্চ যঃ পরিত্যজ্য বহিঃস্থং যজতে শিবম্
হস্তাশ্চ পিণ্ড মুৎসৃজ্য লিহ্যাং কূর্পর মাত্মনঃ ।
সর্বত্রাবস্থিতং শাস্তং ন পশুন্তীহ শঙ্করম্
জ্ঞানচক্ষুর্বিবহীনহাদম্বঃ সূর্যাং যথোদিতম্ ।”

নহে প্রতিমা , প্রতীকে—সর্বত্র স্থিত শঙ্কর
এইরূপে প্রতিপন্ন করে শিবধর্ম্মোত্তর ।

“আত্মোত্যেব পরং দৈবমুপাস্য্যং হরিরব্যয়ম্
কেচিদত্রৈব মুচ্যন্তে নোৎক্রামন্তি কদাচন ।”

আত্মোত্তর রূপে হরি-উপাসনা প্রত্যাখ্যান
এইরূপে নানা শ্লোকে করে গরুড় পুরাণ ।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা করিয়া অবলম্বন
যত্বাপিও দ্বৈতবাদী করে ভেদ সমর্থন

বেদান্ত বেদ-সম্মত অভিন্ন একাত্ম জ্ঞান
পুরাণ প্রণেতা কভু করে নাই প্রত্যাখ্যান ।

সৰ্ব্ব : ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েদ্বক্ষ্য সার্থক
 নচা স্য^১ প্রত্যবায়োহস্তি নাস্ত বৈগুণ্য মেবচ ।
 ভক্ত্যভিলাষে বিচারোহত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং নবিদ্যতে
 ন কালশক্তি নিয়মো ন বা স্থান নিক্রপনম্ ।”
 “তদ্বমসি মহাপ্রাপ্ত হংসঃ সোহহং ধিভাষ্য
 নিশ্চয়মো নিরঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ।”
 “ততো ঘটঞ্চ বহিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ
 *আত্ম স্বরূপং তং মহা প্রণমে চ্ছিন্নমাণ্ডরুঃ
 নমস্তভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ
 স্বমেবতৎ তদ্বমেব বিশ্বরূপ নমোহস্ততে ।
 আত্মস্ব স্বস্ত পৰ্য্যন্তং সঙ্গোপেণ বিভাবয়ন
 বিশ্বরেন্নাম রূপাণি ধ্যায়েন্নান্ননিমান্নানি :
 সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে
 সৰ্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট সৰ্বকৰ্ম্মসু ।”
 অবধূত দীক্ষাকালে শিষ্যে আত্ম জ্ঞান দান
 শিব বাক্যে তত্র শাস্ত্র একুপে করে বিধান ॥
 আত্মাশ্রিত সুখং দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ
 আত্মাসক্তীবিবিন্দিপ্তো জ্ঞানৈবং মোহভাগ্ভবেৎ ।
 যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ
 সৰ্বং ব্রহ্মেতি বিজুষো ন যোগো ন চ পূজনম্ ।

নমুক্তি, ... জ'পনাকোমাদুপবাস শতৈরপি
 ব্রহ্মবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভূৎ
 অয়মাত্মা সদা মুক্তো নিলিপ্তঃ সর্ববস্তুষু
 কিস্তস্য বন্ধনং কস্মাশ্মুক্তি মিচ্ছন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ।
 স্বমাত্মা ২ রচিতং বিশ্ব মবিতর্ক্য স্ত্রৈরপি
 স্বয়ং বিরাজতে তত্র হপ্রযুক্ত প্রযুক্তবৎ।
 বহিরন্তরুথাকাশং সর্বেষামেব বস্তুনাম্
 তথৈব ভাতি সঙ্গপোহাত্মাসাক্ষী স্বরূপতঃ।
 মহী নিব্বাণ তন্ত্ৰৈর বহুশ্লোক এই মত
 বলে অহংগ্রহ আত্মা সর্বব্যাপী সর্বগত।
 “কাষ্ঠ মধ্যে যথা” বহিঃ পুষ্পগন্ধঃ পয়োদ্ব্যতং
 দেহ মধ্যে তথা” দেবঃ পুণ্যপাপ বিবর্জিতঃ।
 মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ
 মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ।
 অহং সৃষ্টিব্রহ্ম কালোহপ্যহং ব্রহ্মা হপ্যহং হরিঃ
 অহংরদ্রোহপ্যহং শূন্য মহং ব্যাপী নিরঞ্জনং
 জ্ঞান সঙ্কলিনী তত্ত্ব করিতেছে নিরূপণ
 অহং জ্ঞানগম্য আত্মা সর্বব্যাপী সনাতন ॥
 “ব্রহ্ম জ্ঞানং পরং জ্ঞানং শাস্ত্রতায় স্তুথায়চ
 আত্মা জ্ঞানং পরং তস্মাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানায় পার্বতি।

সৰ্বং ব্রহ্মময়ং দেবি কো ভেদো বহু তৎস্বরূপঃ
 ইতি বিদ্বান্ সদা লোকো বিজয়ং লভতে খলু ।
 সমদর্শী সুখংভুক্তো ব্রহ্মদর্শীচ বৈভবম্
 আত্মদর্শী মহাভোগং ইদং দর্শীচ নারকীঃ
 যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং দ্বতে ঘৃতং
 অবিশেষো ভবেত্তদে জীবাত্মা পরমাত্মনি ।
 জীবে পরেণ তাদাত্ম্যং সৰ্ব্বেষাং জ্যোতিরীশ্বরম্
 প্রমাণ লক্ষণৈ জ্ঞেয়ং স্বয়মেকাগ্রাবেদিনা ।
 অহং ব্রহ্মেতি মাং ধ্যায়েৎ একাগ্র মনসাকৃতম্
 সৰ্বং তরতি পাপপ্লানং কল্পকোটি শতৈঃ কৃতম্ ।
 ঘট সংবৃত মাকাশং লীঘমানং যথা ঘটে
 ঘটে নষ্টে মহাকাশং তদ্বজ্জীবঃ পরাত্মনি ।
 ঘটাকাশ মিষাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তদ্বতঃ
 স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং ন সংশয়ঃ
 আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রানি সর্বথা
 যোহহং ব্রহ্ম ন জানাতি দববী পাক রসং যথা ।
 স্বয়মুচ্ছলিতে দেহে অহং ব্রহ্মাত্র সংশয়ী
 চতুর্বেদধরো বিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি ।
 অজমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণুমব্যয়ম্
 সর্বাত্মা জ্যোতিরাকারং সর্বভূতপ্রাধিবাসিতম্ ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া
 বিচার্য আত্মত্রিতয়ে আত্মৈ বৈকো বশিষ্যতে ।
 জ্ঞাতা ভিন্নং পশ্চতশ্চ কল্পকোটি শতৈরপি
 ন মুক্তির্জায়তে দেবি তপোদান ত্রতাদিভিঃ ।
 অহমাকাশবৎ সর্বং বহিরন্তর্গতং সদা
 সন্দা সর্বসমং শুদ্ধং নিঃসঙ্গং নিঃস্বলং ধ্রুবম্
 স্থানৌ পুরুষবৎ ভ্রান্ত্যা কৃত্য ত্রঙ্গিণী জীবতা
 জীবন্ত্য তান্নিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবদতে ।
 আত্মৈবেদং জগৎ সর্বং আত্মনোগ্রন কিক্কন
 যুদোয়দদ্ ঘটাদানি স্বাত্মানং সর্বমগীকতে ।
 সম্যগিজ্ঞানবান্ ষোড়শী স্বাত্মন্তোবাখিলং জগৎ
 এবং সর্বমাত্মানগীকতে জ্ঞান চক্ষুষা ।
 পীঠমালা শত শত শ্লোকে করে সুনিশ্চয়
 অভিন্ন জীব পরম, অহং জ্ঞানে গ্রাহ্য হয় ।
 তন্ত্র শাস্ত্র জীব ত্রঙ্গো নাহি করে ব্যবচ্ছেদ
 বৈদান্তিকে, অবধূতে পীরমার্থে নাহি ভেদ ।
 করিয়াছে কি সিদ্ধান্ত . সংহিতা গীতা প্রণেতা
 আত্মতত্ত্ব করিয়া বিচার
 পুরাণ, তন্ত্রের মত . শ্রুতির একাত্মতত্ত্ব .
 তাহারা কি করে অঙ্গীকার ?

* আত্মা ঘটস্থ চৈতন্য মদয়ং শাস্ত্রং , পিতৃং
 ঘটাদিভিন্নতো জ্ঞানং বীতরাগো বিবাসনঃ।
 ভূচরা খেচরাশ্চামী খাবস্তো জীব জন্তবঃ
 বৃক্ষ গুল্ম লতা বহ্নী তৃণাদ্যা বারি, পর্বতাঃ
 সর্বং ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ সর্বং পশ্যন্তি চাত্মনি-
 রাজ যোগঃ সমাধিঃ শ্রাদেকাত্মশ্চৈব সাধনং ।
 উন্নমী সহজাবস্থা সর্ববৈকাত্মবাচকঃ
 আনন্দময়ঃ সংভূতা এক্যং ব্রহ্মণি সমুবেৎ ।
 অহং ব্রহ্মেতি বাদৈতং সধামিস্তেন জায়তে
 এবম্বিধঃ সমাধিঃ শ্রাৎ সর্ব সঙ্কল্প বর্জিতঃ ।
 অহং ব্রহ্ম ন চাত্মোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্
 সচ্চিদানন্দ রূপোহহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ ।
 শ্রাবর জঙ্গম * সর্ব “অহং গম্য” ব্রহ্মময়
 ঘেরণ্ড সংহিতা ইহা করিতেছে সুনিশ্চয় ।

একং জ্ঞানং নিত্যমাত্মন্ত পুণ্যং
 নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ততে বস্তু সত্যম্
 যন্তেদোহস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনাবৈ
 জ্ঞানশ্রায়ং ভাসতে নান্যথৈব ।

‘হরিতেষু চ পুণ্যেষু’ যো ধীরুত্তিং প্রচোদয়াৎ
 সোহহং প্রবর্ততে মন্তো জগৎ সর্বং চরাচরম্ ।

সৰ্ব্বং দৃশ্যতে মতঃ সৰ্ব্বং ময়ি লীয়তে
 ম. তদ্বিনোহমস্মিন যো মদ্বিনো নতু কঞ্চনঃ ।
 রজ্জুজ্ঞানাত্ যথা সৰ্পো মিথ্যাক্রূপো নিবর্ততে
 আত্মজ্ঞানাত্থা যাতি মিথ্যাভূতমিদং জগৎ ।
 কালত্রেয়ৈহপি ন যথা রজ্জুঃ সৰ্পো ভবেদिति
 তথাহান ভবেদিশং গুণাতীতো নিরঞ্জনঃ ।
 ঐ'রূপে শিব সংহিতা করিতেছে ' নিরূপণ
 আত্মাসত্য জগন্মিথ্যা, অহমাত্মা সনাতন ।
 আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণ একোমুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ
 অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শাস্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ।
 অহো অহং নম্মে মহং যন্তমে নাস্তি কিঞ্চন
 অথবা যন্ত মে সৰ্বং যদ্বীড়্ মনস গোচরম্ ।
 অহো ! ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্
 নমে বন্ধোহস্তি মোক্ষোবা ভ্রান্তিঃ শান্ত্য নিরাশ্রয়া ।
 অহং বা সৰ্ব্বভূতেষু সৰ্ব্বভূতাত্মো ময়ি
 ইতি জ্ঞানং তথৈ তন্ত ন ত্যাগো ন গ্রাহো লয়ঃ ।
 অষ্টাবক্র সংহিতায় ত্রিশত দ্বি শ্লোকচয়
 অহঙ্কারাদেশে প্রোক্তঃ একাত্ম বিজ্ঞানময় ।
 মহাদাদি জগৎ সৰ্বং ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতিমে
 ত্রৈলোক্যেব কেবলং সৰ্বং কথং বর্ণাশ্রম স্থিতিঃ ।

ন যন্তো ন পুমান্ ন স্ত্রী ন বোধো নৈব কৰ্পনা
সানন্দং বা নিরানন্দ মাঙ্গানং মন্যসে কথং

যড়ঙ্গ যোগান্নতু নৈব শুদ্ধং
মনো বিনাশান্নতু নৈব শুদ্ধং
গুরূপদেশান্নতু নৈব শুদ্ধং
স্বয়ং তত্ত্বং স্বয়মেব শুদ্ধং

গোরক্ষ সংহিতাগ্রন্থ করিতেছে নিরূপণ
দেহীরূপে স্বতঃ শুদ্ধ আত্মা ব্রহ্ম সনাতন ।

সর্বেষামপি চৈতেষা মাঙ্গজ্ঞানং পরং স্মৃতম্
তদ্ব্যগ্র্যং সর্ব বিজ্ঞানাং প্রাপ্যতে হৃদয়ং ততঃ ।

সর্বমাঙ্গানি সম্প্রশ্যেৎ সচ্চা সচ্চ সমাহিতঃ
সর্বংহাঙ্গানি সম্প্রশ্যন্নাদ্যশ্চ কুরুতে মনঃ

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব মাঙ্গাণ্যেবা বস্বিতম্
আত্মাহি জনয়তোষাং কৰ্ম্মযোগং শরীরিনাম্

সর্বভূতেষু চাঙ্গানং সর্বভূতানি চাঙ্গানি
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য মধি গচ্ছতি !

এবং যঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাঙ্গান মাঙ্গানা
স সর্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যতি পরংপদম্ ।

“আত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্” শ্রেষ্ঠ আত্মযাজীগণ
এরূপে মনুসংহিতা করিতেছে নিরূপণ

অমৃতং , শব্দ রহিতং স্বরব্যাঞ্জনং বর্জিতং
 বিন্দুনাৎ কলাতীতং যন্তং বেদ স বেদবিৎ ।
 সীলস্বস্ত্যাপানিত্যং . নিরালম্বস্ত শূন্যতা
 উভয়ো পুরিদোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ
 হৃদয়ং , নির্মলং ক্লদ্য চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ং
 অহমেকং 'মিদং সর্ব' মিতি পশ্যেৎ পরং সুখী
 জ্ঞাত্বা , সর্বগতং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞং পরমেশ্বরং
 অহং ব্রহ্মেতি নির্দেহুঃ প্রমাণং তত্র কিং ভবেৎ ?
 কথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতং
 অবিশেষো ভবেত্তদে জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ ॥
 “ইন্দ্ৰিয়ানুষ্টিভিরাকাংক্ষং ক্ষুধার্তঃ কুণ্ডয়েত্ত্বাং
 নাহং ব্রহ্মেতি . জানাতি তত্ত্ব মুক্তির্ন বিদ্যতে ।
 অনন্তং কৰ্ম্ম শৌচঞ্চ তপো , যজ্ঞ স্তুতৈবচ
 তীর্থ যাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন' বিন্দতি ।
 তীর্থানি তৌরুপানি দেবান্ পাষণ মুন্ময়ান্
 যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে . আত্মধ্যান পরায়নাঃ ।
 অগ্নিদেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্
 প্রতিমা স্বল্প বুদ্ধিনাং . সর্বত্র সমদর্শী নাম ।
 এক্রপে উত্তর গীতা ক'রিছে . প্রক্তি পাদন
 অহং গ্রহ ভূমা আত্মা যোগীর্ অবলম্বন ।

যেনেদং পূরিতং সৰ্ববিশ্বান্নৈ বাহ্নান্ননি
 নিরাকারং কথং বন্দে হৃভিন্নং শিব মব্যয়ম্ ।
 পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচি জল সন্নিভম্
 কস্তাপাহোনমস্কুর্য্য মহমেকো নিরঞ্জনঃ ।
 এই বাক্যে আত্মাদেবে করি স্তুতি নমস্কার
 লিখিয়াছে দস্তাত্রেয় অবধূত গীতা 'তার' ।
 আত্মৈব 'কেবলং সৰ্বং ভেদাভেদো ন বিচিতে
 অস্তি নান্তি কথং ক্রিয়াৎ বিশ্বয়ঃ প্রতিভাতি মে ।
 ন সটো ন ঘটাকাশো ন জীবো জীব বিগ্রহঃ
 কেবলং ব্রহ্ম' সংবিক্তি বেদ্যবেদক বর্জিতঃ ।
 'আত্মাশ্চে বাহ্নানা সৰ্বং ত্বয়া পূর্ণং নিরন্তরং
 ধ্যাতা ধ্যানং ন তে চিৎ ন লজ্জং ধ্যায়তে কথম্ ।

বেদা ন লোকা ন সুরা ন যজ্ঞা
 বর্ণাশ্রমো নৈব কুলং ন জাতিঃ
 ন ধূম মার্গো ন চ দীপ্তি মার্গো
 ব্রহ্মৈক রূপং পরমার্থ তত্ত্বম্ ।

ন বন্ধো নৈব মুক্তোহহং ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্
 ন কৰ্ত্তা ন চ ভোক্তাহং ব্যাপ্যব্যাপক বর্জিতঃ ।
 ন জাতোহহং মৃতোবাপি নমে কৰ্ম্ম শুভাশুভম্
 বিশুদ্ধং নিঃশব্দং ব্রহ্ম বন্ধো মুক্তিঃ কথং মম ।

কথমিহ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা অহংগ্রহ অপ্রমেয়
অবধূত লক্ষণাদি বর্ণিয়াছে দত্তাত্রেয় ।

কথমিহ দেহ বিদেহ বিচারঃ

কথমিহ রাগ বিরাগ বিচারঃ

নির্ম্মল নিশ্চল গগনা কারং

স্বয়মিহ তত্ত্বং সহজাকারম্ ।

বৈদিক আত্মজ্ঞ আর অবধূত ভিন্ন নয়
উভয় অবিভা মুক্ত দেথে সর্ব আত্মময় ।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এবচ
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয় মবিকার্যোহয়মুচ্যতে
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিহু মহসি ।

সর্ব ভূতস্থ মাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগ যুক্তান্না সর্বত্র সমদর্শনঃ

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যাতে
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যাতে ।

মন্তঃ পরতরং মাগ্ৰং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়
ময়ি সর্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মনিগণা ইব ।

অহং বৈশ্বানরো ভূহা প্রাণিনাং দেহ মাশ্রিতঃ
প্রাণাপান সমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥

সর্বস্য 'চাহং' হৃদি সন্নিবিষ্টো
 মনঃ স্মৃতি জ্ঞান মপোহনঞ্চ ।
 বেদৈশ্চ সর্বৈব্রহ্মেব বেত্তো
 বেদান্তকুদেদ বিদেব চাহম্ ।

কৃন্তুমুখে জীব ব্রহ্মে করিয়া ঐক্য, স্থাপন,
 অহং জ্ঞান গম্য তাগ করিয়া প্রতি 'পাদন'।
 নানা ভাবে নানা শ্লোকে নানারূপ ব্যাখ্যাতার
 করিছে প্রকৃষ্ট ভাবে ভগবৎ গীতাকারী ।
 পঞ্চদশী বাশিষ্ঠাদি বৈদান্তিক গ্রন্থযুগ
 বলে আত্মা 'সর্বব্যাপী সর্বরূপী সর্বগত'।
 'বাহুল্য বিধায়' তাগ করিলাম প্রত্যাখ্যান
 করে 'সর্ব' বিধ শাস্ত্র একাত্মত্ব তত্ত্ব 'প্রমাণ'
 দেখিয়াও নাহি দেখে তাহা অবিবেকী গণ
 সে হেতু ত্যজি তণ্ডুল করিছে ভূষ গ্রহণ ।
 দাস জাতি চাহে দাস্য দাসই তাঁর জীবন
 করে তাহে শাস্ত্র বাক্যে দাসত্বের সমর্থন ॥

পুরাণ বেদান্ত বেদ , গীতা তন্ত্র সংহিতাদি

পুৰাতন নব্য শাস্ত্র যত

'অহং এক ভূমাত্মা' 'সর্বগত, এবিষয়ে'

সকলের হয় একমত ।

বৈদিক কাল হইতে আত্মজ্ঞানী “অহংবাক্যে

আত্মতত্ত্ব করেছে প্রচার

নহে সেই জ্ঞানীগণ . অবতার রূপে পূজা

শ্রীকৃষ্ণ কিহেতু অবতার ?

হইয়াছে, বহু পূর্বের বেদান্ত বেদ প্রণীত

সেই হেতু কৃষ্ণ কথা নাহি তাতে উল্লিখিত ।

কিহেতু বলিছে কৃষ্ণ আছে বেদে কথা তার

ইহাও কি ব্রজলীলা মিথ্যা গুপ্ত ব্যবহার ?

“বৈদৈশ্চ সর্বৈবঃ” ইত্যাদি কৃষ্ণের যত বচন

কৃষ্ণদেহ, নাম রূপ নাহি করে নিরূপণ ।

কৃষ্ণই হয়ে বিস্তৃত ব্রহ্মত্বে ই’য়ে সংস্থিত

করিয়াছে অহং বাক্যে একাত্ম তত্ত্ব বিবৃত ।

জ্ঞানীর “অহম্” শব্দে যে চৈতন্য নির্দেশিত

নহে তাহা স্পষ্টতার দেহ মধ্যে বিরাজিত

দেখে জ্ঞানী স্বীয় সত্তা চিন্ময় ভূমাতব্যয়

বাহ্য অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত . সর্ববগত সর্ববময় ।

জ্ঞানীর আত্মিক বাক্য শুনিয়া অজ্ঞানীগণ

তাত্ত্বিক অর্থগ্রহণে সক্ষম নহে কখন ।

কেহবা প্রেরিত, পুত্র, অবতার . কোন জন,

উন্মত্ত পাষণ্ড কেহ হয় গণ্য . সে’কারণ ।

বেদ, বেদান্তাদি গ্রন্থ অনধীত, যেইজন
 দেখিয়া সে গীতা গ্রন্থে কৃষ্ণের “অহং” বচন
 অহং শব্দে লক্ষ্য দেহ করি এই অমুমান
 করে অবতার জ্ঞানে নাম জপ মূর্ত্তি ধ্যান,
 বিশ্বাস ব্যাধিতে যার ক্ষীণ-দৃষ্টি, দুঃখ, দুঃখ,
 তদ্বার্থ দর্শন ক্ষম নহে সে অধীত জন ।
 জানিয়াও সত্য অর্থ করি শাস্ত্র অধ্যয়ন
 স্বার্থ সন্ধানের লোভে অবিবেকী কত জন
 অসদর্থ কূটব্যাখ্যা, ভাষ্য করি প্রণয়ন
 করিয়াছে সত্য লোপ অণুতের প্রচলন ।
 ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সন্ধান বুদ্ধির তরে
 সংস্কারাক্ত হিন্দু জাতি মোহ কুপে ডুবে মরে ॥
 স্থাবর জঙ্গম, আখ্য যত দেহী বিশ্বময়
 অনন্ত কৌটাণু যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ নয়
 জড় নামে যাগা কিছু আছে বিশ্বে অবস্থিত
 সর্বত্র আত্ম—প্রতীক অহং জ্ঞান বিরাজিত ॥
 জীবে জীবে ব্যবচ্ছেদ মায়িক, অবিদ্যাময়
 অনন্ত আত্মার কভু অংশ ভাগ নাহি হয় ।
 হয় না শাস্ত্র, আত্মার উত্থান, অবতরণ
 অংশ কিম্বা অবতার নহে তাহে কোন জন ।

বসিদ্ধি' য়ে “অহং ব্যাপী, পূর্ণ ব্রহ্ম চিনময়
তার অবতার আখ্যা সন্মান সূচক নয়।

নৈষা তর্কেন মতি রপনেয়া
প্রোক্তান্তেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ
যাস্তু মাপঃ সত্যযুতির্বদাসি
দ্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকेतঃ প্রযট।।

এই কাঠকের মত করিয়া অবলম্বন
বৈষ্ণবাদি দ্বৈত বাদী গণ
বলে, “অন্তেন” এ শব্দে “ব্রহ্মণোহন্তোহহমিতি”
এই অর্থ করিছে জ্ঞাপন।

ব্রহ্ম হ'তে আপনাকে যেই জন জানে ভিন্ন
বিজ্ঞ গুরু তার অভিধান
ব্রহ্ম হ'তে আপনার স্বাতন্ত্র্য বোধের নাম
সুজ্ঞান অথবা ব্রহ্ম জ্ঞান।

“দ্বৈতংন বিদ্যত ইতি . তস্মাদ জ্ঞানি নাঃ, মতম্”
বলে পূর্ণ প্রজ্ঞের দর্শন
“বৈলক্ষণ্যং তয়োজ্জীৱা মুচ্যতে, বধ্যতেহম্মখা
পূর্ণ প্রজ্ঞ করে নিরূপণ।

উপাসনা আরাধনা ভজন পূজন ধ্যত
দৈত জ্ঞানে সদা কৃত হয়

সকল ধর্মের ভিত্তি , জীব ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান
ধার্মিক কি তত্ত্ব জ্ঞানী নয় ?

মন্ত্রের শাস্ত্রের ভাষা দেখ করি , অধ্যয়ন
অথবা বিচার বলে কর দ্বিধা নিবারণ ।

মনেন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্ম বলিয়াছি বহু , স্থলে
শ্রুতি স্মৃতি সর্ব বিধ শাস্ত্র ও তাহাই ধলে

“গন্মানসান মনুতে” তাহা ব্রহ্ম বাচ্য হয়
“যদিদ্য মুপাসতে” তাহা কভু ব্রহ্ম নয়

মনেন্দ্রিয়াতীত বস্তু “ইদং” জ্ঞানে গ্রাহ্য নয়
কিরূপে হইবে বল তাহাতে দৈত প্রত্যয় ?

আত্মোত্তর রূপে ব্রহ্মে না করিয়া দরশন
করিয়াছে কি উপায়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন ?

জীবদেহের ভিত্তি এই ভেদ বোধ- দৈত জ্ঞান
নহে সাধন সাপেক্ষ , আছে স্বতঃ বিদ্যমান ।

বালক যুবক বৃদ্ধ রমণী অথবা নর
নরহস্তা প্রবঞ্চক পাপাত্মা দস্যু তস্কর ।

পশু পক্ষী পতঙ্গাদি যত জীব বর্তমান
সকলের মনে স্বতঃ নিহিত এ দৈত জ্ঞান ।

জৈবদৃশ্য পদার্থ, কিম্বা অণু জীব গণে
 আত্মতর ভিন্ন বস্তু সকলেই করে মনে ।
 যদি এই ভেদ বোধ তব জ্ঞান বাচ্য হয়
 'সকলেই' তব জ্ঞানী, 'কেহ' অতদ্বজ্ঞ নয় ।
 • দৃষ্ট্য প্রবঞ্চক গুরু গুরু আখ্য পশু গণ
 কাহাকে করিবে বল গুরু পদে নির্বাচন ?
 "দ্বৈতং ন বিদ্যতে" যদি অজ্ঞানীর মত হয়
 "দ্বৈত মস্তি" যার মত সে জন জ্ঞানী নিশ্চয় ।
 সর্ব জীব তব জ্ঞানী হয় তাতে প্রমাণিত
 কেন তব জ্ঞান তরে হয় পুনঃ লালায়িত ?
 জীব ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান যদি মুক্তি প্রদ হয়
 সর্ব জীব স্বতঃ মুক্ত ইহাতে নাহি সংশয় ।
 স্বভাবতঃ ভেদ বোধ করে সর্ব জীব গণ
 গুরু উপদেশে শাস্ত্রে বল কিবা প্রয়োজন ?
 বিবেক বৈরাগ্য আর সাধন ভজন যত
 সকল বিফল তবে, কেন তাতে হয় রত ?
 অহো ! বামদেব আদি বৈদিক ঋষির ত্রায়
 অবিদ্যাক্ত বন্ধ জীব কদাচিত্ দেখা যায় ।
 অহো ! এ বিশ্ব সংসার জ্ঞানী আর জ্ঞান ময়
 যে দিকে ফিরাই আঁখি 'ভেদ বাদী' দৃষ্ট হয় ।

সকল মর্শের ভিত্তি ইত্যাচার দ্বৈত জ্ঞান
 গৃহ কত দূর দৃঢ় ভিত্তিই করে প্রমাণ ।
 ছিল কত দূর জ্ঞানী 'নব্য' ভক্তি, শাস্ত্রকার
 বুদ্ধির প্রার্থ্যা কত করিয়া দেখ 'বিচার' ॥

বলে বহু বিজ্ঞ জন অদ্বৈত একাত্ম জ্ঞান
 পরমার্থে যথার্থ নিশ্চয়
 কিন্তু সেই গৃঢ় তত্ত্ব সংসারী জীবের "তরে
 কদাপি সহজ লভ্য নয় ।"

করি দ্বৈত উপাসনা ভ্রমি কস্মি, ভক্তিমাগ
 করি জ্ঞান মার্গে আরোহন
 হ'য়ে ক্রমে অগ্রসর লভে সে অদ্বৈত জ্ঞান
 অধিকারী মোক্ষ কামী গণ ।

যদি ইহা হয় সত্য কি হেতু কর খণ্ডন
 ভক্তি ধর্ম কস্মি ব্যবহার ?
 পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘনে করি পত্তা, উপদেশ
 করিতেছে কিবা উপকার ?

কুস্মাণ্ড ছেদনে যদি শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা হয়
 প্রতি গৃহে বীরাস্ত্রনা হইত বঙ্গ নিশ্চয় ॥

সিংহ ব্যাঘ্র সহ ক্রৌড়া করিতেছে কোন জন
 দেখিয়া স্তম্ভিত করে কল্পনা ভীষণ মন ।

মুখিক মার্জ্জার শুনি করি ক্রমে পরাজয়
 সিংহ শার্দূলের সহ ক্রীড়ায় সক্ষম হয় ।
 মুখিক দংশন ভয়ে থাকে ভীত আমরণ
 কৃষ্ণ শ্বেদ, কম্প, স্বপ্নে করিলে ব্যাঘ্র দর্শন ।
 কিন্তু এ সাধন নহে শার্দূল ক্রীড়ার তরে
 প্রথমেই যোগ্য জন পিঞ্জরে প্রবেশ করে ।
 বিবেকী পুরুষ-সিংহ বীত রাগ বীত ঘেঘ
 'অদয়' একাত্ম তত্ত্ব অক্লেশে করে প্রবেশ ।
 বহির্দেশে অবিবেকী অবিরাগী অজ্ঞ গণ
 করিছে বৃথা কল্লনা, কৰ্ম্মাদি অবলম্বন ।
 “অধিকার লাভ তরে- কৰ্ম্ম ভক্তি প্রয়োজন”
 এই মত যেই “বিজ্ঞ” করিতেছে সমর্থন ।
 কৰ্ম্ম ভক্তি জ্ঞান মার্গ ক্রমশ, করি ভ্রমণ
 অদ্বৈত জ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়েছে কি সেই জন ?
 ছিল পূর্বে ধর্মী যত, এখন যা দেখা যায়
 আমরণ ছিল, এবে থাকে দ্বৈত অবস্থায় ।
 মগুন ছিল বেদজ্ঞ শ্রোত কৰ্ম্মে বিচক্ষণ
 কিন্তু করে নাই কৰ্ম্ম তত্ত্ব জ্ঞান উৎপাদন ।
 ইয়ে শঙ্করের শিষ্য করি কৰ্ম্ম প্রত্যখ্যান
 লভেছিল সুরেশ্বর অদয় একাত্ম জ্ঞান ।

মল্লবিদ্ দ্বৈত জ্ঞানী নারদ ঋষি প্রবর
 না পারিয়া ধর্ম কস্মৈ তরিতে শোক সাগর
 লইয়া সনৎকুমার ঋষির পদে শরণ
 করি তাঁর উপদেশে “ভূমা” আত্মা আলম্বন
 হয়েছিল কৃতকৃত্য শোক তাপ বিরহিত
 ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে ইহা বিবরিত ।
 আছে ‘সোহংগীতাগ্নে কস্ম ও ভক্তি বিচার
 বাহুল্য বিধায় তাহা বলিব না পুনর্ব্বার ।
 দ্বৈত উপাসনা বলে লভেছে অদ্বৈত জ্ঞান
 কোন শ্রুতি স্মৃতি গ্রন্থে দেখি না তার প্রমাণ ।
 ‘ভ্রমি ভ্রান্ত দ্বৈত মার্গ যখন হতাশ হয়
 দ্বৈত উপাসনা বুঝা যখন জানে নিশ্চয় ।
 বিবেক বৈরাগ্যবান হয় যদি তার মন
 আত্মজ্ঞ গুরুর পদে যত্নপি লয় শরণ ।
 গুরুর তত্ত্বোপদেশে করি দ্বৈত প্রত্যাখ্যান
 অভ্যাস, বৈরাগ্য বলে লভে সে অদ্বৈত জ্ঞান ।
 পরীক্ষ্য লোকান্ কস্মচিৎতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদ
 মায়াশাস্ত্র্য কৃতঃ কৃতেন ।

ভদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরু মেবাভি গচ্ছুৎ
 সমিপ্যাণিঃ শ্রেয়সিং ব্রহ্ম নিষ্ঠং ।

“কৰ্ম্মাদির . নিষ্ফলত্ব সম্যক করি দর্শন
 ত্যজি কৰ্ম্ম গুরু পদে জ্ঞানার্থে লবে শরণ ।”
 ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম বণে ক্রমে হইলে অদ্বৈত জ্ঞান
 শুরু উপদেশে পুন কি হেতু প্রতি বিধান ?
 “অপাত্তো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” সূত্র করে নিরণয়
 ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার তরে ত্যাগী অধিকারী হয় ।
 যদি বলা “অথ” পদে কৰ্ম্মাদি নির্দেশ করে
 করি জীব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম জিজ্ঞাসিবে ব্রহ্ম পরে ।
 জিজ্ঞাসার পূর্বে যদি কৰ্ম্মাদি ত্যজিতে হয়
 কেন কর ব্রহ্ম কৰ্ম্মে অমূল্য সময় ক্ষয় ?
 কৰ্ম্মের নৈষ্ফল্য . করি বিচারে প্রতিপাদন
 তদয় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কেন না কর এখন ?
 দেখ ধৰ্ম্মাদির ফল . সম্যক করি বিচার
 দ্বৈত সাধনের বলে হয় কোন উপকার ।
 ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মাদির ফল কদাপি বৈরাগ্য নয়
 অনিত্য নিত্য বিচারে জীবের বৈরাগ্য হয় ।
 ভক্তি মার্গ প্রবর্তক রামানুজ আদি যত
 ছিল রঙ্গনাথ আদি . মূর্তি উপাসনা রত ।
 “অর্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কৰ্ম্মসেহধিকৃতো . ভবেৎ .
 বিভবোপাসনে পশ্চাদ বাহো পাস্তে . ততঃ পরম্ ।

সূক্ষ্ম তদনুশীলঃ স্যাদনুষ্ঠামিণ মীক্ষিতুমিতি”
 করি স্থির সাধনের এরূপ ক্রমিক রীতি
 করিয়াছে অর্চাপূজা; রামানুজ আমরণ
 হয় নাই আত্ম জ্ঞান, অনুষ্ঠামী, দরশন,
 চৈতন্য করিত জড় জগন্নাথে, নমস্কার
 চিচ্ছতার অনুভূতি নাহি ছিল চিত্তে তার।
 করিয়াছে আমরণ দ্বৈত মার্গে, পর্যটন
 হয় নাই নেত্র গ্রাহ অদ্বৈত পন্থা, কখন ॥
 “ধনং দেহি জয়ং দেহি দ্বিযোজহি” প্রার্থনায়
 পরাজয়, দৈন্য, দুঃখ অপমান হিন্দু পায়।
 ক্রীড়ে বানিজ্য শিল্প বিজ্ঞান করি সাধন
 দেখ, ধন যশ জয় লভিছে বিধব্রীংগণ।
 বাপ্প তাড়িতের শক্তি, গুণ, নানা ব্যবহার
 করি বুদ্ধি, শ্রম বলে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।
 করিছে জীবের নানা মঙ্গল, সুখ সাধন
 না চাহি ঐশ করুণা, না করি স্তুতি ক্রন্দন।
 ভারতের দেব দেবী কিম্বা আবতারগণ।
 যদি দেখে দৈন্য দুঃখ, ক্রন্দন করে শ্রবণ।
 ভারতের কিম্বা স্বীয় ভক্তের মঙ্গল তরে
 কোন্ গুঢ় বিদ্যা কবে ভক্তে উপদেশ করে ?

“বৈষ্ণেছিল” “প্রসাদের” বেড়া” বলে .ভক্তগণ
 সন্তোষেছিল এই ফল করিয়া এত সাধন ?
 এক সিকি ব্যয়ে গৈই কার্য্য সম্পাদিত হয়
 আগে ! তার তরে এত ক্রন্দন, স্তুতি, বিনয় ?
 বৈষ্ণবান্নি, ভক্ত প্রতি হ’লে জগন্মাতা প্রীত
 দিতেন বিজ্ঞান তত্ত্ব জীবের কল্লনাভীত ।
 হিন্দুর • সিদ্ধি, সাধনে হয়েছে কি “উপকার
 ত্যজিয়া ‘অন্ধবিশ্বাস, করিয়া দেখ বিচার ।
 যেরূপ অবস্থাপন্ন ভারতের সাধুগণ
 লভিছে সেরূপ সিদ্ধি করিয়া ধর্ম্ম সাধন ।
 দেগিয়া ঐতিক ফল কর এবে অনুমান
 করিবেন সেব্য স্বর্গে কিরূপ সুখ বিধান ॥
 বিষয় বাসনা আর .আসক্তি বিদ্বেষ ভরে
 সংসারী মানব যবে শোক তাপ ভোগ করে ।
 তাজি দুঃখ-মিশ্র সুখ, অনিত্য ভোগ্য বিষয়
 নিত্য-ভোগ্য, চিরসুখ তরে লালায়িত হয় ।
 করিয়া কল্লনা ঈশ পূর্ণতম প্রিয়তম
 করে তার প্রীতি তরে স্তব স্তুতি যত্ন শ্রম ।
 গন্ধ মাল্য ভোজ্য পেয় করে তারে নিবেদন
 কিস্বা ভক্তি প্রেম পুষ্প শ্রীপদে করে অর্পণ ।

করিত, সংসারে যাহা প্রিয় পশ্চিজন, তরে
 আরাম্যের প্রতি পুন সেই আচরণ করে ।
 গেলে সে আশা নিবশা আসক্তি বাসনা মনে
 কবেসেই মত্ত ক্লেশ প্রীতি দানে, প্রাণপণে ।
 প্রিয়তম দেবে যদি অন্য কেহ তুচ্ছ মনে
 ক্ষণেকে বিদ্বেষ বক্তি উদ্দীপ্ত হয় অন্তরে ।
 ঈশের অঙ্গি যদি করে কেহ ব্যঙ্গীকার
 হয় উত্তেজিত ক্রোধ, তিঘাংসা, জদবে তাঁর ॥
 খেলে মনে, সর্বভাব সুধু ভাব্য ভিন্ন হয়
 সংসারে সজীব মূর্তি ধরাছো মনোময় ।
 সে আকাঙ্ক্ষা সে আসক্তি তিংসা ক্রোধ থাকে মনে
 প্রীতি স্থায় সম্প্রদায়ে দেম অবিশ্বাসা জনে ॥
 কবে অজ্ঞ নতি তারে সাধক ধার্মিক জ্ঞানে
 হইলেও স্বর্গগত টেকী কিন্তু ধান ভাণে ।
 দ্বৈত জ্ঞানে করে ক্রিয়া বহিস্মুখী বুদ্ধিগণ
 বিনা দ্বৈত বস্তু তাগ হয় না রুদ্ধ কথন ।
 বহিস্মুখী দ্বৈত মার্গে ভক্তি প্রেমাди সম্বল
 অদ্বৈত অন্তরমুখী পাণ্ডেয় বৈরাগ্য বল ।
 বিপরীত মুখী শাস্ত্র বিপরীত দিকে ধায়
 এক চাহে সেবা দেবে অন্তে আত্মজ্ঞান চায় ।

উদ্দেশ্য, গন্তব্য পথ, পাথেয় বিরুদ্ধ যার
তাঁহার অঙ্গাদি ভাব অঙ্গ করে অঙ্গাকার।

অপর একটি প্রশ্ন • ; হইল উদ্ভিত মনে
(যদ্যপিও প্রাসঙ্গিক নয়)

শাস্ত্র বাক্য-যুক্তিবলে করিয়া মীমাংসা তার
কর মম ভ্রম দিখা ক্ষয়।

শব্দ-ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, দ্বিবিধ ব্রহ্মের সত্তা
কোন কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়

প্রণব, ওঙ্কার শব্দ সাধক করে শ্রবণ
সে শব্দ কি ব্রহ্ম বস্তু নয় ?

ওমিতোতদক্ষরমিদং সর্বং সত্যোপব্যাখ্যানং
ভূতং ভবন্তাবল্লাদিতি সর্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যত্রিকালাতীত তদপ্যোঙ্কার এব সর্বং
হেতদব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্মসোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।
এমন্তে মাণ্ডুক্য শ্রুতি করিতেছে নিরণয়
ত্রিকালে, ত্রিকালাতীত, সর্ব বস্তু ব্রহ্মময়।
সেই ব্রহ্ম “অয়মাত্মা” চতুর্ভাগে বিভজ্জিত
জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়,—ত্রিগুণাতীত ॥
মাণ্ডুক্যের সর্ব মন্ত্রে ‘স্পৃষ্ট’ প্রমাণিত হয়
চৈতন্য ওঙ্কার বাচ্য, শব্দ তার লক্ষ্য নয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনম্পরম্
 এতদালম্বনং জ্ঞান! ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
 করিয়া ওঙ্কার লক্ষ্য, কাঠকে এই বচন
 বলে তাহা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হেতু, আলম্বন
 কিন্তু কাঠক-ওঙ্কার প্রণবের 'শব্দ নয়'
 মাণ্ডুকা শ্রোক্ত ওঙ্কার, এ ওঙ্কার এক হয় ।
 কিন্তু উপনিষদাখ্য কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়
 শব্দ-ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম আখ্য বস্তুদ্বয় ।
 সহজ নব্য ভাষায় হইতেছে প্রমাণিত
 আধুনিক গ্রন্থ ইহা নহে ঋষি বিবচিত ।
 'শব্দ মায়াবৃত্তো যাবন্তাবত্তিষ্ঠতি পুঙ্করে
 ভিন্নৈতমসি চৈকম্ একমেবানুপশ্যতি ।
 শব্দাক্ষরং পরংব্রহ্ম যস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরম্
 তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্ যদীচ্ছেচ্ছাণ্ডি মাণ্ডুয়াৎ ।
 দেবিত্যে বেদিতব্যোহি শব্দব্রহ্ম পরঞ্চযৎ
 শব্দ ব্রহ্মণি নিষণ্ডি পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।
 গ্রন্থমভ্যাস্য মেধাবী জ্ঞান বিজ্ঞান তৎপরঃ
 পলালমিবধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থ মশেষতঃ ।
 যদিও ব্রহ্মবিন্দুতে, 'শব্দ ব্রহ্ম আখ্য হয়
 স্তব্যর্থ গ্রহণে তাঁর হয় অর্থ সমন্বয় ।

শব্দ ক্ষয়ে থাকে যাহা তাহা ব্রহ্মসনাতন
 ব্রহ্মলাভ তরে শব্দ যোগীর অবলম্বন ।
 বীজাক্ষরাৎ পরং হিন্দু সাদং বিন্দোঃ পরেস্থিতম্
 'সুশব্দধাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্ ।
 অনাগতঞ্চ যচ্ছব্দং তস্য শব্দস্য যৎ পরম্
 'তৎপরং চিন্তয়েদ্ যন্তু স যোগী ছিন্ন সংশয় ।
 এই মন্ত্রে তেজবিন্দু করে শব্দ 'অঙ্গীকার
 কিন্তু মহে ব্রহ্মবাচ্য নাদ কিস্বা শব্দ তার ।
 অনাহত শব্দ নাদ যেকালে বিলীন হয়
 নিঃশব্দ সে পদলাভে "স যোগী ছিন্ন সংশয় ।
 মাত্রা লিঙ্গ পদং ত্যক্ত্বা শব্দ ব্যঞ্জন বর্জিতা
 অস্বরং মকারং পদং সূক্ষ্মঞ্চ গচ্ছতি ।
 এমন্ত্রে অমৃতবিন্দু করিতেছে নিরূপণ
 ওঙ্কার আশ্রয় মাত্র নহে ব্রহ্ম কদাচন ।
 "ওঙ্কার রথ মারুহ" করিবে পথে গমন
 কিন্তু ব্রহ্ম প্রাপ্তি তাতে হইবেনা কদাচন ।
 "তাবদ্রথেন গন্তব্যং যাবদ্রথ-পাথি স্থিতঃ
 ছিহ্না রথপথস্থানং রথমুৎসজ্য গচ্ছতি ।
 জ্যোতি শব্দাদি গ্রহণে একাগ্রতা সিদ্ধ হয়
 কিন্তু একাগ্রতা কভু নিরোধের পথ নয় ।

সে সূক্ষ্মপথে ওঙ্কার বাহনাদি নাহি সাঁয়
 ওঙ্কার-বাহন ত্যজি প্রবেশিতে হয় তায় ।
 শ্রুতিমতে ওঙ্কারাদি-বাক্য ব্রহ্ম বস্তু নয়
 মনঃস্থৈর্য্য তরে ইহা আশ্রয়বিশেষ হয় ।
 কিন্তু এ ওঙ্কারশব্দ নহে সাধা কদাচন
 অন্তর্স্থুখী মন ইহা সত্যই বরে শ্রবণ ।
 সমাধির পথে ইহা অমৃতম অন্তরায়
 প্রাক্কযোগী ওঙ্কারাদি প্রত্যাখ্যান করে তায় ।
 ওঙ্কারে অভিনিবেশ করে যেই অজ্ঞান
 তাহাতে অভ্যাস কালে হয় বন্ধ তার মন ।
 অজ্ঞাতে অলক্ষ্য যবে সেই শব্দ লুপ্ত হয়
 হয় না আত্মস্থ মন, হয় সুপ্তপ্রায় লয় ।
 ওঙ্কারের উপদেশ করেছে যে শাস্ত্রকার
 হলেও ঋষি সমাধি হয় নাই কভু তার ॥

কিরূপে জানিলে তুমি শব্দ উপদেশটা ঋষি
 হয় নাই কভু সমাহিত
 প্রণব শব্দ বিরোধী আছে কি বহুল মন্ত
 বেদান্তে বা বেদে উল্লিখিত ?

দর্শন বেদান্ত রূপে পূর্বব শাস্ত্রকারগণ
 প্রণবের বিশেষত্ব করে নাই প্রদর্শন ।

ক'বিলেও; তাহা আমি করিতাম প্রত্যাখ্যান
মহি, শাস্ত্র-দাস আমি, নাহি পাণ্ডিত্যভিমান ।

বিক্ষেপ, লয়, ক'ষার, কিস্মা রস-আস্বাদন
সমাধির বিঘ্নকর, জানে সর্ব যোগীজন ।

রসাস্বাদ আখ্য এই প্রণবে অভিনিবেশ ।
হয়না শব্দ শ্রোতার কভু সমাধির লেশ ॥

প্রণব • শব্দের লয়ে হয় তার মন লয়
সে অবস্থা মুগ্ধ, লয়, কিস্মা সুপ্তিবাচ্য হয় ॥

অভ্যাসী মাত্রই এই অভিক্ষেপ লাভ করে,
সেই তেতু করে যত শব্দ প্রত্যাখ্যান করে ।

বলে যে প্রণব শব্দ করিতে অবলম্বন
সুপ্তি সমাধির ভেদ নাহি জানে সেই জন ।

জানিয়াও তত্ব, যদি শব্দ উপদেশ কবে
তাহা অধমাদিকারী • জনের তুষ্টির তরে ।

হয়না সমাধি তাতে, নাহি হয় তত্ত্বজ্ঞান
লভে সাময়িক তৃপ্তি “আমি যোগী” অভিমান ॥

এই প্রণব সত্যে যদি না হয় তব বিশ্বাস
ওঙ্কার অবলম্বনে করিয়া দেখ অভ্যাস ॥

বলিতেছে কোন শাস্ত্র অনাহতঃ এই শব্দ
 নিত্য ইহা, বলে কোন জন ।
 উৎপন্ন কি নিত্য ইহা তাহার সূক্ষ্ম বিচারে
 কর মম সন্দেহ ভঞ্জন ॥

আকাশে বায়ু সজ্জাতে হয় শব্দ সমুদ্ভূত
 আঘাত ব্যতীত শব্দ নহে কভু সম্ভাবিত ।
 অল্প শব্দশূন্য স্থানে আসীন সাধকগণ
 দেয় অনাহত আখ্যা করি সে শব্দ শ্রবণ ।
 বিচ্ছিন্ন আঘাতে হয় পরিচ্ছিন্ন শব্দ যত
 অবিচ্ছিন্ন বায়ুঘাতে হয় শব্দ অবিরত ।
 দেহে যন্ত্রাদির ক্রিয়া শোণিতের সঞ্চালন
 মস্তিস্কে স্নায়ু সংযোগে করে শব্দ উৎপাদন ।
 হলে বাহ্য শব্দ রুদ্ধ বহির্বস্তুত্যাগী মন
 মস্তিস্কের অভ্যন্তরে করে সে শব্দ শ্রবণ ।
 নহে বহিঃশব্দ ইহা সেই হেতু শাস্ত্রকার
 অনাহত, গুণারাদি নানা নাম দেয় তার ।
 সজ্জাতে উৎপন্ন শব্দ আকাশে বিলীন হয়
 তার স্থিতি, প্রত্যাগতি, কদাপি সম্ভব নয় ।
 শতবায়ু “কৃৎ” শব্দ কর যদি উচ্চারণ
 প্রতিবারে নব শব্দ করিতেছে উৎপাদন ।

ষেই, রূপে স্রোত জলে করিতে অবগাহন
প্রতিবারে নব জলে হইতেছে নিমগন ।

সেইরূপে অবিচ্ছিন্ন শব্দ যাহা শ্রুত হয়
প্রতিক্ষণে, নব তাহা, কভু এক শব্দ নয় ।

সম্বাতে উপন্ন শব্দ আকাশে বিলীন হয়
বিচ্ছিন্ন কি অবিচ্ছিন্ন শব্দ কভু নিত্য নয় ॥

করে গানিনি দর্শন শব্দে নিত্যানিত্য ভেদ
“নিত্য শব্দ “স্ফোট” আখ্য হয়

স্ফোটের সাহায্য বিনা কেবল বর্ণসংযোগে
অর্থবোধ সম্ভাবিত নয় ।

পরা, পশ্চাতি, মধ্যগা, বৈথরী আদি বিভাগে
শব্দ “ভাগ করি কোন জন

শব্দের মূল কারণে প্রদানিয়া পরা সংজ্ঞা
শব্দ ব্রহ্ম করে নিরূপণ ।

স্ফোটাদি শব্দ বিভাগে শব্দ ব্রহ্ম নিরূপণ
করিয়াছে “শাস্ত্রকারগণ

কি আছে যুক্তি প্রমাণ, শাস্ত্র সমর্থিত এই
শব্দ ব্রহ্ম করিতে খণ্ডন ?

পাণিনি “শব্দশাস্ত্রে” শব্দশাস্ত্র স্তুতি তরে
শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং” এরূপ বর্ণনা করে ।

“স্ফোটাণ্যো বিরবযবো নিত্যঃ শব্দোন্মুক্তঃ” ইয়
 কিন্তু যাহে “স্ফোট” ব্যাখ্যা স্পষ্ট প্রস্ফুটিত নয়।
 শব্দের অর্থ কেবল স্ফোটের সাপেক্ষ নয়।
 শ্রেষ্ঠার শব্দার্থ জ্ঞান বোধের কারণ হয়।
 অত্ৰাত ভাষায় যদি হয় শব্দ ‘উচ্চারিত
 স্ফোট যোগে নাহি হয় তার অর্থ উন্মোচিত।
 বিভিন্ন ভাষায় যদি ভিন্ন ভিন্ন স্ফোট হয়
 পরিচ্ছিন্ন সেই স্ফোট ভূমি ব্রহ্ম বাচ্য নয়।
 ত্যজি বৃথা বাক্যজাল, পরমার্থ নিরূপণ
 অন্তর্ভাগে এইরূপে করে পাণিনি দর্শন।
 “যত্র দ্রষ্টাচ দৃশ্যকঃ দর্শনকাবিকল্পিতম
 তত্শৈবার্থস্ত সত্যং” মাতঙ্গযস্য বেদিনঃ।
 বিকারোপগমে, সত্যং স্ববর্ণং কুণ্ডলং যথা
 বিকারোপগমো যত্র তানাতঃ প্রকৃতিং পরাং।
 বাচ্য। সা সর্বশব্দানাং শব্দাধঃ ন পৃথক্ ততঃ
 অপৃথক্তেহপি সম্বন্ধঃ। যো নানান্নানোরিবেতি ॥”
 “যথা স্বপ্ন প্রপঞ্চোয়ং ময়ি মায়া বিজৃম্বিতঃ।
 এবং জাগ্রৎ প্রপঞ্চোহপি ময়ি মায়া বিজৃম্বিতঃ ॥”
 এইরূপে ‘পরমার্থ’ তত্ত্ব করি নিরূপণ
 শব্দ শাস্ত্র স্থান পরে করিয়াছে প্রদর্শন।

“ইদমাদ্যঃ পদস্থানং সিদ্ধি সোপান ,পর্ব্বনাম্
 ইয়ং সা মোক্ষমার্গাণা মঞ্জিকা রাজ পদ্ধতি ॥”
 যাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহা শব্দ বাচ্য হয়
 সেই শব্দে পরা আদি কার ভাগ চতুষ্টয়।
 পরা অংশ ব্রহ্ম ইহা যদিও হয় কল্পিত
 পরিচ্ছিন্ন পরা “ব্রহ্ম” নাহি হয় প্রমাণিত।
 নাসিক্য, নেত্র, জিহ্বাদি অপর ইন্দ্রিয়গণ
 গন্ধ, রূপ, রস, আদি বিষয় করে গ্রহণ।
 চতুর্ভাগে বিভাজিত হয় যদি সে সকল
 “গন্ধব্রহ্ম”, “রূপব্রহ্ম”, হইবে তাহার ফল।
 গ্রাহ্য গ্রহণাদি যত মায়ায় বিকার হয়
 প্রকল্পিত পরা শব্দ মায়া মাত্র ব্রহ্ম নয়।
 যদি বল সেই মায়া ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মে স্থিত
 সেই হেতু পরাশব্দ ব্রহ্মরূপে প্রকল্পিত।
 পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, বিশ্বে যাহা কিছু বিद्यমান
 সর্ববস্তু মায়াময়, তথাই মায়ায় ভাগ।
 পরাশব্দবাদীদের বাক্যে এ সিদ্ধান্ত হয়
 সর্ববস্তু ব্রহ্ম তবে, শুধু পরাশব্দ নয়।
 শব্দ ব্রহ্ম নহে ব্রহ্ম নহে ইহা মায়াময়
 জীবের কল্পিত ইহা মোহাক্ষের, মনোময়।

“যন্মানসানমনুতে” যচ্ছেদ্রাজ্ঞেণ ন শৃনোতি
 “তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি” প্রমাণ করিছে শ্রুতি।
 শব্দ ব্রহ্ম, বেদ-ব্রহ্ম, স্করি নানা প্রকল্পন
 হয়। মোহে মুহমান অবিদ্যাক্ত অজ্ঞগণ।
 এ যুক্তিতে জ্যোতিব্রহ্ম স্বতঃই হয় খণ্ডিত
 বাহুল্য বিধায় তাহা হইলনা উল্লিখিত ॥

শাস্ত্র সমালোচনায় হইতেছে প্রতিপন্ন
 বেদাদিও ভ্রান্তিহীন নয়
 সেহেতু শব্দ প্রমাণ নহে অমোঘ অশেষ
 ইহা মম হতেছে প্রত্যয়।

বাতুল প্রলাপ প্রায় হান্ত্যাম্পদ কত কথা
 শাস্ত্রবাক্য করে সর্মর্থন।

সত্য নিরূপণ তরে একুপ শব্দে বা শাস্ত্রে
 মানবের কিবা প্রয়োজন ?

দ্বীয় ধর্ম শাস্ত্র সত্য সকলে করে প্রত্যয়
 অপরের ধর্মগ্রন্থ কাল্পনিক, ভ্রান্তিময়।

জীবের ভবিষ্যদ্বাণী আর স্বপ্ন বিবরণ
 সৃজিয়াছে বাইবেল নব্য আর পুরাতন।

ঋষি আখ্য মানবের বাক্য হ'য়ে সঙ্কলিত
 অলৌকিক, নিত্যবেদ হইয়াছে বিরচিত।

"কবিরর" আল্লাতাল। কোরাণের গ্রন্থকার
 করিতে কুফর ধ্বংস, জগতে সত্য প্রচার।
 প্রতি শাস্ত্র বিরচিত বিশ্বের মঙ্গল তরে
 কিন্তু একে করে মাগ্ন অশ্মে প্রত্যাখ্যান করে।
 সঙ্কীর্ণ সংস্কার ত্যজি যদ্যপি কর বিচার
 বুঝিবে শাস্ত্রের মর্ম্ম থাকিবেনা ভ্রান্তি আর।
 কিন্তু যত জ্ঞানাজ্ঞান জাগতিক ব্যবহার
 প্রত্যক্ষ প্রমাণতুল্য শব্দও কারণ তার।
 বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান অন্ধে সম্ভাবিত নয়
 স্বর, শব্দাদির বোধ বধিরের 'নাহি হয়।
 না থাকিলে বাক্য, শ্রোত্র হ'ত জীব জড় প্রায়
 ভাব বিনিময়ে ভাষা জীবের শ্রেষ্ঠ উপায়।
 পার্থিব, পারমার্থিক জ্ঞানের শব্দ কারণ
 পক্ষান্তরে শব্দ দোষে জন্মে ভ্রম অগণন।
 প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি হেতু শব্দ ভ্রমাত্মক হয়
 অসত্য শব্দে ক্রুরূপে হইবে সত্য নির্ণয় ?
 বিবেক বৈরাগ্য হীন, দেখে এবে কতজন
 দর্শন বেদান্ত বেদ করি শুধু অধ্যয়ন।
 বৈদান্তিক দার্শনিক আখ্যায়, আখ্যাত হয়
 কিন্তু আত্মজ্ঞান কভু তাদের আয়ত্ত নয়।

হয়না, তদ্বিজ্ঞানস্য নাহি লভে, তদ্বিজ্ঞান।
চাহে যশ, লভে যশ, সহ পাণ্ডিত্যাভিমান।

অহো ! “ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার” নাহি যার অধিকার
রাজর্ষি মহর্ষি ঋষি হইতেছে আখ্যা তার।

বৈদিক কালেও, কত বিবেকাদি বিবুধিত
অধীত অনাগজ্ঞানী, হ’ত ঋষি অভিহিত।

ঋষি, ‘মুনি, আখ্যা প্রাপ্ত অতদ্বজ্ঞ কভ জন
লিখিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্র, করি শ্রুতি সঙ্কলন।

করিয়াছে তদ্ব-সংজ্ঞ অতদ্ব প্রচার কেত
হয়েছে প্রশ্নিপু দ্বারে তাতে ভ্রান্ত মত যত।

“উবাচ, উবাচ” বাক্যে হ’য়ে গ্রন্থ বিরচিত
ধর্ম্ম ‘শাস্ত্র রূপে’ কত হইয়াছে প্রচারিত।

করি এইরূপ মিথ্যা শাস্ত্র বাক্য আলম্বন
সত্য নিরূপণ করা সম্ভবেনা কদাচন।

কল্পিত অতদ্ব যাহা তাহা কভু নিত্য নয়
সময়ের আবর্তনে, সদা বিবর্তিত হয়।

শ্রোত যজ্ঞ উপাসনা ‘অজ্ঞ ঋষি প্রকল্পিত
নিষ্ফল অতদ্ববোধে হ’য়ে ক্রমে নিরাকৃত।

মূর্ত্তি অধতার, পূজা হইয়াছে প্রচলিত
তাহাও, বিভিন্ন ভাবে হইতেছে বিবর্তিত।

তজ্জি দেব দেবী পূজা পাশ্চাত্য মানবগণ
 একে তিন, তিনে এক,—ঈশ্বর করি গ্রহণ ।
 জয়েছিল খৃষ্টভক্ত খৃষ্টান এ নামান্বিত
 কিন্তু ভিন্ন ভাবে তাহা হইতেছে বিবর্তিত ।
 হইয়াছে শত শাখা সম্প্রদায় শত শত
 পরস্পর দ্বন্দ্ব দ্বেষ যুদ্ধ অত্যাচার কত ।
 দেখিয়া বিফল সবে সন্দেশে সত্য প্রচার
 করিছে উদ্ধাব এবে বিদেশী যত নিগার ।
 পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী আর নিবেকী মানবগণ
 বিজ্ঞান, যুক্তিবিকল্প অতদ্ব করি দর্শন ।
 বিজ্ঞান চর্চার বলে করিয়া তত্ত্ব প্রমাণ
 কবিতেছে গড়, যিশু, বাইবেল প্রত্যাখ্যান ।
 সেরূপে পাশ্চাত্য দেব দেবী এবে নিরাকৃত
 সেরূপে হিন্দুদেবতা হ'বে ক্রমে অন্তর্হিত ।
 পুৰাতন প্রত্যাখ্যান নব ধর্ম্য প্রবর্তন
 অনাদিকাল হইতে করিছে মানবগণ ।
 আছে সত্য সর্ব্ব ধর্ম্মে নিঃশ্রেয়স লাভ তরে
 এই বাক্যে কত জন ধর্ম্ম সমন্বয় করে ।
 কিন্তু কে করে সাধন, ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় কার
 সে তত্ত্ব গীমাংসা তরে করে না কভু বিচার ।

করে না, জিজ্ঞাসা শিষ্য, নাহি করে, গুরুগণ
 সাধ্যের সত্তা, সংযোগ, স্বরূপ প্রতিপাদন।
 তবু ক্ষেত্রে গুরু শিষ্য উভয় হয় সমান
 করে বক্ষ্যা পুত্র গলে থ-কুসুম মাল্য দান,
 অবিদ্যার অন্ধকারে অজ্ঞানান্ধ জীব, হার!
 করিলেও অন্বেষণ, তব্বরত্ব নাহি পায়।
 কিন্তু বৈদিক কালের ঋষিদের আত্মজ্ঞান
 বৈদান্তিক, দার্শনিক, করে নাই প্রত্যাখ্যান।
 “অজ্ঞান মল পূর্ণহাৎ” যদিও পুরাণ ম্লান
 আছে তাতে সমভাবে সেই আর্ম আত্মজ্ঞান।
 হইলেও তন্ত্রগ্রন্থ মূর্ত্তি “মকারাদি ময়
 একাত্ম বিজ্ঞান তাঁর বহুস্থলে দৃষ্ট” হয়।
 গ্রীক দার্শনিকগণ লভেছিল তত্ত্বজ্ঞান
 তাহাদের বাক্য, গ্রন্থ, বৈরাগ্য, করে প্রমাণ।
 একেশ্বর বাদ আর পৌত্তলিক মতদ্বয়
 তাছিল আরবে পূর্বের স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।
 কিন্তু ছিল সেই কালে, নাস্তিকাত্মা জ্ঞানীগণ
 মূর্ত্তি পূজা, স্রষ্টা ঈশ, করিত উভ থগুন।
 প্রকৃতি সৃষ্টাত, বিশ্ব করেছিল নিরূপণ
 রবিস দেশে ছিল ঐবে আছে দার্শনিকগণ।

মস্জিদ, সমস্ত ব্রেজ আদি জ্ঞানী, মুসলমান
 ইয়েছিল আত্মজ্ঞানী তাজিয়া আল্লা, কোরাণ ।
 তাহাদের, মতালম্বী ; অসংখ্য ফকীরগণ
 অদ্বৈত, একাত্মবাদ করিতেছে সমর্থন ।
 পশ্চাত্য মনীষী “গেটে” “ইমার্সন” আদি যত
 প্রাচ্য আত্মজ্ঞের সহ সকলের একমত ।
 সত্য, চির সত্য, তার সম্ভাব সর্বক্ষণ
 অসত্য হয় বিলুপ্ত কিম্বা করে বিবর্তন ॥
 করিতে বিশ্বাস এবে সংস্কারাক্ত হিন্দুগণ
 সংস্কৃত ভাষা লিখিত প্রত্যেক শাস্ত্র বচন ।
 অনুষ্ঠাপ ছন্দে শ্লোক করেছে যে প্রণয়ন
 হিন্দুর বিচারে সিদ্ধ কিম্বা মুক্ত সেইজন ।
 শুনিয়া সংস্কৃত শ্লোক শির দ্বাবনত করে
 নাহি থাকে শক্তি, সত্য, অনৃত বিচার তরে ।
 সংস্কৃত শ্লোকের বলে অসত্য ও সত্য হয়
 ভাষায় লিখিত তব্ব হিন্দুর শ্রদ্ধের নয় ।
 সহস্র যুক্তি প্রমাণে নাহি হয় বিচলিত
 তর অন্ধ বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় নিহিত ।
 বহু আর্ষ শাস্ত্র করে ‘তিন্ম’ ‘তত্ত্ব’ সমর্থন
 এক গ্রন্থ করে পুন নানা পন্থা প্রদর্শন ।

বিভিন্ন বিরুদ্ধ বাক্য সামঞ্জস্য নাহি তাঁর
 করিছে গ্রহণ হিন্দু যাহা রুচিকর যার।
 হইয়াছে সেই হেতু লম্পাদায় শত শত
 শাস্ত্র শাস্ত্রে হিন্দু জাতি ছিন্ন ভিন্ন 'অপহতর্পি'
 জীবিতের সত্য বাক্য করি হিন্দু 'প্রত্যাখ্যান'
 মৃতের প্রলাপ উল্লি করে প্রব সত্য জ্ঞান।
 প্রাচীনতা প্রয়োজন হিন্দুর 'শ্রদ্ধার' তরে
 মৃত হিন্দু জাতি সুধু মৃতের সম্মান" করে।
 অতীত কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব বর্তমানে
 জগ্মিছে পাশ্চাত্য প্রাচ্য সর্বদদেশে, সর্বদস্থানে।
 নব পন্থা নব তত্ত্ব করিতেছে আবিষ্কার
 হইতেছে ক্রমোন্নতি ঘুচিতেছে অন্ধকার।
 জনগিবে, ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেষ্ঠতম
 জাতীয় উন্নতি তরে ইহা প্রাকৃতিক ক্রম।
 করে না বিশ্বাস হিন্দু, কভু নাহি আশা করে
 হবে কেহ স্বাধীনতা বর্তমানে কিসা পরে।
 ঋষির বাক্য খণ্ডনে কিসা দোষ প্রদর্শনে
 হয় বিদ্রোহের বহি প্রদীপ্ত হিন্দুর মনে।
 অদ্বিতীয় 'আত্মা', তার এক অপরোক্ষ জ্ঞান
 আত্মজ্ঞে 'জ্ঞান পার্থক্য কিসে কর অনুমান?

যাদৃশ, ভাবনা যস্ত সিদ্ধিও তাদৃশ, তার
ত্রিকালে হিন্দুর দশা করিয়া দেখ বিচার ।

অতঃ কথা, অজ্ঞের গুদা প্রীতি প্রদ হয়
সুখম সুগভীর তব্ব তাদের আয়ত্ত নয় ।

অভ্রান্ত সংখ্যা জ্ঞানীর, অজ্ঞজীব সংখ্যাভীত
সহজে অতঃ তাহে হয় বিশ্বে প্রচারিত ।

কিন্তু 'ছিল পুরাকালে পরাজ্ঞানী ঋষিগণ
বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে আছে তার নিদর্শন ।

“আশ্চর্য্যো বক্তা” বা “জ্ঞাতা ইত্যাদি কঠ বচন
জ্ঞানী, জ্ঞান পিপাসুর সংখ্যা করে নিরূপণ ।

আর্য শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে খনি মাঝে মণিপ্রায়
জগত-দুল্লভ-তথ্য-মহারত দেখা যায় ॥

আছে যদি তত্ত্বরত্ন . বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে

কি হেতু ‘অপরা’ অভিধান

শ্রুতির দিয়াছে শ্রুতি, পরমার্থ নিরূপণে

কেন তাহা নহে ক্ষমবান ?

করিয়া মন নিরোধ যবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ
ভূমা চিচ্ছাগর মাঝে হয় পূর্ণ নিমগণ ।

বিশ্বাধ্যাস, ভেদাভেদ, দ্বৈতজ্ঞান দূর হয়
থাকে এক আত্মসত্তা আত্মরূপ . আত্মময় ।

সে অবস্থা বাক্যাতীত নাহি কোন অভিধান
 কিন্তু তারে বলে শ্রুতি অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান ।
 ব্রহ্মাবস্থা হ'তে যোগী জীবন্তে হ'য়ে বার্তিত
 চাহে প্রকাশিতে বাক্যে সে অবস্থা বাক্যাতীত
 হয় অপরোক্ষ জ্ঞানী বক্তা বা লিখকগণ
 পরোক্ষ জ্ঞানী পাঠক অথবা শ্রোতা যেজন ।
 কিন্তু শরীরের স্বাদ, করি কেহ আশ্বাদন
 বাক্য প্রকাশিতে তাহা করে যদি প্রাণপণ ।
 না করি আশ্বাদ, শুধু পঠনে কিম্বা শ্রবণে
 অপরোক্ষ স্বাদবোধ হইবে বল কেমনে ?
 শ্রোতা বা পাঠক লভে চিনির পরোক্ষ জ্ঞান
 সে বাক্য বা গ্রন্থলভে অপরা বিদ্যাভিধান ।
 সেইরূপ, তাক্য, শাস্ত্র অপরা বিদ্যাথ্য হয়
 শাস্ত্র পাঠে তত্ত্বজ্ঞান কদাপি সম্ভব নয় ।
 সেই হেতু শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র করি অধ্যয়ন
 নাতি হয় আত্মজ্ঞানী, হয় বাক্য পরায়ণ ॥
 অনন্ত জ্ঞাতব্য আর আয়ুর স্নেহতা দেখি
 জ্ঞানীগণ অবসন্ন হয়
 'তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানে, জ্ঞাতব্য দ্রষ্টব্য সকল মিথ্যা
 মরীচিকা সম মায়াময় ।

এক দেগী শাস্ত্র পাঠে বিদ্যাভিমাত্রী পণ্ডিত
 দেখেধরা ক্ষুদ্র শরা প্রায়
 কারো শাস্ত্র ওষ্ঠগতি ; কেহবা লিখিছে ভাষা
 অনুবাদ করিছে ভাষায় ।

নব তত্ত্ব, নব পন্থা হ'তে পারে আবিষ্কৃত
 কেহ মনে ভাবেনা কখন
 বংশ পরম্পরা সেই শুদ্ধ কীট-দর্শ্য শাস্ত্র
 করিতেছে চর্বিবত চর্বিবন ।

কিন্তু তাতে কভু কারো নাহি হয় রস বোধ
 বিবেক বা বৈরাগ্য সঞ্চার
 অনুস্মার বিসর্গের কুহকে মুগ্ধ সমাজে
 করিছে জীবিকা আপনার ।

প্রত্যক্ষে, শব্দ প্রমাণে না হ'লে তত্ত্ব নির্ণীত
 অবশিষ্ট থাকে অনুমান
 অনুমান আলম্বনে কেন পরমার্থ তত্ত্ব
 নাহি পারে হইতে প্রমাণ ?

দূর দেশে অবস্থিত পর্বতে ধূম দর্শনে
 হইতেছে অগ্নি অনুমিত
 এই অনুমান সত্য অগ্নি ভিন্ন ধূম সত্তা
 কভু নাহি হয় সম্ভাবিত ।

কার্যের সত্তা দর্শনে কারণের সত্তা, গুণ
 চিরদিন নিরূপিত হয়
 সৃষ্টির তত্ত্ব বিচারে সৃষ্টির কারণ যাহা
 তার তত্ত্ব হইবে নিশ্চয়।
 অতীন্দ্রিয় বহুতত্ত্ব হইতেছে প্রমাণিত
 করি আলম্বন অনুমান
 পরমার্থ নিরূপণে এবম্বিধ অনুমাণ
 নহে কেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ ?

অনুমান প্রমাণ ।

অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নিরূপণ তরে
 অনুমান প্রয়োজন
 সৈ. অনুমানেব প্রত্যক্ষ ও শব্দ
 এই দুই আলম্বন

প্রত্যক্ষ ও শব্দ দ্বিবিধ কারণ
 যদি ভ্রমাত্মক হয়
 তাহা আলম্বনে সত্য অনুমান
 কদাপি. সম্ভব নয়

পৰ্ব্বতের শৃঙ্গে ধূম দরশনে
 কর' অগ্নি অনুমান
 দূরস্থ বাষ্পেও হয় সম্ভাবিত
 এরূপ ধূমের ভাণ

বাষ্প কিম্বা ধূম প্রকৃষ্ট প্রমাণে
 না হইলে নিরূপিত
 অগ্নির অস্তিত্বে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত
 , নহে কভু " সম্ভাবিত

ধূম ও বহির সংযোগ-সম্বন্ধ
 দেখে নাই যেই জন
 দেখি ধূম, তার অগ্নি অনুমান
 সম্ভবেনা কদাচন ।

কুস্ত, কুস্তকার, কুস্ত নিষ্কাণের
 নাহি যার পূর্ব জ্ঞান
 নাহি হয় তার কুস্ত দরশনে
 কুস্তকার অনুমান ।

পূর্বের কোন বিশ্ব অস্টা, সৃষ্টিকার্য্য
 করেছে যে দরশন
 সম্ভবে তাহার এ বিশ্ব দর্শনে
 অস্টা, সৃষ্টি নিরূপণ ॥

ডিম্ব হ'তে পক্ষী পক্ষী হ'তে ডিম্ব
 জনমিছে অবিনত
 বীজ হ'তে বৃক্ষ বৃক্ষ হ'তে পুন
 হইতেছে বীজ যত ।

শুত্রের কীটানু হয় জরায়ুতে
 নবদেহে বিবর্তিত
 সেই নর হ'তে জনমিছে পুন
 কীট অণু অগণিত ।

বীজ বিনা বৃক্ষ বৃক্ষ বিনা বীজ
 সম্ভবেনা কদাচন
 বীজ অগ্রে, কিম্বা বৃক্ষ অগ্রে সৃষ্টি
 কে করিবে নিরূপণ ?

বীজ ধ্বংস বিনা বৃক্ষের উৎপত্তি
 কদাপি সম্ভব নয়
 অগ্নের অস্তিত্ব না হইলে লুপ্ত
 পক্ষী জাত নাহি হয় ।

জগত কারণ কার্য্যরূপ বিশ্বে
 হয় যদি পরিণত
 স্বরূপ তাহার থাকে কি তখন
 কিস্থা হয় ধ্বংসগত ?

বিশ্ব-বীজ ধ্বংশে হয় জাত বিশ্ব
 কর যদি অনুমান ।
 সেব্য সেবকাদি সম্বন্ধ, সাধন
 কিরূপে কর প্রমাণ ?

যদি বিশ্ব-বীজ থাকিয়া স্বরূপে
 এ বিশ্ব বিকাশ করে
 যথা নহে মন স্বরূপ বিচ্যুত
 স্বাঙ্গিক সৃষ্টির ভরে ।

তবে জগতের তাৎক্ষিক অস্তিত্ব
 প্রমাণিত নাহি হয়
 দ্রষ্টা, দরশন দৃশ্যাদি সকল
 স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিময় ।

কোরাণ, পুরাণ, বাইবেল শাস্ত্রে,
 সৃষ্টির যে বিবরণ
 বিজ্ঞান বা যুক্তি সে অদ্ভুত তত্ত্ব
 নাহি করে সমর্থন ।

“আদমের” অস্তিত্ব হ’তে “ঈভ” সৃষ্টি
 করেছিল ভগবান
 প্রাকৃতিক সৃষ্টি দরশনে কভু
 নাহি হয় অনুমান ।

ধূলী দ্বারা সৃজি “আদমের” দেহ
 তাতে প্রাণ সঞ্চারণ
 গড়্ কৃত এই ভোজবাজী বল
 কে ক’য়েছে দরশন ?

সম্প্রদায়ী, স্রীয় শাস্ত্র প্রকল্পিত
 বর্ণনা করে প্রত্যয়
 অনুমান আর বিশ্বাসাবিশ্বাস
 কভু এফ বস্তু নয় ।

. অনাদি প্রবাহে আছে বীজ বৃক্ষ
কর যদি অঙ্গীকার
অনাদি বস্তুর নাহি হয় স্রষ্টি
'নাহি কেহ' স্রষ্টাতার ॥

বুঝিয়াছি, বিনা এই কার্যের সম্যক জ্ঞান।
 ইহাতে পারে না কভু কারণের অনুমান ?
 বহু শাস্ত্র বাক্য, অজ্ঞ মানবের প্রকল্পিত।
 প্রত্যক্ষ বা অনুমানে নাহি হয় প্রমানিত ॥
 অনাদি প্রবাহে সৃষ্টি যদ্যপি করি স্বীকার
 নাহি থাকে অবকাশ স্রষ্টা দেশ কল্পনার।
 করি দৃশ্যমান বিশ্ব জড় জীব বিশ্লেষণ
 তাহার কারণ, কিন্না স্রষ্টা কর নিরূপণ।

মানবের দেহে . জীব অাখ্য বাহা
 সচেতন দেখা যায় .
 ছিল মাতৃগর্ভে জরায়ু ভিতরে
 স্তম্ভ অচেতন প্রায় ।

প্রথমে যখন হয় ভ্রম জাত
জরায়ুর অভ্যন্তরে
হস্ত পদ হীন লালসুল সংযুত
সরীসৃপ রূপ ধরে ।

ক্রমশঃ মস্তকং হস্ত পদ যুত
 পশুর আকার হয়
 পশু ভ্রণ হ'তে মানবের ভ্রণ
 সে কালে বিভিন্ন নয় ।

হইয়া বর্দ্ধিত ক্রমে সেই ভ্রণ
 মানব আকার ধরে
 জীবের ক্রমিক বিবর্তন তাতে
 নিজ্ঞান প্রমাণ করে ।

নহে ক্ষণ মধ্যে স্বজিত, মানব
 “আদম ‘ঈভের’ মত
 বহু বিবর্তনে নিম্নতম জীব
 নর রূপে পরিণত ।

পিতৃ শুক্র মধ্যে থাকে সে জীবের
 কীট দেহে অভিমান
 থাকেকি তৎপূর্ব্বে সেই চৈতন্যের
 খাদ্য মধ্যে বাসস্থান ?

জড় পাদ্য সহ কি কৌশলে জীব
 শরীরে প্রবিষ্ট হয় ?
 কিম্বা পিতৃদেহে জীবের উৎপত্তি
 জীব পূর্ব্বাগত নয় ?

না হ'লে সম্ভব অসংতের সৃষ্টি
 স্থিত্যাদি সম্ভব নয়
 অকৃত কর্মের কর্তার অস্তিত্ব
 প্রমাণিত নাহি হয়।

ধূম বাষ্প নায়ে কার্যের সম্বন্ধে
 না হ'লে যথার্থ জ্ঞান
 পারে কি হইতে ভ্রান্তি আলম্বনে
 কারণের অনুমান ?

বোম বায়ু তেজ জল ক্ষিতি ; পক্ষ
 ভূত প্রকল্পিত হয়
 এ পক্ষ ভূতের ক্রমিক উৎপত্তি
 মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়।

শূন্য শাস্ত্র বোমে . ক্রুরূপে প্রথমে
 হয়, বায়ু সঞ্চারিত
 সে নিগূঢ় তত্ত্ব, সেই সৃষ্টি ক্রম
 জীবের ইন্দ্রিয়াতীত।

প্রলয় সময়ে স্থূল, ক্রমে সূক্ষ্ম
 ক্রুরূপে বিলীন হয়
 সে পঞ্চীকরণ বিকাশ সঙ্কোচ
 ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়।

জড় বস্তু আর স্থূল ভূত-সত্তা
 ব্যোমের সাপেক্ষ হয়
 পক্ষান্তরে, ব্যোম জড়ের অভাবে
 , কভু অনুভব্য নয় ।

পঞ্চভূত আর তার সমন্বয়ে
 , দৃশ্য যাহা বিবাজিত
 স্বতঃ সত্তা হীন, তাহে বিশ্ব-সত্তা
 আপেক্ষিক নামান্বিত ।

এক ভূত হ'তে অপর ভূতের
 হয় জন্ম বিপর্যয়ের
 ভূত বিবর্তনে অগ্ন্য বাহ্যশক্তি
 প্রয়োজন নাহি হয় ।

বায়ু, তেজ যোগে হয় বাষ্প, জল,
 তুষারাদি প্রকটিত
 জল বাষ্প রূপে বাষ্প পুন জলে
 হইতেছে বিবর্তিত ।

জলদ বা জল বরষণে, এবে
 নাহি ইন্দ্র প্রয়োজন
 তেজ বায়ুদির , আবর্তন করে
 সেই কার্য্য সম্পাদন ।

বিভিন্ন ভূতের তাত্ত্বিক অস্তিত্ব
 নাহি হয় প্রমাণিত
 ভূত অধিষ্ঠিত দেবদেবী তাহে
 মানবের প্রকল্পিত ।

সুখ শৃঙ্গ দেখি “গাভী” এ বিশ্বাসে
 তার দুহু অনুমান
 করে যদি কেহ, তাহাকে বাতুল
 সকলেই করে জ্ঞান ।

কিন্তু সলিলাদি ভূতে, দেবদেবী
 হিন্দু অঙ্গীকার করে
 করে স্তুতি নতি পূজা আরাধনা
 তাঁদের তুষ্টির তরে ।

ভূত সন্মুখে দেহ হইলে নির্ম্মিত
 হয় সেই দেহ মধ্যে জীব অধিষ্ঠিত ।
 ভূত মধ্যে সেই রূপ চৈতন্য সংস্থান
 হ’তে পারে, নহে ইহা ভ্রান্ত অনুমান ।

ভৌতিক পদার্থ হ’তে ভূত বলবান
 স্থিতিশীল, ব্যাপী, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।

জীব হ’তে শ্রেষ্ঠ, বড়, ভূত দেহীগণ
 সেহেতু দেবতা আখ্যা স্তুতি আবাহন ।

স্বাভাবিক জন্ম সর্ববিধ পদার্থের
পঞ্চভূত উপাদান
কিন্তু প্রতিদেহে স্থিত এক জীব
করে দেহ অভিমান ।

ভিন্ন ভিন্ন ভূতে স্বতন্ত্র চৈতন্য
 হয় যদি অঙ্গীকৃত
 শ্রুতি জড় দেহে পঞ্চবিধ জীব
 নহে কেন ব্যবস্থিত ।

শ্বাবর জন্ম সর্বদেহ জাত
 হয় এক উপাদানে
 কিন্তু করে দেহী স্বাতন্ত্র্যানুভব
 স্বীয় দেহ অভিমানে

সলিলাখ্য ভূতে . চৈতন্যের সত্ত্ব
কর . যদি অনুমান .
হয় প্রমাণিত . প্রতি জলাশয়ে
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞান ।

কোন নদীনেদে স্বতন্ত্র দেবতা
হইতেছে প্রকল্পিত
কেন নদ্যান্তরে দেবতার সন্তা
নাহি হয় অঙ্গীকৃত ?

বিন্দুর সমষ্টি ধরে সিন্ধুরূপ

কিন্তু নদী, নদাকার

প্রত্যেক বিন্দুতে স্বতন্ত্র চৈতন্য

কিন্তু সমষ্টিতে তার ?

হয়ে বাষ্পাকার নদী, কূপ জল

যবে মেঘরূপ ধরে

নব অভিমান হয় মেঘে, কিন্নর

জলে অভিমান করে ?

সেই মেঘ পুন হয়ে জল, করে

কূপ, নদী, প্রপূরণ

নব অভিমান ফরে নদী কূপে

কূপ নদে বিবর্তন ॥

অবত উপরে শত প্রসবণ

হ'য়ে ক্রমে সম্মিলিত

প্রান্তর প্রদেশে হয় একাকার

নদ, নদী নামাশ্রিত

প্রতি প্রসবণে স্বতন্ত্র চৈতন্য

যদ্যপি সিদ্ধান্ত হয়

নদীরূপ দেহে এক গঙ্গাদেবী

কুদ্যপি সম্ভব নয় ।

কৃত প্রবাহিনী সে গঙ্গার সহ
সদা সন্মিলিতা হয়
' তাদের চৈতন্যে . থাকেকি স্বাতন্ত্র্য
 কিন্মা একে হয় লয় ?

• গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের পরে
 যেই নদী দৃষ্টা হয়
আছে কি তাহাতে এক গাভিমান
 কিন্মা অভিমান দয় ?

হয় সন্ধুগর্ভে সেই অভিমান
 প্রতিক্রমে নির্মিভজত ?
নদী অভিমান • থাকে সেইকালে
 কিন্মা হয় ঐশ্বর্যিত ?

এসকল প্রশ্ন করিমু মামাংসা
 দেখ করি অনুমান
জল চৈতন্যের আছে জন্ম মৃত্যু
 আবির্ভাব তিরোধান ।

এরূপ যুক্তিতে তেজ আখ্যভূতে
 হয় পুন অনুমিত
বিভিন্ন চিচ্ছদা, প্রতিদীপে ভিন্ন
 অভিমান বিরাজিত ।

শক্তি, স্থিতি, ব্যাপ্তি জন্ম, পুনর্জন্মে
 ভূত দেহী জীব হয়
 মানবাপেক্ষায় এদের শ্রেষ্ঠত্ব
 কদাপি প্রামাণ্য নয় ।

ভূত অধিষ্ঠিত দেব দেবী মূর্তি
 কর যদি অনুমান
 গঙ্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবী-দেহে রল
 কোন ভূত উপাদান ?

চৈতন্যোপাদানে নাহি হয় মূর্তি
 মূর্তি, জড় ভূতময়
 গঙ্গাদেবী তবে মৌনাদির মত
 জল জন্তু নিঃসংশয় ।

গঙ্গার উদ্দেশ্যে না করিয়া বৃথা
 পূজা, স্তুতি আবাহন
 ধীবর সাহায্যে হ'তে পারে সিদ্ধ
 গঙ্গা লাভ প্রয়োজন ।

চিদ্ব্যন নিত্য মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার
 বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ করিতেছে অঙ্গীকার
 চিন্ময়ী নিত্যাদেবী শাক্ত অঙ্গীকার করে
 আছে কোন যুক্তি এই মত খণ্ডনের তরে

ভূত সম্মুখে হয় মূর্তি, জাত
 দেখিতেছ সর্ববক্ষণ
 সেই স্মৃতি যোগে স্বপ্নকাণে মূর্তি
 গঠন করিছে মন ।

জড়ময় আর মনোময় মূর্তি
 মানবের গ্রাহ হয়
 চিন্ময় মূর্তি বক্ষ্যা পুত্র প্রায়
 মনেন্দ্রিয় গ্রাহ নয় ।

যথা অসম্ভব ব্যোমময় মূর্তি
 হস্ত পদ সমন্বিত
 তদ্রূপ চিন্ময় অবয়ব মূর্তি
 নহে কভু সম্ভাবিত ।

সোহং গীতা গ্রন্থে চিন্ময় কৃষ্ণ
 হইয়াছে নিরাকৃত
 “প্রত্যক্ষ প্রমাণে” চিন্ময়ী দেবী
 হইয়াছে বিচারিত

চৈতন্য সত্তার স্বরূপ কদাপি
 মনেন্দ্রিয় গ্রাহ নয়
 দেখে ভক্তগণ মনোময় মূর্তি
 বাক্যে বলে চিন্ময় ।

খৃষ্টের “চিৎসয়” সর্বব্যাপী জ্ঞান
উদ্যানে ভ্রমণ করে
স্বীয় শ্বাস বায়ু করেছিল দান
আদমে, প্রাণন তরে ।

চিন্ময় ক্রোধে করেছিল ঈশ ।
অভিশাপ চিন্ময় ।
চিদ্ব্যন ঈশের চিন্ময় বাণী
জৈব শ্রোত্র গ্রাহ্য হয় ।

নিরাকার বাদী কোন সম্প্রদায়
 দেহ, অঙ্গোকার করে
 চিন্ময় শ্রীমুখ শ্রীহস্ত শ্রীশদ
 স্বধু, দের্থে ভক্তি ভরে ।

বিতণ্ডা বান্ধের . বিষময় ফল
 , নপু, মূর্ত্তি চিদ্রূপ
 চিন্তের চৈতন্য নাহি হয় তাতে
 , হয় 'ব্রাহ্ম' অচেতন ।

মননের বলে . বিবেকী জনের .
সম্যক প্রজ্ঞাতি হয়
আত্মের বোধে . চৈতন্যের সত্তা
কভু অনুভব নয় ।

করে না, মদী কুপাদি ভিন্ন • অভিমান ।
 একই চিচ্ছতা সর্ব জলে বিদ্যমান ।
 বিচিত্র বিভিন্ন তেজে ভিন্ন দেহী নয় ।
 একই চৈতন্য ব্যাপী সর্ব তেজ ময় ॥
 পঞ্চভূতে • পঞ্চদেব করি অনুমান ।
 নহে জড় দেহী জীব তাদের • সমান ॥
 স্থিতি, ব্যাপ্তি, বলে, তারা শ্রেষ্ঠতর হয় ।
 সেই হেতু মানবের আরাধ্য নিশ্চয় ॥

• সমষ্টি সলিলে, অনলে অনিলে
 চৈতন্যের • অবস্থান
 কিম্বা চিচ্ছতায় সলিলাদি ভূত
 রহিয়াছে বিদ্যমান ?

আধার আধেয় • সম্বন্ধ যদ্যপি
 চিহ্নভেদে স্বীকৃত হয়
 জড় ভূত কিম্বা চৈতন্য আধার
 কর তাহা • নিরণয় ।

আধার বিহনে • আধেয়ের স্থিতি
 সম্ভবেনা কদাচন
 কিন্তু সে আধার আধের অভাবে
 থাকে স্থিত, সর্ববক্ষণ ।

অথবা যদ্যপি কার্য্য ও কারণ
 সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়
 কারণ ব্যতীত কার্য্যের অস্তিত্ব
 কদাপি সম্ভব নয় ।

কুন্ত, নামরূপ বিলোপে মৃত্তিকা
 থাকে সমভাবে স্থিত
 কিন্তু বিনা মাটি কুন্তের অস্তিত্ব
 নহে কভু সম্ভাবিত ।

আধেয় জলাদি হয় নষ্ট যদি
 ভগ্ন হয় জলাধার
 কিন্তু বিনা জল থাকে জল পাত্র
 নাহি হয় ধ্বংস তার ।

ভূত কিস্মা এই ভৌতিক দেহাদি
 চৈতন্যে আধেয় হয়
 অথবা আধার, না হ'লে মীমাংসা
 সিদ্ধান্ত সম্ভব নয় ।

ভূত, ভৌতদেহ চৈতন্যের কার্য্য
 অথবা কারণ হয়
 জড় বিনা জীব জীব বিনা জড়
 থাকে, কিদা হয় লয় ?

হয় যুগ্মে দেহ আঘাতে বিধ্বস্ত
 ' কিস্মা রোগে বিকলিত '
 চৈতন্যের ক্রিয়া, স্পন্দন প্রাণন
 ' হয় তার ' তিরোহিত ।

পক্ষান্তরে দেহে চৈতন্যের ক্রিয়া
 বিদ্যমান যতক্ষণ .
 নাহি হয় দেহ পূতি পর্য্যুষিত
 ধ্বংসগত কদাচন ।

চৈতন্য বিহনে হয় দেহ ধ্বংস
 নামরূপ , অস্তুহিত
 পক্ষান্তরে দেহ , বিহনে, চিচ্ছত্তা
 নাহি হয় নিক্রপিত ।

আধার আধেয় কার্য্য ও কারণ
 নিরূপক চিহ্নদ্বয়
 উভয়ে সংস্থিত, কি রূপে করিবে
 সত্যাসত্য . . . নিরণয় ?

আধার আধেয় কার্য্য ও কারণ
 সম্বন্ধাদি সংস্থাপন
 কি যুক্তি প্রমাণে করিয়াছে বল
 পূর্ব্ব শাস্ত্রকার গণ ?

ভূতে চিৎ কিস্মা চিচ্ছত্বে ভূত
 সুধু দ্বান্ত অনুমান
 চেতন সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে
 নাহি তব কোন জ্ঞান ।

অহমস্মি জ্ঞানে যদিও চিচ্ছতা
 কিঞ্চিৎ বোধব্য হয়
 প্রত্যক্ষানুমান শব্দাদি প্রমাণে
 ইদং জ্ঞানে গ্রাহ্য নয় ।

স্পন্দন, প্রাণন, অনুভব আদি
 ক্রিয়া করি দরশন
 চেতনাচেতন পদার্থের ভেদ
 করিতেছে নিরূপণ ।

সকল জঙ্গমে স্পন্দ অনুভব
 চিদাভাস দৃষ্ট হয়
 জন্ম মৃত্যু, বোধ প্রাণনাদি হেতু
 স্থাবর চেতনা ময় ।

কিন্তু স্পন্দনাদি চৈতন্য আখ্যাত
 নাহি হয় কদাচন
 এসকল সুধু চৈতন্য সত্তার
 স্ফুরণ বা নিদর্শন ।

সকল জন্মে স্পন্দ অনুভব
 চিদাভাস দৃষ্ট হয়
 জন্ম, মৃত্যু, বোধ, প্রাণনাদি হেতু
 স্বাবর চেতনাময় ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গবেষণা বলে
 হইতেছে প্রমাণিত
 চেতনা লক্ষণ সকল পদার্থে
 যাহা জড় নামাঙ্কিত ।

বস্তুর গৌরব জগদীশ বহু
 করি এবে নিরাসন
 জীব জড়ে ভেদ, বৈদান্তিক তত্ত্ব
 করিতেছে সমর্থন ।

যদ্যপিও দেহ স্রগাদি পদার্থ
 জীবন্ত, চেতনাময়
 বিভিন্ন বস্তুর চেতনা লক্ষণ
 ভিন্নরূপ দৃষ্ট হয় ।

দেহ হ'তে ছিন্ন হস্ত পদ, হয়
 স্পন্দ বোধ বিরহিত
 হ'লে ধ্বংস শির সর্ববিধ অঙ্গ
 হয় ধ্বংস পুণ্যায়িত ।

কিন্তু স্বর্ণপিণ্ডে সমীপে
যে চৈতন্য বিদ্যমান
হইলে খণ্ডিত প্রতি খণ্ডে, করে
সে চেতনা অবস্থান।

ছেদনে, দাহনে, স্বর্ণের চেতনা
কভু নাহি হয় লয়
ছিন্ন বৃক্ষ শাখা ইহলে প্রোথিত
বৃক্ষে পরিণত হয়।

খেচর ভূচর জলচর আদি
জঙ্গলের অপেক্ষায়
জীবনী শক্তি , বৃক্ষাদি স্থাবরে
সমধিক দেখা যায় ।

শূন্য দরশনে চেতনা চেতন
প্রভেদ কল্পিত হয়
সূক্ষ্ম দরশনে অণু পরমাণু
সকল চেতনা ময় ।

কিন্তু চৈতন্যের বিকাশ, সর্বত্র
নহে সম প্রকটিত
অগ্রভেদের প্রায় একে ক্রিয়া শীল
অন্যে স্তম্ভ প্রায় স্থিত ।

যেই চিত্তিকাশ জ্ঞান, বুদ্ধি, বৃত্তি
 মানবে প্রত্যক্ষ হয়
 পশু পক্ষী কীটে . তাহার স্ফূরণ
 ক্রিয়া, অনুভব্য নয় ।
 উদ্ভিদ ভিতরে চेतনার চিহ্ন
 দৃষ্ট হয় ন্যূনতর
 ধাতুর চেতনা স্থূল দরশনে
 ইন্দ্রিয়ের অগোচর ।

• সলিল বায়ুদি ভূতের চৈতন্য
 নহে জঙ্গমের . প্রায়
 স্থাবরে সংস্থিত, চৈতন্যের মত
 অচেতন দেখা যায় ।

স্থাবরের সহ জঙ্গমের, নাহি
 হয় ভাব বিনিময়
 পশু পক্ষী কীটে আছে ভাষা, কিন্তু
 মানবের বোধ্য নয় ।

এক প্রদেশের মানব ভাষাও
 ভিন্ন দেশে বোধাতীত
 জৈব ভাষা-বোধ ভূতাদির, বল
 কিসে হয় অনুমিত ?

নেত্রহীন' ভূত মানবের দুঃখ
নাহি করে দরশন
শ্রোত্রাভাব হেতু' স্তোত্রাদি শ্রবণে
. নাহি শক্তি কদাচন ।

বিনা বাগেন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ
. কভু সম্ভাবিত নয়
মস্তিষ্ক অভাবে অনুভূতি ভূতে
কিরূপে সম্ভব হয় ?

ভূত অধিষ্ঠান চৈতন্য, অথবা
ভূতে যাহা অধিষ্ঠিত
জীব সহ, তার ভাব বিনিময়
নহে' কভু সম্ভাবিত ।

পৃথ্বী, জল, অগ্নি . বায়ুাদি ভূতের
. দেবত্ব প্রামাণ্য নয় .
লিঙ্গাদি কল্পনা উপাসনা স্তুতি
সকল অবিদ্যাময় ॥ .

পঞ্চভূতে পঞ্চদেব . যদি সিদ্ধ . নয় ।
একই চৈতন্য তবে . ব্যাপ্ত সর্ববশ ॥
জড় জীবে সর্বব্যাপী . জগত-কারণ ।
নহে তাহা হ'তে তিন বিধে . কোনজন ॥

যেই ভাবে যেই নামে ডাকে ভক্তগণ ।
 সর্বগত ভগবান করেন শ্রবণ ॥
 ব্যষ্টি রূপে হয় ব্যক্ত ব্রহ্ম চিন্ময় ।
 সেইহেতু এ উপাসনা ফলপ্রদ হয় ॥

আছে জল কাষ্ঠে কিন্তু সেই জলে
 পিপাসা কি তৃপ্তি হয় ?
 প্রসূরে সংস্থিত তেজে কি কখনো
 হয় গৃহ দীপ্তিময় ?

পার কি করিতে পদার্থে সংস্থিত
 বোম মধো অবস্থান ?
 বস্তুতে সংস্থিত বায়ু আলসনে
 রক্ষিতে কি পার প্রাণ ?

কাবণের সত্তা কার্যময় ব্যাপী
 হইলেও অনুমিত
 হয় না প্রত্যক্ষ, কার্য্য আবরণে
 থাকে সদা আবরিত ॥

যদিও প্রত্যক্ষ পদার্থ সকল
 হয় পঞ্চভূত ময়
 কিন্তু সে ভূতের রূপ কিম্বা গুণ
 'অমুভূত' নাহি হয় ॥

ত্রেয়া সৰ্ব্ব ব্যাপী ঈশ সৰ্বব্যাপী
বাক্যে বলে জীবগণ
'কিন্তু দেখে "সৰ্ব্ব" "ব্যাপ্ত" জগদীশে
নাহি করে দরশন।

• ব্যাপ্তি জীব রূপে সমাপ্তি চৈতন্য
ব্রহ্ম যদি বিকসিত
মানবের মধ্যে চৈতন্যের ক্রিয়া
সমধিক প্রকটিত।

তব ভাষা, স্তুতি, মানবের বোধ্য
মানবও ব্রহ্মায়
তাহার পূজায়, ব্রহ্ম উপাসনা
অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

পৃথ্বী, জল, অগ্নি, . বায়ুদির স্তুতি
করি, এবং প্রত্যাখ্যান
কর নর পূজা তাহাতেই প্রীত
হইবেন ভগবান ।

অহো ! মোহময় , এ ভারতে এবে
তাহাও বিরল নয় !
গুরু, অবতার,
মানব পুঙ্খিত হয় ।

বলিছে বিজ্ঞান অজ্ঞাত অজ্ঞেয়
 বিশেষ কারণ হয়
 অজ্ঞাত কোশলে হয় তাহা হ'তে
 , অণু, অণু সমন্বয় ।

অথবা প্রথমে হয় বায়ু, তেজ
 , পরে বাষ্পে পরিণত
 বাষ্প হ'তে জল জলদ উদ্ভিদ
 জলচর জন্তু যত

জলজ পদার্থ হয়ে বিবর্তিত
 ক্রমে ভূমিরূপ ধরে
 হয় সেই ভূমি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত
 গুল্ম, ~~ক্রুর~~ স্তরে স্তরে ।

হয় আবির্ভূত ক্রমে স্থলচর
 , কীট, পশু পক্ষী যত
 ক্রমিক উৎকর্ষে হয় কোন পশু
 'নররূপে' 'পরিণত' .

সে আদি নরের বংশধর এই
 সুসভ্য 'মানবগণ'
 ক্রমে উন্নতির 'চরমাবস্থায়'
 করিতেছে 'বিবর্তন' ।

দেখ করি মূর্ত্তে মীনাদি-হইতে
 কল্পনার আবরণ
 এ বিবর্ত্ত বাদ অবতারগণ
 করিতেছে সমর্থন ।

বিবর্ত্তন কালে সমভাবে কিছু
 নাহি হয় অগ্রসর
 তরঙ্গের প্রায় উন্মিত পঙ্কিত
 হইতেছে নিরন্তর ।

প্রথমে উৎপন্ন বায়ুদি বা অণু
 হ'য়ে ক্রমে বিবর্ত্তিত ।
 কতকালে, এই 'হুল পৃথ্বী রূপে
 হইয়াছে উপনীত ॥

জল জন্মগণ হ'য়ে ক্রমোন্নত
 নর রূপে বিবর্ত্তিত
 হয় কতকালে, তার পরিমাণ
 অক্ল শাস্ত্র-সংখ্যাভীত ।

ইচ্ছা বা ঈক্ষণে মুহূর্ত্তেকে জাত
 মনে নরনারী যত
 অসংখ্য যুগের বিবর্ত্তনে, ভূত
 নরদেহে পরিণত ।

মানবের মন মনোবৃত্তি চয়
 মুহূর্ত্তে গঠিত নয়
 মীনাদির মন ক্রম বিবর্তনে
 . শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর হয় ॥

সূক্ষ্ম মনোভীত বীজে, জগতরু
 . ক্রমে সমুৎপন্ন হয়
 ভূত, ভূতজাত পদার্থ তাহার
 কাণ্ড, শাখা, পত্রচয় ।

বিশ্বরূপ বৃক্ষ লভিলে পূর্ণতা
 পশুপক্ষী পুষ্প তায়
 হয় প্রক্ষুটিত, মানব নিচয়
 বিশ্ববৃক্ষ ফল প্রায়

ফলের সুস্বাদ গুণাদি কুসুমে
 . কদাপি সম্ভব নয় .
 মানবাপেক্ষায় পশুপক্ষী কীট
 গুণ জ্ঞানে হীন হয় । .

ফুলের সুগন্ধ সৌন্দর্য্য, বৃক্ষের
 কোন অঙ্গে নাহি আর
 পশ্বাদি হইতে স্বাবর নিকৃষ্ট
 দেখ করি সুবিচার ।

বৃক্ষের, প্রাণন পানাহার'ক্রিয়া

ভূতে নাহি, দৃষ্ট হয়

স্থানরে জীবন 'ত'তেছে, প্রত্যক্ষ

কিন্তু বায়ুদ্বাদিতে নয়।

ক্রম বিবর্তনে জীব, জৈবভাব

বৃন্তির বিকাশ হয়

কারণ'সত্তায় নাহি জৈবজ্ঞান

ভাব বৃন্তি সমুদয়।

আত্ম আত্মোত্তর দৈত দরশন

হেয়, উপাদেয় জ্ঞান

ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সূখ দুঃখ বোধ

স্মৃতি ধৃতি অভিনন্দন

জ্ঞাদান প্রদান বাক্য বিনিময়

যাণা জীবে দৃষ্ট হয়

অজ্ঞেয় কারণে সে সকল গুণ

কভু অনুমৈয় নয়।

ব্রহ্ম, বিষ্ণু, গড়, খোদা, জগদীশ

নানাবিধ অভিধান

চৈতন্য, আনন্দ, 'শক্তি' ব্যাপ্তি আদি

নানাবিধ গুণ জ্ঞান।

জীবের কল্পিত, অজ্ঞ জীব তাহা
 কারণে আরোপ করে
 নাহি যোগ্য যুক্তি কারণ সত্তায়
 তাহা অনুমান তরে ।

“সর্বগত, সর্বব্যাপী সর্ব শক্তিমান
 ‘সর্বজ্ঞ’ অন্তর্যামী দ্রশ্য ভগবান ।
 কৰুণা দয়া নিধান পতিত ‘পাবন’
 বর্ণরঞ্জে এ গুণ সবে করে নিরূপণ ।
 বহু ধর্ম বহু শাস্ত্র করিছে প্রমাণ
 কি যুক্তিতে কর সেই সত্য প্রত্যাখ্যান ?
 সকল ধার্মিক ভ্রান্ত ‘ধর্ম’ ভ্রান্তিময়
 কি যুক্তিতে বল ইহা করির প্রত্যয় ?

কাষ্ঠাদির মধ্যে পঞ্চবিধ ভূত
 সর্বব্যাপী সর্বগত
 এরূপ বচন প্রলাপের প্রায়
 অর্থহীন, . . . অসঙ্গত ।

ভূত অতিবিক্ত কাষ্ঠ-আখ্য কোন
 বস্তু নাহি, দৃষ্ট হয়
 কাষ্ঠ মধ্যে ভূত . . . এরূপ সিদ্ধান্ত
 কদাপি সঙ্গত নয় ।

নাম তার রূপ অঁধারে আবৃত
যাহার নয়ন দ্বয় ।
তুমার ভিতরে জল সর্বব্যাপী
তাহার প্রতীতি হয় ।

নহে ভিন্ন কভু কার্য ও কারণ
বস্তু আর উপাদান
সর্বব্যাপী হ'তে ভিন্ন সর্বব্যাপী সত্ত্বা
কিসে কর অনুমান ?

“অসৎ” বা “আত্মা” গড়, খোদা, কিম্বা
 সদসৎ বিলক্ষণ
 সৃষ্টির কারণ ছিল যাহা অগ্রে
 করে শাস্ত্র নিকৃপণ ।

সর্বদা ভাব হেতু সে কালে তাহার
 সর্বব্যাপ্তি অপ্রমাণ
বিজ্ঞের অভাবে সর্বব্রহ্মতা তার
 নাহি হয় সমাধান।

বিশ্বমুয় যেই বিচিত্র শক্তি
করিতেছ দর্শন
যে শক্তি কোশলে হয় নিয়মিত
জড় জীব গ্রহগণ।

সে জড় শক্তির আধার, আলম্ব
 হয় জড় ভূতগণ
 কারণ সত্তার “সর্ব শক্তিমান”
 বিশেষণ অকারণ ।

দেখি জাগতিক জ্ঞান, শক্তি, ব্যাপ্তি
 মায়ার বিচিত্র ভাণ
 কারণ সত্তায় তাহার পূর্ণতা
 করে জীব অনুমান

যে শক্তি কোশলে হতেছে স্বজিত
 জড় জীব , জন্তুগণ
 সম্যক নৈপুণ্য সে শক্তির কার্যে
 নাহি করি দরশন ।

হইতেছে ধ্বংস ব্যর্থ বহুতর
 বীজ রূপ উপাদান
 বহু উপাদানে অত্যল্প পদার্থ
 করে স্রষ্টা নিরমাণ ।

করে যদি শিল্পী এই পরিমাণে
 উপাদান অপব্যয়
 শিল্প কার্যে তার ব্যবসায়, লাভ
 কদাপি সম্ভব নয় ।

উচ্চনীচ জন্মভেদ ঈশকৃত নয়
“পূর্বকৃত ফলানুবন্ধান্তত্বংপত্তি” হয় ।

পূর্বক কল্প, কর্মফল, যেইরূপ যার
লুভে জীর পরজন্মে তদ্রূপ আকার ।

গেহিতমের ‘এই সূত্রে হ’তেছে নিশ্চয়
জন্ম বৈধর্ম্যের তরে অক্ষা দায়ী নয় ।

ইতি ১ পূর্বক কর্মবাদ হয়েছে খণ্ডিত
কিন্তু ভাতে হয় নাই দ্বিধা নিবারিত ॥

স্বীয় জনমের সম্ভাপ, সুখের
তবে জীব কর্তা হয়
অক্ষার উদ্দেশ্যে, প্রার্থনা ক্রন্দন
কোন ফল প্রদ নয় ।

জৈব ইচ্ছা কর্ম অক্ষার, শক্তি
করে, তবে নিয়মন
অনুজ্ঞানুরূপ শিল্প কায্য যথা
করিতেছে শিল্পীগণ ।

ইচ্ছাময় ঈশে ইচ্ছার, শক্তির

কর্ম ফলে বাধ হয়
অবাধ শক্তি মিয়ন্ত্বে হ তাঁর
সে হেতু প্রামাণ্য নয় ।

পূর্ব, কল্পে কৃত কর্ম অনুরূপ
 যদি এই জন্ম হয় ।
 তার পূর্ব কল্প " কর্ম ফলে জন্ম
 পূর্বকল্পে নিঃসংশয় ।

কর্ম কর্মফল কল্পনার তবে
 নাহি দেখি অবসান ।
 অনবস্থা দোষে দুষ্ক এই মত
 যুক্তিহীন অপ্ৰমাণ ।

প্রথমে কারণ পরে কার্য যত
 দেখ 'সদা সর্বক্ষণ
 জীব অগ্রে কিম্বা কর্ম অগ্রে, তাহা
 কর অগ্রে নিকৃপণ ।

হ'তেছে প্রত্যক্ষ জনমের পরে
 করে কর্ম জীবগণ
 জনমের পূর্বে জীবের কর্মাদি
 সম্ভবেনা কদাচন ।

অগ্রে কর্ম, পরে জীবের সৃজন
 না হইলে অঙ্গীকৃত
 কর্ম ফল হেতু জন্মের বৈষম্য
 নাহি হয় প্রমাণিত ।

অনবস্থা দোষে “কর্মফল” বাদ
কদাপি প্রামাণ্য নয়
অল্প শক্তি, কিস্বা . . . পক্ষপাত দোষে
ইচ্ছাবাদ দুর্ঘট হয় ।

• অনিত্য, অপূর্ণ . . . বিচিত্র, বিরুদ্ধ
• সৃষ্টি . . . করি দরশন
বুদ্ধি অনুরূপ . . . বিচিত্র কল্পনা
• করিতেছে জীবগণ ।

উর্গনাভগণে . . . করিয়া সৃজন
বধিতে কীটের প্রাণ
বিস্তারিয়া জাল, . . . যেই ভগবান
• করেছেন শিক্ষাদান ।

বিষধর দস্তে . . . তীব্র হলাহল
• প্রদানিয়া সযতনে . . .
যেই জগদীশ . . . ক্রোধ, প্রতিহিংসা
দিয়াছেন তা’র মনে ।

সিংহ ব্যাঘ্রাদির . . . তীক্ষ্ণ নখ, দন্ত
যে শিল্পী সৃজন করে
গো, অজা, মৃগাদি . . . নিরীহ প্রাণীকে
হনন, ভক্ষণ করে ।

যাহার বিধানে দুর্বলে ভক্ষণ

করে সদা বলবান

সেই ভগবান দয়া প্রেমময়

অস্ত্র করে অমুমান ।

যাহার বিধানে দুর্ভিক্ষে, মানক

হয় মৃত, মৃতপ্রায়

বস্ত্রার প্রবাহে অন্ধ, পক্ষু, বশ্য

বাল, বালা, ভেসে যায় ।

যাহার বিধানে মহামারী, প্লেগে

জনপদ হয় বন

সেই ভগবান দয়ার সাগর

ভাবে সংস্কারাক্ষ জন ।

অনিত্য, অপূর্ণ জীবন যৌবন

ভাব বৃদ্ধি দেহ, মন

অসার নশ্বর ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি

করিয়াছে যেই জন ।

ভোজ্যের ভূধর পানীয় সাগর

করি ক্ষয় আজীবন

নহে তৃপ্ত, যেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাহা

স্বজিয়াছে যেই জন

বহুবিধ ভোগ্য করি উপভোগ

জন্মাবধি আমরণ

যে দুর্দ্দম্য আশা নহে তৃপ্ত, তাহা

স্বজিয়াছে যেই জন ।

স্বজিয়া সংসার মহা মরুপ্রায়,

তথা তুর জীবগণ,

বাঁশি বিন্দু দানে পিপাসা বর্দ্ধন

করিতেছে যেই জন ।

স্বজিয়া যৌবন বার্ক্কোর গ্রাসে

অর্পণ করে যে জন

করিছে নিয়ত ধ্বংস স্বাস্থ্য বল

স্বজি ব্যাধি অগণন ।

স্বাহার বিধানে সৌন্দর্য্য লাষণ্য

ফুল, কুসুমের প্রায়

ক্ষণেকের তরে মুগ্ধ করি মন

আপনি করিয়া যায় ।

সুখ সুখা সহ দুঃখ হলাহল

মিশ্রিত করি যেজন

তথা তুর জীবে ত্রিতাপে তাপিত

করিতেছে অনুক্ষণ ।

বধিবার তরে জীব জন্তুগণে

ধেজন স্বজন করে

মোহের বন্ধনে বান্ধে জীব, পুন

মুক্তি প্রদান তরে।

বাসনা আসক্তি কাম ক্রোধ মোহ

পাশে বান্ধি, যেই জন

নিরীহ মানবে এ সংসার কূপে

করিয়াছে বিসর্জন।

পতিত জীবের উত্থানের তরে

করেছে যে নিরগান

বিবেকাখ্য পথ দুর্গম, যেমন

অসিধীর-খরশূণ্য।

প্রেম, করুণাদি গুণ রাজি তার

কিসে কর অনুমান ?

পতিত পাবনে পাতন, ত্রাণাদি

হইতেছে সপ্রমাণ।

কয়লা স্বজন স্বথোদিত কূপে

নিক্ষেপে যে জীবগণে

উত্তোলন তরে, পতিত পাবন

তাহাকে কে করে মনে ?

জড়, জীব, কিম্বা চেতনাচেতন
 যাহা কিছু বিশ্বময়
 জনম, মরণ শক্তি গতি, ক্রিয়া,
 বিশ্লেষণ সমন্বয় ।

এ বিশ্বের ব্যাপ্তি স্থূলত্ব সূক্ষ্মত্ব
 কালাদির বিবরণ
 জৈব মনেন্দ্রিয় নাহি পারে কিছু
 করিবারে নিরূপণ ।

না হইতে এই কার্যের সম্বন্ধে
 জীবের সম্যক জ্ঞান
 করিবে কিরূপে কি অবলম্বনে
 কারণের অনুমান ?

প্রত্যক্ষ ও শব্দ উভয় প্রমাণ
 নির্দোষ, অভ্রান্ত নয়
 তাহা আলম্বনে সত্য অনুমান
 কিরূপে সম্ভব হয় ?

সৃষ্টি, স্রষ্টা ঈশ; শক্তি, ব্যাপ্তি, দয়া
 সর্ববিধ গুণ, জ্ঞান
 জীবের কল্পিত, নহে এক বস্তু
 কল্পনা ও অনুমান ॥

প্রত্যক্ষানুমান শব্দ এই ত্রিবিধ, প্রমাণ
 দর্শন শাস্ত্রসম্মত, করি তাহা প্রত্যাখ্যান।
 বল কি উপায়ে এবে হ'তে পারে নিরূপিত।
 সেই পরমার্থ তত্ত্ব মুমুকুজন বাঞ্ছিত ?

মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ নিচয়
 যাহা ব্যাপ্ত বিশ্বময়
 প্রত্যক্ষানুমান শব্দ, প্রমাণের
 আংশিক প্রমেয় হয়।

কিন্তু সে অজ্ঞেয় পরমার্থতত্ত্ব
 জৈবেন্দ্রিয় মনাভীত
 ত্রিবিধ প্রমাণে তাহা নিরূপণ
 নহে ক'ড় সস্তাঙ্গিত।
 প্রমাণ, প্রমেয় প্রমাতা সাপেক্ষ
 দেখ করি সুবিচার
 প্রমেয় প্রমাণ ত্যাগ গ্রহণেও
 অধিকার, প্রমাতারঃ

সিদ্ধান্তে বা ভ্রমে ফলাফল ভোগী
 সর্বত্র প্রমাতা হয়
 প্রমাণাপ্রমাণে লাভালাভ ক'ড়
 প্রমেয়ে সম্ভব নয়।

অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রমাণ সাপেক্ষ
নহে কভু প্রমাতার
স্বতঃ সিদ্ধ উহা . . . “আমি আছি” বলি
করে সবে অঙ্গীকার ।

“কিং স্বরূপ আমি” কিন্তু অবগত
নহে অজ্ঞ জীবগণ
ব্রহ্মবিধ প্রমাণে তাহা প্রমাণিত
নাহি হয় কদাচন ।

প্রমাণের তরে প্রমাতা যখন
প্রমেয় আকার ধরে
প্রমাতৃত্ব তার বিলুপ্ত তখন
বল কে প্রমাণ করে ? -

একমাত্র মাতা আমি, আমার প্রমেয় হয়
বিশ্বের কারণ বাহা, কিন্না বাহা বিশ্বময় ।

আমাকেই জানিবারে যতপি আমি অন্ধম
কেমনে জানিব আমি সৃষ্টি, স্রষ্টা, সৃষ্টিক্রম ?

জগ, জাগতিক বস্তু তাহার স্রষ্টা ঈশ্বর
সকল স্তূদূরে স্থিত, সর্ব বস্তু আত্মেতর ।

আমা হ’তে অন্তরঙ্গ কি আছে বিশ্ব আমার
আমি যদি অবিজ্ঞেয়, বিজ্ঞেয় কি আছে আর ?

দূরত্ব চন্দ্র, সূর্যের বিজ্ঞানে করি, নিশ্চয়
 ভিন্ন ভিন্ন নামে জানি গ্রহাদির পরিচয় !
 গ্রহতত্ত্ব পৃথ্বী তত্ত্ব তরে করি, প্রাণপণ
 কিন্তু নাহি ভাবি, কিম্বা জানি আমি কোনজন ।
 দৃশ্যমান বস্তু “জানি” করি সদা অনুমান
 কিন্তু কোন পদার্থের আছে কি সম্যক জ্ঞান ?
 জীবের পদার্থ জ্ঞান সকল অজ্ঞতা, নয়
 অজ্ঞতা, আংশিক জ্ঞানে, জ্ঞানের প্রতীতি হয় ।
 একটি পত্রের তত্ত্ব গুণাদির বিবরণ
 সম্যক জানিতে কভু পারে কি বিজ্ঞানীগণ ?
 অদ্রুষ্ঠ প্রমাণ “আমি” কিম্বা, অণু পরিমাণ
 কিম্বা দেহ পরিমাণ, তার মন, নাহি জ্ঞান ।
 এই দেহে আমি আছি করি সদা অঙ্গীকার
 কিন্তু কোন অঙ্গমধ্যে আবাসস্থান আমার ?
 মস্তিষ্কে, হৃদয়ে কিম্বা অণু অঙ্গে অবস্থান
 করি আমি, নাহি পারি করিবারে অনুমান ।
 চৈতন্য স্বরূপ আমি যদি ব্যাপ্ত দেহময়
 এককালে সর্ব অঙ্গ কেন অনুভব্য নয় ?
 এক অঙ্গ চিন্তাকালে হয় অণু অন্তর্হিত
 মস্তক মনন কালে, পদাদি হই বিস্মৃত ।

দৈহিক, যন্ত্রের ক্রিয়া, শোণিতের সঞ্চালন
 ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাণন দেহ পোষণ ।
 প্রভৃতি, দৈহিক কন্ঠে নাহি কর্তৃত্ব বা জ্ঞান
 দেহে আমি সর্বব্যাপী কি সে করি অনুমান ?
 দেহের অংশ বিশেষে যদি মম স্থিতি নয়
 নহি যদি দেহে আমি সর্বব্যাপী সর্বময় ।
 কি হুতু কিরূপে করি এই দেহে অভিমান ?
 কেন দেহ যোগে হয় সুখ দুঃখাদির ভাগ ?
 কেন দেহ সহযোগে, বার্ককা বাল্য যৌবন ?
 নানাবিধ অবস্থায় করি আমি বিবর্তন ?
 দেহের পুংস্ত বা স্ত্রীহে কেন আমি তদাকার
 সহি কর্তৃত্বের ক্লেশ নহি কর্তব্যের ভার ?
 কেন দেহ ধ্বংস ভয়ে আমি সদা সশঙ্কিত ?
 দেহরক্ষা, দীর্ঘ আয়ু তরে কেন লালায়িত ?
 দেহের স্বভাব আমি, দেহ হ'তে উপজিত
 অথবা নক্ষর, সাদি, জীব, ঈশ-নিরমিত ।
 অথবা ত্রৈলোক্য অংশ আমি অনাদি, অক্ষর
 কিন্না অহং পূর্ণব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরাৎপর ।
 কে আমি, কিরূপ আমি, কোথা মম অবস্থান
 বিজ্ঞান, বিবিধ শাস্ত্র করে ভিন্ন অনুমান ।

আমার স্বরূপ, তত্ত্ব না করিলে 'নিরূপণ
 ক্রূপে জানিব মম ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রয়োজন ?
 প্রমাতা আমি যত্বপি 'প্রমাণে প্রমেয় নয়
 আমার স্বরূপ বল ক্রূপে তবে 'নিশ্চয় ?
 পারে কি করিতে জীব আত্মতত্ত্ব নিরূপণ ?
 পারিলে, কি আছে বল তাহার সাধ্যসাধন ।
 সেই সাধনের বল কোনজন অধিকারী ?
 গৃহস্থ বা বাণপ্রস্থী ভিক্ষু কিম্বা ব্রহ্মচারী ?
 ত্রিতাপে তাপিত অজ্ঞ অমুগত দীন জন
 আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভে করিতেছে আকিঞ্চন ।
 অনর্থ বিতণ্ডা বাদ বাক্যজাল পরিহর
 আত্মজ্ঞান লাভ পন্থা দাসে উপদেশ কর ।
 "নান্যো পন্থা" প্রতিবাক্য যে পথ করে নির্দেশ
 হে গুরো করুণাময় ! কর তাহা উপদেশ ।



Figure 1. A person standing outdoors.

উপসংহার ।

অথাত আত্ম জিজ্ঞাসা ।

“অথাত আত্ম জিজ্ঞাসা” এসূত্রের “অথ” পদে

করি অধিকারী নির্বাচন ।

“অতঃ” পদে ততঃ পরে করিব নির্ণয় আমি

সেই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ।

সর্বশেষে আত্মতত্ত্ব আত্মার স্বরূপ স্থিতি

সহ “আমিহের” বিবরণ

করিব সম্যক্ ব্যাখ্যা, জামিলে যে তত্ত্ব আর

অন্য জ্ঞানে নাহি প্রয়োজন ।

“অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” সূত্র করি প্রণয়ন

করিয়াছে ব্যাসদেব ব্রহ্ম তত্ত্ব নিরূপণ ।

ব্রহ্মসূত্র প্রোক্ত বিধি করি এবে পরিহার

কিবা প্রয়োজন বল, এই আত্ম জিজ্ঞাসার ?

“ব্রহ্ম এই অভিধানে অজ্ঞেয় অব্যক্ত এক

বক্ষ্যাপুত্র করিয়া স্বীকার ।

“হ্রস্বাদশ্রু যতঃ” সূত্রে জন্ম ভঙ্গাদি কারণ

সেই ব্রহ্ম করি অস্বীকার ।

“শাস্ত্র যোনিহাং” আর “ঈক্ষতেনাশব্দমাদি”
 নানা সূত্র করি প্রণয়ন
 করেছে শব্দ প্রমাণে ব্যাসদেব, ব্রহ্ম সত্তা
 ব্রহ্ম স্বরূপাদি নিরূপণ ।

মুক্তের অভিন্ন দৃষ্টি “অবিভাগেন দৃষ্টত্বাং”
 এই সূত্র করে নিরূপণ
 যেন বন্ধ অবস্থায় ভিন্ন ভাবে, দ্বৈতজ্ঞানে
 করে জীব ব্রহ্ম দর্শন ॥

গুরুর তত্ত্বোপদেশ স্মরণ রাখিতে শিষ্য
 করিত সংক্ষেপে সঙ্কলন
 সেই সংক্ষিপ্ত বচন ইহীয়াছে সূত্রাকারে
 বেদান্তাদি বিভিন্ন দর্শন ।

সূত্রের তাৎপর্যজ্ঞাত ছিল সূত্র কর্তা শিষ্য
 পরবর্তী ভাষ্যকারগণ
 স্বতন্ত্র সংস্কার বশে করিয়া বিরুদ্ধ ভাষ্য
 করিয়াছে অনর্থ সাধন ।

সংক্ষিপ্ত সূত্র সাহায্যে কল্পিত ব্রহ্মাদি নামে
 আত্মবোধ নহে সম্ভাবিত
 সেই হেতু হয় দৃষ্ট বিদ্যাভিমानी বেদান্তী
 অবিদ্যার মোহে বিমোহিত ।

নাহি ছিল সেই কালে ভারতে বিধর্মীগণ

নাহি ছিল নানা সম্প্রদায়

বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, মুসলমান বৈষ্ণব শাক্ত শৈবাদি

ধর্মমানে যাহা দেখা যায় ।

আর্থ শাস্ত্রে অবিশ্বাসী বিদেশী বিধর্মী কেন

শ্রুতি বাক্যে করিবে বিশ্বাস ?*

ব্রহ্মসূত্র একদেশী প্রমাণ বিহীন বলি

তাজে য়েচ্ছ, করে উপহাস

বাইবেল্ ঐশ বাণী কোরান্ ঈশ প্রণীত

বলিতেছে খৃষ্ট মুসলমান

“ব্রহ্মোদ্ভূত বেদ”, শুনি সকল জীব কল্লিত

বিবেকী করিছে অনুমান !

* যে মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্থানেকবিদ্যান্নানোপবৃংহিতশ্চ প্রদী-
পবৎ সর্কার্থাবদ্যোতিনঃ সর্কজ্ঞশ্চ যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম । অথবা
যথোক্তমৃগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমশ্রব্রহ্মণো যথাবৎ
স্বরূপাধিগমে । (শাক্তরভাষ্য)

ব্রহ্মণ এব জগদুৎপাদানত্বং নিমিত্তঞ্চ নানুমানাদিগম্যমিতি
‘শাস্ত্রৈক প্রমাণত্বান্তশ্চ “যতো বা ইমাণি ভূতানি” শ্রুতে । (শ্রীভাষ্য)

ব্রহ্ম নানুমানাধিগম্যং কিং বেদ প্রমাণকম্ কুতঃ
যোনিত্বাৎ শাস্ত্রং বেদঃ যোনিঃ কারণং জ্ঞাপকং প্রমাণং—নিষার্ক-
ভাষ্য ।

বেদান্ত দর্শন শাস্ত্রে যদি সত্য দর্শন
নাহি করে সর্ব জীবগণ
সামাজিক বিধি-শাস্ত্র স্মৃতি সংহিতাদি হ'তে
নহে উহা ফলু বিলক্ষণ ।

সূত্রের অদ্বৈত ব্যাখ্যা করিয়া শঙ্করাচার্য
মায়াবাদ করেছে পোষণ
রামানুজ নিম্বার্কাদি বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত
বাদদ্বয় করেছে স্থাপন ।

সূত্রের বিরুদ্ধ ভাষ্য করিয়াছে ভিন্নবাদী
ভিন্ন শ্রুতি, যুক্তি আলম্বনে
কিছিল ব্যাসেব মত ? দ্বৈতাদ্বৈত কিস্বা অশ্রু
সূত্র পাঠে জানিবে কেমনে ?

উপনিষদাদি শাস্ত্র বাক্য মনাতীত এক
ব্রহ্ম সত্তা করি নিরূপণ
তত্ত্বমস্তাদি বচনে জীব আর পরমের
করিয়াছে একত্ব স্থাপন ।

আছে কৃত মন্ত্র তাতে 'দ্বৈতবাদ বিজ্ঞাপক
অদ্বৈতার্থ নাহি হয় তার
করিয়া কষ্ট কল্পনা 'তাহার অদ্বৈত ব্যাখ্যা
করেছে অদ্বৈত ভাষ্যকার

পক্ষান্তরে বহুমূল্য অদ্বৈতত্বাব জ্ঞাপক

দ্বৈত অর্থ যার নাহি হয়

করিয়াছে দ্বৈত ব্যাখ্যা- কত ভাষ্য কার তা'র

বুট ভাষা করিয়া আশ্রয়।

অদ্বৈত বিশিষ্টা দ্বৈত, দ্বৈত বাদী আছে যত

দৃকলের শ্রুতি আলম্বন

ভিন্ন মূল্য ভিন্ন ভাষ্য করিয়া অবলম্বন

স্বীয় মত করে সমর্থন।

হে বৈদিক ঋষি, ব্যাস ! দেখ আসি ভক্তি ভরে

তাজি তত্ত্বজ্ঞান নিম্নফল

শ্রীঅঙ্গের আভারূপে বৃন্দের রাস মণ্ডল

ব্রহ্ম এবে করিছে উজ্জ্বল *

ব্রহ্ম আখ্য আন্বিতর বিশেষতর বিশেষতর

কতজন করিয়া কল্পনা

আরোপিয়া দয়া প্রেম নানাবিধ গুণ তাতে

করে স্তুতি নতি উপাসনা।

কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র * দয়া প্রেম ন্যায় একে

কভু নাহি করে আরোপণ

মুসলমানের আল্লা, খ্রীষ্টানের গড্ এবে

“ব্রহ্ম” রূপ ধরেছে ধারণ।

“বদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদগ্যত্বং তদুভা” চৈতন্ত চরিতাম্

যদিও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছে বেদব্যাস
 দর্শনের আরম্ভে তাহাব
 আত্মবোধে সেই ব্রহ্ম হইবে প্রতিপত্তব্য
 এই সূত্র করিছে স্বীকার ।
 কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে করিছে ব্রহ্মবিচার
 বর্তমান বৈদান্তিকগণ
 “ব্রহ্ম” নামে মোহ গ্রস্থ বচনে অদ্বৈতবাদী
 দ্বৈতভাবে করিছে মনন ।

তাজিয়া ব্রহ্ম কল্পনা করিতেছি সেই হেতু
 অধু আত্ম তত্ত্ব নিকূপণ
 বিচারে হইবে সিদ্ধ ব্রহ্ম বিমুখ ভূগা শব্দ
 পরমার্থে মন বিশেষণ ।

সরল সহজগম্য নব আত্মতত্ত্ব পন্থা
 সুকৌশলে করিব নির্মাণ
 জ্বালিব প্রজ্ঞা প্রদীপ শত অর্ক সমপ্রভ
 নিশি দিন সন্ম জ্যোতির্মান,

গাহিয়া মঙ্গল গীত প্রজ্ঞানেত্র আত্মযাজি
 সেই পন্থা করি আশ্রয়ন
 যাইবে কৈবল্যাধামে, কিন্তু সংসারাক্রম জীব
 অন্ধকার করিবে দর্শন

করে নাই ঋষিগণ, বেদে, উপদেশ কালে
জাতিবর্ণ ভেদের বিচার ।

“যথৈ মাং বাচুং কল্যাণীং • এই যজুর্বেদ মন্ত্র
করিতেছে সম্যক প্রমাণ । *

হুয়ে শূদ্র কুলোদ্ভব , কবসের ঋষি আখ্যা
দেখ আছে ভারতে বর্ণিত •

জন্মিয়া চণ্ডালকুলে মাতঙ্গ হয়ে বৈদন্ত
হয়েছিল ঋষি অভিহিত ।

অজ্ঞাত-কুল জারজ জজালা-পুত্র জাবাল
গৌতম কর্তৃক উপনীত

হয়ে, ব্রহ্ম বিদ্যাবলে লভেছিল ব্রাহ্মণত্ব
ছান্দোগ্যে হয়েছে বিবরিত ।

মৎস্তগন্ধা গর্ভজাত • বেদক্যাস বেদবিদ্
সুব্রাহ্মণ হইল কিরূপে ?

করি শির উত্তোলন দেখ শ্রুতি স্মৃতিতত্ত্ব
থেক না ডুবিয়া মোহকূপে ।

* যথৈমাংবাচুং কল্যাণীং মারদানি জনৈভাঃ ব্রহ্ম রাজত্বাভ্যাম্।
শূদ্রায় চাৰ্য্যায় চ স্বায়চারণায় ।

আৰ্য্যায় = বৈশ্যায় । স্বায়্যায়ীয়াচ্চ । অরণায় = পরায় শক্ররিত্তি ।

অবরে অবস্থাকারী বর্ণমানে মত্ত দ্বিজ

আপনিহ অধিকারী নয়

কোথা তার তত্ত্বজ্ঞান সর্বদা ন সমদর্শন

সর্বভূতে দৃষ্টি আত্মায়?*

এই বিগর্হিত বিধি . বর্ণজ বিমুচ কৃত

তাহার ঐশ্বর্য্য অভিমান

নাহি ছিল তদজ্ঞান, সে'হেতু তত্বোপদেশে

করেছিল একুশ বিধান।

য়েচ্ছ, শুভ্র, ক্ষত্র দ্বিজ রমণী অথবা নর

যেইজন ' অধিকারী ' হয়

আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলে আত্মপ্ত তারে

আত্মজ্ঞের বিশ্ব আত্মময় ।

অথবা যে অধিকারী এই বিশ্বগুরু তার

অন্য গুরু নাহি প্রয়োজন

নিগূঢ় বিজ্ঞার দ্বার হয় স্বতঃ উদ্ঘাটিত

ছিন্ন হয় মোহের বন্ধন ।

আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার অধিকারী কোন জন ?

কিভাবে সে অধিকার করে লাভ জীবগণ ?

“অথ” পদে অধিকার এখন করি বিচার

ঘটাও মনের দ্বিধা' অবিচার অন্ধকার।

গাঙ্গু আশ আশ্রিতর দ্বিধি স্বতন্ত্র স্বস্তা
 . অহরহ অনুভূত হয়
 আত্ম পদে লক্ষ্য "আমি," আশ্রিতর যাবতীয়
 . মূর্ত্তামূর্ত্ত বস্তু বিশ্বময় ।
 .
 বাহ্য দর্শী পঞ্চেন্দ্রিয় করিতেছে নিশিদিন
 . অনাত্ম বিষয় আহরণ
 হ'চ্ছে বিষয়ে বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের অশুগামী
 . বহিমুখী মোহমূগ মন ।

নয়নের প্রীতিপ্রদ যৌবনরূপ লাভ্যে
 . হয় মন মুগ্ধ . লালায়িত
 শ্রবণের সুখকর ললিত সুস্বর শুনি
 . হয় মন সদা বিমোহিত ।

রসনা অস্তোষকর সুরস বিবিধ রসে
 . লুপ্ত মন হয় লোলুপিত
 ভ্রাগেন্দ্রিয় মোদকর সুগন্ধী দ্রব্য আশ্রাণে
 . হয় মন . স্নদা প্রমোদিত ।

ভ্রাগেন্দ্রিয় তৃণিকর মৃদুল কোমল স্পর্শে
 . আবেশে অবশ হয় মন
 সেই হেতু আশ্রিতর পদার্থ প্রাপ্তির তরে
 . করে জীব স্নদা আকিঞ্চন ।

মধু লোভে হয়ে মত্ত যেইরূপে মধুপাত্রে
 হয় মগ্ন মক্ষিকা নিচয়
 সেইরূপে লুক্ক মন ইন্দ্রিয় সুখদ-পাত্রে
 আসক্তির রসে মগ্ন হয় ।

বিবেক বৈরাগ্য আখ্য পক্ষ দ্বয় হয় ক্রমে,
 সেই রসে লিপ্ত বিজড়িত
 ক্লিন্ন হয় জ্ঞান চক্ষু, শক্তিহীন, সংজ্ঞাহীন
 মুঢ় মন হয় নির্মজ্জিত ।

আসক্ত বাসনা রত মন, আত্মেতর বস্তু
 চাহে, চিন্তা করে নিরন্তর
 নাহি তার আত্মতত্ত্বে দৃষ্টি, প্রয়োজন বোধ
 নাহি স্পৃহা, নাহি অবসর ।

পক্ষেন্দ্রিয় প্রীতিপ্রদ নহে অর্থ ভূসম্পত্তি
 কিন্তু বিনিময়ে আহরণ
 করে জীব ভোগ্যবস্তু সেই হেতু অর্থাদির
 মানবের হয় প্রয়োজন ।

কিন্তু সেই অর্থাদিতে মানবের মুঢ়মন
 এরূপ আসক্ত, লুক্ক হয়
 গঞ্জিয়া সর্ব বিষয় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিপ্রদ
 করে সুধু "অর্থাদি" সঞ্চয় ।

অর্থ উপাসকগণ করে সদা অর্থচিন্তা

লাভালাভ সঞ্চয় গণনা
জন্ম অনর্থক তার, হয় না হৃদয়ে কভু
পরমার্থ লাভের বাসনা ।

অহে প্লেগ্‌প্রিয় গ্রাহি কিম্বা তাব তৃপ্তিকর

থকুসুম সম যশ মান

কিস্তি যশমান আশে তাজে জীব অর্থ, ভোগ
অপযশে তাজে কেহ প্রাণ ।

কার মান অপমান যশ বা অযশ হয়

করিতে সে ভদ্র নিরূপণ

নাহি হয় অবসর নাহি থাকে রূচিতার

মানমদে মত্ত যেই জন ।

করিয়া কল্লনা জীব পরলোকে, পরজন্মে

সুখপ্রদ নানা উপাদান

বৈকুণ্ঠ বিহিস্ত স্বর্গ গোলোক কৈলাশ আদি

নিত্য সুখময় নানা স্থান

পারল্লিক সুখ আশে হয় পুন লালায়িত

করে ধর্ম্য কর্ম্য আমরণ

করে স্তব স্তুতি নতি কর্মফল দাতা সৈশে

নানাবিধ সাধন ভজন ।

কেহ ত্যজি ফল আশা কল্পিত মনমোহন
 ঈশ রূপে অনুরক্ত হয়
 যে'রূপ কৃপণগণ ত্যজি ভোগ্য, ভাবি অর্থ
 হয় ক্রমে অর্থ চিন্তাময়।
 ধর্ম্য, কর্ম্য, কর্ম্মফল 'সাধ্য সাধনাদি যত'
 সর্বব বস্তু হয় আত্মোত্তর
 তাহাতে মগ্ন মনের আত্মতত্ত্ব মর্মনের
 নাহি হয় ইচ্ছা, অবসর।
 দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট মানব বুভুক্ষা শাস্তির তরে
 করে যবে অনপিত্ত গ্রাস
 খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ ভাল মন্দ বিচারের
 থাকে কি তাহার অবকাশ ?
 হয় যবে প্রশমিত কিঞ্চিৎ সে ক্ষুধানল
 করে জিহ্বা রস আশ্বাদন
 সুস্বাদ বিস্বাদ জ্ঞান হেয় উপাদেয় বোধ
 'ক্রমে ক্রমে' জনমে তখন।
 উদ্দীপ্ত বাসনাবশে উদ্ভিক্ত উন্মদ জীব
 ভোগ্য বস্তু যবে ভোগ করে
 'নাহি থাকে শক্তি, কিস্বা ইচ্ছা অবসর তার
 ভোগ্য বস্তু বিচারের তরে।

হয় যবে পবিত্র
কিঞ্চিৎ বাসনা ক্ষুধা
করে, ভোগ ভোগের বিচার
এরূপ তৃপ্ত জীবের নিত্যানিত্য বিবেকের
ক্রমে ক্রমে জন্মে অধিকার ।

জানেন যে বিবেক ববে ভোগ, ভোগ, উপাদান
অনিত্যতা অপূর্ণতাময়
সেইতু বিষয় ভোগে নিত্য পূর্ণতম সুখ
জীব ভাগ্যে সম্ভাবিত নয় ।

দৃশ্যমান সর্ববস্তু দেহ মন ভাববৃত্তি
সকলের দেখি বিবর্তন
জানেন যে, অনিত্য যত সংযোগ, সম্বন্ধ, যার
নামান্তর সংসার বন্ধন ।

জানেন যে বিচার বলে সাংসারিক সর্ববস্তু
দৃথ রূপ হলাহল ময়
বিষয়ের সহযোগে নিত্য, ঐকান্তিক সুখ
কোন কালে সম্ভাবিত নয় ।

যেই পরিমাণে জীব গানীয় আহাৰ্য্য ধন্ত
আজীবন হবে পানাহার ।
হলে পুঞ্জিকৃত তাহা পানীয় হয় পয়োধি
ভোজ্য ধরে ভূধর আকার ।

কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা শাস্তি নাহি হয়, সেইরূপ
 বহু উপভোগে আমরণ
 মানবের ভোগ তৃষ্ণা নাহি হয়, প্রশমিত
 জানে যেই চিন্তাশীল জন ।

প্রথমে করি আশ্বাদ বিবেক করিয়া পরে
 ভোগ্য সুখদুঃখ সমুদয়
 তৃপ্ত যার ভোগ তৃষা ইন্দ্রিয় সম্ভোগ, ভোগ্য
 বিষয়, বিষের তুল্য হয় ।

করিয়া বিচার কৰ্ম্ম ধরম অধৰ্ম্ম আণ্য
 শুভাশুভ সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ফল
 সংস্কার্য বিকার্য, আপ্য, অথবা উৎপাদ্য বাহ্য
 জানে যেই, অনিত্য সকল ।

কৰ্ম্ম ফল দাতী ঈশ বিচার নরক, স্বর্গ
 মানবের মন প্রফলিত
 জানিয়া যেজন হয় স্বর্গ ভোগ বাসনা
 নরকের ভীতি বিরহিত ।

—শুদ্ধাশুদ্ধ সৰ্ব্বভাব সৰ্ব্ববিধ মনোভূতি
 জড়দেহ, মায়াশয় মন ।
 সঙ্গ পরিবর্ত শীল অসার অনিত্য, ইহা
 যার, হৃদে জাগে অনুক্ষণ

যৌবন মাধুরী মাথা ললিত লাবণ্য লতা
 বিষবল্লী, সম যার তরে
 সরস সঙ্গীত সুধা কর্কশ ভৈরব রব,
 তুল্য যার শ্রবা বিবরে।

সুগন্ধি ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলে যার
 নাহি হয় মন প্রলোভিত
 সুস্বাদু দ্রব্য আস্বাদে পরিতৃপ্ত ত্রিহা যার
 আর নাহি হয় লালসিত।

মৃদুল কোমল স্পর্শ হইলেও হৃদয়ে
 নাহি হয় ভাবের আবেশ
 পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ পঞ্চ বিষয়ের তরে
 নাহি থাকে যার স্পৃহা লেশ।

বিষয় বিষয়াস্তবে নাহি রাগ দ্বেষ যার
 লাভলাভে তুষ্টি একবার
 “সুখ কালে” হরষিত “দুঃখকালে” বিষাদিত
 নাহি হয় শাস্তি চিত্ত যার।

যশ, অপযশ যার হয় একাকার যৌন
 হয় সম মান্ অপমান
 সৃজন সম্পদে যার নাহি থাকে অনুরাগ
 হয় ধনে ধূলিকণা জ্ঞান।

হয় ছিন্ন যে জনের দেব বা মনুষ্য সহ
 "ভক্তি প্রেম ভাবের বন্ধন
 ইহা মূত্র ফলভোগে আকাঙ্ক্ষা আসক্তি হীন
 শাস্ত্র দাস্ত্র হয় যার মন ।

আসক্তি বিরক্তি হীন মনোবৃত্তি তার, হয়
 "বৈরাগ্য" এ নামে 'অভিহিত'
 ইহার বিভিন্ন ভাব সমদম তিতিক্ষাদি
 হইয়াছে বেদান্তে বর্ণিত ।

"অথ" পদে আনন্তর্য্য করিতেছে বিজ্ঞাপন
 ত্যজি 'সর্ব' বস্তু আত্মোত্তর
 করিবে আত্ম জিজ্ঞাসা, ইহাই অথ শব্দার্থ
 নহে অণ্ড 'কিছুর' অন্তর ।

অনাত্ম বিষয়, ত্যাগী জীবের আত্মজিজ্ঞাসা
 আত্মরতি স্বাভাবিক, হয়
 আত্মোত্তরে অনুরক্ত বহিস্মুখী মুক্তজীব
 আত্মতত্ত্বে অধিকারী নয় ।

হুইলেও অনধীত বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র
 বিরাগী লভিছে আত্মজ্ঞান
 হুইত আসক্ত জীব বহিছে মন্ত্রের বোঝা
 ভারবাহী ঋণের সমান ।

ধর্ম কৰ্মে মতিহীন বিবেক বৈরাগ্যবান

হয় আত্মতত্ত্বে অনুরক্ত

আমরণ করে কৰ্ম . . . বৈরাগ্য বিহীন কৰ্মী

সংজ্ঞাহীন ধনাদির মত ।

সহস্র আত্মজ্ঞগুরু শতাধিক বর্ষ যদি

আত্মতত্ত্ব করে উপদেশ

অন্যত্র বিষয়ে রত জীবের কণ্ঠ কুহরে

কভু তাহা করে না প্রবেশ ।

করিলে প্রবেশ শব্দ তাহার বিরুদ্ধ অর্থ

করে অবিবেকী . . . স্বপ্নজন

যে রূপে “তত্ত্বমসি” তৎপদের “তত্ত্ব” অর্থ

করিতেছে সম্প্রদায়ীগণ ॥

বিরুদ্ধ ধর্মী পদার্থ এক অশ্রে স্বংস করে

যথা জল প্রয়োজন বহিঃ নির্বাহের তরে ॥

ধর্ম আশ্রয় যত কৰ্ম কিন্ন সাধন ভঞ্জন

আসক্তি বা বাসনার বিরোধী নহে কখন ।

করমের পৌনঃপুণ্য স্বতঃই করে প্রমাণ

কৰ্মের নৈষ্ফল্য আর বুঝা . . . ধর্ম অভিমাণ ।

দেখে যে কলুষ রাশি নিহিত স্বীয় অশ্রুত

নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম সঙ্ক্যাতি সে জন করে ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানগণ সমাজে নমস্ হই
কিন্তু দেয় কর্ম মিষ্টা অশুদ্ধির পরিচয় ।

ইহামুত্র ফলভোগে বৈরাগ্য যাহার হয়
ধর্ম্যাধর্ম্য কোন কর্ম তাহার সম্ভব নয় ।

আসক্তি বাসনা জাত মানবের চিত্তমল
তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম্য বৈরাগ্য—বিবেকফল ।

তাজি আত্মেতর বস্তু লভিতে সে আত্মজ্ঞান
বুঝিলাম, একমাত্র বিরাগীই ক্ষমবান ।

কিন্তু শুধু নিত্যানিত্য বিবেক করি আশ্রয়
এরূপ তীব্র বৈরাগ্য লাভ কি সম্ভব হয় ?

কখনো হয় বৈরাগ্য দুঃখে, "দোষ দরশনে
কিন্তু ক্ষণকাল পরে আর নাহি থাকে মনে ।

অথবা সেই অবস্থা প্রকৃত বৈরাগ্য নয়
ক্ষণ তরে সাময়িক বিরক্তি উপন্ন হয় ।

স্বভাব বিরুদ্ধ সেই বৈরাগ্য করি "অর্জুন
রক্ষিতে কি পারে জীব ? বল "এবে ভগবন্ ।

অনাত্ম মর্ব্ব বিষয়ে জীবের তীব্র বৈরাগ্য

স্বভাব বিরুদ্ধ কভু নয়

প্রাণ্য জীব হৃদয়ে বৈরাগ্য উপজে স্বতঃ

আসক্তি বাসনা করে ক্ষয় ।

প্রাত্যহিক সুসুপ্তির প্রারম্ভে, মনের বৃত্তি
 ধরে তব কিরূপ আকার
 স্মরণ করিয়া দেখ, ঘুচিবে তাহাতে দ্বিধা
 হবে দূর ভ্রম অন্ধকার ।

সুপ্তির আবেশকালে যদ্যপি জননী বলে
 কর এই সন্দেশ আহ্বার
 বল তুমি, “রাখ উহা কিস্বা অশ্বে কর দান
 নাহি মম প্রয়োজন আর ।”

যদি তব প্রণয়িনী করে প্রেম আলাপন
 রস বোধ নাহি হয়, তাহ
 করে যদি হস্তার্পণ তব অঙ্গে প্রেমাবেশে
 বিকলিত হয় তব কায় ।

প্রাণ প্রিয়তম পুত্র যদি আধ আধ বাক্যে
 ডাকে, রলে “বাবা বাবা” বোল
 বল তুমি রৌষ ভরে “দেখ লক্ষ্মী ছাড়া ছেলে
 করিছে এতধনে গণ্ডগোল” ।

যেই সঙ্গীতের রসে হও তুমি বিগলিত
 রস হীন হয় সে সময়
 হয় মন বীত তৃষ্ণ করে ত্যাগ সর্ববিশ্ব
 ইন্দ্রিয়ের সুখ বিষয় ।

ভক্তি প্রেমাপ্পদ দেবে হয় মন রীতরাগ
 নাহি থাকে ঈশে প্রয়োজন
 থাকে না পুণ্য কামনা স্বর্গাদি লাভ বাসনা
 যোগ যাগ ভজন সাধন।

সর্ববিধ আত্মোত্তর বিষয় সহ সম্বন্ধ
 'সে সময়ে স্বতঃ ছিন্ন হয়
 বিষয় বৈরাগ্য বিনা মনের সুশুপ্তি লাভ
 কোন রূপে সম্ভাবিত নয়।

জাগ্রত, স্বপ্ন সময়ে আসক্তি বাসনা পাঁশে
 বিষয়ে আবদ্ধ হয় মন
 হয় সুপ্ত প্রতিদিন তীক্ষ্ণ বৈরাগ্য কৃপাণে
 সেই পাশ করিয়া ছেদন।

পক্ষান্তরে থাকে যদি বিরক্তি কোন বিষয়ে
 সে চিন্তায় লিপ্ত হয় মন
 বিরক্ত আসক্ত উভ করে বিষয়ের চিন্তা
 'রাগ, দ্বেষ • উভয় বন্ধন।

আসক্তি বিরক্তি হীন নির্লিপ্ত মনের বৃত্তি
 বৈরাগ্য এ শব্দ বাচ্য হয়
 পরিতৃপ্তি হ'তে হয় বৈরাগ্য স্বতঃ সঞ্জাত
 অভাব বা দুঃখ হ'তে নয়।

দেখ পুন, নালাকালে ছিল প্রিয় ক্রীড়নক
 প্রিয়তম সখা সখাগণ
 কিরূপে অজ্ঞাতসারে বৈরাগ্য হয়েছে তাতে
 স্মৃতিতেও আসে না এখন ।

কত বাসনার বস্তু নিয়ত অজ্ঞাতসারে
 বৈরাগ্যের স্রোতে ভেসে যায়
 কত আসক্তির দ্রব্য বৈরাগ্যে হ'য়ে আবৃত
 বিশ্বতির আঁধারে লুকায় ।

নবীন বিষয়ে পুন জনমে নব আসক্তি
 করে সে বৈরাগ্যে আধরণ
 বাসনা আসক্তি সহ বৈরাগ্যের রণ মনে
 এইরূপে হয় সর্বক্ষণ ।

আসক্তি বাসনা কভু হয় যুদ্ধে পরাজিত
 কভু করে বৈরাগ্যে বিজয়
 মানবের অনোরাজ্যে সবে সম-শক্তিশালী
 কোন বৃত্তি, নূনতর নয় ।

কিন্তু, বিবেকাখ্য বৃত্তি বৈরাগ্যের সেনাপতি
 যবে যুদ্ধে হয়ে অগ্রসর
 বিচারের তীক্ষ্ণ অসি করে বলে সঞ্চালন
 শত্রু পক্ষ কাঁপে, থর থর ।

হইয়া ক্ষত বিক্ষত ছিন্ন বাহু ছিন্ন হস্ত
 প্রাণ ভয়ে করে পলায়ন
 যুদ্ধক্ষেত্রে মনোরাজ্যে বাসনা আসক্তি আর
 কভু নাহি দেয় দরশন।

বাসনা আসক্তি আর বিবেক বৈরাগ্য ক্রম
 হইয়াছি অবগত বুচেছে মনের ভ্রম।
 আত্মতত্ত্বে অধিকারী কেবল বৈরাগ্যবান
 হয়েছে দৃঢ় প্রত্যয় নাহি তাতে দ্বৈধ জ্ঞান।
 বিবেকীর হৃদিরাজ্যে বৈরাগ্যের স্থিতি হয়
 স্খাভাবিক বুদ্ধি ইহা তাহাতে নাহি সংশয়।
 কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে জীবের কি প্রয়োজন
 “অতঃ” শব্দ আলম্বনে কর এবে নিরূপণ ॥

হেতু কিম্বা প্রয়োজন অর্থে, এই “অতঃ” শব্দ
 করিয়াছি সূত্রে ব্যবহার
 আত্ম তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রয়োজন, ফলাফল
 অতঃপর করিব বিচার।

বস্তু আলম্বন বিনা থাকিতে পারেনা কভু
 সদা স্বতঃ ক্রিয়াশীল মন
 ‘অদাত্ম’ বিষয় ‘ত্যাগী’ বিরাগী মনের তাহে
 আত্মতত্ত্বে হয় প্রয়োজন।

আত্মতরু ত্যাগী মনে না হ'লে আত্মজিজ্ঞাসা
 তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়
 যেই রূপে প্রতিদিন • • তাজি আত্ম, আত্মতর
 হয় মন স্ফুপ্তিতে লয় ।

কখন বিরাগী মন বিষয় বিতৃষ্ণা হেতু
 করে ভোগ, ভোগ্য চিন্তা ত্যাগ •
 স্বাভাবিক ক্রমে হয় আত্মজ্ঞান লাভে স্পৃহা
 আত্মতরে হয় অনুরাগ ।

তাজি কর্ম-ফল-আশা ঐহিক বা আমুখিক
 কি করিবে সে বিরাগী মন
 বিনা সদা আত্মচিন্তা ? মনের আত্মজিজ্ঞাসা
 আত্মরক্ষা তরে • প্রয়োজন ।

আত্মা বা অব্যে দ্রষ্টব্য, মন্তব্য, ইত্যাদি শ্রুতি
 করে • এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর
 “আত্মনি বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিজ্ঞাতং” আদি
 শ্রুতি মন্ত্র, রয়েছে বিস্তর ।

কিন্তু এসকল শ্রুতি • করে প্রতিপন্ন বাহ্য
 তাহা গোপ প্রয়োজন হয়
 বাস্তব বিরাগী মন না হ'লে আত্মজিজ্ঞাসা
 তার স্থিতি সম্ভাবিত নয় ।

সে'হেতু বিরাগী মন স্বাভাবিক ক্রমে সদা
 আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান চায়
 যেইরূপে তটিনীর না হয় কৃত্রাপি স্থিতি
 নিশিদিন সিন্ধুপানে ধায়।

বুঝিলাম এবে আত্ম জিজ্ঞাসার প্রয়োজন
 স্বীয় রক্ষা তরে উহা জিজ্ঞাসে বিরাগী মন ।
 সতঃ ক্রিয়াশীল মন সতত করে 'মনন
 নাহি থাকে সত্তা তার বিনা কিছু আলম্বন ।
 ত্যজি আত্মেত্তর তাহে আত্মার অশ্রুসন্ধান
 করে স্বাভাবিক ক্রমে যেজন বৈরাগ্যবান ।
 কাহাকে করে জিজ্ঞাসা কোন জন গুরু হয়
 করি বিস্তারিত কাথ্যা ঘুচাও ভ্রম সংশয় ।
 প্রকৃষ্ট বিচুরশীল সম্যক বৈরাগ্যবান
 কবেনা অপেক্ষা উপদেশ
 হয় সতঃ প্রস্ফুরিত তাহার শুদ্ধ হৃদয়ে
 . . . আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান , নির্বিকশয় ।

নিম্ন অধিকারীগণে শ্রোত্রিয় আত্মজ্ঞ গুরু
 উপদেশ করে আত্মজ্ঞান
 কুরিয়া তব শ্রবণ মনন করে সতত
 বিষয় বিরাগী মতিমান ।

সেই মননের বলে উপজে নিদিধ্যাসন

বহে স্রোত আত্মাত্ম ময়

মনের সে আত্মতত্ত্বে হইলে সম্যক স্থিতি

তাঁহাই সমাধি বাচ্য হয় ।

শ্রোত্রিয় আর আত্মজ্ঞ এ দ্বিবিধ বিশেষণে

বল কেন বিশেষিত করিতেছ গুরুগণে ?

কেবল শ্রোত্রিয় কিম্বা কেবল আত্মজ্ঞজন

গুরুর আসন লাভে নহে যোগ্য কি কারণ ?

বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র অধীত শ্রোত্রিয় গুরু

করে শিষ্যে শাস্ত্র অধ্যাপন

যেইরূপে গ্রামোচ্চৈক্য নহে মর্শ্ম অবগত

কিন্তু করে বাক্য উচ্চারণ ।

অবিরাগী অবিবেকী বিষয় বিমুক্ত গুরু

নাহি যার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান

কি তরু দিবে সে শিষ্যে, বিনা শ্রুতি মন্ত্র ব্যাখ্যা

তাঁর সহ পৃথিত্যাভিমান ?

যশ্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলমু বহু শ্রুতঃ

গুরু বাচ্য নহে সেই জন

ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দবর্ষী সুপ রসানিব

ভারত করিছে নিকরপণ ।

পঞ্চাশ্তরে অনধীত আত্মজ্ঞ যে গুরু, শাস্ত্র
 'যুক্তি' তর্কে স্থনিপুন নয়
 শিষ্যের সর্ব্ব গুণায় করি দূর, জ্ঞান দান
 তার পক্ষে লুকটিন হয় ।

করিতে পারে মানব অনায়াসে আত্মহত্যা,
 সূচি মাত্র করি 'আলম্বন'
 কিন্তু অগ্ন্যসহ যুদ্ধে কামান, বন্ধুক, অসি
 অস্ত্র শস্ত্র হয় প্রয়োজন ।

সেই হেতু আত্মজ্ঞের শিষ্যে উপদেশ কালে
 শ্রোত্রিয়ঃ প্রয়োজন হয়
 দ্বিবিধ গুণ সম্পন্ন, বাস্তবিক যোগ্য গুরু
 অগ্নি কেহ গুরু বাচ্য নয় ॥

কর্ম্মের ফল অনিত্য বলিয়াছ বহু স্থলে
 "অদৃঢ়া" "প্লবাদি" বাক্যে প্রতিপত্তি তাহাই বলে ।

কর্ম্মফল আশা ত্যাগ করিয়াছ উপদেশ
 ঘুচিয়াছে তাতে ভ্রম নাহি আর, দ্বিধা লেশ ।

কিন্তু 'এই' উপদেশ শ্রবণ মনন তরে
 গুনিয়া সন্দেহ পুন হ'তেছে মম অন্তরে ।

শ্রোত্রেন্দ্রিয় যোগে শব্দ মানব করে শ্রবণ
 মননাদি কর্ম্ম সদা করিছে জীবের মন ।

শ্রবণ মনন রূপ কর্মের করি আশ্রয়
 নিত্য আত্মজ্ঞান লাভ কিরূপে সম্ভব হয় ?
 সকল কর্মের ফল অনিত্য করি প্রমাণ
 কেমনে কর সিদ্ধান্ত নিত্য সেই আত্মজ্ঞান ?
 আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞান স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ
 সাধন সাংগেহ তাহা নয় .
 “অহুমস্মি” এই বোধ করিতেছে সর্ববজীব
 স্থাবর জঙ্গম বিন্দুময় ।

তাহার সম্যক তত্ত্ব অথবা বিশেষ জ্ঞান
 লাভ তরে হয় . প্রয়োজন
 বিবেক বৈরাগ্য আখ্য সাধন সম্পত্তি আর
 আত্ম তত্ত্ব শ্রবণ মনন ।

এই শ্রবণ মনন বাস্তবিক কর্ম কি না
 করিতে এ তত্ত্ব নিরূপণ
 লক্ষ্যার্থ কর্ম শব্দের কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব
 নির্ণয় আবশ্য প্রয়োজন ।

কর্ত্তার কর্ত্ত্বাধীন হয় সর্ববিধ কর্ম
 তাহার ইচ্ছায় কৃত হয়
 জীবের ইচ্ছা কর্ত্ত্ব, নিরূপেক, প্রাকৃতিক,
 ক্রিয়া হেথা কর্ম বাচ্য নয় ।

গ্রহ নক্ষত্রের গতি সমীরের সঞ্চালন
 জাগতিক সৃষ্টি স্থিতি লয়
 জীবের ইচ্ছা কৰ্ত্ত্ব্য নিরপেক্ষ সেই হেতু
 জৈব কৰ্ম্ম বাচ্য কভু নয়।

দেহে যন্ত্রাদির ক্রিয়া ভুক্ত বস্তু পরিপাক
 প্রাণন বা রক্ত সঞ্চালন
 জৈব ইচ্ছা অনপেক্ষ প্রাকৃতিক ক্রিয়া, তাহে
 কৰ্ম্ম আগ্য নহে কদাচন।

কিন্তু তন্তু সঞ্চালন গমন উপবেশন
 দর্শন অথবা আশ্বাদন
 কৰ্ত্তার কৰ্ত্ত্ব্যসাধীন সেই হেতু কৰ্ম্ম আখ্য
 জীব তাহা করে সম্পাদন।

কিন্তু শুনে সর্ববক্ষণ উন্মুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয়
 নানাবিধ শব্দ অনিবার
 শুনে “নাদ” হয় যবে নিরব অপূর শব্দ
 কিস্থা রুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বার।

অনিচ্ছা সন্তে ও শব্দ করিছে শ্রবণ জীব
 যতক্ষণ য়ন বিদ্যমান
 নহে কৰ্ত্ত্ব্য সাপেক্ষ সেই হেতু নহে কৰ্ম্ম
 যোগ্য যুক্তি করিছে প্রমাণ।

শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শ্রুতি মাত্র এই স্থলে
 শ্রবণাখ্যা নহে কদাচন
 'তাহাই শ্রবণ বাচ্য' যখন শ্রুত বিষয়
 'করে' মন সম্যক গ্রহণ ।

যদি বল কোন জনে "কর এবম্বিধ কৰ্ম্ম"
 কিন্তু না করিলে সম্পাদন
 বন্ধ, তুমি, সেই জন শুনে নাই তব কথা
 'করেছিল' যদিও শ্রবণ ।

সেই রূপ শব্দমাত্র প্রবেশ করিলে কর্ণে
 সে শ্রুতি শ্রবণ বাচ্য নয়
 যদ্যপি শব্দ নিহিত তাৎপর্য্য শ্রোতার মনে
 'সম্যক্' গৃহীত নাহি হয় ॥

উন্মুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয় সতত করে শ্রবণ
 যদিও শুনিতে ইচ্ছা নাহি কবে জীবগণ ।

নহে 'কৰ্ত্ত্ব' সাপেক্ষ, সেই হেতু কৰ্ম্ম নয়
 কিন্তু মননাদি ক্রিয়া অবশ্যই কৰ্ম্ম হয় -
 শ্রুত তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান অথবা তাহা মনন
 স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে করিতেছে সর্বজুন ।
 মনন কৰ্ম্ম বিশেষ তাহাতে হয় প্রমাণ
 কি হেতু নহে অনিত্যতার ফল আত্মজ্ঞান ?

প্রার্থনা স্তুতি মিনতি জপ ধ্যানাদির ন্যায়
 মনন মাৰস কৰ্ম্ম নয়
 শুন ব্যবস্থিত চিহ্নে করিব প্রমাণ ইহা
 যোগ্য যুক্তি করিয়া আশ্রয় ।

কর্তার কৰ্ত্ত্বাধীন সাধন ভজন স্তুতি
 জপ ধ্যান ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম যত
 ইচ্ছা অনুসারে জীব করে কৰ্ত্ত্ব প্রত্যাখ্যান
 কিস্বা কৰ্ত্ত্ব হয় অনুরত ।

শাস্ত্রের কিস্বা গুরুর আদিষ্ট পন্থানুসারে
 কেহ 'কৰ্ম্ম' কবে প্রতিদিন
 করে কেহ প্রত্যাখ্যান সেই হেতু ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম
 মানবের ইচ্ছার অধীন ।

কিন্তু যদি কোনজন করে তব মিথ্যা নিন্দা
 সভামধ্যে করে অপমান
 সেই নিন্দা অপমান বিদ্ধ হয় যদি প্রাণে
 তীক্ষ্ণতম শূলের সমান ।

সেই বিষময় শব্দ 'যদ্যপিও দুঃখপ্রদ
 কর তুমি সন্তত মনন
 দুঃখময় সেই স্তুতি চাহ করিবারে দূর
 কিন্তু বার্থ হয় আকিঞ্চন ।

পুনঃপুন কর দূর পুনঃপুন সে মনন
করে তব চিত্ত অধিকার
এরূপ মনন কৰ্ম্ম নহে তব ইচ্ছাধীন
নাহি তাতে কৰ্ত্তৃত্ব তোমার ।

সে রূপ বৈরাগ্যবান্ সুযোগ্য ছিচ্ছাসু জন
আত্মতত্ত্ব করিলে শ্রবণ
বিষয় রসে বিমুখ অস্তমুখী মন তার
করে তাতা সতত মনন ।

কৰ্ত্তৃত্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা অপেক্ষ এ মনন
তব সেই মননেব মত
থাকে কভু জ্ঞানসারে কভুবা অজ্ঞাতে মন
এ মননে মগ্ন অবিরত ।

স্বাক্ষর মননেব স্রোত হয় সদা প্রবাহিত
নাহি সাধ্য রোধ করে তায়
সর্ববিধ বাধা বিঘ্ন বিছিন্ন তূণের স্থায়
সে তীর প্রবাহে ভেসে যায় ।

করি, তীর অতিক্রম যবে মনন প্রবাহ
করে মনোরাজ্য বিপ্লাবিত
অস্তহিত হয় স্রোত, তাহাই “নিদিধ্যাসন”
এই নামে হয় নামাঙ্কিত ।

বিরাগী আত্মা মননে স্বতঃ অনুরক্ত হয়
 বুঝিয়াছি এ সিদ্ধান্ত তাহাতে নাহি সংশয় ।
 কিন্তু নিদিধ্যাসনের স্বরূপাদি বিবরণ
 বিস্তারিত উপদেশ কর এবে 'ভগবান' ।

যাহার নাম "ভুবন" ভুবন এ শব্দ তার
 হয়েছিল প্রথমে শ্রবণ
 শুনিয়া জানিয়া অর্থ "আমার নাম ভুবন"
 করেছিল এরূপ মনন ।

সেই মননের ফলে হয়েছে নিদিধ্যাসন
 এবে আর নাহি প্রয়োজন
 সেই মননে তাহার, জানে সে সম্যকরূপে
 নিঃসন্দেহ "আমিই ভুবন" ।

ডাকিলে ভুবন বলি অন্তে কেহ দূর হ'তে
 সেই জন হয় অগ্রসর
 শুনিয়া ভুবন শব্দ হয় তার নির্ভ্রাভঙ্গ
 তন্দ্রাবশে দেয় সে উত্তর ।

সে'রূপ বিবেকোজন শুনিয়া তত্ত্বমস্তাদি
 নানাবিধ আত্মিক বচন ।
 অহং ব্রহ্ম, অহং বিষ্ণু এরূপে আত্মস্বরূপ
 আত্মতত্ত্ব বরে নিরূপণ ।

জ্ঞানে সোঁবিচার বলে ব্রহ্ম কিম্বা বিষ্ণু বাচ্য
 আত্মেতর অন্য কিছু নয়
 বৃহত্ত্ব বাচক ব্রহ্ম ব্যাপ্তার্থ ব্যঞ্জক বিষ্ণু
 আপনার বিশেষণ দ্বয় ।

মননে স্বীয় ভূমত্ব খণ্ডদেহ অভিমান
 হয় যবে ক্রমশ বিস্মৃত
 ভূমি অথগৌক রস একাত্ম বিজ্ঞান বারি
 করে যবে মন বিপ্লাবিত ।

মনের সে অবস্থায় নিদিধ্যাসন এ আখ্যা
 দেয় বৈদান্তিক প্রাঙ্গণ
 যাহার বলে সমাধি কিম্বা আত্মতত্ত্বে স্থিতি
 করে লাভ মোক্ষকামাগণ ।

কিন্তু পরমার্থে, এই বিবেক বৈরাগ্য আর
 গুরুশিষ্য, শ্রবণ মনন
 ব্রহ্ম বিদ্যা তত্ত্ব জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতাত্রয়
 সকল মায়ায় বিজৃম্বন ।

যেইরূপে দীপ্ত বহ্নি করিয়া ইন্ধন ভস্ম
 আপনিও হয় নির্বাপিত
 সেইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা করিয়া অবিষ্ঠা ধ্বংস
 আত্মতত্ত্বে হয় অন্তমিত ।

আদিত্তে আছিল যাহা অস্তেও থাকে তাহাই
 মণ্ডে তাহা নাহি হয় লয়
 জ্ঞানাজ্ঞান, বিদ্যাবিদ্যা বন্ধ, মুমুক্শুহ মোক্ষ
 মায়িক বিভ্রম সমুদয়।

অতঃ শব্দ ব্যাখ্যাকালে করিয়াছ' নিরূপণ
 মনের রক্ষার তরে আত্মতত্ত্ব প্রয়োজন।
 যেরূপ বিষয়ী মন বিষয় করি আশ্রয়
 রক্ষা করে স্বীয় সত্তা নতুবা স্তম্ভিত হয়।

বিষয়-বিরাগী মন আপন রক্ষার তরে
 সেইরূপে আত্মতত্ত্ব স্বতঃই আশ্রয় করে।

কিন্তু আত্ম জ্ঞান লাভে নাহি যদি অশ্রু ফল
 আত্মজ্ঞ ও অজ্ঞজীবে আছে কি বিভেদ বল ?

যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য দেহের বিভিন্নাবস্থা
 কর্তৃহ বা ইচ্ছাশীল নয়

প্রাকৃতিক বীতিক্রমে কালবশে জৈব-দেহ
 নানাভাবে বিবর্তিত হয়

সেইরূপে জৈব মন প্রাকৃতিক বীতি ক্রমে
 কালবশে করে বিবর্তন
 প্রতিদিন ভাব বৃত্তি, হইতেছে বিবর্তিত
 স্থিতিশীল নাহে কদাচন।

কিন্তু এই বিবর্তনে উপজে জীবের ভাগ্যে
 সুস্বাদু বিশ্বাদু নানাফল
 যৌবনে সৌন্দর্য্যশক্তি প্রৌঢ়ে মস্তিষ্কের বল
 জরা ব্যাধি বার্দ্ধক্যে কেবল ।

স্বস্তি বিবর্তন সহ জন্মে ভিন্ন ফলমনে
 কিন্তু বিপরীত সেই ক্রম
 কল্পিত বিস্তৃত ব্যাখ্যা মানসিক ফলাফল
 তাহাতে যুচিবে তব ভ্রম ।

করিলে সূক্ষ্ম বিচার দেখা যায় মনোরাজ্যে
 ত্রিবিধ অবস্থা কিস্তি স্তর
 প্রথমে “মুক্ত” অৱস্থা তাহার পরে বন্ধন
 পুন মুক্তাবস্থা ততঃপর ।

মনের শৈশবকালে নাহি থাকে ভালমন্দ
 ইচ্ছা নিষ্ক হিতাহিত জ্ঞান
 হর মন ক্রীড়ারত বিষয় ভুজঙ্গ সহ
 অনতিজ্ঞ শিশুর সমান ।

ক্রীড়ামদে মগ্ন মন নাহি কবে অনুভব
 দস্তাঘাত লাঞ্ছল বন্ধন
 জানে না বিষের জ্বালা না হয় বন্ধন বোধ
 সেই হেতু “মুক্ত” সেই মন ।

বিষয় বিষধরের বিষম বিষে যখন

হয় মন ক্রমে জর্জরিত

ভুজঙ্গ লাঙ্গুল গ্রাসি হয় ক্রমে দৃঢ়তর

কণ্ঠদেশে হয় নিষ্পেষিত ।

কলাহল দাহে আর বন্ধনের ক্রেশে মন

দশদিক দেখে অন্ধকার

বিষের ঔষধ আর বন্ধন ছেদন করে

করে নানা উপায় বিচার ।

শানিত বিবেক অসি আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়

বিষয়ের বিষম বন্ধন

বৈরাগ্য অমৃত পানে হয় দূর বিষজ্বালা

মুক্তি লাভ করে বন্ধন ।

লভে যবে আত্মজ্ঞান জানে সে বন্ধন মুক্তি

সকলই মিথ্যা মায়াময়

বেইরূপ সুখ দুঃখ স্বাপ্নিক সকল বস্তু

জাগরণে মিথ্যাবোধ হয় ।

আসক্ত অজ্ঞজীবের ত্রিতাপে তাপিত মন

নিশিদিন করে হাহাকার

আত্মমৃত সিকু নীরে মগ্ন ত্রিতাপ বিমুক্ত

আত্মজ্ঞের মন অনিবার ।

কিরূপে •কর বিভাগ বল এই •তাপ ত্রয় ?
 কি হেতু কি ভাবে, এই তাপের উৎপত্তি হয় ?
 কিরূপে ত্রিতাপ মুক্ত হয় আত্মজ্ঞানীগণ ?
 করিরা মীমাংসা মম দ্বিধা কর নিবারণ ।
 শারীরিক সাংসারিক, ধর্ম্মাদি সংস্কার জন্ম
 • তাপ যে ভোগে জীবগণ
 কবিব সম্যক ব্যাখ্যা কিরূপে উপজে তাপ
 আর তাপত্রয়ের লক্ষণ ।

দেহাত্মক জ্ঞান কিম্বা দেহ অতিমান হ'তে
 শারীরিক তাপ জাত হয়
 যথা জন্ম জরা ব্যাধি গন্ধহ খণ্ড ই আর
 • সদা দুঃখপ্রদ মৃত্যুভয় ।

“আমি রুগ্ন আমি বৃদ্ধ” “আমি অন্ধ আমি খণ্ড
 ভাবে অজ্ঞ তাপ তপ্ত মনে
 দেখিয়া স্নায় কুরূপ হয় লাজে সঙ্কুচিত
 করে সজ্জা বস্ত্র আভরণে

নশ্বর শরীর রক্ষা করে, করে বৃথা যত্ন
 বিভিষিকা দেখে নিরন্তর
 দেখিয়াও নাহি দেখে জানিয়াও নাহি জানে
 দেহ কভু হয় না অমর ।

দেহ মন আত্মা আর দেহাত্মক অস্তিত্ব
 করে যবে বিবেকী বিচার
 দেখে অহংগ্রহ আত্মা নিত্য, পরিবর্ত্ত হীন,
 ধ্বংসশীল গরীর তাহার।

বার্দ্ধক্য ব্যাধি অন্ধর দেহ ধর্ম্ম, আত্মসত্ত্বা
 স্পর্শ নাহি করে কদাচন
 দেখিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য নাহি হয় তৃপ্ত কভু
 শারীরিক তাপে জ্ঞানীগণ

সম্বন্ধ স্থাপন করি বিষয়ের সহ, জীব
 ভাবে সদা “আমার আমার”
 মমত্ব বিষ বস্তুর হলাহল ময় ফলে
 বলে মুক্ত মানব “সংসার”

দেহ বিনা হস্ত কোন বস্তু সঙ্গে নাহি আনে
 ধরাধামে কভু জীবগণ
 তথাপি বিষয়সহ আমার আমার বোধে
 করিতেছে সম্বন্ধ স্থাপন।

আসে নাই সঙ্গে কিছু যাইবেনা সঙ্গে কেহ
 ভবিতব্যে নাহি কোন ভোগ
 ভাবিয়া দেখেনা কভু সহযাত্রী দেহটী ও,
 করিতে হইবে পরিত্যাগ।

‘আনিয়া রমনী এক বাঁধি তারে মন্ত্র ডোরে
 ‘ ‘মমপত্নী’ ভাবে মনে মনে .
 ধরি প্রহরীর বেশ . . . থাকে সচকিত সদা
 প্রেয়সীর সতীত্ব রক্ষণে ।

• সশ্রুষ্ঠ করিতে চেষ্টা . . . করে ভোগ্য উপাদানে
 . . . নানাবিধরত্ন . . . আভরণে •
 ভুজ্জকতা বিজড়িত . . . হয়ে করে নিশিভোর
 প্রীতি প্রদ . . . প্রেম আলাপনে ।

• ভাবে মোহমুক্তজীব . . . প্রিয়ামম প্রেমময়ী
 . . . অহো ! কিবা নিঃস্বার্থ প্রণয়
 কিন্তু নাহি জানে অঙ্গ . . . সকল জীব স্বতন্ত্র
 . . . এজগতে কেহ করে নয় ।

থাকে পতি প্রিয়তমা . . . পতি সোহাগিনী পত্নী
 . . . যতদিন . . . হয় . . . সুখবোধ
 পক্ষান্তরে হয় পর . . . সতী রমণীর পতি
 . . . সুখ ভঙ্গে জনমে বিরোধ ।

রাজ্য বর হবে তার . . . দিবে সে রাজ্য কাপড়
 . . . বলে বালা বালো, ভাবে মনে
 পতি তার ভোগ্য বস্তু . . . ভোগ্য আহরণকারী :
 যবে বন্ধ বিবাহ বন্ধনে ।

বাসনা পাশে নিবন্ধ মায়ার কুহকে মুগ্ধ

জীবগণ করেন। বিচার

আমি তার ভোগ্য বস্তু অথবা সে মম ভোগ্য।

আমি তার বিদ্যা সে আমার

এই ত দাম্পত্য প্রেম সে প্রেমও নহে নিষ্ঠা

কোন ভাব বৃদ্ধি নিত্য নয়

হইলেনও প্রেম স্বামী করাল কৃতান্ত-গর্ভে

দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হয় ।

জন্মে প্রাকৃতিক ক্রমে স্বতন্ত্র অধীন জীব

পিতা মাতা যত্ন মাত্র তার

কিন্তু অজ্ঞ পিতা মাতা হঠাৎ মায়া বিমুগ্ধ

ভাবে প্রিয় শিশুটি আমার

নিয়তি ত্রমে শিশুর হয় জন্ম সুখ দুঃখে

কাল ক্রমে যুগা সংঘটন

‘আমার আমার’ বলি হামে কঁাদে পিতা মাতা

হয় নৌক, সাগরে নগন ।

সৃষ্টি সংরক্ষণ তবে অপত্য স্নেহ প্রকৃতি

সৃজিয়াছে জীবের অন্তরে

পক্ষ পক্ষী পতঙ্গাদি সকলেই স্নেহ বশে

আপন সন্তান রক্ষা করে

হইলে ব্যস্ক শিশু পিতৃ মাতৃ স্নেহ যছে
 আর নাহি থাকে প্রয়োজন
 'উদ্দেশ্য সিদ্ধির পবে হয় প্রাকৃতিক ক্রমে
 'ছিন্ন সেই স্নেহের বন্ধন ।

কিন্তু নর আমরণ অপত্য স্নেহ শৃঙ্খলে
 'থাকে বন্ধ হৃদয় বন্ধনে
 বন্ধনু শিগল যার তাহাকে নিষ্ঠুর বলি
 তিরস্কার করে মনে মনে ।

অবিবেকী বৃদ্ধ বৃদ্ধা পুন পৌত্র দৌহিত্রাদি
 কোড়েকবি বলিতেছে 'আমার
 যম যজ্ঞণায় শোকে করিতেছে হাহাকার
 'বার্দ্ধক্যে কি সুখের সংসার ! !

আমার গৃহ সম্পদ আমার ধন সম্পত্তি
 মুক্ত জীব ভাবে নিরন্তর
 উপার্জন সংরক্ষণ সঞ্চয়ে বিবৃত সঙ্গ
 তিল মাত্র নাহি অবসর ।

কৃপণ লোভ সিদ্ধুক' উভয় ধনাধিকারী
 কিন্তু ভোগে' নাহি' অধিকার
 সিদ্ধুক নিশ্চিন্ত কিন্তু দুশ্চিন্তা তীতি কৃপণ
 আমরণ ভোগে' অনিবার ।

নাহি করে সুখদান যতদিন দ্বীয় ধন
 নাহি হয় পরহস্ত গত
 সঞ্চয়ী বঞ্চিত ভোগে 'ভোগীর হয় দারিদ্র'
 দরিদ্রের দুঃখ অবিরত ।
 পরের জিহ্বাগ্রে স্থিত খকুণ্ঠ সম বশ
 ভাবে জীব আমার আমার
 অযশে ভীত বশস্বী সমাজের ক্রৌড়দাস
 নাহি শাস্তি স্বাধীনতা তার ।

অপূর্ণ ক্ষর বিষয়ে মমন্ত করে আরোপ
 যবে 'মোহ' মুক্ত জীবগণ
 কন্মে সাংসারিক তাপ নরকাগ্নি সম তপ্ত
 অহরহ দন্ধ করে মন ।

বর্ষে বিবেক বারিদ বৈরাগ্য অমৃতধারা
 করে স্নিগ্ধ সস্তাপিত , প্রাণ
 বিষয় ইন্ধনে দীপ্ত সাংসারিক তাপ হ'তে
 বীতরাগী পায় পরিত্রাণ ।

বলিতেছে কতজন সুখময় এ সংসার
 সংসার ধর্ম্মের তুল্য নাহি কোন ধর্ম্ম আর ।
 সংসারের দোষ দুঃখ করিতেছ প্রদর্শন
 নাহি কি জগতে স্তম্ভী পরিতপ্ত কোনজন ?

“মুক্ত”, বন্ধ, মুক্ত, এই অবস্থাত্মক মনের

বারিয়াছি পূর্বের নিরূপণ .

প্রথম অবস্থাপন . . আসক্ত, দেখেনা দোষ

করে সুধু . গুণ দরশন ।

আহরণে সংরক্ষণে, অপরের তুষ্টি তরে

করে যত চেষ্টা নিরন্তর .

বাসন্য আসক্তি মোহে মুক্ত সে “মুক্ত-পুরুষ”

দাসত্বও ভাবে সুখকর ।

শ্রেয়সীর পদস্পর্শ পুষ্পবৃষ্টি প্রায়, প্রাণ

প্রেমাবেশে পুলকিত . হয়

কোপনা ক্রুরাকান্তার কান্ধি হয় কমণীয়

কটু বাক্য কাব্য, কলাময় ।

বিপদে শোক সন্তাপে, করে বৃক্ষে করাঘাত

মুখে বলে হায় ! হায় ! হায় !

পরক্ষণে বলে অহো ! সংসার কি সুখময় .

পূর্ব শোক দুঃখ ভুলে যায় ,

বিষয়, বাসনা যবে হয় ক্রমে প্রশমিত

অন্তরিত মোহ আবরণ

তখন জাগ্রত মন দেখে বিষয়ের দোষ

অপনার বিষম বন্ধন ।

শৃঙ্খলে বন্ধ সিংহাদি হ'লেও যত্নে পালিত
যথা ব্যগ্র স্বাধীনতা তরে
সুবর্ণ পিঞ্জরে বন্ধ ; বিহগ বিমুক্তি তরে
যেইরূপে ছুটফুট করে :

সেইরূপে বদ্ধ মন পায়না বিষয়ে সুখ
“মুক্তি তরে লালায়িত হয়”
সাময়িক সুখ প্রদ অগ্নোর তরে সংসার
কিন্তু তার তরে বিষময়।

এ সংসার মরোচিকা জানে মিথ্যা জীবন্মুক্ত
দোষ গুণ করে না দর্শন
নহে এ সংসার তাঁর স্তম্ভ কিস্বা দুঃখপ্রদ
স্বাস্থ্যানন্দে মগ্ন থাকে মন ।

ত্রিবিধ অবস্থাপন ত্রিবিধ মনে সংসার
 ভিন্নরূপ অনুভূত হয়
 কেহ ভাবে দুঃখময় কেহ ভাবে দুঃখময়
 কেহ জানে মিথ্যা মায়াভয় ।

মুম্বু বন্ধ মানব জিজ্ঞাসু আগ্রহের
 'দোষের' বিচার, তার তরে
 "মুক্ত কিম্বা জীবমুক্ত" হয় না তবু জিজ্ঞাসু
 দোষ নাহি, দরশন করে।

দুঃখ কিস্তি সুখময় নহে কভু এ সংসার
করে অনুভব তাহা, যেরূপ অবস্থা যার।

বুঝেছি সংসারতাপ নাহি সন্দেহের লেশ
ধর্মজ, তাপের ক্রম কর এবে উপদেশ ॥

করিয়া কোষ নির্মাণ স্বায় হস্তে, সুকোশলে
যথা কোষকার কীটগণ

আশ্বিনিই তব বন্ধ, আপন অজ্ঞতা বশে
করে স্বীয় মৃত্যু সংঘটন।

সেইরূপে অঙ্গজীব কল্পনাব উপাদানে
উপাস্ত্র ইশ্বর সৃষ্টি করে।

ধরে সে সংস্কার ক্রমে, দৃঢ় কারাগার রূপ
বিশ্বাসীর অববোধ তরে।

ধর্ম আখ্য কর্মজাল স্বহস্তে করি রচনা
জীবগণ তাতে বন্ধ হয়

কল্পনা করি নরক ভাগে জীব হইলোকে
তা'র ভয়ে নিয়ত নিরয়।

করিয়া কল্পনা, জীব স্বর্গাদি সুখদ স্থান
হয় বন্ধ তাঁর আশা পাশে

করে ক্লেশকর তপ ইন্দ্রিয় করি নিগ্রহ
দেহাস্তে তাহার প্রাপ্তি আশে।

ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাসাদি গণ্ডী করি নিরমান.

স্বীয় হস্তে, জীব বন্ধ হয়

দেখে অস্ত্র অশ্বকার সে গাঙীর বহির্দেশ

হইলেও প্রজা জ্যোতিষ্ময় ।

সামাজিক ধর্মোদ্বর্তন পাপ পুণ্যাদির পাশ

নিষ্কাগ করিয়া সমস্ত

ସଂସ୍କାର ଶୁଭେର ସହ ଆପନାର ହସ୍ତ ପ୍ରଦ

বাঁধে জীব সুদৃঢ় বন্ধনে ।

আপনি হইয়া বন্ধ ধার্মিক মানবগণ "

না। হৃদয় নিরন্তর কদাচন

বিস্তার করে সর্বত্র : ধন্যাত্ম্য বাগুরা জাল

অপরের বসন কারণ।

বিশ্বাস তিমিরে হ্রস্ব আশ্রয় করে অপরে

করি য়ালো প্রদর্শন ভাণ

মোহমুখ্য গুরুগণ মন্ত্রমুখ্য শিষ্যগণে

সংসার সাগরে ককরে ত্রাণ

যে জন করে সন্দেহ অথবা তত্ত্ব বিচার

নাস্তিক পাষণ্ড কাথ্যা তার

ধর্মাত্মা সাধুগণের জলন্ত বিদ্বেষালনে

অবিশ্বাসী হয়, ছাত্রখান ।

দেবদেবী অবিশ্বাষী সক্রুটিস হয়েছিল
 হত, “হেমলক্” বিষপানে
 জীবন্ত ক্রণোকে দন্ধ. করেছিল রোমবাসী
 সেইহেতু .জলন্ত শ্মশানে ।

হয়েছিল কারারুদ্ধ গ্যালিলিও, রোমে, করি
 পৃথিবীর গতি আবিষ্কার
 করেছিল প্রতিষেধ পোপ, এই পাপহেতু
 স্মৃতিস্তম্ভ সমাধিতে তার ।

দার্শনিক ওকহাম হয়েছিল পোপদ্বারা
 জাতিচ্যুত আর. নির্বাসিত
 নাস্তিক পাষণ্ড বলি জ্ঞানী কোপ্‌র নিকস্.
 হয়েছিল কত উৎপীড়িত ।

বিষয় বিজ্ঞান চর্চা. তরে, রজার বেকন্
 ভুগেছিল দীর্ঘ কারাবাস
 রসায়ন বিদ্যাতার যাদুবিদ্যা বলি লোকে
 শেকালে . ক্লরিত উপহাস ।

মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কর্তা নিউটনে
 করিত শূন্যে সবে জ্ঞান
 দার্শনিক স্পিনোজার ইহুদির অত্যাচারে
 হয়েছিল ওষ্ঠাগত প্রাণ ।

সমস্ তত্ত্বজ্ঞ নামে একাত্তবাদী স্তানীর.
 শরীরের চর্ম উৎপাটন
 “অনন্ হক” ভাষক হস্তুরকে খণ্ড খণ্ড
 কবেছিল মুসলমানগণ
 বুদ্ধের নাস্তিক আখ্যা শঙ্করের শুশ্রূষ বৌদ্ধ
 বিশেষণ, অকাল মরণ
 করিছে প্রমাণ, বিশ্বে বিভিন্ন ধর্ম্য মাহাত্ম্য
 হইয়াছে কত উৎপীড়ন ।

বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কেবল, ধর্ম্য জগতে
 হয় নাই হত, উৎপীড়িত
 খৃষ্টাদি ধর্ম্মাঙ্গাগণ অশ্রুধর্ম্মিকের হস্তে
 হইয়াছে রক্ত নিপাতিত ।

ধর্ম্ম প্রচারের তরে কিম্বা তার রক্ষাহেতু
 শিশু, নারীহত্যা, অত্যাচার
 যুদ্ধ, অভিযান কত হইয়াছে এ জগতে
 কে করিবে গণনা তাহার ?

অনেক ধর্ম্ম মন্দিরে আছে কর্ম্ম লুক্কায়িত
 হেন ভয়াবহ বিশেষণ
 মাহার কল্পনা কভু করিতে পারেনা স্বপ্নে
 কারাগৃহবাসী পাপীগণ ।

ধর্ম আখ্য এ জগতে প্রচলিত আছে যাহা
 'সেইরূপ শুভাশুভ ময়'
 দোষের আধিক্য আর গুণের অল্পতা হেতু
 ধর্ম অশুভ আখ্য হয়।

কোরাণ কৃপাণ হস্তে মুসল্মানগণ যবে
 'করিয়াছে ধর্ম অভিযান'
 লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে
 সে আতবে ত্যজিয়াছে প্রাণ।

হয়েছে বিনষ্ট রাজ্য সভ্যতা বাণিজ্য শিল্প
 নগর অরণ্যে পরিণত
 হয়েছে ভস্মাবশেষ প্রাসাদ গৃহ কুটীর
 প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্নাহ শত শত।

মহামারী দুর্ভিক্ষের হয় যবে আবির্ভাব
 করে তাহা সুধু জীবক্ষয়।
 হইলৈ ধর্ম বিপ্লব মানবের ধন প্রাণ
 'সম্পদ সমাজ ধ্বংস হয়।

ভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায় পাশ্চাত্য প্রদেশে কত
 'করিয়াছে যুদ্ধ অত্যাচার'
 যোরোপের ইতিহাসে 'রক্তাক্তরে লিপিবদ্ধ
 রহিয়াছে বর্ণনা তাহার।

হিন্দু বৌদ্ধে কত দ্বন্দ্ব হইয়াছে এ ভারতে
 নাহি লিপিবদ্ধ বিবরণ .
 কিন্তু সহজে কি ত্যাগ . করেছিল এ ভারত
 স্বেচ্ছা সমুদ্র . বৌদ্ধগণ ?

শ্রীশ্রীর্ণ পরিণা চিহ্ন আছে যাহা বর্ধমান
 সাবনাথ করিয়া বেধেন .
 করিছে স্পষ্ট প্রমাণ আততায়ী ভয়ে বৌদ্ধ
 . সশঙ্কিত ছিল সর্বদক্ষণ ।

শ্মশানে সতীর দাহ সিঙ্কুজলে শিশু হত্যা
 এ ভারতে হইয়াছে কত
 জগন্নাথ বগচক্রে . করিয়াছে আত্মহত্যা
 . বিমুঢ় মানব শত শত ।

ভ্রূণহত্যা কত শত তইতেছে বিধবার
 হিন্দুর . ধর্ম রক্ষা তরে .
 করিয়া ধর্মের ভাণ হয় কত ব্যভিচার
 কার সাধ্য নিকপণ করে ? ' .

ধর্মের প্রাবল্য কালে নাহি ছিল পাশ্চাত্যের
 শিল্প বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার
 ধর্ম ধর্ম করি, হায় ! হইয়াছে ভারতের
 দাসত্ব দারিদ্র্য মাত্র সার ।

আছে যত কারাগার এই অবনি ভিতরে
 দেখ তাহা করিয়া ভ্রমণ .
 আছে তাতে বন্ধী যত . চোর দস্যু হত্যাকারী
 . তন্মধ্যে নাস্তিক কত জন ?
 * দেখিবে আস্তিক সবে, জগদীশ্বরের সত্তা
 . করিছে সকলে অঙ্গীকার .
 . শূর্ণনূলে ধর্ম্মের নিন্দা দস্যু নরহত্যা বন্ধী
 . হয় ক্রোধ উদীপ্ত তাহার ।

বাক্য বিতণ্ডার বলে নাস্তিকে পরাস্ত কালে
 দেখে ধর্ম্মী ঈশে , বিদ্যমান
 কিন্তু বাসনার বহন হয় যবে পাশে রত
 . হয় লুপ্ত সে আস্তিক্য জ্ঞান ।

নাহি থাকে ঈশে ভক্তি স্বর্গের সুখ কামনা
 দূর . হয় নরকের ভয়
 ঈশ, স্বর্গ নরকাদি বিশ্বাসে এ ধরাধামে
 হয় . বল কিবা ফলোদয় ?

কোটী কোটী মুদ্রাবায় . করি যেসকল জাতি
 সত্য ধর্ম্ম . করিছে প্রচার
 কৌশলে অথবা বলেন অপরের রাজ্য ধন .
 তাহারাই করে অপহার ।

দেখ পক্ষান্তরে যত জগদীশে অবিশ্বাসী
কপিলাদি দার্শনিক গণ
করে নাই স্বার্থ তরে ঐশ্বরের অহিত চেষ্টা
ছিল অনাসক্ত আগরণ ।
নাস্তিক আখ্যায় বুদ্ধে অভিহিত করে হিন্দু
‘কিন্তু দেখ করিয়া বিচার
বৈরাগ্যে স্বার্থ উৎসর্গে জীবের হিত চিন্তায়
কোন জন সমতুল্য তার ?

ক্রমো, সেক্রেটাস আদি করেছে জীবনোৎসর্গ
 সত্যের, সম্মান রক্ষা করে
 এইরূপ সত্যনিষ্ঠ ' বিদ্যাপীড়িত কবি কল্প
 , অন্তর অহিত চিন্তাকরে ?

যেই বিনৈক বহিতে হয় ভস্ম ধর্ম্যধর্ম্য
ঈশ্বরাদি সকল সংস্কার
রাগ দ্বেষ চিন্তামল পায় কি তাহাতে রক্ষা
ণাকে কি অশুদ্ধ চিন্তা আর ?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণে . . . নাস্তিক পাষণ্ড বলি
 ধর্ম্যাগণ করিছে দিক্কার
 জীবের মঙ্গল কিম্বা . . . সাধিতেছে তাহারাই
 ত্যজি ভোগ সুখ আপনার ।

যত্নপিও ভক্তি প্রীতি পাইতেছে এজগতে
 ধার্মিকাতা অজ্ঞ জীবগণ
 অবজ্ঞাত অবিশ্বাসী নাস্তিক করিছে কিন্তু
 মানবের মঙ্গল সাধন ।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নাহি ঈশ্বরে বিশ্বাস
 নাহি স্বর্গ নরক সংস্কার
 কিন্তু পরহিতে রত কেন থাকে ? কেন নাহি
 করে অত্যাচার ব্যভিচার ?

একান্তে একাগ্র মনে করে বিজ্ঞানের চর্চা
 জিগেন্দ্রিয় বৈজ্ঞানিকগণ
 তা'দের সংঘম তরে হয় না স্বর্গের আশা
 নরকের ভীতি প্রয়োজন ॥

ধর্ম জ্ঞানে জীব কত ইচ্ছা পূর্ত কৰ্ম্মকরে
 ধন দান, অন্নসত্ত্ব করে পুণ্য লাভ তরে ।
 ধর্ম প্রচারের তরে করে কত অর্থ ব্যয়
 করে দরিদ্রের তরে দানব্য চিকিৎসালয় ।
 কত শত শুভকর্ম্ম, ধর্ম্মার্থে করে সাধন
 করে কত ভাবে রুগ্ন দীনের দুঃখ মোচন ।
 হ'লে লুপ্ত পাপ পুণ্য ধর্ম্ম অধর্ম্মের জ্ঞান
 করিবে কি ইচ্ছাপূর্ত অন্নসত্ত্ব অর্থদান ?

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি মনরূপে বিবর্তিতা ,
 গুণত্রয় সমন্বিত মন
 সংযোগ, শিক্ষা বৈচিত্রে মানসিক ভাব বৃদ্ধি
 উচ্চ নীচ কর দরশন ॥

হিংসা ক্রোধাদির আয় করুণা প্রেমাদি বৃদ্ধি
 স্বভাবতঃ আছে জৈব মনে
 সদা সাম্য অবস্থায়, কিন্তু হয় উত্তেজিত
 বাহ্যিক বিযয় সংস্কারে ।

আছে কি এমন সাধু যাহার হৃদয়ে স্থিত
 সুধু সত্ব রজ গুণদ্বয়
 আছে কি হেন পামর সত্ব রজ গুণহীন
 যার মন সুধু তমোময় ।

দস্যুর হৃদয় মরু মধুর করুণ রসে
 সময় বিশেষে ভেসে যায়
 পক্ষান্তরে ধার্মিকের প্রেম রসে সিক্ত মন
 হয় ক্রোধে শুষ্ক মরুপ্রায় ।

ঈশ্বর স্বর্গ নরকে বিশ্বাসী ধার্মিক যবে
 করে , পাপ , কর্ম , পরিহার
 হৃদয়ে দৃঢ় নিহিত নরক যন্ত্রণা ভীতি
 একমাত্র কারণ তাহার ।

ধর্ম্য কিস্ক পুণ্য আশে কিম্বা বিষ্ণু প্রীতি তরে
 যেই জন শুভ কর্ম্য করে
 সেই ধার্মিকের দান ইচ্ছাপূর্ত্ত অন্নসত্ত
 আনুগ্নিক স্বার্থ লাভ তরে ।

ঈশ্বর স্বর্গ নরক পাপ পুণ্য ফলাফলে
 যেই জন করে অবিশ্বাস
 নাহিয়ার পরলোকে নরক যাতনা ভীতি
 কিম্বা স্বর্গ সুখে অভিলাষ ।

ভাঁহার করুণাপ্রেম স্বার্থহীন স্বাভাবিক
 মনোবৃত্তি রজো গুণাশ্রিত
 ভয়ে কিম্বা লোভে কৃত ধার্মিকের ধর্ম্য কর্ম্য
 স্বার্থময়, তমো গুণাশ্রিত ।

দেখিয়া দোনের দুঃখ ক্রমের রোদন শুনি
 হয় স্বতঃ করুণা উদিত
 ভাবিয়া ধর্ম্য অধর্ম্য কভু কি হয় কাহারো
 করুণায় বন বিগলিত ?

যেখি জল মগ্ন জনে স্বভাবতঃ অকৃত জন
 করে প্রাণ রক্ষার প্রয়াস
 ঈশ্বর ধর্ম্য অধর্ম্য ফলাফল বিচারের
 থাকে কি তখন অবকাশ ?

করিয়া দেখে বিচার যদিও ধার্মিকগণ
 দৃষ্ট হয় দয়া প্রেমময়
 তা'দের দয়ার মূলে স্বার্থ ভীতি প্রলোভন
 স্বাভাবিক বৃত্তি উহা নয়।

জীবের মঙ্গল তরে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক
 নাস্তিক ও কর্মে ব্রতা হয়
 কিন্তু তাহাদের কর্ম শুভ বৃত্তি প্রয়োজিত
 ভীতি, প্রলোভন জাত নয়।

ধার্মিক ও করে যদি শুভ কর্ম দয়াবশে
 ধন্যাধন্য না করি বিচার
 তবে, ধর্মের সংস্কারে হয় কৃত শুভ কর্ম
 কিরূপে করিবে অঙ্গীকার ?

বিবেকী বা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বহুজন
 নাহি এবে এই ভবে নাহি ছিল কদাচন।
 ভোগের বাসনা তীব্র বৃত্তি অসংযত যার
 ধর্মের সংস্কারে তার হয় না কি উপকার ?

সম্মুখে দেখিয়া ভোগ্য অসংযত ভোগী সদা
 বাসনা অনলে দগ্ধ হয়
 দেয় তা'রে মহাত্ম্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস আর
 পরলোকে নরকের ভয়।

ইন্দ্রিয়-সংযম করি সেই পাপ কুর্শ চিন্তা

ভীত চিন্তে করে আশ্রয় ।

নাহি হয় ভোগ কিস্বা • যোগ তার এ জনমে

• হয় বুঝা তাহার জীবন ।

এরূপ মানব পুন করিয়া ধর্মের ভাণ

গুরুবেশে করিছে ছলনা

এরূপ সংযম ধন্য শুভকর ভাবি, কেহ

করিতেছে আত্ম প্রবঞ্চনা ।

বাহ্যিক সংযমী সাধু অনভিজ্ঞ মানবের

যদিও নমস্তু • পূজা হয়

অতৃপ্ত বাসনানল জ্বলে তার প্রাণে সদা .

ইহলোকে ভোগে সে নিরয় ।

হে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তে বালা সন্ন্যাসী, সাধু

ত্যাগিয়া কপট ব্যবহার

ইন্দ্রির রোধে সংযত হয়েছে কি মনোবৃত্তি,

মুক্তি প্রাপ্তে বল একবার ।

ধর্ম ভয়, লোক ভয় রাজ ভয় সমতুল্য

মানব সমাজ রক্ষা তবে

নর পশুর কবলে বিপন্ন সমাজে ইহা

কেবল আংশিক রক্ষা করে ।

যে রূপ দৈহিক আর সাংসারিক তাপে তপ্ত

অহরহ হয় জীবগণ

সে রূপ ধর্ম্মজ তাপে হয় জীব সদাতপ্ত

নাহি তাতে তেদ বিলক্ষণ । "

না থাকিলে দেহ বোধ নাহি হয় জীব লীলা

জীবহের ইহাই কারণ

মমত্ব অভাবে কভু হয় না সংসার লীলা

মমত্বই সংসার বন্ধন ।

দ্বিবিধ সম্ভাপে, সদা প্রতপ্ত মানব কুল

করে দুঃখ শোকে হায় হায় !

কল্পনা ইন্ধনে জ্বালি ধর্ম্ম বহ্নি, ভোগে তাপ

ঐশ্বর্যকালে অগ্নিসেক প্রায় ।

অবিদ্যা বাজে সজ্জাত জীবত, দেহাত্ম বোধ

সংসার বা আত্মপর জ্ঞান

আত্মোত্তর জগদীশ অধর্ম্ম ধর্ম্ম সংস্কার

পুণ্যবাণ পাপী, অভিমান ।

অবিদ্যা বীজ যাহার অবিদ্যাময় সে বৃক্ষ

কাণ্ড শাখা পত্র ফুল ফল

করি সেই ফলাহার অবিদ্যাক্ত জীবগণ

হয় সদা ত্রিতাপে বিকল ।

অবিদ্যা স্বক বিনাশে শাগিত কুঠার সম
 বিবেক বৈরাগ্য নিঃসংশয় .
 সেই হেতু আত্মজ্ঞানী . অনাত্ম আত্ম বিবেকে
 সহজে ত্রিতাপ মুক্ত হয় ।

জেনেছি, অবিদ্যা, জাত জীবহ দেহাভিমান
 দেহ অভিमानে হয় আত্ম আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ।

সেই জ্ঞান হ'তে হয় মমতাদি বিকসিত
 মমত্ব (আমার বোধ) সংসার এ নামাঙ্কিত ।

“আমি জীব” এই জ্ঞান ধর্ম্মের ভিত্তি নিশ্চয়
 বিনা জীবহাভিমান সাধন, সম্ভব নয় ।

জাতি, বর্ণাশ্রম, ধর্ম্ম বিধি যাহা দৃষ্ট হয়
 সকল হয় প্রবৃত্ত জীবহ করি আশ্রয় ।

ধার্ম্মিক সাধক সাধু সিদ্ধ ভক্ত যোগীগণ
 জীবহের গণ্ডী মধ্যে করিছে পর্য্যটন ।

জীবহ বিলুপ্ত যথা সহ দেহাত্মক জ্ঞান .
 নাহি তথা ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্ণাশ্রম অভিমান ।

জীবহের ধর্ম্ম যদি হয় এই তাপত্রয়
 কীরূপ বিবেকে তাহা সম্যক হয় বিলয় .

অনাত্ম আত্ম বিবেক কীরূপে করিব বল ?
 কীরূপে হইবে লাভ, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ফল ।

আত্মেতর বস্তু হ'তে করিতে আত্মবিবেক
 প্রথমেই হয় প্রয়োজন
 “আমি” ও “আমার” এই শব্দদ্বয়ে নিরোপিত
 বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ ।

লক্ষ্যার্থ “আমি” শব্দের হয় একমাত্র আত্মা
 “আমার” শব্দের আত্মেতর
 “আমার” শব্দে নির্দিষ্ট বস্তু হ'তে হয় ভিন্ন
 যাহা “আমি” শব্দের গোচর ।

ভোগ, ভোগ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন সাধ্যাদি যত
 নহি “আমি” “আমার” সকল
 “আমার” শব্দের লক্ষ্য হয় বস্তু, কিন্তু “আমি”
 লক্ষ্য করে “আমাকে” কেবল ।

মম দেহ, হস্ত পদ মম নাসা নেত্র কণ
 মম প্রাণ, বলে সর্বজন
 বলে পুন, মম শ্রম মম দয়া মম ক্রোধ
 অহংকার চিত্ত বুদ্ধি মন ।

ইন্দ্রিয় গোচর কিম্বা মনের গোচর যাহা
 হয় সর্ব পদার্থ “আমার”
 এই মমত্বের মূলে মনেন্দ্রিয় অগোচর
 আত্ম সত্তা “আমি” নির্বিবকার ।

“আমি আছি” বোধে কর আত্মাস্তিত্ব অনুভব
 আত্মসত্তা বাক্যে অঙ্গীকার
 কিন্তু মনাতীত আত্মা নাহি জান কিং স্বরূপ
 কিম্বা কিবা স্ফুটাব তাহার ।

গীবাশ্ব ছাগাদি যত আছে পশু স্থলচর
 জলচর ক্ষুদ্র অগণন
 আত্মা যত বিহঙ্গম পতঙ্গাদি জীবকুল
 করিছে আকাশে বিচরণ ।

অবস্থিত যত কীট অথবা যত কীটাদি
 ভূমি বায়ু সলিল ভিত্তরে
 সবে আমি আছি বোধে আত্মার সত্য অস্তিত্ব
 সদাকাল অনুভব করে ।

উদ্ভিদের জন্ম মৃত্যু স্পন্দন, প্রাণন ক্রিয়া
 স্পর্শ অনুভব, পানাহার
 সমাক্ কবে প্রমাণ আত্মা মন সমন্বিত
 সমঞ্জস জীবিত তাহার ॥

স্বর্ণাদি ধাতু পদার্থে প্রমাণ করে বিজ্ঞান
 অনভূতি স্পন্দন প্রাণন ।
 স্বীয় অস্তিত্ব অনুভব করে ধাতু বৃক্ষবল্লী
 আছে তাতে জীবিত লক্ষণ ।

বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বিচিত্র ভিষু দেহের
 সস্বন্ধ বা অভিমান তরে
 “আমিনর” “আমিঅশ্ব” “আমিরুদ্ধ” “আমিধাতু”
 জীবগণ অনুভব করে ।

হইলে বিহীন এই বিচিত্রদেহ সস্বন্ধ
 • কিম্বা দেহাত্মক অভিমান
 রক্ষিতে কি পারে জীব মুহূর্ত্ত তরে স্বাতন্ত্র্য
 দ্বৈত বোধ আত্মেতর জ্ঞান ।

সর্ববিধ জড়দেহ দেহ জ্ঞানসহ, মন
 হইলে • সম্যক অন্তর্হিত
 আমিহ সমষ্টি রূপে থাকে যে শুদ্ধ সম্বিৎ
 হয় তাহা আত্মা নামাশ্রিত ।

দেহ মন সমন্বিত থাকে আত্মা সর্ববক্ষণ
 তৎসহ সংশ্লিষ্ট হেতু করে সঙ্গ বিবর্তন ।

দেহ মন ব্যতিরেকে আত্মার স্বতন্ত্র জ্ঞান
 পারি না করিতে কর্তৃ, অনুভব, অনুমান ।

হ’লে লুপ্ত দেহ জ্ঞান জীবের স্রষ্টৃষ্টি হয়
 আত্মার অস্তিত্ব তথা কিরূপে কর নির্ণয় ?

প্রতিদেহে অহংগ্রহ ভিন্ন আত্মা অবস্থিত
 সমষ্টি আত্মার সত্তা • কিরূপে হয় নির্ণীত ।

স্বষ্টিতে হয় লুপ্ত বিশ্ব সহ সর্ব বৃষ্টি
 সুখ দুঃখ দেহাত্মক জ্ঞান
 কিন্তু সেই নাস্তিদের সাক্ষী রূপে থাকে আত্মা
 স্বীয় মহিমায় বিদ্যমান ।

জাগ্রত হইয়া তুমি বল নিত্য, নাহি ছিল
 সেই কালে সুখ, দুঃখ ভয়
 ন্ম থাকিলে তুমি তথা কিরূপে দিতেছ সাক্ষ্য
 এই রূপে করিয়া নিশ্চয় ?

করিলে সন্দেহ কেহ তোমার এ সাক্ষ্যে তুমি
 ভাব, সে করিছে উপহাস
 তোমার অস্তিত্ব লোপ হয় সদা স্বষ্টিতে
 কি যুক্তিতে করিছ বিশ্বাস ?

জাগ্রত, স্বপ্ন, ভিন্ন অবস্থায় মন
 করিতেছে নিত্য বিচরণ
 বিষয় যোগে বিয়োগে, শাস্তত স্বরাট তুমি
 সমভাবে থাক সর্বক্ষণ ।

দেহের বাল্য যৌবন বার্কক্য জরা মৃত্যুর
 দ্রষ্টারূপে তুমি অবস্থিত
 মনের তুরীর সৃষ্টি জাগ্রত স্বপ্ন সময়ে
 শাস্তরূপে তুমি বিরাজিত ।

দেহ মন বিবর্ধনে তোমার পরিবর্ধন
 'কোন' কালে সম্ভাবিত নয়
 স্বতঃ শুদ্ধ ব্যোম যথা থাকে নিরমল, যবে
 হয় বায়ু ধূলি ধুমময় ।
 জগৎ মধ্যে সুপ্ত প্রায় শৈশবে অবশ মূঢ়
 নালো ক্রীড়া ক্রন্দনে মগন
 কৈশোরে বিদ্যা অভ্যাসে যৌবনে ভোগ বলাভাস
 বার্ককো চিন্তায় মগ্ন মন ।

মন, আশা অভিলাষে আসক্তি বিদ্রোহ বশে
 ভোগে দুঃখ দুঃখ শোক ভয় ।
 কিন্তু অহমস্মি বোধে আচ্ছ তুমি সমভাবে
 ব্যতিক্রম করু নাহি হয় ।

পাপ পুণ্য মঙ্গাধর্ম আস্তিক্য, নাস্তিক্য, জ্ঞানে
 পারতেছে মন অভিমান
 অভিমান অনুরূপ হয় বৃত্তি নিবর্তিত
 তুমি সমভাবে বিদ্যমান ।

ব্রাহ্মণ্য, ব্রহ্মচর্যাদি 'বর্ণাশ্রম' অভিমাণে
 মোহগ্রস্থ হয় মূঢ় মন
 বর্ণাশ্রম অসংশ্লিষ্ট অহংগ্রহ আত্মাত্মি
 বিহীন উপাধি সর্বজন ।

ঘটাদি উপাধি যোগে ব্যাপী ব্যোম যেইরূপে
 স্বতন্ত্র সসীম দৃষ্ট হয়
 সেইরূপে বিভূ আত্মা . দেহাদি যোগে সসীম
 পরমার্থে পরিচ্ছিন্ন নয় ।

এই ব্যাপ্তি অপেক্ষায় ব্যোমের সমষ্টি আত্মা
 উপাধিক, জীব-প্রকল্পিত .
 তত্রাপ্য উপাধি হীন অদ্বিতীয় আত্ম সত্তা
 . জীব ও পরম নামাঙ্কিত ।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জীবাত্মা যদিও অংশ
 বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন . যদি . হয়
 কিরূপে পূর্ণতা ত্যাগে করিতে আরোপ বল
 . ব্রহ্ম তবে অপূর্ণ নিশ্চয় ।

পরমার্থে এক আত্মা অনন্ত, ভূমা মহান্
 সমষ্টি ব্যাপ্তাদি বিবর্জিত
 স্বতন্ত্র জীব পরম পুরুষের বহুত্বাদি
 ভ্রান্ত মত, যুক্তি বিরহিত !

ভিন্ন ভিন্ন দেহে . যদি এক আত্মা ব্যাপ্ত হয়
 একের সম্বন্ধে কেন সর্বজন দুঃখী নয় ?
 একের আনন্দে কেন নহে সবে আনন্দিত ?
 জনেকের মোহে কেন নহে সবে বিমোহিত ?

হইলে জনেক মুক্ত কেন সবে নাহি হয় ?
 করিয়া মীমাংসা ইহা ঘুচাও মম সংশয় ।
 “পুরুষ-বহুত্ব” সাংখ্য করিতেছে অঙ্গীকার
 কিরূপে একত্ব বল সিদ্ধান্ত কর তাহার ?

বিচিত্র বিভিন্ন ঘটে ক্ষুদ্র বৃহদাদি যত
 “ভিন্ন ভিন্ন ব্যোম দৃষ্ট হয়
 ঘটোপাধি ভেদে তাহা দেখা যায় ভিন্ন রূপ
 পরমার্থে কভু ভিন্ন নয় ।

ঘটের ঘূর্ণনে ব্যোম দৃষ্ট হয় বিঘূর্ণিত
 কিন্ন উহা সমভাবে স্থিত
 হ’লে ঘট অক্ষরিত তা’র অন্তরস্থ ব্যোম
 কভু নাহি হয় বিচলিত ।

ঘট বিশেষের ধ্বংসে অপর ঘটের ধ্বংশ
 কোন রূপে সম্ভাবিত নয়
 তথা কিন্না অগ্ন্যঘটে অবস্থিত ব্যোম তাতে
 অবস্থান্তরিত নাহি হয় ।

সেই রূপে সুখ দুঃখ বন্ধ মোক্ষাদি সকল
 করে ভোগ ভিন্ন ভিন্ন মন
 গুণাতীত আত্মতত্ত্বে বন্ধ মোক্ষাদি আরোপ
 করে যত অনভিজ্ঞ জন ।

বিচিত্র বিভিন্ন পাত্রে যদ্যপি রাখিয়া জল
 এক পাত্র কর সঞ্চালন
 অপর পাত্রের জল • হবে তাতে আলোড়িত
 সম্ভবে কি ইহা কদাচন ?

সুতরাপ জীবের মন জলবৎ এক, কিন্তু
 করে ভিন্ন দেহ অভিমান •
 একের দুঃখে আনন্দে অপরের দুঃখ দুঃখ
 সেই হেতু নাহি হয় জ্ঞান ।

দর্পণে হ'লে বিম্বিত স্বীয় এক প্রতিমূর্তি
 তার মধ্যে কর দরশন
 হইলে দর্পণ ভগ্ন • তার অগণিত খণ্ডে
 দেখ স্বীয় মূর্তি অগণন ।

সেইরূপে যবে আত্মা মায়ায় প্রতিবিস্তৃত
 ভূমা, ব্রহ্ম বিষ্ণু অথবা তার
 হইলে মূনে বিম্বিত হয় আত্মা জীব আত্মা
 মন • ব্যাপ্তি স্বরূপ মায়ায় ।

বৃহৎ দর্পণে বিম্ব • লঙ্কিত হয় বিশাল
 প্রতি খণ্ডে ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয়
 কিন্তু যার প্রতিবিস্ব • বৃহৎ ক্ষুদ্র তার
 সেই হেতু সম্ভাবিত নয় ।

মন আর মায়াযোগে জীব, পরমাত্মা আখ্যা
 ক্ষুদ্র বড় হইতেছে জ্ঞান
 কিন্তু পরমার্থে অত্মা হয় তুমি অদ্বিতীয়
 সমভাবে সদা বিদ্যমান ।

দর্পণের বহু খণ্ডে বিস্তৃত তোমার রূপ
 • যেইরূপ বহু দৃষ্ট হয়
 সেইরূপ বহু মনে দৃষ্ট হয় বহু আত্মা
 পরমার্থে আত্মা বহু নয় ।

রচিয়া নূতন সূত্র শঙ্করাচার্য্য আদি
 সাংখ্য, মতালম্বী নানা জন
 করেছে কপিল সূত্র আয়তনে বৃহত্তর
 তার সহ , অনর্থ সাধন ।

তত্ত্ব জ্ঞানাভাব হেতু করেছে সাংখ্য দর্শনে
 পুরুষের বহু স্বীকার
 সাংখ্যের অপর সূত্রে হইবে খণ্ডিত তাহা
 কর যদি সম্যক বিচার ।

“নিত্যমুক্তত্বম্” আর “উদাসীন্যং চেতি” এই
 সূত্রদ্বয় করিছে প্রমাণ
 পুরুষ সত্তত মুক্ত শব্দে কহে উদাসীন
 দেখ ইহা করি প্রাণিধান ।

অহংকারঃ কৰ্ত্তা “কিন্তু” ন পুরুষঃ এই সূত্রে
করিয়াছে কৰ্ত্তা নিরুপণ
কৰ্ম্মফল সুখ দুঃখ ভোগে মন, কিন্তু তাহা
পুরুষের না হয় কখন ।

বন্ধমোক্ষে সুখ দুঃখে বৈষম্য দেখি জীবের
পুরুষের বলহ স্বীকার
করিয়াছে পঞ্চশিখ, নাহি ছিল অবগত
বন্ধ মোক্ষ দুঃখাদি কাহার ।

“বৈরাগ্যাৎ অভ্যাসাচ্চ” “বৃত্তি নিরোধাৎ তৎসিদ্ধি”
মনের, কি পুরুষের ইয় ?
হইবে তাৎপর্য বোধ বৈরাগ্য, বৃত্তির ভিত্তি
করিণে সম্যক নিরণয় ।

নিত্যমুক্ত পুরুষের বন্ধন অথবা মোক্ষ
কোন কালে সম্ভাবিত নয়
উদাসীন পুরুষের বৈরাগ্যের অভ্যাসের
বল কিবা প্রয়োজন হয় ?

অহংকার কৰ্ত্তা ভোক্তা ত্রিবিধ তাপে তাপিত
সদাকাল হইতেছে মন
মনের বন্ধন মুক্তি বৈরাগ্য, অভ্যাস আর
বৃত্তির নিরোধে প্রয়োজন ।

নিভ্য মুক্ত উদাসীন আত্মা বা পুঙ্খ তুমি
 অদ্বিতীয়, শাস্ত্র নির্বিবকার
 বস্তির নিরোধে যবে হবে অহংকার লুপ্ত
 জানিবে স্বরূপ আপনার ।

ইহাবে লুপ্ত তখন দ্রষ্টৃ হ' দর্শন দৃশ্য
 পুরুষের বহুত্ব বিচার
 একহে বহুত্ব দৃষ্টি বন্ধ মুক্ত অবস্থাদি
 ভাগ মাত্র তোমার মায়ায় ।

জানিলাম, উদাসীন বন্ধ মোক্ষ, গুণাতীত
 এক অদ্বিতীয় আত্মা সর্বদেহে ব্যবস্থিত ।
 কিন্তু আত্মোত্তর বিশ্ব, দেহ, অহংকার, মন
 প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, অনুভবা সর্ববক্ষণ ।

দ্রষ্টা হ'তে দৃশ্য ভিন্ন ইহাতে নাহি সংশয়
 আমি দ্রষ্টা, দৃশ্যে মম হতেছে দ্বৈত প্রত্যয় ।

যদি আত্মা, মন, বিশ্ব, পদার্থ তিন প্রকার
 আত্মা, ভূমা অদ্বিতীয় বিরূপে করি স্বীকার ?

মন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য : : দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনাদি
 অথবা এ বিশ্ব, দেহ মন

সকল মায়ায় ভাগ নহে পরমার্থে সত্য
 দেখ, করি পুঙ্খ বিশ্লেষণ ।

রিখাতীকৃত, বিশ্বময় ত্রিবিধ সত্তার ভাষ্য
 প্রাজ্ঞগণ করিছে নির্ণয়
 প্রথমে “পারমার্থিক” দ্বিতীয় “ব্যবহারিক”
 • তৃতীয় “আভাস” সত্তা হয় ।

তাহাই পারমার্থিক অদৃশ্য অজ্ঞেয় বাহ্য
 • দৃশ্য দর্শনের অধিষ্ঠান •
 যথা, • রজ্জু অধিষ্ঠান দৃশ্যমান • ভুজঙ্গের
 হয় যথেষ্ট সর্পে রজ্জু ভাণ ।

মহুমাঝে জলাশয় শুক্লিতে রজত ভ্রম
 স্বপ্নদৃশ্য যুন-প্রকল্পিত
 আভাস শব্দের রাঢ়্য, • যার সাময়িক সত্তা
 ক্ষণপরে হয়, অন্তর্হিত ।

ব্যবহারিক বিষয় হয় দৃষ্ট, ব্যবহৃত
 তাহার অভাব নাতি হয়
 কিন্তু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ বিষয় প্রাপক মিথ্যা
 “আভাসের” দ্বারা ভ্রান্তিময় ।

রবির উদয় অন্ত দেখে জীব প্রতিদিন
 পৃথ্বী ঘোরে দেখেনা কখন
 নিম্প্রভ চন্দ্রের প্রভা তাতে পৃথ্বী প্রতিভাত
 করিতেছে সদা দরশন ।

জৈব মনেন্দ্রিয় গ্রাহ আভাস, 'ব্যবহারিক'
 'দৃশ্য' রূপে 'যাহা' 'বিশ্বময়'
 সকল অসত্য, কিন্তু 'যাহা' সত্য, 'পরমার্থ'
 তাহা মনেন্দ্রিয় গ্রাহ নয়।

স্বাপ্নিক বিষয় মিথ্যা, কল্পনা করিছে মন
 রজ্জুতে ভুজঙ্গ রূপ করিয়াছি দরশন ।
 সূর্য্যোদয়, চন্দ্ররশ্মি যাহা সদা দেখা যায়
 তাহাও ভ্রান্ত দর্শন দ্বিধা মম নাহি তায় ।
 কিন্তু এই দৃশ্যমান দীর্ঘ মহীকূহ গগ
 এই নর, নারী, পশু করিতেছে বিচরণ ।
 এই দেহ যার সস্তা করি বোধ অনিবার
 এ সকল ভ্রান্তি মাত্র কিরূপে করি স্বীকার ।
 বিচার করিয়া দেখ যখন হয় তোমার
 " রজ্জুতে ভুজঙ্গরূপ ভ্রম
 আদি অস্তে থাকে রজ্জু মধ্যে স্নানেকের তরে
 কর দরশন ভুজঙ্গম ।

এই বৃক্ষ বা মানব নাহি ছিল পূর্বকালে
কালক্রমে হবে অন্তহিত
একমাত্র বৃদ্ধমাণে • “এই বৃক্ষ” “এই নর”
• এইরূপ হ’তেছে প্রতীত ।

আদাবশেষেচ যন্নাস্তি বর্ধমানেহাপি তত্তথা
শাস্ত্র বাক্য করে নিরূপণ
রজ্জুতে ভুজঙ্গ প্রায় দৃশ্যমান বৃক্ষ নর
• সেই হেতু ভ্রম দরশন ।

দৈখ পক্ষাস্তরে, বৃক্ষ সংযোগে পঞ্চভূতের
নামরূপে হয় • ঐকটি
হলে ভূত বিশ্লেষণে • বৃক্ষের স্বতন্ত্র সত্তা
কোন কালে নহে সম্ভাবিত ।

ব্যোম বায়ু তেজ জল বিহনে ক্ষিতির সত্তা
প্রমাণিত হয় না কখন
হয় জল অন্তহিত ব্যোম বায়ু তেজ যদি
তাই হ’তে কর বিশ্লেষণ ।

ব্যোম, বায়ু সমন্বয়ে দাহ দীপ্তিময় তেজ
স্বতন্ত্র সত্তায় প্রকাশিত
বিনা ব্যোম, মরুতের অস্তিত্ব স্পন্দন গুণ
কোন রূপে নহে সম্ভাবিত ।

সে ব্যোম ইন্দ্রিয়াতীত, পদার্থের অবকাশে
 “নাশ্তি” বোধে উপলভ্য হয়
 ব্যোমের কাবণ যাহা তাহা জৈব মনেন্দ্রিয়ে
 কোন কালে অনুভব্য নয় ।

এরূপ পক্ষিকরণে হইতেছে প্রমাণিত
 দেখে তবে করিয়া বিচার
 অদৃশ্য অজ্ঞেয় কিছু তাহে ক্রমে বিবর্তিত
 ধরিতেছে বৃক্ষের আকার ।

নাম আর রূপ মাত্র হয় ব্যবহৃত বিনে
 কিন্তু যাহা হ’য়ে বিবর্তিত
 প্রকটিত নামরূপে, তাহাব সত্তা, স্বরূপ
 মানবের মনেন্দ্রিয়াতীত ।

দেখ, পুন সেই বৃক্ষ হ’য়ে ক্রমে বিবর্তিত
 নয়নেব অগোচর হয়
 এসেছিল সেই পথে সে পথে করি গমন
 হয় স্রীয়া কারণে বিলয় ।

অজ্ঞেয় পদার্থ কিছু ধবল তুষাররূপ
 ধরিতেছে ক্রমে বিবর্তনে
 সে তুষার পুনরায় ধরি জল, বাষ্পরূপ
 লীন হয় অজ্ঞেয় কারণে ।

এ'রূপে কারণ কার্যে আবাবু কার্য কারণে
 সদাকাল .বিবর্তিত হয়
 গচ্ছতি ইতি জগৎ . সংসরতীতি-সংসার
 নামরূপ স্থিতিশীল নয় ।

জাগ্রতে প্রত্যক্ষ বস্তু মিথ্যা হয় স্বপ্নকালে
 . জাগরণে স্বপ্ন মিথ্যা হয়
 সুষুপ্তি সময়ে পুন স্বপ্নে জাগরণে দৃষ্ট
 . মিথ্যা হয় সকল বিষয় ।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি মনের ত্রিবিধাবস্থা
 করিতেছ ভোগ . অনিবার
 কেবল জাগ্রত সত্য . সুষুপ্তি স্বপ্ন মিথ্যা .
 কি যুক্তিতে কব অঙ্গীকার ? .

হয় সত্য অনুভূত . স্বপ্ন যেই অবস্থা
 উপভোগ করে জীবগণ .
 সে'হেতু বিরুদ্ধ ধর্ম্মী অবস্থা ত্রিতয় মিথ্যা
 জ্ঞানীগণ . করে নিরূপণ ।

অজ্ঞেয় অদৃশ্য সত্তা নাম রূপাত্মক বিশ্বে
 যেইরূপে . করে বিবর্তন .
 জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্নে . সেইরূপে বিবর্তন
 করিতেছে প্রতিদিন মন ।

ব্যবহারিক সংজ্ঞক দ্রষ্টা দৃষ্ট দরশন
 পরমার্থে কভু সত্য নয়
 যাহা পরমার্থ সত্তা জানিলে তাহার তত্ত্ব
 মানব বন্ধনমুক্ত হয় ।

পদার্থের রূপ হ'তে তার সত্তা বিশ্লেষণ
 করিতে কি পারে কভু জীবের ইন্দ্রিয় মন ?
 বত্র সত্তা তত্র রূপ, সর্বত্রই দেখা যায়
 রূপ বিনা সত্তা বোধ কভু কি সম্ভব পায় ?
 নাম রূপে পরিণত সে সত্তা হয় যখন
 স্বতন্ত্র অরূপ সত্তা কিরূপে থাকে তখন ?
 সত্তা সৃষ্টি নাম রূপ সম্যক করি বিচার
 কর তত্ত্ব নিরূপণ, ঘুচাও ভ্রম আমার ।

করে জীব অনুভব অরূপ অজ্ঞেয় সত্তা
 অন্ধকারে করিয়া শয়ন
 নাহি তার নাম রূপ নাহি করে জৈবৈন্দ্রিয়
 সেই সত্তা দর্শন স্পর্শন ।

কি জানি কি আছে ঘরে ভাবি ভীত রোমাঞ্চিত
 হয় সে সময়ে জীবগণ
 এইরূপে নামরূপ বিহীন সত্তানুভব
 করিতেছে মানবের মন ।

হইলে, নিরুদ্ধ মন থাকে যেই স্বতঃ সত্তা
 মন আর ইন্দ্রিয় অতীত
 অহংগ্রহ আত্মা অর্থ্যাৎ তাহার সম্যক্ তত্ত্ব
 অতঃপরে হইবে বিবৃত ।

ধরে যবে স্বর্ণ পিণ্ড নানাবিধ নামরূপ
 স্বর্ণ কি লুপ্ত হয় তার ?
 হুবর্ণ স্বর্ণ দৃষ্টিতে, হার বাল্য নামরূপ
 অলঙ্কার দৃষ্টিতে তাহার ।

জলত্র থাকে অক্ষুণ্ণ যে সময়ে হয় জল
 তরঙ্গ বৃদ্ধদে শিবিদিত
 সেরূপ কারণ সত্তা রূপাদির অন্তরালে
 থাকে সদা সমুত্তাবে স্থিত ।

স্বপ্নন সময়ে মন হয় যবে বিবর্তিত
 দ্রষ্টা আর দৃশ্য দরশনে
 নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ মন
 সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় মনেঃ

করিয়া স্বজন, মন অক্ষত হ'য়ে বিশ্বত
 দ্রষ্টা রূপে করে দরশন
 করে ভোগ ভোক্তারূপে সুখ দুঃখ শোক ভীতি
 স্পর্শন শ্রবণ আস্বাদন ।

অরূপ, আকাশে রূপ যেইরূপে দৃষ্ট হয়
 সেইরূপে প্রকটিত মনে স্বাপ্নিক বিষয় ।
 অদৃশ্য মায়ায় হয় দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ
 কিন্তু মায়া কি প্রকার, কি তাহার অধিষ্ঠান ?
 যে রূপে জাগ্রতে স্বপ্নে, থাকে মন বিদ্যমান
 সহ ভাব বৃত্তি সমুদয়
 কিন্তু স্বাপ্তি কালে পুন ভাব বৃত্তি ক্রিয়াসহ
 স্বকারণে অস্তব্ধিত হয় ।

সে রূপ অনাত্মজ্ঞানে মায়া আর মায়া জাত
 সকল পদার্থ দেখা যায়
 হ'লে আত্মজ্ঞানোদয় হয় উহা তিরোহিত
 রবিকরে অন্ধকার প্রায় ।

অবিদ্যামানতা জ্ঞানে, অজ্ঞানে বিদ্যামানতা
 মায়ায় করিয়া দরশন
 “নসত্তী নাসত্তী” সংজ্ঞা প্রদান করে মায়ায়
 তত্ত্বদর্শী আত্মজ্ঞানী গণ ।
 রজ্জু ভুজঙ্গম ভ্রমে, হইলে রজ্জু নিরীত
 ভ্রান্তি সহ সর্প দূর হয়
 সেই রূপে হয় দূর, মায়িক পদার্থ, মায়া
 হয় যবে আত্মজ্ঞানোদয় ।

যথা ভুজঙ্গ ভ্রমের অধিষ্ঠান রূপ রজ্জ্ব
 কাল হ্রয়ে থাকে বিদ্যমান
 সেইরূপ আত্মসত্তা গায়িক পদার্থ, মায়া
 সকলের চির অধিষ্ঠান।
 আত্মার স্বভাব মায়া তার অপরোক্ষ জ্ঞান
 সম্ভবেনা অনাত্মজ্ঞ জনে
 যথা তাবল্য বিষয়ে হয় না সম্যক জ্ঞান
 সলিলের দর্শন বিহনে।

কিন্তু বিবেক সম্পন্ন জিজ্ঞাসু যদ্যপি কটরে
 মায়া তদ্ব সম্যক বিচার
 পাইতে পারে সে জন প্রকৃষ্ট মনন বলে
 কথঞ্চিৎ আভাস তাহার।*

করিছে ঐন্দ্রজালিক অশ্রো মুগ্ধ ইন্দ্রজালে
 কিন্তু স্বীয় ইন্দ্রজালে নহে মুগ্ধ কোন কালে।
 আশ্রয় মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আত্মা নির্বিবকার
 ধরে জীব রূপ, ইহা কিরূপে করি স্বীকার ?
 অহঙ্কার মনবুদ্ধি চিন্তাখ্য অস্তুঃকরণ
 সমষ্টিতে “মন” নামাঙ্কিত
 বৃত্তির সমষ্টি মন মায়ায় ব্যষ্টি বিকাশ
 বহু স্থলে হ’য়েছে বর্ণিত।

সোহংগীতার মারাত্মক দেখ।

মনবুদ্ধি অহঙ্কার চিন্তের করি বিচার
করিলে সম্যক বিশ্লেষণ .
দেখা যায়, অহঙ্কার . . দ্রষ্টা কর্তা ভোক্তা, মন
. . চিত্তবুদ্ধি তাহার কারণ ।

যদিও স্বপ্নরাজ্যের অক্ষুণ্ণ দ্রষ্টা উভ
স্থূল ভাবে আরোপিত মনে .
কিন্তু অহঙ্কার দ্রষ্টা সে অন্তঃকরণ, অক্ষা
দৃষ্ট হয় সূক্ষ্ম দরশনে ।

যেইরূপে সৃষ্টি হ'তে উৎপিত অন্তঃকরণ
স্বপ্ন রাজ্য করিছে বিস্তার
দেখিয়া স্বাপ্নিক দৃশ্য সুখ দুঃখ তাপ ভীতি
করিতেছে ভোগ, অহঙ্কার ।

সেইরূপ মায়াশক্তি নিমিত্তোপাদান রূপে
বিশ্বজাল করিয়া বিস্তার
ধরি ব্যষ্টিময় রূপ হইতেছে দৃশ্য মুক্ত
দ্রষ্টা . দৃশ্য কুহক মায়ায় ।

জাগরণে কিন্না স্বপ্নে . মায়িক বা মানসিক
ইন্দ্রজালে মুক্ত অহঙ্কার .
অহঙ্কার আবরণে : আবৃত "অহং" তব
সেই হেতু এ ভ্রান্তি তোমার ।

সন্তা ও সম্বিদ্রূপ , অব্যভিচারী সে আত্মা
কভু নাহি হয় আবরিত
জৈব ঐশ ব্রাহ্মপদে , স্থপ্তি সপ্ন জাগরণে
সদা সমভাবে বিরাজিত ।

মায়িক বস্তু, মায়ার যেই আত্মা অধিষ্ঠান
কিরূপে হইবে বল তা'র অপরোক্ষ জ্ঞান ?
কিরূপে আত্মদর্শন, আত্ম-অনুভূতি হয় ?
সম্যক্ করিয়া ব্যাখ্যা ঘৃণাও ভ্রম সংশয় ।

অনুভব, দর্শন, জ্ঞানাদি শব্দ যদিও
আত্মতত্ত্ব, ব্যবহৃত হয়
কিন্তু আত্ম দর্শন কিম্বা আত্ম অনুভূতি
কোন কালে সম্ভাবিত নয় ।

দ্বৈতদর্শী মান্বেবর দ্বৈতার্থ ব্যঞ্জক ভাষা
 দ্বৈতার্থ জ্ঞাপক শব্দ যত
 অদ্বৈত আত্মবিচারে নিবর্তিত হয় বাক্য
 :মন বুদ্ধি হয় প্রতিহত ।

অগ্নির স্বরূপ, সন্তা ' সম্বন্ধে তত্ত্বাভিলাষী
শুক ' তৃণ ' গুচ্ছের মতন
হইয়া আত্ম জিজ্ঞাসু ' আত্মসত্তা স্পর্শ মাত্র
আত্মানে ভস্ম হয় মন ।

হইলে মন বিলুপ্ত কে করিবে অনুভব ?
 আশা কভু উপলভ্য' নয়
 'শুনি "আত্ম অনুভব" "আত্ম দরশন" শব্দ
 'অঙ্গজীব মোহ মুক্ত হয় ।

কিন্তু এই শব্দ বিনা আত্মতত্ত্ব বিচারের
 •• কি উপায় আছে বল আর ?
 অধিকারী, ভ্রান্ত শব্দে লভিয়া অভ্রান্ত তত্ত্ব
 হয়ে যায় ভবসিন্ধু পার ।

যথা নেত্র, দেখে দৃশ্য কিন্তু আপনার রূপ
 কভু নাহি করে দরশন
 সেইরূপে জ্ঞাতা তুমি জানিলেও সর্ব বস্তু
 আপনাকে জ্ঞাননা কখন ।

কিন্সা জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুত্রয় সমন্বয়ে
 সর্ব বস্তু জানে জীব গণ ।
 এই বস্তুত্রয় মধ্যে একের হ'লে অভাব
 নাই হয় জানা কদাচন ।

জ্ঞাতা তুমি, জ্ঞেয় রূপে হও যদি পরিণত
 তোমার জ্ঞাতৃত্ব লুপ্ত হয়
 জ্ঞাতা জ্ঞেয় উভরূপে এককালে তব স্থিতি
 সমাবেশ সম্ভাবিত নয় ।

তোমার জ্ঞাতৃত্ব লোপে তোমাকে জানার তরে
 অন্য জ্ঞাতা হয় প্রয়োজন
 সেই হেতু অসম্ভব হয় তব আত্মজ্ঞান
 আত্ম অনুভূতি, দরশন ॥

অথাত আত্ম জিজ্ঞাসা সূত্র করি প্রণয়ন
 অধিকারী, প্রয়োজন, আদি করি নিরূপণ ।
 আত্মজ্ঞান ফলাফল সকল করি বিচার,
 আত্মা অবিজ্ঞেয় এবে করিতেছ অঙ্গীকার
 অসম্ভব হয় যদি আত্মজ্ঞান দরশন
 অধিকারী নির্বচনে ছিল কিবা প্রয়োজন ?
 অনর্থক বিতণ্ডায় হয় কিরা ফলোদয় ?
 অথ, অতঃ জিজ্ঞাসাদি সহ গ্রন্থ ব্যর্থ হয় ।

নহে ব্যর্থ “অধিকারী প্রয়োজন জিজ্ঞাসাদি”
 যাহা কিছু করেছি বিচার
 সম্যক্ মননে তব হইবে তাৎপর্য্য বোধ
 বিদূরিত ভ্রম অন্ধকার ।

ক্লীণ দৃষ্টি হেতু যদি সূক্ষ্ম সরিষপ কণা
 কোন জন্ম দেখিতে না পায়
 ধাতু সহ সরিষপ দ্বিশ্রিত করিয়া যদি
 বল ভাগ করিতে তাহায় ।

সর্ষপ অদৃশ্য তার ধাতু মাত্র নেত্র গ্রাহ
কিন্তু যদি বুদ্ধিমান হয়
অদৃশ্য সর্ষপ ত্যজি করিলে বিভিন্ন ধাতু
কৃতকার্য্য হয় সে নিশ্চয়।

সেইরূপে অধিকারী বিবেক বৈরাগ্যবান
প্রকৃষ্ট মুমুকু প্রাজ্ঞজন।
“নেতি নেতাতি” বিচারে কবে মনেন্দ্রিয় গ্রাহ
আত্মেত্তর বস্তু বিসর্জন।

ছইলে বিবিক্ত ক্রমে মন ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ
আত্মেত্তর সকল বিষয়
থাকে শেষে অবশেষ মনেন্দ্রিয় অগোচর
আত্ম সত্তা অব্যক্ত অব্যয়।

সেই পরমাণু তুমি তুমি পরমার্থ তত্ত্ব,
মিথ্যা দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন
অনুভব অনুভব্য হয় লুপ্ত, যে সময়
যোগ্যবলে রুদ্ধ হয় মন।

বিষয়ে বল্লল দুঃখ তাহাতে নাহি সংশয়
কিন্তু তার সহ বল্ল স্বথ ও সম্ভোগ হয়।
করি সেবা স্তুতি নতি সুখী হয় ভক্তগণ
করেনা মুক্তি কামনা-আত্মনাশে আকিঞ্চন।

সর্ব্ব মনোবৃত্তি মম যত্নপি হয় 'বিলয়'
জ্ঞান জ্ঞেয় মতঃ দুঃখ যদ্যপি বিলুপ্ত হয়,
সুখও হইবে লুপ্ত সুপ্তিতে হয় যেমন
কি আনন্দ আছে তাতে; কিবা মম প্রয়োজন ?

তব ইচ্ছা প্রয়োজনে হয় নাই দেহ জাত

'যৌবন বার্ককে্য বিবর্তিত

তব ইচ্ছা প্রয়োজনে নাহি হবে দেহক্ষী

হ'বে যবে কাল উপস্থিত ।

উদ্ভূত হ'য়ে সাগরে বিভিন্ন বহু বুদ্ধ

কালবর্গে 'পুন লীন হয়

ইচ্ছানিচ্ছা অনপেক্ষ উৎপত্তি ধ্বংস তা'দের

উদ্ভূত পদার্থ নিত্য নয় ।

সে রূপ মায়া সাগরে হয় সমুখিত, লীন,

স্বাভাবিক ক্রমে বহু মন

যখন হয় সময় লীন হ'তে হয় ইচ্ছা

করে নানা যত্ন আকিঞ্চন ।

বিলুপ্ত হইতে ইচ্ছা 'নাহি হয় যেই মনে

হয় নাই জাহার সময়

সেই কাল সমাগমে বিবেক বৈরাগ্য আর

মুমুক্শু স্বতঃ জাত হয় ।

আপেক্ষিক সুখ দুঃখ ভোগীমন, কি জানিবে
 আত্ম-আনন্দের পরিমাণ
 বৃদ্ধদৃষ্টি জলবিন্দু . . . জানে কি সিন্ধুর তত্ত্ব
 . . . করিলেও সত্যত সন্ধান ?
 দাস যদি হয় সুখী করি নিত্য পদসেবা
 . . . স্তুতি নতি প্রার্থনা বিনয়,
 শ্বেবক দাস অপেক্ষা সেবা প্রভু সমধিক
 সুখ বোধ করিছে নিশ্চয় ।

তুমিই বিশ্ব কারণ সেবক মানব কুল
 নানা নামে করি স্বশোধন
 করি তেছে স্তব, স্তুতি, . . . দেখে স্বীয় ঐশ্বর্যরূপ
 যোগ বলে রুদ্ধ করি মন ।

অনাত্ম আত্মবিবেকে হয়েছে পূর্বের অনীত
 আত্মা ও অনাত্ম বস্তু “আমি” “মম” নির্দেশিত ।
 ক্রিষ্টে ত্যজ অনাত্ম আত্মসংস্থ হয় মন
 অথবা হয় নিরুদ্ধ বল তার, বিবরণ ।
 পতঞ্জলি প্রোক্ত যোগ অনেকে করে অভ্যাস
 রেচকে, পূরকে, আত্ম কুন্তকে নিরোধি শ্বাস ;
 প্রাণায়ামাদি অভ্যাসে কুন্তকে রোধিলে প্রাণ
 হয়কি সমাধি লাভ, উদিত একাত্ম জ্ঞান ?

যোগ সূত্রে উল্লিখিত সাধন, অভ্যাস, যোগ,

শব্দদ্বয় করিলে মনন।

হইবে তাৎপর্য্য বোধ, প্রাণায়ামাদি সাধন

যোগ বাচ্য নহে কদাচন।

চিত্তবৃত্তি রোধ “যোগ”, বিরাগী অভ্যাস বলে

চিত্তরোধে হয় ক্ষমবান।

অবিরাগী জীবতরে হয়েছে সাধন পূর্ণ

সাধনের বিবিধ বিধান।

বিরাগী অভ্যাস বলে করি চিত্তরোধ যোগ

স্বরূপে, সংস্থিতি লাভ করে

অবিরাগীর সাধন একাগ্রতা লাভ কিম্বা

সবিকল্প সমাধির তরে।

পিপাসিতে পেয় আর ক্ষুধাতুরে অন্ন বিনা

অন্য বস্তু করিলে প্রদান

নাহি হয় পরিতৃপ্ত, জলে ক্ষুধা অল্পে তৃষা

কছু নাহি হয় নিরবাক্য।

সেই হেতু পতঞ্জলি “সমাধি” বা “যোগ” পাদে

বীরাগী মুমুক্শুর তরে

অভ্যাস বৈরাগ্যাদ্যাং করিতে মন নিরোধ

প্রথমেই উপদেশ করে।

বৈরাগ্য বিহীন জন “অভ্যাসে” অনধিকারী
 হয় পণ্ড তার পরিশ্রম
 ইয়েছে তাহার তরে তৎপরে “সাধন” পাদে
 সাধনের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম ।

সেই সাধনের বলে হইলে বিভূতি লাভ
 করিবে বিচিত্র বহু ভোগ
 বিভূতি, বিষয় ভোগে হইলে পূর্ণ বৈরাগ্য
 করিবে সে চিত্তরোধ-যোগ ।

এবে অবিবেকী গুরু প্রাণায়ামাদি সাধন
 শিষ্য নির্বিশেষে করে দান
 পতঞ্জলির সাধনে কেহ দেয় “যোগ” আখ্যা
 কেহবা অভ্যাস, অভিধান ।

তয়ে সেই যোগে যোগী অভ্যাসী সেই অভ্যাসে
 করে শিষ্য আত্ম প্রবঞ্চনা
 কিন্তু নাহি হয় তাতে আসক্তি বন্ধন ছিন্ন
 কিন্তু ধ্বংস বিষয় বাসনা ।

সেই সাধনের বলে সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ
 কে কবে করেছে দরশন ?
 কোন স্থলে বাক্য ধূলে কোথা ইন্দ্রজাল বলে
 বঞ্চনা করিছে ধূর্তগণ ।

অর্গলে নিরোধি দ্বার সার্কি দ্বিহস্ত প্রমাণ
 উর্দ্ধে কেহ করে আরোহণ
 কাহারো বা আশীর্ব্বাদে রাজদ্বারে হৃদ জয়
 রোগ মুক্ত করে কোন জন ।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্য সূত্রোক্ত সাধন বলে
 •কভু কেহ লাভ নাহি করে
 হয় বর্তমান কালে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য
 প্রশস্ত সাধন তার তরে ।

সূত্রোক্ত সিদ্ধির আশে করি বৃথা পরিশ্রম
 করে • ক্ষয় অমূল্য সময়
 প্রাণায়ামাদি সাধনে নাহি হয় ভোগ যোগ
 অনাভিষ্ট প্রবঞ্চিত হয় ।

কভু দেখি নাই আমি দূর শ্রোতা সিদ্ধ জন
 টেলিগ্রাফে টেলিফোনে নিজেই করি এবণ ।
 দূরদ্রষ্টা সিদ্ধযোগী মিথ্যা, বন্ধ্যাপুত্র প্রায়
 যন্ত্র যোগে বহু দূরে সকলে দেখিতে পায় ।
 সিদ্ধের আকাশে গতি "কে করেছে দরশন
 করে" উর্দ্ধে গতাগতি বিদেশী বিজ্ঞানীগণ ।
 সিদ্ধের "দ্রুত "গমন "কভু কি প্রত্যক্ষ হয় ?
 বাষ্প যানে দ্রুতবেগে ভ্রমে জাব বিশ্ব ময় ।

বিজ্ঞানী সাধন বলে লভিয়াছে কুর্শ্বে যোগ
 তাঁহাতে নিময়ানন্দ করিছে সম্যক ভোগ।
 করি সবিকল্প আখ্য একাগ্রতা আলম্বন
 পতঞ্জলি প্রোক্ত সিদ্ধি লভিছে বিজ্ঞানীগণ।
 সেজন সাধনে সিদ্ধ করেছে যে আবিষ্কার।
 বাস্প্য তাড়িতের শক্তি, গুণ, নানা ব্যবহার।
 আভিন্ন জড় চেতন কারিছে যে প্রদর্শন
 কে আছে সিদ্ধ জগতে নত্রে যদি সেই জন?
 যোগজসিদ্ধি কল্পনা করিছে হিন্দু অন্তরে
 কিন্তু বিজ্ঞানীর সিদ্ধি সর্ববজ্র ভোগ করে।
 পরমার্থ-পথে • সিদ্ধি সাধনাদি অন্তরায়
 সেহেতু মুমুক্শুজন ঋদ্ধি • সিদ্ধি নাহি চায়।
 বুঝিয়াছি যোগী আখ্য নহে প্রাণায়ামগণ
 সাধনে হলেও সিদ্ধ রুদ্ধ নাহি হয় মন।
 কিন্তু : বিরাগীর মন কি অভ্যাসে রুদ্ধ হয়
 কি অভ্যাস কর তুমি বল তাহা, মহাশয়।
 ধন জন যশ মান • আসক্তি, বাসনা হীন
 সংস্কার বিহীন মম মন •
 কোরাণ পুরাণ বেদ • ধন্যধর্ম সর্ববচিস্তা
 যে সময়ে করে বিসজ্জন।

বলি তারে সে সময়ে চল মন, মঞ্চালিয়া,
 অভ্যাঙ্গ বৈরাগ্য পক্ষদ্বয়
 তুরীয় সংজ্ঞক সেই জীবের অজ্ঞেয় রাজ্যে
 যেখানে ত্রিগুণ লুপ্ত হয় ।

নাহি যথা মায়ামেঘ দৈত জ্ঞান কুহেলিকা
 অবিদ্যার অমা আবরণ
 শত অর্ক, সমপ্রভ আগ্নজ্ঞান সূর্য্য যথা
 দাপ্যমান থাকে সর্বদক্ষণ

নাহি মায়িক প্রপঞ্চ নাহি গ্রহ নাহি তাম্রা
 নাহি পৃথ্বী নাহি প্রভাকর
 নাহি আলো অন্ধকার নাহি ধ্বনি নাহি নাদ
 নাহি রব নাহি সুর স্বর ।

নাহি জীব, স্মৃৎ, দুঃখ প্রেম প্রীতি হিংসা দ্বেষ
 জন্ম মৃত্যু হান যেই দেশ
 নাহি যথা জড় ভূত জড়ের শক্তি গতি
 দ্বিবর্তন স্পন্দনের লোণ ।

নাহি যে দেশে সুষুপ্তি নাহি যথা স্বপ্নাবস্থা
 নাহি যথা তর্জ্জা জাগরণ
 কিন্তু সর্ববস্তু, বস্তু, ইয় শাস্ত স্তপ্তপ্রায়
 নাহি করে বিষয় গ্রহণ ।

নাহি বন্ধু, নাহি মোক্ষ নাহি হ্রাস নাহি বৃদ্ধি
 নাহি ধর্ম্য অধর্ম্য যথায়
 আপী পুণ্যবান সাধু সকল সমান যথা
 প্রবেশের পথ নাহি পায়।

নাহি জাতি সম্প্রদায় বর্ণাশ্রম যেই দেশে
 দ্বারদেশে শেষ হয় জ্ঞান
 কল্প ভক্তি যোগরূপ বিপথে বিভ্রান্ত জীব
 না পায় দেখিতে যেই স্থান।

সর্বব্যাপী ঈশ্বরের নাহি ব্যাপ্তি যেই দেশে
 সর্বজ্ঞ জানেনা যেই দেশ
 সর্ব শক্তিমান যথা হয় অশক্ত অবশ
 নাহি পারে করিতে প্রবেশ।

স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলে সৃজিত নহে যে দেশ
 নহে জাত অণু সন্মিলনে
 নহে প্রকৃতির কৃত হয় মায়া ছায়া প্রায়
 যে দেশের প্রাপ্ত পরশনে।

শূন্য হ'তে মহাশূন্য যে দেশের উপাদান
 লুপ্ত যথা জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান
 জীবের কল্পনাস্রোত প্রবেশ করেনা যথা
 প্রতিহত হয় অনুমান।

যথা “মহাকাল” গর্ভে নিমজ্জিত হয় “কাল”
 নাহি থাকে দিন পঞ্চ মাস
 হয়না স্থান নির্ণীত ব্যোমাদি সকল যথা
 আনন্ত্য ভূমত্ব করে গ্রাস ।

যেই দেশে তুমি তিনি ইহা উহাদি সংজ্ঞক
 বিষয়ের “সর্ববনাম” যত
 হইয়া যুক্ত পিণ্ডিত আগ্ন সত্তার প্রতীক
 “আমি” রূপে হয় পরিণত ।

সেই নাস্তিময় দেশে হইয়া উত্থিত মন
 দশদিক্‌ দেখে শূন্যাকার
 একুপ শুদ্ধ সংযত মনও নিরস্ত হয়
 নাহি দেখে স্বরূপ আমার ।

অতীতের স্মৃতি সহ সেই নাস্তিত্বের বোধ
 হয় যবে বিস্মরণ তার
 জলে জল-বিশ্ব প্রায় হইয়া লুপ্ত-গ্রামাতে
 মম সহ হয় একাকার ।

আত্ম সত্তা কিম্বা “আমি” থাকি মাত্র বিদ্যমান
 যাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু বলে বেদ
 তথা আমি অদ্বিতীয় নাহি থাকে অন্য কিছু
 আমাকে করিতে ব্যবচ্ছেদ ।

নাম রূপাদি বিহীন নিগুণ নিষ্ক্রিয় আমি
 অনপেক্ষ অব্যক্ত অবায়
 মম মায়া, তার ভাণ . নাম রূপাত্মক বিশ্ব
 • সেই দেশে দৃষ্ট নাহি হয় ।

মনের এই নির্ব্যাণে বলেছে নির্ব্যাণ বুদ্ধ
 • কেহ কহে অপরোক্ষ জ্ঞান •
 কেহ কহে নির্বিকল্প নির্বাজ সমাধি কেহ
 কিন্তু আত্মা সর্বত্র সমান ।

কুস্মিনা কেমনে মন হয় এত অনুগত
 ইচ্ছা মাত্র করে ত্যাগ পার্শ্ব বিষয় যত ।
 কি করিলে • নির্বিকল্প সমাধি সাধিত হয়
 কিসে হয় মন রুদ্ধ • বল গুরু দয়াময় ।

ক্রিয়াকৃত্য অনপেক্ষ হয় আত্ম অনুভূতি
 করিয়াছি পূর্ব উপদেশ
 সমাধি সাধন পথে ব্যর্থ হয় সর্ব কৰ্ম •
 বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমের ক্রেশ ।

যেই স্বাভাবিক ক্রমে হয় শ্রবণ মনন
 নিদিধ্যাসনাদি সংসাধিত
 সেই পরম্পরা ক্রমে হয় স্বভাবের বশে
 আত্মতত্ত্ব মন সমাহিত ।

না হ'লে স্মৃতঃ সঞ্জাত আশক্তি কিসা বৈরাগ্য
 অনুজ্ঞায় কভু নাহি হয়
 সমাধিও সেইরূপ হয় প্রাকৃতিক ক্রমে
 উপদেশে উপলভ্য নয় ।

কোমল শয্যা-শায়িত জীবের, উদ্ভ্রান্ত মন
 করে ক্রেশে নিশি জাগরণ
 সাম্য মন স্বভাবতঃ হয় স্তম্ভ যথা তথা
 হয় না শয্যার প্রয়োজন ।

সে'রূপ বিরাগী মন হয় স্মৃতঃ সমাহিত
 চেষ্টি যত্নে নাহি প্রয়োজন
 অবিরাগী মানবের উপদেশ চেষ্টি যত্নে
 নাহি হয় সমাধি সাধন ।

তথাপিও শাস্ত্র, গুরু মুমুক্শু শিষ্যের প্রতি
 করে অনুজ্ঞাদি ব্যবহার
 সেই প্রথা অনুসারে কহিব সমাধি তত্ত্ব
 অভ্যাসের প্রকৃত প্রকার ।

নিঃশব্দ নিভৃত স্থানে সুখদ আসনে বসি
 প্রত্যাহার করি তব মন
 সকল বিষয় হ'তে, "আমি" বা আত্ম প্রতীকে
 দৃঢ়রূপে কর, সংস্থাপন ।

কিন্মা দ্বৈত জ্ঞান সহ বিষয় প্রপঞ্চ বিশ্ব
 ভাবাভাব হইয়া বিস্মৃত
 আত্মার প্রত্যাকরূপ “আমি আছি” এই জ্ঞানে
 হও দৃঢ়রূপে, অবস্থিত।

সমাধির বহির্দ্বারে, জাগ্রত প্রহরীদ্বয়
 কথায় ও রস আশ্বাদন
 কথায় কঠোর হবে অপর গন্ধুর বাক্যে
 করিছে প্রবেশ নিবাবণ।

অস্ত্রপূর-দারদেশে বিক্ষেপ, লয় সংস্কর
 সচকিত দারবান দ্বয়
 বিক্ষেপ নিক্ষেপে দূবে ধ্য করে অচেতন
 যদি কেহ অতিমুখী হয়।

কিন্তু বিবেকাখ্য বস্তু সুসজ্জিত যার অঙ্গ
 বৈবাগ্য মকুট শিরে যার
 দেখি তাঁর, সসমুদ্রে অবনত হয় দারী
 স্বভঃই প্রামুক্ত হয় দার।

কথায়, রসাস্বাদন বিরক্তি ও স্থবোধ
 যে বিশ্বের, নামাস্তর হয়
 অবিবেকী সাধকের হয় অন্তরায় উহা
 বিবেকীর বিরাগীর নয়।

অভ্যাস সময়ে যদি অরুচি আলস্য হয়
 তাহাই কষায় নামাষিত
 তীব্র মুমুক্শু হইন নিম্ন অধিকারী মনে
 হয় এই বিঘ্ন সংক্রামিত ।

বিষয় বিস্মৃতি কিস্বা নাদ, জ্যোতি আলম্বনে
 সাময়িক রস বোধ হয়
 সেই রস আশ্বাদনে লুদ্ধ অবিবেকাশ্রম
 সমাধির উপযুক্ত নয় ।

যদ্যপি হয় বিরক্তি অনাত্মে আনন্দ বোধ
 অভ্যাসের নাহি অধিকার
 ত্যজিয়া অভ্যাস, কর বিষয় সম্ভোগ, আর
 নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার ।

যদ্যপি বিবেক বলে হুয়ে থাকে বিদূরিত
 উল্লিখিত অন্তরায় দয়
 হয় মাত্র বভনানে বিষয়ে বিক্ষেপ কভু
 কভু স্থপ্তি প্রায় লয় হয় ।

হইলে “বিক্ষেপ” বিঘ্ন বিক্ষেপক বস্তুর হতে
 দুষ্কৃত মন করি প্রত্যাহার
 রাখ আত্ম তত্ত্বে স্থিত, হইলে বিক্ষেপ পুন
 এরূপ করিবে পুনর্ববার ।

পুনঃ পুনঃ এ প্রযত্ন হইলে রিফল তব
 বিষয় করিয়া পরিহার
 বিষয় সহ সম্বন্ধ যোজনা করে যে বৃত্তি
 তার তত্ত্ব করিবে বিচার ।

মীমাংসা নব বধূ ন্যায় দৃষ্টি মাত্র সেই বৃত্তি
 লোভে ভয়ে হয় সঙ্কুচিতা
 রৈষণ্ড্য অবগুণ্ঠনে হয়ে দ্রুত আবরিता
 অন্তঃপুরে হয় লুক্কায়িতা ।

কিস্থা নিশীথিনী সতী ভান্স-পরশন ভয়ে
 যথা ক্রমে দূরে সবে স্থায়
 বিবেক পবনো ভীষণ প্রগল্ভা বৃত্তি সে রূপে
 আপনিই অস্তুরে লুকায় ।

হ'লে বৃত্তি বিদূরিতা হয় বিষয় বিশ্বাসিতা
 ক্ষণ মধ্যে আশ্বসংস্থ মন
 বিবেকীর পুনরায় বিক্ষেপক কোন বস্তু
 বিচাশ্বের কিবা প্রয়োজন ? :

অথবা মনের দ্রষ্টা হয়ে থাক উপবিষ্ট
 দেখ মন কোন্ পথে যায়
 থাকিলে গৃহী আগ্রহ হইতে কি পারে চুরি ?
 ভীত হয় দেখিয়া দ্রষ্টায় ।

প্রবল বৈরাগ্য বলে নিয়ত অভ্যাস বেশে

କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ ହୁଏ

আত্ম সংস্থ হ'লে মন , থাকেনা সতত সন্তা

ହୟ ଅନ୍ତରାଳ କାରଣେ ବିଦ୍ୟାୟ ।

লয়রূপ অমৃতায় করে সুধকের মনে

ଅନ୍ଧାରରେ 'ସଂକ୍ଷେପ' ଆକ୍ରମଣ

জাগ্রত হইয়া জানে তাহার বিমূঢ় মন

সুস্থপ্রায় ছিল কিছুক্ষণ।

উৎসাহ উদ্যমশীল মনন সুস্থ সাধক

নাকি হয় লয়ের অধীন

লয় গ্রন্থ ৩য় প্রাণ, রত্ন, গুরুভোজীগণ,

অথবা সে বয়সে প্রাণীন ।

মিত পুষ্টিকরাতার মিতশ্রম স্নানিদায়

ସ୍ତୁତ୍ୱ ତପ୍ତ ଶାନ୍ତ ଯେ ସାଧକ

উৎসাহে বসে আসনে, লয় বা তন্দ্রা তাহার

नाति इय मगाधि वाधक ।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে হয় যবে অন্তরিত

সমাধির বিদ্ব চতুষ্টয়

আত্ম সংস্থ হয়ে মন ' : হয় পূর্ণ আত্মহারা

তাহাই সমাপ্তি বাচ্য হয় ।

বৈরাগ্য বৈরাগ্য বলি করে বুখা আশ্ফালন
 বিনয় বিমুক্ত জীবগণ
 সাধনের শেষ সীমা নহে উচ্চা, কিম্বা নহে
 সমানিব সাংক্ৰাৎ কারণ।

পশু পক্ষী পতঙ্গমে সজীব মর্বব পদার্থে
 আছে বিষয়ের সন্তোষান
 যেখানে জীবন তথা আন্তের বস্তুজ্ঞান
 কিম্বা দৈতজ্ঞান বিজ্ঞমান।

বাসনা আসক্তি কিম্বা বিবেক বৈরাগ্য গেলে
 বস্তু-সত্তা করিয়া আশ্রয়
 জন্ম জন্মান্তর ব্যাণী পদার্থের সন্তোষোধ
 সহজে বিলুপ্ত নাহি হয়।

বাসনা আসক্তি কিম্বা বিদেষাদি বৃত্তি, করে
 সেহ সন্তোষোধ দৃঢ়তর
 আংশিক বৈরাগ্য বিনা বিষয় বিচার তরে
 মন নাহি পায় শব্দসর।

বিবেকে হয়ে বিবুদ্ধ বৈরাগ্য, করে বিমুক্ত
 বিষয়ের বিষম বন্ধন
 সেইহেতু বৈরাগ্যের করিয়াছে, করিতেছে
 প্রশংসা প্রবুদ্ধ বুধগণ।

প্রপঞ্চে মিথ্যা প্রত্যয় না হইলে, নাহি হয়
 প্রত্যাহত প্রত্যভিজ্ঞা তার
 কর এবিশ্ব বিলয় . . . বিশ্বুতি বারিধি মাঝে
 . . . বারম্বার করিয়া বিচার ।

বৈরাগ্য করে গিচ্ছিন্ন বিষয় সহ মনের
 . . . স্থূল সূক্ষ্ম সকল বন্ধন .
 কিন্তু বিষয় বিশ্বুতি বিশ্বের নাস্তিত্ব বোধ
 সমাধির প্রকৃষ্ট কারণ ।

ক্ষণেকের তরে মম মম আত্ম সংস্থ হয়
 পেয়েছি সমাধি স্বাদ তাহাতে, নাহি সংশয় ।

যথ অগ্নি স্পর্শ মাত্র করে কব সংকোচন ।
 . . . আত্ম সত্তা স্পর্শ মাত্র . সেই রূপ করে মন ।
 কভু সমাধির দাব দেখি মুক্ত উদঘাটিত
 প্রবেশ করিতে যাই কিন্তু হয় আবরিত ।
 কদাপি প্রবেশ মাত্র অবিজ্ঞাত সেই স্থানে .
 হই দ্রুত . নিকাশিত বড় ব্যথা পাই মনে ।
 ধরিতে পারি না, কিন্তু করি সদা ধরি ধরি ।
 আশা নিবানার দ্বন্দ্ব দুঃখাগ্নিতে জ্বলেশ্বরী ।
 কেমনে এ অস্তুরায় হীতে পারে নিবাকৃত ?
 কি রূপে হইবে মন আত্মতত্ত্বে সমাহিত ? ।

আমি জীব “রাম, শ্যাম” এরূপ দৃঢ় সংস্কার
বন্ধমূল আছে তব মনে

আমি গৃহস্থ সন্তানসী এরূপ সংস্কার বশে
কর কৰ্ম্ম স্বপ্ন জাগরণে ।

অহরহ কর বোধ আপন স্বাতন্ত্র্য আর
আত্মেতর সকল বিষয়

দণ্ডেক আসনে বসি তোমার ভূমত লাল
কোন রূপে সম্ভাবিত নয় ।

যত কাল কল্প রূপে করিতেছ কৰ্ম্ম ভুমি
ভোগিতেছ শুভাশুভ ফল

পশুর গিরিজীবন তুলা, আত্মতত্ত্বে স্থিতি
তব তরে দুরাশা কেবল ।

স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্বের “বয়্য” বাক্যি কটি দেশে
কল্প দিলে সমাধি সাগরে

কিরূপে পাইবে তল ? (যেই স্থলে আহারত্ন)
ভাসিবে সে জলের উপরে ।

“বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি” কদাপি “খোকার পিতা”
“প্রেয়সীর পতি” নাহি হয়

দেহাত্মক অভিমাণে সংসার সম্বন্ধ জানে
ভূমত ব্রহ্মত্ব লভ্য নয় ।

নিদিধ্যাসনের বলে হয় গুন সমাহিত
করিয়াছি পূর্বের উপদেশ
নিদিধ্যাসন অভাবে হইতেছে এবে তব
বিফল অভ্যাস যত্ন ক্লেশ ।

বাক্য বিনা বাদি তুমি অক্ষম থাকিতে, তবে
আত্ম কথা कह अनिवार
যত্নপি ভাবিতে হয় কর সদা আত্ম চিন্তা
আত্মোত্তর করি পরিহার ।

ইন্দ্রিয় কারবে কন্ম কিন্তু আত্মতত্ত্ব ধ্যানে
নিরত থাকিবে সদা মন
মনেভাবে প্রিয়পাতি হস্তে করে গৃহকন্ম
যেক্রপে প্রেমিক নারাগণ ।

প্রারম্ভে নির্ভর কবি থাকিয়া শান্ত সন্তুষ্ট
হয়ে আশা চেষ্টা বিবহিত
দেখি নিয়তির কন্ম জানিয়া নিয়তি কর্তা
তবে স্বীয় কর্তৃত্ব বিশ্বস্ত ।

হইয়া মনের দ্রষ্টা ভূলিঙ্গ স্বীয় খণ্ডত
সোহমস্মি ভাব অবিরত
নিয়ত মননে, সেই ভূমা সোহমস্মি ভাব
স্বভানে হইলে পরিণত ।

তাহাই নিদিধ্যাসন, যাব বলে জ্ঞান যোগী
 ক্ষণমুখ্য সমাহিত হয়
 এই পথ প্রদর্শক “নান্য পন্থা” শ্রুতিরাঁক্য
 প্রব সত্য কভু মিথ্যা নয়।

আত্মতত্ত্বে স্থিতি যদি এত সাধনের ফল
 তাহার চবস্তায়িত্ব কিরূপে সম্ভবে বল।

শুভাশুভ কর্মফল যেইরূপে ধ্বংস হয়
 সমাধি ও তবে শেষ, হ'তেছে মম প্রত্যয়।

জাগ্রত সপ্ন সুষুপ্তি তুরীয়, এ চতুর্ঘ্যে
 আত্মতত্ত্বেই অবস্থিত মন
 হয় অসংস্থিত বাচ্য জাগ্রত ও সপ্নকালে
 করে যবে বিষয় গ্রহণ।

বিষয় প্রাপক ত্যাজি হয় মন স্তম্ভিকালে
 প্রতিদিন আত্মতত্ত্বে লয়
 করিয়া বিষয় ত্যাগ আত্মায় সম্যক স্থিতি
 মনের স্বভাব সিদ্ধ হয়।

সুষুপ্তির পূর্বকালে যবে আত্মতত্ত্বের বস্তু
 দেহজ্ঞান, ত্যাগ করে মন
 সেই সন্ধিস্থল, যাহা জাগ্রতের শেষাবস্থা
 আর সুষুপ্তির পূর্ববক্ষণ।

অথবা স্মৃষ্টি ত'তে যাবে জাগরিত মাত্র,
কিন্তু নাহি হয় দেহ' জ্ঞান . .
নাহি থাকে দৈত্যবোল, স্মৃষ্টি ও জাগ্রতের
সেই সৃষ্ণতম সন্ধিস্থান ।

শাস্ত্রে ব্রহ্মলোক বাচ্য তাহাই সমাধি আখ্য
প্রতিদিন ভোগে জীবন
“সর্বের প্রজা অহরহ গচ্ছন্তীহ ব্রহ্মলোকে”
কিন্তু তাহা জানেনা কখন ।

সমাধি সত্যব সিদ্ধ সেই তেহ নিত্য ইহা
প্রতিদিন ভোগ করে জীব
জাগ্রতে সঞ্চে জীবিত স্মৃষ্টিতে মৃত প্রায়
সমাধি সময়ে হয় শিব ।

যদি আমি আত্মা, ব্রহ্ম, আমিই কার্য কারণ
যদি হয় সমাধিত অহরহ মম মন ।
সমাধি সাধনে পুন কিবা প্রয়োজন বল
বিবেক বৈরাগ্যে বল হবে আর কিরা ফল ?
করিতে অপনোদন এই “যদি” শব্দ সহ
সর্বব্রহ্ম সকল সংশয়
বিবেক বৈরাগ্য বলে মনের সমাধি লাভ
অবশ্যই প্রয়োজন হয় ।

জাগ্রত সুপ্তির সন্ধি অতি সূক্ষ্ম ক্ষণস্থায়ী
 অঙ্গ জীব কভু নাহি জানে
 করিলে মনন তাহা জানিতে পারে কেবল
 তাহার অস্তিত্ব অনুমানে ।

কেবল পরোক্ষ জ্ঞান নাহি করে তাপ দূর
 নাহি করে ভ্রান্তি নিবারণ
 সেই হেতু প্রয়োজন অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ
 নির্বিকল্প সমাধি সাধন ।

আছে মন মনোবৃত্তি ভাঙুদে জড় পদার্থে
 কিস্তি দৃষ্ট হয় সুপ্ত প্রায় ।
 পশ্বাদিতে মনোবৃত্তি নানা ভাবে বিকশিত
 অধিক উন্নত দেখা যায়

স্নেহ, প্রেম কৃতজ্ঞতা হিংসা, ক্রোধ, সুখ দুঃখে
 হয় পশু নরের সমান
 মনোরাজ্যে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন
 করে তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ।

সেই জ্ঞান, জ্ঞানফল সমাধিতে, মানবের
 যদি নাহি থাকে প্রয়োজন
 দৈহিক পার্থক্য ভিন্ন পশু পক্ষী হ'তে নর
 বল কোন গুণে বিলক্ষণ ?

বুঝিলাগ ভাববাজো পশু পক্ষী কীট নর
 সকল সমান তাতে নাহি দ্বিধা অতঃপর ।
 আছে পশু পক্ষী কীটে দাম্পত্য প্রেম বন্ধন
 মেহে যত্ন করে সবে অপত্য প্রতিপালন ।
 করিয়া কত আয়াস গৃহাদি কবে নিৰ্ম্মাণ
 ভাবে ভাবী প্রয়োজন আচার্য্য কবে সংস্থান ।
 আছে শিল্প গৃহচক্রে আছে ভাষা মক্ষিকার
 আপন শ্রেষ্ঠত্বে নব করে বৃথা অহংকার ।
 পৌত্র দৌগিত্রাদি মেহে হয় নর বিজড়িত
 থাকে বৃদ্ধ আমরণ মায়া মোহে বিমোহিত ।
 বয়স্ক স্রীষ্য সন্তানে পশু পক্ষী কবে ত্যাগ
 যতনে নিম্মিত গৃহে নাহি থাকে অনুরাগ ।
 পশুদির বাবগারে সহজে প্রতীত হয়
 স্বাভাবিক ক্রমে মনে বৈবাগ্য আছে নিশ্চয় ।
 সেই বৈবাগ্যে বনে পশু লভে অশ্রদ্ধা
 নাহি দেখি কোন বাধা করিতে এ অনুমান ।
 বুঝিয়াছি সমাধিতে জীবের কি প্রয়োজন
 বিনা অপবোধ জ্ঞান নাহি হয় মুক্ত মন ।
 কিন্তু সমাহিত মন কি হেতু ব্যুথিত হয় ?
 কি হেতু স্রীষ্য কারণে নাহি হয় চিরলয় ?

সমাধিতে ব্রহ্মাবস্থা ব্যুত্থানে জীবন্ত ভোগ

করে জীবমুক্ত জ্ঞানাজন . .

সে হেতু অন্ধ বিবেকী আখ্যায় আখ্যাত তারে

. . করিয়াছে শাস্ত্রকারগণ ।

জীবন্তে ব্যুত্থিত যবে হয় জীবমুক্ত জন

তাহা হ'তে কিসে ভিন্ন হয় জীব সাধারণ ?

কি হেতু অন্ধ বিবেকী আত্মজ্ঞের অখ্যা হয় ?

করি উপদেশ প্রভু যুচাও মম সংশয় ।

ধর্ম্মাদি সংস্কার জন্ম আর সামসারিক তাপে

নহে তপ্ত জামমুক্ত জন

কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ দেহের সম্বন্ধ হেতু

যেন ভোগ কর্তার তার মন । .

কভু লীলা খেলা ছলে হয় দেহেন্দ্রিয়ে যুক্ত

যেন হয় বিষয়ে জড়িত

কভু ভ্যাজি দেহেন্দ্রিয় ভোক্তা ভোগ ভোগ্য, তার

দ্রষ্টারূপে থাকে অবাস্তব । . . .

অজ্ঞের মনের লায় তাহার প্রবুদ্ধ মনে

কভু নাহি থাকে মৃত্যু ভয়

আংশিক দেহ সম্বন্ধ থাকি হেতু, জীবমুক্ত

অন্ধক বিবেকী বাচ্য হয় ।

পরমার্থে জীবন্তু দেহ মন ইন্দ্রিয়ের
 . . . দ্রষ্টা রূপে করে অবস্থান
 দেহেন্দ্রিয় মন করে, . . . সর্ববিধ ব্যবহার
 তাতে তার নাহি অভিমান ।

করিতেছে চলিতেছে থাইতেছে ভোগিতেছে
 . . . অঙ্গ জীব করে দরশন
 কিন্তু দেখে জীবন্তু কত ভোক্তা মনরূপে
 গ্রিয়া করে দেহেন্দ্রিয় মন ।

এরূপ মূল্য অবস্থা অপর জীবের দশা
 দেখে হবে করিয়া বিচার
 হইবে পার্থক্য বোধ . . . থাকিলেনা দ্বিধা তার
 ঘৃণাবে অজ্ঞান অন্ধকার ।

বন্ধ মোক্ষাত্মা গান্ধী কত কত ভোক্তা নয়
 জীবন্তু আখ্যা তার কিরূপে সঙ্গত হয় ?
 . . . দেহেন্দ্রিয় মন কর্তা, তাহা হ'তে বিলক্ষণ
 অকর্তা জীবন মূল্য করে কর নিরূপণ ?
 হব বৃত্তি চতুর্ঘ্যে . . . বিভক্ত অন্তঃকরণ
 . . . “অন্ধকার চিত্ত বুদ্ধি মন”
 . . . “অন্ধকার” কত ভোক্তা “চিত্ত বুদ্ধি মন” হয়
 সর্ব কক্ষে তাহার করণ ।

অশ্রু বৃত্তি বিজরিত ভাব-ক্লিন্ন অহঙ্কার
 ত্রিতাপ বন্ধন বোধ করে
 বৈরাগ্যে হয় বিমুক্ত, ভাব-ক্লেশ তাপহীন
 করি স্নান সমাধি সাগরে ।

অশ্রু বৃত্তি, ভাব হ'তে বিমুক্ত সে অহঙ্কার
 করে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য দর্শন
 দেখে প্রারক্ত প্রবাহে চলিতেছে ভোগিতেছে
 দেহেন্দ্রিয় চিন্ত বুদ্ধি মন ।

আমিহ, দেহাভিমান ধরি অহঙ্কার রূপ
 কর্তৃহ বন্ধনে বদ্ধ, তয়
 ত্যজিলে দেহাভিমান আমিহই দ্রষ্টাক্রপী
 থাকেনা কর্তৃহ সে সময় ।

হইয়াও দেহাশ্রিত দেহ, অভিমান হীন
 কর্তৃহ, ভোক্তৃহ বিরহিত
 সমাধি ঞ্জিলে স্নাত বিশুদ্ধ সে অহঙ্কার
 হয় জীবমুক্ত, নামাশ্রিত ।

উপদেশ কর দাসে, মুক্তের সর্ব লক্ষণ
 করিতে পারি যাহাতে জীবমুক্ত নিরূপণ ।
 এই জন জীবমুক্ত এই জন মুক্ত নয়
 জানিতে পারি যাহাতে না থাকে কোন সংশয় ।

সে'রূপ, সাধন, শুদ্ধি বৈরাগ্যাদি দরশনে
 হ'তে পারে মুমুক্শু নির্ণীত
 কিন্তু মুক্ত অবস্থায় হয় মন ধর্ম্মাধর্ম্ম
 বিবেক বৈরাগ্য বিরহিত ।

সাধন সাধ্য সূক্ষ্মে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে
 আছে জীবে বিভিন্ন সংস্কার
 সেই সংস্কারের বশে নির্ণয় করে সাধক
 করে ভাল মন্দের বিচার ।

কত্কা কণ্ঠী কমণ্ডলু কোপীন কষায় বস্ত্র
 মৃগাজিন পুণ্ড্র নাগাস্কন
 রুদ্রাঙ্গ ভস্ম বিভূতি জটাজুট বংশ দণ্ড
 ধুনিসেক গঞ্জিকা সেবন ।

শ্বেদ কম্প অশ্রু মুচ্ছা নাম জপ সঙ্কীৰ্ত্তন
 মৌনব্রত পূজা উপবাস
 প্রার্থনা স্তুতি ক্রন্দন আসন যম নিয়ম
 রেচক পূরক রুদ্ধ শ্বাস ।

অনাহার ফলাহার হবিষ্যাদি, সাধকের
 সর্ববাদী সম্মত লক্ষণ
 কিন্তু কাহার হৃদয়ে খেলিতেছে কোন বুদ্ধি,
 পারে কি ক্রুরিতে নিরূপণ ?

দেগিয়া ধর্মের ধ্বজা! কভু দেখি ইন্দ্রজাল,
 'হয় 'জীব ভ্রমে নিপতিত
 সেই হেতু হয় মুক্ত বহু স্থলে উপেক্ষিত
 অনভিষ্ট ভণ্ড সম্মানিত ।

সাধক সাধন সিদ্ধি আছে বহুবিধ বিশেষ
 এস্থলে বিচার্য্য তাহা নয়
 বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা জীবমুক্তি নিরূপিত
 নাহি হয়, জানিবে নিশ্চয় ।

তথাপি দেখিবে যথা নাহি ঘৃণা নাহি লজ্জা
 নাহি পাপ পুণ্যের বিচার
 নাহি নিষ্ঠুরতা, দয়া " অপকার উপকার
 নাহি ধর্ম অধর্ম সংস্কার ।

বর্ণাশ্রম ক্রিয়াকৃত্য বিধি প্রাতিশেধ শাস্ত্র
 সেই স্থলে নিবর্তিত হয়
 নাহি আসক্তি বাসনা নাহি বিবেক বৈরাগ্য
 দেব কিস্মা মানবের ভয় ।

নাহি মান অপমান নাহি ঔদ্ধত্য বিনয়
 গুরু শিষ্যে নাহিকোন ভেদ
 বেদান্ত বিভ্রান্ত যথা কৌরাণ পুরাণ তুল্য
 যেখানে অবৈদ্য হয় বেদ ।

নাহি, দয়া প্রেমময় ঈশ্বরে আস্তিক্য বুদ্ধি
 নাস্তিক্য বিহীন যেই স্থান
 ভোজ্যভোজ্য ত্যাজ্যাত্যাজ্য ভেদাভেদ নাহি যথা
 • য়েচ্ছ দ্বিজ সকল সমান ।

কস্ম ভক্তি যোগ জ্ঞান এ চারি পন্থার চিহ্ন
 • যেই দেশে নাহি দেখা যায় •
 করিবে অনুসন্ধান জাগিয়া প্রজ্ঞাপ্রদীপ
 জীবমুক্ত জনের তথায় ।

পায়ণ্ডে পাইবে তথা, কিস্বা পেয়ে জীবমুক্তে
 হ'বে তব জনম • সফল
 পায়ণ্ড কি জীবমুক্ত সেই তব নিরূপণে
 প্রয়োজন তব • বুদ্ধিবল ।

করে সর্ববজ্ঞতা লাভ বিমুক্ত আত্মজগণ
 শ্রুতি স্মৃতি সর্ববশাস্ত্র করিতেছে নিরূপণ ।

জানিতে জীবন মুক্তে, এবান্বধ সর্ববজ্ঞান
 কিহেতু নহে উপায় প্রকৃষ্টতম • প্রমাণ ?

অল্পজ্ঞ বহুজ্ঞ ভেদ • আছে জীব-সাম্বায়ণে
 বহুজ্ঞ • সর্ববজ্ঞ • বাচ্য হয় •

কিন্তু সীমাবদ্ধ মনে কোনরূপে কোন কালে •
 সর্ববজ্ঞতা সম্ভাবিত নয় ।

ন' হইয়া, মন্বন্তর। ঋষির ভাবে, ভাবুক
সেই অবস্থায় অবস্থিত
ব্যাকরণে, ভাষণজ্ঞানে শ্রুতির তাৎপর্য্য বোধ
পণ্ডিতের নহে সম্ভাবিত।
সর্ববজ্ঞ শব্দের অর্থ, সর্গবিধ অনুভূতি
করিয়া সম্যক বিশ্লেষণ
যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বলে করিয়া সত্য সিদ্ধান্ত
করিত এ ভ্রান্তি নিরাসন।

সমাধি সময়ে লুপ্ত জেয় বিশ্ব, সেই হেতু
সর্ববজ্রংতা সস্তাবিত নয়
নহে দৃশ্য, জেয়রূপে প্রকট “বিরাটে” যবে
দেখে যোগী বিশ্ব আত্মগয় ।

জীবনে হ'য়ে ব্যুৎপত্ত , সসীম ইন্দ্রিয় যোগে
 , করে ক্রিয়া প্রমুক্তের , মন
 ইন্দ্রিয়ের বহির্দেহে অবস্থিত বিষয়াদি
 , , , , নাহি পারে করিতে গ্রহণ ।

ত্রাণার্থে সৈশর্থে কিস্মা , জীবহে, একালত্রে
 সর্বব্রহ্মতা সিদ্ধ নাহি হয়
 জৈব মনঃ প্রকল্পিত , ইত্যাকার সর্বব্রহ্মতা
 মুক্তামুক্তে যুক্তি যুক্ত নয়।

দেখ যদি স্বপ্নকালে কতিপয় বন্ধু সহ
 করিতেছ পথে বিচরণ
 সেই সময়ে পন্থা মধ্যে লক্ষ্যমান ভুজঙ্গম
 যদি তুমি কর দরশন ।

জীবিত কি মৃত সর্প বিষাক্ত কি বিষহীন
 অরণ্যে হইতে সমাগত
 কিস্তা জলচর উহা, নিরূপণে, অনুমানে
 যুক্তি তর্কে হও যদি রত ।

যত্বপি ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে প্রতিজন তার
 সত্য নিরূপিত নাহি হয় ।
 জান তুমি নিঃসন্দেহে সর্পের সত্তা, স্বরূপে
 সর্ববস্ত্র তাহারা কেহ নয় ।

জাগ্রত হইয়া জান দ্রষ্টাবন্ধু, দৃশ্য সর্প
 মিথ্যা বস্ত্র মনঃ প্রকল্পিত
 তখন সর্প সম্বন্ধে লাভ কর সর্ববস্ত্রতা
 হও দ্বিধা ভ্রান্তি বিরহিত ।

মায়া প্রকল্পিত বিশ্ব দৃশ্য দর্শনের ভাগ
 ভাবে সত্য অজ্ঞজীবগণ
 প্রবুদ্ধ প্রমুক্ত জানে বিশ্ব মিথ্যা মায়ায়
 সেহেতু সর্ববস্ত্র বিশেষণ ।

স্বাণুতে পুরুষ ভ্রান্তি হয় যবে অন্ধকারে
 পারনা করিতে নিরূপণ
 লম্পট দহ্য তস্কর অথবা সাধক সিদ্ধ
 কিস্মা ভূত প্রেত সেই জন ।

স্বাণুর স্বরূপ জানে হয় যদি ভ্রান্তি দূর
 জান তাহা মিথ্যা দরশন
 পুরুষ বিষয়ে তুমি লাভ কর সর্ববজ্রতা
 হয় দ্বিধা ভ্রান্তি হীন মন ।

অবিচার অন্ধকারে আত্মেতর রূপে, আত্মা
 আনাঅঙ্ক দরশন করে
 হয় তাতে দ্বৈত ভ্রান্তি, করে মদা আকিঞ্চন
 দ্বৈত বস্তু জানিবার তরে ।

নাম রূপ আবরণে আবৃত সত্তার তত্ত্ব
 নাই জানে বৈজ্ঞানিকগণ
 জানিতে তত্ত্ব, বিজ্ঞানী দার্শনিক কল্পিতেছে
 অন্ধকারে হস্ত সঞ্চালন ।

প্রজ্ঞার প্রভায় যবে অবিদ্যার দ্বৈতভাগ
 নাম রূপ হয় বিদূরিত
 দেখে মুক্ত, একমাত্র স্বীয় অদ্বিতীয় সত্তা
 অধিষ্ঠান রূপে বিরাজিত ।

আত্মা সত্য জগন্মিথ্যা মিথ্যা দৃশ্য, দ্বৈত জ্ঞান
জানে মুক্ত আত্মজ্ঞানীগণ

সেই হেতু হয় দৃষ্ট আর্ষ শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে
মুক্তের সর্ববৃত্ত বিশেষণ।

দর্পণে দেখিয়া বিশ্ব অন্য শিশু করি মনে
করে শিশু হস্ত প্রসারণ।

হইয়া বয়স্হ জানে প্রতিবিশ্ব মাত্র তাহা
সে বিশ্বের কারণ দর্পণ।

বিস্তৃত শিশু সম্বন্ধে কারণ কার্য্য বিষয়ে
সে সময়ে সর্ববৃত্ততা হয়
সহস্র দর্পণ মধ্যে দেখিয়া সহস্র মূর্তি
আত্ম ছায়া জানে সে নিশ্চয়।

অধ্যাত্ম রাজ্যের শিশু দেখি বিশ্ব দ্বৈতবোধে
মগ্ন তার কারণ মননে
বয়স্হ আত্মজ্ঞান জানে স্বীয় প্রতিবিশ্ব বিশ্ব
প্রতিভাত প্রকৃতি দর্পণে।

কারণ আত্ম সত্যায় যাহার আশ্রিত্য বুদ্ধি
কার্য্যরূপ বিশ্বে নাস্তি জ্ঞান
কারণ কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সে মুক্ত, মুক্ত
শাস্ত্রীয় সর্ববৃত্ত অভিধান।

তথবা “সর্ববিদ্য, জ্ঞান” জ্ঞেয় জ্ঞাতা উভয়রূপে
 ‘আপনাকে জানে যেই জন
 সেই আত্মতত্ত্ববিদ’ অভেদদর্শী প্রমুক্তে’
 প্রযুক্ত্য সর্ববিদ্য বিশেষণ ॥

শতশত বিচক্ষণ বিদ্বান মানব গণ
 লক্ষ লক্ষ জীব যারে করিছে অনুসরণ
 ঈদৃশ পুরুষ ত্যজি, বিচার করি লক্ষণ
 মুক্তের অনুসন্ধানে বল কিবা প্রয়োজন ?
 বিনা চর্চা, নাহি হয় আয়ুর্বেদ সুবিজ্ঞাত
 জ্যোতিষে, যে জন বিচক্ষণ
 পক্ষান্তরে বিজ্ঞ বৈদ্য হয় অজ্ঞ জ্যোতির্বেদে
 যদ্যপি না করে অধ্যয়ন ।

বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক অজ্ঞ থাকে দার্শনিক তত্ত্বে
 না করিলে তত্ত্বের বিচার
 পক্ষান্তরে দার্শনিক না করি বিজ্ঞান চর্চা
 পারে কি করিতে আবিস্কার ?

দার্শনিক বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ বৈদ্যরাজ
 নাহে সর্ববিদ্যে বিচক্ষণ
 অজ্ঞাত বিষয়ে অজ্ঞ, স্বীয় বিজ্ঞাত বিষয়ে
 নিপুণ, বিদ্বান প্রতিজন ।

যে তত্ত্বে যে অনভিজ্ঞ তাহাতে ভ্রম প্রমাদ
পদে পদে . প্রতিদিন হয় . . .
অপরা বিদ্যা সম্পন্ন . হবে পরা বিদ্যাবিদ
কি যুক্তিতে করিছ প্রত্যয় ?

আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ভাষাবিদ বস্তুবিদ
আত্মজ্ঞে চিনিবে কি প্রকারে ?
নিদ্বান বা বিচক্ষণে করিলে অনুসরণ
বল, কোন যুক্তি অনুসারে ?

লক্ষ লক্ষ জীব মধ্যে জ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞ গণ্য
তয় কোন জন . কদাচন
অবিদ্যার অন্ধকারে অন্ধ অভিভূত সদা .
থাকে অজ্ঞ জীব সাধারণ ।

অসত্যে সত্য নিশ্চয় প্রত্যয় সত্য অসত্যে
হয় . যদি, তাহাই অজ্ঞান
একপক্ষ অজ্ঞতাবশে বিভ্রান্ত মানবকুল .
লাভ করে, অজ্ঞ অভিধান ।

সেই হেতু বহু জীব বলে যাহার সিদ্ধ, মুক্ত
হয় সে অমুক্ত প্রমাণিত
অমুক্ত অজ্ঞানী যদি বলে জীব সাধারণ
হয় তাতে . মুক্ত নিরূপিত ।

বিজ্ঞানী করিলে মাগু অনেকে করিলে পূজা
 ' জীবমুক্তি সিদ্ধ নাহি হয়
 গডলিকা প্রবাহের ' করিলে অনুসরণ
 সত্য লাভ সন্ধ্যাবিত নয় ।

বিশেষ শক্তিসম্পন্ন না হইলে সেই জন
 কেন তাঁরে স্তুতি নতি করে জীব-সাধারণ ?

উচ্চনীচ সকলের ভক্তি প্রীতি সম্মান
 অগ্ন জীবাশ্মে তাঁর শ্রেষ্ঠ করে প্রমাণ ।

বৃত্তির সমষ্টি মন, বৃত্তির স্বরূপ গুণ
 জানে উচ্চ, নীচ জীব যত
 , মনোবৃত্তি বিশেষের পূর্ণতা দেখে যে স্থানে
 তথা জীব হয় অবনত ।

প্রেম ভক্তি দয়া ক্ষমা ভাবের বাহুল্য যদি
 কোন জীবে করে দর্শন
 ভাবুক মানব তারে করে ভক্তি স্তুতি নতি
 ' সিদ্ধ মুক্ত আত্মা আরোপণ ।

দেখিয়া অসাধারণ শক্তি, গুণ কোন জীবে
 কবে তারে অমার্গ্য জ্ঞান
 দ্বিগুণ অবতার আত্মা , ভাবিয়া আরাধ্য, তারে
 করে পূজা আরাধনা ধ্যান ।

অযথা নিন্দার ন্যায় কাহারো অযথা ঘণা
লোক মুখে হয় প্রচারিত
‘তিলকে করিয়া তাল বর্ণনা করে মানব
অহরহ হ’চ্ছে লক্ষিত ।

শুনি বহু লোক মুখে সেইরূপ যশোগান
‘ক্রমশঃ’ বিশ্বাস দৃঢ় হয়
সেই বিশ্বাসের বশে করে যবে দরশন
দেখে তারে সেই গুণময় ।

কখনো চতুৰ কেহ সাজিয়া সিদ্ধের সাজে
করি ভক্তি, সিদ্ধি, মুক্তিভাণ
দেখাইয়া ইন্দ্রজাল শত শত অবিবেকী
শিষ্যগণে করে পরিভ্রাণ ।

মানবীয় ভাববৃত্তি শক্তি গুণাদি, মানব
জানে, পারে করিতে বিচার
করিতে পারে নির্ণয় কোন জন উচ্চ নীচ
কোন জন সমান তাহার ।

জৈব গুণে শ্রেষ্ঠতর জীব, সর্ব অবস্থায়
অপর জীষের পূজ্য হয়
কিন্তু শ্রেষ্ঠতম শক্তি ভাবে বৃত্তি গুণাদিও
দেয় না মুক্তির পরিচয় ।

শ্রেষ্ঠতম ভাব বৃত্তি শক্তি গুণ সমুদয়
কি হেতু জীবমুক্তির নাহি দেয় পরিচয় ?

কেন হয় ভাল মন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম একাকার
কেন বৃত্তি বশে, বল, করে কোন্ ব্যবহার ?

উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট আখ্য যে সকল ভাব বৃত্তি

অবাস্তিত মানবের মনে

তাহার রিকান, ক্রিয়া সঙ্কোচাদি হয় সদা

আত্মেতর বস্তু আলম্বনে ।

রাগ দ্বেষ বৈরাগ্যাদি খেলিছে সতত, করি

আত্মেতর , বস্তু আলম্বন

আত্মেতর জগদাশে করিছে সাধকগণ

ভক্তি প্রীতি প্রেমাди অর্পণ ।

এক জীব অমৃতজীবে করিছে করুণা, ক্ষমা

হইতেছে নিয়ত লক্ষিত

তোমাতে তোমায় ভক্তি ক্ষমা করুণাদি ভাব

বৃত্ত নাহি হয় সমুদিত ।

দেখি বিশ্ব দ্বৈত জানে ভাল মন্দ উচ্চ-নীচ

ধর্ম্মাধর্ম্ম করিছে বিচার

হ'লে দূর দ্বৈতবোধ হয় বিশ্ব আত্মময়

উত্তম অধম ~ একাকার ।

দেখিছে সমাধিকালে বিশ্বের নাস্তিহ, মুক্ত
 বিরাতে ব্রহ্মাণ্ড আত্মময়
 ব্যুৎথানেও দৈতবুদ্ধি বিরহিত জীবমুক্ত
 রাগ দ্বেষ হয়না উদয়।

প্রারব্ধ প্রবাহে কিস্বা পূর্ব সংস্কারের বশে
 দেহোদ্ভ্রয় মন ক্রিয়া করে
 দোষিয়াও নহে দ্রষ্টা করিয়াও নহে কৰ্ত্তা
 অভোক্তা সে ভোগের ভিতরে।

জ্ঞান কোলাহল মধ্যে নিঃসঙ্গ একক, শুধু
 আত্মরূপ করে দরশন
 নিবিড় বিজন বনে নহে মুক্ত সঙ্গহীন
 আত্মতৃপ্তি সাধী সর্ববক্ষণ।

যোগে ভোগে কিস্বা, রোগে মুক্তের অদৈত বুদ্ধি
 সদাকাল থাকে জাগরিত
 সেই হৈতু হর্যাম্ব বিনির্মুক্ত জীবমুক্ত
 স্বান্ধানন্দামুতে তিরপিত।

অব্যক্তা সাম্যা প্রকৃতি বিকাশে ত্রিগুণা, কিস্বা
 প্রকৃতি বিকাশে গুণত্রয়
 লয়াতিমূখনৌ মায়া ত্রিগুণ করি সঙ্কোচ
 হয় পুন অব্যক্তে বিলয়।

শক্তি বা গুণের ক্রিয়া প্রকৃতি বিকাশ কালে
 হয় জীবের পূর্ণ বিকশিত
 প্রকৃতি সঙ্কোচ ক্রিয়া জীবমুক্তি অবস্থায়
 হয় গুণ, শক্তি, সঙ্কোচিত।

সে হেতু অসাধারণ শক্তি গুণ জীব বৃত্তি
 জীবনের সম্যক বিকাশ
 দেখিয়া শক্তি গুণাদি হইয়াছে জীবমুক্তি
 কি যুক্তিতে করিবে বিশ্বাস ?

ত্রিবিধ অবস্থা যুত জীবন মুক্তে চিনিতে
 তব জীবমুক্তি প্রয়োজন
 জানিলে সেই অবস্থা কে তাহাতে অবস্থিত
 পারিবে করিতে নিরূপণ।

কিরূপ ত্রিবিধাবস্থা ভোগে জীবমুক্ত জন
 তাহার স্বরূপ, তব, কর ব্যাখ্যা ভগবন।
 প্রতি অবস্থায় তার কিবা অনুভূতি হয়
 বিস্তৃত বর্ণনা করি যুগোত্তম সংশয়।
 সমাধি অবস্থা অগ্রে তৎপরে বিয়াটাবস্থা
 ততঃপর ব্যাখ্যান সময়
 মনের মুক্ত অবস্থা প্রতিদিন জীবমুক্ত
 ভোগে এই অবস্থা ত্রিতয়।

সম্যক বিরাগী মন হইয়া বিশ্ব বিস্মৃত
 আত্মতত্ত্বে হয় নিব্বাপিত
 মনৌতীত সে অবস্থা । হয় অপরোক্ষ জ্ঞান
 অথবা সমাধি নামাশ্রিত ।

মনের নিরোধ কিস্থা সমাধির ব্যাখ্যাকালে
 'করিয়াছি তাহার বিচার
 ব্যতীত "নেতি নেতীতি" অজ্ঞেয় হৃদয়জ্ঞাপনে
 ভাষায় কি শব্দ আছে আর ?

সে অব্যক্ত তত্ত্ব হ'তে হইয়া উদ্ভূত মায়া
 বিশ্বরূপে বিকশিত . . . হয় ।

যথ্য নিশি শেষে সূর্য্য . হইয়া উদিত ঢালে
 'দশ দিকে রশ্মি দীপ্তিময় ।

কিস্থা উঠি সৃষ্টি হ'তে যেই রূপে জৈব মন
 স্বপ্নরাজ্য করিছে বিস্তার
 অব্যক্ত হ'তে উথিতা হয়ে, সেই রূপে মায়া
 ধরে এই বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা

আমি (আত্মা) সেই সময়ে মায়িক মিথ্যা প্রপঞ্চে
 করি স্বীয় সত্তা অভিমান
 জড় জীব সর্বরূপে . যেন আমি বিকাশিত
 হয় মম এইরূপ ভাণ্ডা

দ্রষ্টা দৃশ্য দরশন দেশ কাল পাত্ররূপে
 যেন আমি করি বিবর্তন
 যেন আমি সর্বরূপে ভূত, ভূতজাত বস্তু
 রবি শশী গ্রহ তারাগণ।
 ঐশ্বর হিরণ্যগর্ভ বিরাট ব্রহ্মাদি নামে
 এসে সময় হই অভিহিত
 আমার এ বিশ্বরূপ শ্রুতি স্মৃতি সর্ববিশ্বাস্ত্রে
 নানা ভাবে হয়েছে বর্ণিত।

শূন্য হ'তে মহাশূন্যে উদ্ধ'দেশে মুক্কা মগ
 উন্মীলিত নেত্র দিবা কর
 মায়া শিল্পি নিরমিত দীপ্ত নক্ষত্র খচিত
 চারু নভ নীলাভ অম্বর।

আমার দেহের উজ্জা তেজরূপে বিকীরিত
 শ্বাস বায়ুরূপে প্রবাহিত
 গতি শক্তি থাকষণ আমার স্পন্দন মাত্র
 বিশ্ব রূপে আমি বিকশিত।
 দর্পণের রূপভেদে ক্ষুদ্র বড় প্রতিবিম্ব
 আপনার কয় দরশন
 বৃহৎ ক্ষুদ্র কিম্ব নাহি হও পরিণত
 স্নান ভাবে থাক সর্বক্ষণ।

তদ্রূপ ত্রিকাণ্ড ব্যাপী মম সূত্রা বিশ্বরূপ
 ' তয় পূর্ণতম সর্ববময়
 ' অণু পরমাণুতেও ' মম সত্তা পূর্ণতম
 ' অংশ কিস্বা পরিচ্ছিন্ন নয় ।

পরমাণু কিস্বা বিশ্বে জড়ে জীবে কিস্বা ভূতে
 ' যাতে আমি করি অভিমান
 আমার মায়ায় ছায়া যেন আমার স্বরূপ
 এইরূপ হয় মম জ্ঞান ।

যখন দেহ বিশেষে হয় মম অভিমান
 তাগাই জীবহ বাচ্য হয়
 কিস্বা ধরে যেন মায়া ' সে সময়ে মনরূপ
 ' ত্রিগুণ ত্রিবিধ তাপময় ।

আমি জীবমুক্ত, যোগী, আমি অনুগত ভক্ত
 আমি কস্মী স্বর্গ অভিলাষী
 চিন্তাশক্তি করি আমি নিত্য নৈমিত্তিক কস্মে
 ' পর্যাটন কুন্নি মক্কা ক্বাশী !

আমি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ইহুদী খৃষ্টান জৈন
 আমি বৌদ্ধ আমি মুসলমান
 গৌরজায় মসজিদে ' মন্দিরে অথবা মঠে
 ' সর্বব স্থানে ' করি অবস্থান ।

আমি গুরু আমি শিষ্য নাস্তিক ধার্মিক আমি

আমি পিতা জননী সন্তান

একরূপে জন্মদাতা অপর রূপে প্রসূতি

অনুরূপে করি স্তম্ভপান।

বঞ্চক দস্যু তস্কর নরহত্যা রূপে আমি

রাজ দণ্ডে হ'তেছি দণ্ডিত

সিদ্ধ সাধু সদাশয় দয়াবান রূপে আমি

হ'তেছি পূজিত সম্মানিত।

মাতার মেহ চুষনে প্রেমিকাব আলিঙ্গনে

ভক্তের আবেশে অশ্রুজলে

ভগুর ভণ্ডনে ভাণে নহে অশ্রু কেহ তার

আমি বিরাজিত সর্বস্থলে।

সিংহ ব্যাঘ্র দংষ্ট্রীরূপে করি সদা সংহনন

নিরীহ অদংষ্ট্রী জীবগণে

ধরি বিষধর রূপ করি বিষে জড়জরিত

জন্তুগণে বিষাল দংশনে।

স্রাবর অঙ্গম দেহে ছোড়ারূপে সদা আমি

করিতেছি সকল ভক্ষণ

বিস্তারি করাল বক্তৃ ব্যাধি বা বার্কক্য দংশে

করি জীবগণে নিশ্লেষণ।

কামান বন্দুক রূপে গভীর গুর্জনে আমি
 করি জল স্থল প্রকম্পিত
 সহস্র সহস্র বীর • বিচ্ছিন্ন বিদীর্ণ দেহে
 রণক্ষেত্রে হয় নিপতিত ।

সেই হেতু “গুপ্তা” নামে শ্রুতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে
 হইয়াছি আমি অভিহিত
 পক্ষান্তরে ভক্ষ্যরূপে করি স্বীয় দেহ দান
 অহরহ হতেছি ভক্ষিত ।

আগার স্বাবর দেহ জঙ্গম করে ভোজন
 কাটদেহ বড় • কাটগণ
 সেই কাটে ভক্ষ পক্ষী • পক্ষাদেহ বৃহত্তর
 অথ জীব করিছে ভক্ষণ ।

সর্বভুক নব-রক্তে মূশক উৎকৃণ গণ
 ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে
 অগাধ কীটগণ করে আহার বিহার
 মম নরদেহে অভ্যস্তরোঁ ।

দেহস্থিত প্রাণ যন্ত্র • ভোজন করিয়া কীট
 ব্যাধিরূপে করে আয়ুক্ষয়
 স্বাবর জঙ্গম আখ্য • ক্ষুদ্র বড় মম দেহ
 এক অপরের ভক্ষ্য হয় ।

এই রূপে দ্রষ্টা দৃশ্য ভোক্তাভক্ষ্য সর্বরূপে
যেন করি সে কালে বিহার
কিন্তু পরমার্থে, এই দ্রষ্টা'র ভোক্তা'র সর্ব
ভাগ মাত্র আমার মায়া'র।

রজ্জু'র নাহি ভুজঙ্গে সর্প'র নাহি রজ্জুতে
কিন্তু ভ্রমকালে দেখা যায়
সে রূপে আমাতে বিশ্ব কিস্তি এই বিশ্বে আমি
অধ্যাসিত হ'তেছি মায়ায়।

বিরামে বিরাটাবস্থা হয় পুন দেহ জ্ঞান
ক্ষুধা, তৃষ্ণা আবার উদয়
কিন্তু জানি জৈবাবস্থা অথবা বিরাট ভাব
তারিক স্বরূপে মম নয়।

এ বিশ্ব মায়া'র ভ্রাণ মায়া'ময় বিশ্বরূপ
মায়িক বিরাট অভিমান
মায়াতীত মনোতীত অজ্ঞেয় অব্যক্ত আমি
নাহি মম কোন অভিধান।

ব্রহ্মা বিষ্ণু জগদীশ গুড়' খোদা বলি মোরে
ভক্ত জীব করে আবাহন
নাহি করে অনুভব তাঁদের আমি'র মধ্যে
আত্মা রূপে আমি সর্বক্ষণ।

দেহান্তে সুদূর স্বর্গে ধার্মিক মানবগণ

মম দরশন আশা করে

কিন্তু নাহি কহেনশব্দ. দেখিতে ন আত্মরূপী

মম সত্তা তাদের ভিতরে ।

পূর্ণতা স্বীয় বৃত্তির আমাতে করি আরোপ

ডাকে “প্রেমময়” “দয়াময়”

কে দিবে উত্তর তার ? আমার নিগূণ সত্তা

তাদের আমিহ ভিন্ন নয় ।

সাগরে সেহ বন্ধন ক্ষুদ্র গিবি উত্তোলন

রক্ষ রক্ষ অসুখ . নিধন

জৈব শক্তি জৈব কর্ম আমাতে কবি আরোপ .

করে অবতার নিকৃপণ ।

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণে শূন্যদেশে যেই শক্তি

চিবকাল করিছে ধারণ

হ'য়েবন্ধ সে শক্তিতে অসংখ্য গৌর জগৎ .

চক্রাকারে করিছে ভ্রমণ ।

যে শক্তিতে হ'য়ে চূর্ণ গ্রহ উপগ্রহ গণ

অণুরূপে অনন্তে লুকাই

শত সহস্র মাত্রণ্ডে যে প্রচণ্ড শক্তি বশে

স্বীয় তেজে ভগ্ন হয়ে যাই ।

যে শক্তিতে জড় জীব হইতেছে জাত মৃত
 মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিবর্ত্তিত
 অবতারাখ্য স্রীবের আবির্ভাব তিরোভাব
 যে শক্তিতে হয় নিয়মিত ।

সেই মায়াশক্তি, মম স্পন্দন, জন্মন মাত্র
 এই বিশ্ব বিকাশ তাহার
 আরোপ কবি আমাতে ক্ষীণশক্তি, মতিহীন
 কল্পনা করিছে অবতার ।

পরমার্থে মায়াময় শক্তি জ্ঞান গুণ ত্রিয়া
 আমি, সর্ব্ব উপাধি বিহীন
 জানে মোরে আত্মরূপে আত্মজ্ঞানী যোগিজন
 আত্মতত্ত্বে হয় যবে লীন ।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্ম অনুভূতি হয়
 তৎপরে বিরাট আখ্য বিষ্ণুরূপ মায়াময় ।
 আত্মার দ্বিবিধ তত্ত্ব করি যোগী দেরশন
 ব্যুৎপাদনে, জীবাবস্থায় কবে, পুনঃ বিচরণ ।
 বিরাটে, সমাধিকালে, হয় মন অন্তর্হিত
 কিরূপে স্মৃতি তাহার হয়, বল, সম্ভাবিত ?
 যদি থাকে স্মৃতি তবে কিভাবে সে মুক্তজন
 করে সর্ব্ব ব্যবহার, বিষয়াদি আহরণ ?

সমাধি কিম্বা বিরাতে মুক্তের বিশুদ্ধ মন
কভু নাহি হয় অন্তর্হিত
তাই হ'লে, প্রত্যাভিজ্ঞা, বিজ্ঞানসহ ব্যুত্থানে
জীবমুক্তি নহে সম্ভাবিত ।

কনকে কটক কিম্বা বারিতে বদ্বুদ প্রায়
ত'য়ে সর্ব উপাধি বর্জিত
হয় যবে চির লীন নাহয় ব্যুত্থান, তাহা
বিদেহ কৈবল্য নামাশ্রিত ।

বৈরাগ্য প্রভাবে মন কান্দয়া বৃত্তি সঙ্কোচ
হয় আশ্র সাগরে মজ্জিত
মায়া সহ পুনরাহ ভাসিয়া উঠি বিরাতে
পূর্ব ভাবে হয় প্রকটিত ।

করিয়া অবগাহন যেইরূপে সিন্ধু গাত্রে
সমুখিত হয় দেহীগণ
সমাধি সলিলে স্নাত বিরাত বারিতে সিন্ধু
হয় সেইরূপে মুক্ত মন ।

সিন্ধু দেহে জলবগা যেইরূপে থাকে লগ্ন
সেইরূপে আভাস কিঞ্চন
থাকে সে ব্যাখ্যিত মনে, করি তাই আলম্বন
করে সেই অবস্থা বর্জন ।

দেখি সেই জলবিন্দু সিন্ধু স্বরূপ, অণ্ণে

পারে কি করিতে অনুমান ?

সে আভাস, জীবভাষা আলঙ্কার, অবিবেকী

কি বুঝিবে একাত্ম বিজ্ঞান ?

জীবন মুক্তির মনে সমাধি ও বিরাতের

—থাকে যেই সামান্য সংস্কার

তাহাতেই বিসদৃশ হয় তার বুদ্ধিবৃত্তি

জাগতিক সর্বব্যবহার ।

কিরূপ সংস্কার যোগে কিদৃশ বুদ্ধির বশে

মুক্ত কোন ব্যবহার করে

করিব বিস্তৃত ব্যাখ্যা তব সন্দিগ্ধ চিন্তের

ভ্রম দ্বিধা সংশোধন তরে ।

সমাধির ভূমি “আমি” মায়ায় বিকাশ সহ

বিশ্বরূপে হই বিবর্তিত

সেই সর্ব অভিমানী “আমি”ই বিচিৎতদেহে

জীবরূপে হই ব্যবর্তিত ।

সমাধি বিরাতের জীবনে পর্য্যায় ক্রম

করি আমি নিত্য পর্য্যটন

কিন্তু “আমি” ভিন্ন, কোন স্বল্প চেতন সত্তা

কছু নাহি করি দর্শন ।

থাকিলে ঈশ্বর কিম্বা চিদ্ব্যগ্ৰ ঐশ মূর্তি
পাইতাম তাহার সন্ধান
নহে যোগে অনুভব জীবন্ত প্রমাণ সিদ্ধ
সেই হেতু করি প্রত্যাখ্যান ।

ত্রিকালে অগ্নিদ্ধ ঈশে কিরূপে করি বিশ্বাস
স্তুতি নাত ভজন সাধন
করিব প্রার্থনা কিবা ? নিতাতৃপ্ত পূর্ণ আমি
নারি মম ভীতি, প্রয়োজন ।

আমার অভিন্ন সত্তা প্রকাশে প্রয়াস যার
সেই গ্রন্থ পরমার্থে বেদ
বাল-বাচাগতা তাহা যেই শাস্ত্র আমা হ'তে
জীব জড়ে করে ব্যবচ্ছেদ ।

উর্দ্ধে অধে দশদিকে অজীব জীব সংজ্ঞক
ক্ষুদ্র বড় বাহ্য দৃষ্ট হয়
সকলের অধিষ্ঠান কিম্বা আত্মারূপে আমি
সত্তা রূপে আমি সর্বব্যপ্ত ।

জ্ঞাতি বর্ণাশ্রম ভেদ কিরূপে করি স্বীকার
সর্ববদেহে আমি বিজ্ঞান
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী
খৃষ্টান অথবা মুসলমান ।

চোর দস্যু ব্যভিচারী প্রবঞ্চক পাষণ্ডের
আত্মরূপে আমি অবস্থিত
জিতেন্দ্রিয় ব্যভিচারী সাধু মহাস্তুর দেহে
দেহরূপে আমি বিরাজিত ।

নাস্তিক পাষণ্ড ভ্রষ্ট করে যদি সম্বোধন
মৃত্যুতে মম নিন্দা নাহি হয়
সজ্জন সন্ন্যাসী জ্ঞানী যদি কভু কহে কেহ
নিতান্ত অলীক তাহা নয় ।

প্রশংসা বা নিন্দা তরে জীবের ভাষায় যত
আছে শব্দ বাক্য বিশেষণ
আমাতে হয় সঙ্গত, যখন করে আরোপ
রাগ ঘৃণা বশে জীবগণ ।

আমি নিন্দ্য, নিন্দাকারী আমিই স্তূত্য, স্তাবক
সর্ব জীব স্বরূপ আমার
সেই হেতু নাহি হয় নিন্দা স্তুতি প্রশংসায়
হৃদয়—চিন্তের বিকার ।

সর্ববিধ ধন্যধন্য কষ্টাকষ্ট ভক্ষ্যভক্ষ্য
আমাতেই হয় সমাবেশ
নাহি মম ত্যাজ্য গ্রাহ্য হের উপাদেয় বোধ
নাহি স্পৃহা অনুরাগ ঘৃণা ।

কিন্তু মূর্ত্তামূর্ত্ত বাহ্য বিষয় সংস্কৃত বিশেষ

সকল মায়িক মিথ্যাভাণ

মায়াময় দেহেন্দ্রিয় করে শুভাশুভ কর্ম্ম

তাতে মম নাহি অভিমান ।

পদ্ম পাত্রে পয়ঃ প্রায় নিলিপ্ত নির্মল আমি

দ্রষ্টা রূপে করি দরশন

ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যাপুণ্য সুখ দুঃখাদি আমার

স্পর্শ নাহি করে কদাচন ।

নিলিপ্ত অকলুষ তুমি কিরূপে করি প্রত্যয়

তোমার কর্তৃত্বে এই গ্রন্থ কি লিখিত নয় ?

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীগণে করিতেছ হেয় জ্ঞান

তাঁদের সাধাসাধন করিতেছ প্রত্যাখ্যান ।

সমাজিক রীতি নীতি করিতেছ আক্রমণ

তীক্ষ্ণবাণ সম বাণী নিয়ত করি বর্ষণ ।

সর্ববস্ত্র সম দর্শন, সর্বদেহে অভিমান

তোমার এ ব্যবহার কতু কি করে শ্রীমাদ ?

কুন্ড জীব পরিপূর্ণ বিচিত্র বিশ্ব সংসার

সৃষ্টি, স্থিতি লয় মায়াময়

যে শক্তিতে হয় সৃষ্টি তাহাতেই হয় স্থিতি

তাহাতেই পুনঃ লীন হয় ।

উত্থান পতনশীল মায়ার বিচিত্র চক্র
 ঘূর্ণিত হ'তেছে অবিরত
 সেই সহ জড়-জীব রাজ্য জাতি সম্প্রদায়
 হ'তেছে উত্থিত অবনত ।

যে শক্তিতে নিশাকালে দৃশ্যমান এই বিশ্ব
 — অন্ধকাবে হয় আবরিত
 প্রভাতে সে শক্তিতেই প্রদীপ্ত রবি কিরণে
 সর্ব বস্তু হয় প্রকাশিত ।

সেই মায়া আখ্য শক্তি ধরিয়া অবিভা রূপ
 মোহ-মুগ্ধ করে জীবগণে,
 বন্ধ হয় জীবগণ অদ্বন্দ্ব ধর্ম সংস্কার
 আর অন্ধ-বিশ্বাস বন্ধনে ।

প্রথমে পুতুল, পরে পুত্র পরিজন সহ
 খেলে জীব, তাহাই সংসার
 করে শেষে ধর্ম ক্রোড়া কল্পনা-ক্রোড়া-জুতনে
 সহ ঈশ, ঈশ-অবতার ।

সংসারে আসক্তি, আশা, নিরাশা ভীতি সন্তাপে,
 জীবগণ হয় সন্তাপিত
 নহে ধর্ম রাজ্য, ভীতি, ভক্তি প্রেমাখ্য আসক্তি
 আশা নিরাশাদি বিরহিত ।

সংসার ও ধর্ম তরে হইয়া আত্মবিমুখ
 আত্মতরে মন সদা ধায়
 সেইহেতু সংসাধ খেলা ধর্মাত্মা সর্ব সংস্কার
 আশ্রয়ানে হয় অক্ষরায়।

অবিদ্যা বৃক্ষের ফল সংসার, ধর্ম সংস্কার
 তিত্ত মিষ্ট সংমিশ্রিত স্বাদ
 নাহি হয় ভোগে তৃপ্তি নাহি হয় ত্যাগে স্পৃহা
 ভাবে দুঃখ অভাবে প্রমাদ।

স্মৃতিকার সংস্কারক প্রচারক অবতার
 সিদ্ধ, রূপ করিয়া ধারণ
 রক্ষিতে সংসার, ধর্ম, অবিদ্যা বৃক্ষের মূলে
 করে মায়া মূলিল সিদ্ধন।

পক্ষান্তরে বিদ্যারূপে হয় মায়া প্রকটিতা
 কভু কোন কোবিদ-অন্তরে
 প্রজ্ঞান-তীক্ষ্ণ-কুঠারে ফল ফুল পত্র সহ
 সেই বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করে।

কিন্তু নাহি হয় ধ্বংস সেই অবিদ্যাখ্য বৃক্ষ
 মূল হ'তে হয় অক্ষুরিত
 নবীন অক্ষুর, ক্রমে ধরি নব তরু রূপ
 ফল ফুলে হয় সুশোভিত।

নব ধর্ম নব নীতি নব সামাজিক রীতি

নব ভাবে অভূদিত হয়
অনাদি কাল হইতে এইরূপে করে ক্রীড়া
মহার বিরোধী শক্তি দয়।

ধরি মায়া এবে, এই দেহেন্দ্রিয় মনরূপ
আত্মতত্ত্ব করিছে প্রচার
গ্রন্থকর্তা সেই মায়া বিচার, যুক্তি, প্রমাণে
রুদ্ধ বাক্যে কর্তৃত্ব তাহার।

গ্রন্থের ক্রি ফলাফল হ'তেছে হইবে পরে
তাতে মম কিবা প্রয়োজন ?
সে চিন্তা করিবে মায়া যাব প্রেরণায় কর্ম
করিতেছে দেহেন্দ্রিয় মন।

নিয়তির দ্রষ্টারূপে শাস্ত উপনিষৎ আমি
নাহি মম কর্তৃত্বাভিমান
নাহি হেয় উপাদেয় আত্মপর উচ্চনীচ
মম তরে সকল সমান।

অবিদ্যা ও বিদ্যারূপা স্তূতা সহ, মায়া যদে,
অন্তঃপুরে অন্তঃহিতা হয়
থাকি আমি একমাত্র আদিতীয় পরমাত্মা
হয়, দৃষ্ট দর্শনাদি লয়।

সেই পরমাত্মা তুমি নহ তুমি দেহ মন
 তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ
 ঘটাদিতে যেম মত মায়িক উপাধি যোগে
 আত্ম, আত্মেতর ব্যবচ্ছেদ ।

পশুরাজনসিংহ তুমি মায়ার কুহকে ভুলি
 শৃগালহে কর অভিমান
 নিবির্বিকার নিত্য মুক্ত হইয়াও ভ্রম বশে
 আপনাকে কর বদ্ধ জ্ঞান ।

তুমি বিভু তুমি প্রভু কি হেতু অপর প্রভু
 কলনায় করিয়া স্বজন
 সাজিয়া দাসের সাজে করিতেছ স্তুতি নতি
 আরাধনা প্রার্থনা ক্রন্দন ?

দেহ তব হয় জাত জনক জননী হ'তে
 কিন্তু তুমি অজ, সারাৎসার
 অজহু নিত্যই স্বীয় হইয়া বিশ্বত, কর
 স্রষ্টা পিতা ঈশ অঙ্গীকারী ॥

কুষ হইয়া তুমি করিতেছ ভ্রমবশে
 প্রকৃতিকে "মাতা" মন্বোধন
 "পাশ বন্ধে! জীবো ভূহা" কর স্বীয় শক্তি সহ
 বিপরীত সুস্বপ্ন স্থাপন ॥

